বুখারী শরীফ
চতুর্থ খন্ড
ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

www.icsbook.info

বুখারী শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.icsbook.info

বুখারী শরীফ (চতুর্থ খণ্ড)
আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯১
ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৯০/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭·১২৪১
ISBN : 984-06-0471-6

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ
মার্চ ২০০৩
ফাল্গুন ১৪০৯
মহররম ১৪২৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মুনসুরউদ্‌দৌলাহ্ পাহ্‌লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (4TH PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
March 2003

Price : Tk 150.00 ; US Dollar : 5.00

www.icsbook.info

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩.	মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	"
৪.	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সালাম	"
৫.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	"
৬.	মাওলানা রূহুল আমিন খান	"
৭.	মাওলানা এ, কে, এম, আবদুস সালাম	"
৮.	অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম	সদস্য সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২.	মাওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩.	মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	"
৪.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৫.	মাওলানা ইমদাদুল হক	"
৬.	মাওলানা আবদুল মান্নান	"
৭.	এ. কে. এম. জিয়াউল হক	সদস্য সচিব

www.icsbook.info

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে — 'আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।' হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম 'আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ।৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.icsbook.info

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল্-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.icsbook.info

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনূদিত বুখারী শরীফের প্রথম সংস্করণে বিভিন্ন কারণে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়ায় ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি তা সংশোধন ও সম্পাদন করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। সর্বাংশে সাফল্য লাভ করতে পেরেছি কিনা সুধী পাঠক তা বিচার করে দেখবেন। বড় ধরনের কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে বাধিত হবো।

অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে আন্তরিকভাবে নির্ভুল ও নিখুঁত করার আগ্রহের অভাব মোটেই ছিল না।

পাঠকবৃন্দের কাছে গ্রন্থখানি সাদরে গৃহীত হলে আমরা সুখী হবো। মহান আল্লাহ্ সকল পাঠক, প্রকাশক ও এ সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম সাফল্য দান করুন। আমাদের এ সাধনা মহান আল্লাহ্র নিকট মকবূল হোক, এ আমাদের ফরিয়াদ।

www.icsbook.info

সূচীপত্র

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

অধ্যায় ঃ সলম

অধ্যায় ঃ শুফ্‌আ

অধ্যায় ঃ ইজারা

www.icsbook.info

বিষয় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ হাওয়ালা

অধ্যায় ঃ যামিন হওয়া

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

অধ্যায় ঃ অংশীদায়িত্ব

www.icsbook.info

www.icsbook.info

অধ্যায় ঃ মুকাতাব

অধ্যায় ঃ হিবা ও তার ফযীলত এবং এর প্রতি উৎসহ প্রদান

www.icsbook.info

অধ্যায় ঃ শাহাদাত

www.icsbook.info

www.icsbook.info

বুখারী শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

www.icsbook.info

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়

وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا وَقَوْلُهُ : اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ

এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আল্লাহ্ বেচা-কেনাকে বৈধ এবং সূদকে অবৈধ করেছেন (২ ঃ ২৭৫) এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর.... ।

١٢٧٧. بَابُ مَا جَاءَ فِى قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ، وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا نِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا، قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ، وَقَوْلِهِ : لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

১২৭৭. পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে (ইরশাদ করছেন)ঃ সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। যখন তারা দেখল ব্যবসায় কৌতুক তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। বলুন, আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। (৬২ ঃ ১০-১১) আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।

١٩١٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ

www.icsbook.info

يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُوْنَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاِنَّ اِخْوَتِىْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالْاَسْوَاقِ ، وَكُنْتُ اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مِلْءِ بَطْنِى فَاَشْهَدُ اِذَا غَابُوْا وَاَحْفَظُ اِذَا نَسُوْا، وَكَانَ يَشْغَلُ اِخْوَتِىْ مِنَ الْاَنصَارِ عَمَلُ اَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ اِمْرَأً مِسْكِيْنًا مِنْ مَسَاكِيْنَ الصُّفَّةِ اَعِىْ حِيْنَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَدِيْثٍ يُحَدِّثُهُ اِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ اَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتّٰى اَقْضِىَ مَقَالَتِىْ هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ اِلَيْهِ ثَوْبَهُ اِلاَّ وَعٰى مَا اَقُوْلُ فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَىَّ حَتّٰى اِذَا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا اِلٰى صَدْرِىْ ، فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ مِنْ شَىْءٍ۔

১৯১৯ আবুল ইয়ামান (র.)…. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনারা বলে থাকেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) বেশী বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকে এবং আরো বলেন, মুহাজির ও আনসারদের কি হলো যে, তারা তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না? (কিন্তু ব্যাপার হলো এই যে,) আমার মুহাজির ভাইগণ বাজারে কেনা-বেচায় ব্যস্ত থাকতেন আর আমি কোন প্রকারে আমার পেটের চাহিদা মিটিয়ে (খেয়ে না খেয়ে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে পড়ে থাকতাম। তাঁরা যখন (কাজের ব্যস্ততায়) অনুপস্থিত থাকতেন আমি তখন উপস্থিত থাকতাম। তাঁরা যা ভুলে যেতেন আমি তা সংরক্ষণ করতাম। আর আমার আনসার ভায়েরা নিজেদের খেত-খামারের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। আমি ছিলাম সুফ্ফার মিসকীনদের একজন মিসকীন। তাঁরা যা ভুলে যেতেন, আমি তা সংরক্ষণ করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এক বর্ণনায় বললেন, আমার এ কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কেউ তার কাপড় বিছিয়ে দিবে এবং পরে নিজের শরীরের সাথে তার কাপড় জড়িয়ে নেবে, আমি যা বলছি সে তা স্মরণ রাখতে পারবে। [আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন] আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কথা শেষ করলেন, পরে আমি তা আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সে কথার কিছুই ভুলি নি।

١٩٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ اِنِّىْ اَكْثَرُ الْاَنْصَارِ مَالاً فَاَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِىْ وَانْظُرْ اَىَّ زَوْجَتَىَّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَاِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لاَ حَاجَةَ لِىْ فِىْ ذٰلِكَ هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوْقُ قَيْنُقَاعٍ قَالَ فَغَدَا اِلَيْهِ

www.icsbook.info

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَتَى بِاَقِطٍ وَسَمْنٍ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ نَوَاةً مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

১৯২০ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় আসি, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার এবং সা'দ ইব্‌ন রাবী' (রা.) -এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। পরে সা'দ ইব্‌ন রাবী' বললেন, আমি আনসারদের মাঝে অধিক ধন-সম্পত্তির অধিকারী। আমার অর্ধেক সম্পত্তি তোমাকে ভাগ করে দিচ্ছি এবং আমার উভয় স্ত্রীকে দেখে যাকে তোমার পসন্দ হয়, বল আমি তাকে তোমার জন্য পরিত্যাগ করব। যখন সে (ইদ্দত পূর্ণ করবে) তখন তুমি তাকে বিবাহ করে নিবে। আবদুর রাহমান (রা.) বললেন, এ সবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। বরং (আপনি বলুন) ব্যবসা-বাণিজ্য করার মত কোন বাজার আছে কি? তিনি বললেন, কায়নুকার বাজার আছে। পরের দিন আবদুর রাহমান (রা.) সে বাজারে গিয়ে পনীর ও ঘি (খরিদ করে) নিয়ে আসলেন। এরপর ক্রমাগত যাওয়া-আসা করতে থাকেন। কিছুকাল পরে আবদুর রাহমান (রা.) -এর কাপড়ে বিয়ের মেহেদী দেখা গেল। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে? তিনি বললেন, জনৈকা আনসারী মহিলা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী পরিমাণ মাহর দিয়েছ? আবদুর রাহমান (রা.) বললেন, খেজুরের এক আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

١٩٢١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ فَاٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اُقَاسِمُكَ مَالِىْ نِصْفَيْنِ وَاُزَوِّجُكَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِىْ عَلَى السُّوْقِ فَمَا رَجَعَ حَتّٰى اسْتَفْضَلَ اَقِطًا وَسَمْنًا فَاَتٰى بِهِ اَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيْرًا اَوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ مَاسُقْتَ اِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ اَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১৯২১ আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) মদীনায় আগমন করলে নবী করীম ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্‌ন রাবী' আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। সা'দ (রা.) ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবদুর রাহমান (রা.)-কে বললেন, আমি

www.icsbook.info

তোমার উদ্দেশ্যে আমার সম্পত্তি অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিতে চাই এবং তোমাকে বিবাহ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে বাজার দেখিয়ে দাও। তিনি বাজার হতে মুনাফা করে নিয়ে আসলেন পনীর ও ঘি। এভাবে কিছু কাল কাটালেন। একদিন তিনি এভাবে আসলেন যে, তাঁর গায়ে বিয়ের মেহেদীর রংয়ের চিহ্ন লেগে আছে। নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জনৈকা আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি (নবী ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে কী দিয়েছে? তিনি বললেন, খেজুরের এক আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

١٩٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجِنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ اَسْوَاقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ فَكَاَنَّهُم تَاَثَّمُوْا فِيْهِ فَنَزَلَتْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ، فِىْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَاَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

১৯২২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)...ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকায, মাজিন্না ও যুল-মাজায (নামক স্থানে) জাহিলিয়্যাতের যুগে বাজার ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পরে লোকেরা ঐ সকল বাজারে যেতে গুনাহ্ মনে করতে লাগল। ফলে (কুরআন মজীদের আয়াত) নাযিল হলঃ তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই। (২ ঃ ১৯৮) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) (আয়াতের সংগে) হজ্জের মওসুমে কথাটুকুও পড়লেন।

١٢٧٨. بَابُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

১২৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, উভয়ের মাঝে অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে।

١٩٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ كَانَ

www.icsbook.info

لِمَا اسْتَبَانَ اَتْرَكَ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلٰى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ اَوْشَكَ اَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِىْ حِمَى اللّٰهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُوَاقِعَهُ۔

১৯২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, উভয়ের মাঝে বহু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি যে বিষয়ে গুনাহ্ হওয়া সুস্পষ্ট, সে বিষয়ে অধিকতর পরিত্যাগকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ করতে দুঃসাহস করে, সে ব্যক্তির সুস্পষ্ট গুনাহের কাজে পতিত হবার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। গুনাহ্সমূহ আল্লাহ্র সংরক্ষিত এলাকা, যে জানোয়ার সংরক্ষিত এলাকার চার পাশে চরতে থাকে, তার ঐ সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

١٢٧٩ بَابُ تَفْسِيْرِ الْمُشَبَّهَاتِ وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ اَبِىْ سِنَانٍ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يَرِيْبُكَ

১২৭৯ পরিচ্ছেদ ঃ সন্দেহজনক কাজের ব্যাখ্যা। হাস্সান ইব্‌ন আবূ সিনান (র.) বলেন, আমি পরহেযগারী থেকে বেশী সহজ কাজ দেখতে পাইনি। (তা হলো) যা তোমার কাছে সন্দেহযুক্ত মনে হয়, তা পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত কাজ কর।

١٩٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ امْرَاَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا اَرْضَعَتْهُمَا فَذَكَرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ اَبِىْ اِهَابٍ التَّمِيْمِىِّ۔

১৯২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.).... উক্‌বা ইব্‌ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন কালো মেয়েলোক এসে দাবী করল যে, সে তাদের উভয় (উক্‌বা ও তার স্ত্রী)-কে দুধপান করিয়েছে। তিনি এ কথা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে নবী ﷺ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং মুচকি হেঁসে বললেন, কি ভাবে ? অথচ এমনটি বলা হয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন আবূ ইহাব তামীমীর কন্যা।

١٩٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ

www.icsbook.info

اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّيْ فَاقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ اَخِيْ قَدْ عَهِدَ اِلَيَّ فِيْهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِيْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِيْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِيْ كَانَ قَدْ عَهِدَ اِلَيَّ فِيْهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِيْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِيْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اِحْتَجِبِيْ مِنْهُ لِمَا رَاٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ ـ

১৯২৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্‌বা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-কে ওয়াসীয়াত করে যান যে, যাম'আর বাঁদীর গর্ভস্থিত পুত্র আমার ঔরসজাত; তুমি তাকে (ভ্রাতুষ্পুত্র রূপে) তোমার অধীনে নিয়ে আসবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের কালে ঐ ছেলেটিকে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) নিয়ে নিলেন এবং বললেন, এ আমার ভাইয়ের পুত্র। তিনি আমাকে এর সম্পর্কে ওয়াসীয়াত করে গেছেন। এদিকে যাম'আর পুত্র 'আব্দ দাবী করে যে, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর পুত্র। তার শয্যা সঙ্গিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর উভয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার ভাইয়ের পুত্র, সে এর ব্যাপারে আমাকে ওয়াসীয়াত করে গেছে। এবং 'আব্দ ইব্ন যাম'আ বললেন, আমার ভাই। আমার পিতার দাসীর পুত্র, তাঁর সঙ্গে শায়িনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে। তখন নবী ﷺ বললেন, হে 'আব্দ ইব্ন যাম'আ! এ ছেলেটি তোমার প্রাপ্য। তারপর নবী ﷺ বললেন, শয্যা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারী যে, বঞ্চিত সে। এরপর তিনি নবী সহধর্মিণী সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা.)-কে বললেন, তুমি ঐ ছেলেটি থেকে পর্দা করবে। কারণ তিনি ঐ ছেলেটির মধ্যে উত্‌বার সাদৃশ্য দেখতে পান। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ছেলেটি আর সাওদা (রা.)-কে দেখে নি।

١٩٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُرْسِلُ كَلْبِيْ وَاُسَمِّيْ فَاَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا اٰخَرَ لَمْ اُسَمِّ عَلَيْهِ وَلاَ اَدْرِيْ اَيُّهُمَا اَخَذَ قَالَ لاَ تَاْكُلْ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْاٰخَرِ

১৯২৬ আবুল ওয়ালীদ (র.)....আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে পার্শ্বফলা বিহীন তীর (দ্বারা শিকার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যদি তীরের ধারালো

www.icsbook.info

পার্শ্ব আঘাত করে, তবে সে (শিকারকৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত) খাবে, আর যদি এর ধারহীন পার্শ্বের আঘাতে মারা যায়, তবে তা খাবে না। কেননা তা প্রহারে মৃত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বিসমিল্লাহ্ পড়ে আমার (শিকারী) কুকুর ছেড়ে দিয়ে থাকি। পরে তার সাথে শিকারের কাছে (অনেক সময়) অন্য কুকুর দেখতে পাই যার উপর আমি বিসমিল্লাহ্ পড়িনি এবং আমি জানি না যে, উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে। তিনি বললেন, তুমি তা খাবে না। তুমি তো তোমার কুকুরের উপর বিসমিল্লাহ্ পড়েছ, অন্যটির উপর পড় নাই।

١٢٨٠. بَابُ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ

১২৮০. পরিচ্ছেদ ঃ সন্দেহযুক্ত থেকে বাঁচা

١٩٢٧ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوْطَةٍ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لاَكَلْتُهَا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِيْ۔

১৯২৭ কাবীসা (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) পথ অতিক্রমকালে নবী ﷺ পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখে বললেন, যদি এটা সাদ্‌কার খেজুর বলে সন্দেহ না হতো, তবে আমি তা খেতাম। আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে হাম্মাম (র.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার বিছানায় পড়ে থাকা খেজুর আমি পাই।

١٢٨١. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ

১২৮১. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াসওয়াসা ইত্যাদিকে যে সন্দেহ বলে গণ্য করে না

١٩٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ شُكِيَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئًا اَيَقْطَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ لاَوُضُوْءَ اِلاَّ فِيْمَا وَجَدْتَ الرِّيْحَ اَوْسَمِعْتَ الصَّوْتَ۔

১৯২৮ আবূ নু'আঈম (র.) .... আব্বাদ্ ইব্‌ন তামীমের চাচা (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, সালাত আদায়

www.icsbook.info

কালে তার উযূ ভঙ্গের কিছু হয়েছে বলে মনে হয়, এতে কি সে সালাত ছেড়ে দেবে? তিনি বলেন, না, যতক্ষণ না সে আওয়াজ শোনে বা দুর্গন্ধ টের পায় অর্থাৎ নিশ্চিত না হয়। ইব্ন আবূ হাফসা (র.) যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তুমি গন্ধ না পেলে অথবা আওয়াজ না শোনলে উযূ করবে না।

১৯২৯ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ قَوْمًا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَوْمًا يَاْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ لاَنَدْرِيْ اَذَكَرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ، اَمْ لاَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمُّوا اللّٰهَ عَلَيْهِ وَكُلُوْهُ

১৯২৯ আহমদ ইব্ন মিকদাম ইজলী (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বহু লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে আমরা জানি না, তারা বিস্মিল্লাহ্ পড়ে যবেহ্ করেছিল কিনা? নবী ﷺ বললেন, তোমরা এর উপর আল্লাহ্র নাম লও এবং তা খাও (ওয়াসওয়াসার শিকার হয়ো না।)

১২৮২. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا نِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا

১২৮২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণীঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা সে দিকে ছুটে গেল। (৬২ ঃ ১১)

১৯৩০ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِذ اَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالتَفَتُوْا اِلَيْهَا حَتّٰى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ اِثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ : وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوًا نِ انْفَضُّوا اِلَيْهَا

১৯৩০ তাল্ক ইব্ন গান্নাম (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। তখন সিরিয়া হতে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা খাদ্য নিয়ে আগমন করল। লোকজন সকলেই সে দিকে চলে গেলেন, নবী ﷺ -এর সঙ্গে মাত্র বারোজন থেকে গেলেন। এ প্রসংগে নাযিল হলঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা সে দিকে ছুটে গেল।

১২৮৩. بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

১২৮৩. পরিচ্ছেদ, যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করল,তার পরোয়া করে না।

www.icsbook.info

১৯৩১ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

১৯৩১ আদম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা থেকে অর্জন করল, হালাল থেকে না হারাম থেকে।

١٢٨٤. بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ : رِجَالٌ لَاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُوْنَ وَيَتَّجِرُوْنَ وَلٰكِنَّهُمْ اِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوْقِ اللّٰهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ حَتّٰى يُؤَدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ

১২৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সে সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির থেকে বিরত রাখে না। (সূরা নূর ঃ ৩৭০) কাতাদা (র.) বলেন, লোকেরা ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং যখন তাঁদের সামনে আল্লাহ্র কোন হক এসে উপস্থিত হত, তখন তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখতো না, যতক্ষণ না তাঁরা আল্লাহ্র সমীপে তা আদায় করে দিতেন।

১৯৩২ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُوْلُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَاِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ

১৯৩২ আবূ আসিম (র.)... আবুল মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সোনা-রূপার ব্যবসা করতাম। এ সম্পর্কে আমি যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন ফাযল ইব্ন ইয়া'কূব (র.) অন্য সনদে .... আবুল মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত,

www.icsbook.info

তিনি বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিব ও যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.)-কে সোনা-রূপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে ব্যবসায়ী ছিলাম। আমরা তাঁকে সোনা-রূপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যদি হাতে হাতে (নগদ) হয়, তবে কোন দোষ নেই; আর যদি বাকী হয় তবে দুরস্ত নয়।

١٢٨٥. بَابُ الْخُرُوْجِ فِى التِّجَارَةِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

১২৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বের হওয়া। মহান আল্লাহ্র বাণীঃ তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের সন্ধান কর। (৬২ ঃ ১০)

١٩٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ اسْتَاذَنَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَاَنَّهُ كَانَ مَشْغُوْلاً فَرَجَعَ اَبُوْ مُوْسٰى فَفَزِعَ عُمَرُ فَقَالَ اَلَمْ اَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوْا لَهُ قِيْلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذٰلِكَ فَقَالَ تَاْتِيْنِىْ عَلٰى ذٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَانْطَلَقَ اِلٰى مَجْلِسِ الْاَنصَارِ فَسَاَلَهُمْ فَقَالُوْا لاَيَشْهَدُ لَكَ عَلٰى هٰذَا اِلاَّ اَصْغَرُنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ فَذَهَبَ بِاَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ، فَقَالَ عُمَرُ : اَخَفِىَ عَلَىَّ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْهَانِى الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ يَعْنِى الْخُرُوْجَ اِلٰى تِجَارَةٍ

১৯৩৩ মুহাম্মদ (র.)... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মূসা আশ্আরী (রা.) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি; সম্ভবতঃ তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই আবূ মূসা (রা.) ফিরে আসেন। পরে উমর (রা.) পেরেশান হয়ে বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স (আবূ মূসার নাম)– এর আওয়াজ শুনতে পাইনি? তাঁকে আসতে বল। কেউ বলল, তিনি তো ফিরে চলে গেছেন। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি (উপস্থিত হয়ে) বললেন, আমাদের এরূপই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উমর (রা.) বললেন, তোমাকে এর উপর সাক্ষী পেশ করতে হবে। আবূ মূসা (রা.) ফিরে গিয়ে আনসারদের এক মজলিসে পৌঁছে তাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন, এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-ই সাক্ষ্য দেবে। তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে নিয়ে গেলেন। উমর (রা.) (তার কাছ থেকে সে হাদীসটি শুনে) বললেন, (কি আশ্চর্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ কি আমার কাছ থেকে গোপন রয়ে গেল? (আসল ব্যাপার হল) বাজারের ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ ব্যবসায়ের জন্য বের হওয়া আমাকে অনবহিত রেখেছে।

www.icsbook.info

١٢٨٦. بَابُ التِّجَارَةِ فِى الْبَحْرِ وَقَالَ مَطَرٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَمَاذَكَرَهُ اللّٰهُ فِى الْقُرْاٰنِ اِلاَّ بِحَقٍّ ثُمَّ تَلاَ : وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ، وَالْفُلْكُ السُّفُنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمْخَرَ السُّفُنُ الرِّيْحَ وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيْحَ مِنَ السُّفُنِ اِلاَّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ خَرَجَ فِى الْبَحْرِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ

১২৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ সমুদ্রে/ নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা। মাতার (র.) বলেন, এতে কোন দোষ নেই এবং তা যথাযথ বলেই আল্লাহ্ কুরআনে এর উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ এবং তোমরা এতে নৌযানকে দেখতে পাও তার বুক চিরে চলাচল করে, বা এজন্য যে, তাঁর অনুগ্রহের অনুসন্ধান করতে পার। (১৬ ঃ ১৪) আয়াতে উল্লেখিত (الفلك) 'আল-ফুলক' শব্দের অর্থ নৌযান। একবচন ও বহুবচনে সমভাবে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ (র.) বলেন, নৌযান, বায়ু বিদীর্ণ করে চলে এবং নৌযানের মধ্যে বৃহৎ নৌযানই বায়ুতে বিদীর্ণ করে বায়ু চলে। লাইছ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তির আলোচনায় বলেন, সে নদীপথে বের হল এবং নিজের প্রয়োজন সেরে নিল। এরপর রাবী পুরা হাদীসটি বর্ণনা করেন।

١٢٨٧. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى: وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَقَالَ قَتَادَةُ كَانُوْا يَتَّجِرُوْنَ وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوْقِ اللّٰهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ حَتّٰى يُؤَدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ

১২৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। (৬২ ঃ ১১) এবং আল্লাহ্র বাণীঃ সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির থেকে গাফিল রাখে না। কাতাদা (র.) বলেন, সাহাবীগণ (রা.) ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন বটে, কিন্তু যখন তাঁদের সামনে আল্লাহ্র কোন হক এসে উপস্থিত হত, যতক্ষণ না তাঁরা এ হক আল্লাহ্র সমীপে আদায় করে দিতেন, ততক্ষণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির থেকে গাফেল করতে পারত না।

www.icsbook.info

١٩٣٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلَتْ عِيْرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ فَانْفَضَّ النَّاسُ اِلاَّ اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا

১৯৩৪ মুহাম্মদ (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সংগে জুমু'আর দিন সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় এক বাণিজ্যিক কাফেলা এসে হাযির হয়, তখন বারজন লোক ছাড়া সকলেই কাফেলার দিক ছুটে যান। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক; তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। (৬২ ঃ ১০)।

١٢٨٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

১২৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমরা যা উপার্জন কর, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট থেকে ব্যয় কর। (২ ঃ ২৬৭)

١٩٣٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَيَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

১৯৩৫ উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, যখন কোন মহিলা তার ঘরের খাদ্য থেকে ফাসাদের উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যয় করে তখন তার জন্য সাওয়াব রয়েছে তার খরচ করার, তার স্বামীর জন্য সাওয়াব রয়েছে তার উপার্জনের এবং সংরক্ষণকারীর জন্যও অনুরূপ রয়েছে। তাদের কারো কারণে কারোর সাওয়াব কিছুই কম হবে না।

١٩٣٦ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِهِ

www.icsbook.info

১৯৩৬ ইয়াহ্ইয়া বিন্ জা'ফর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন মহিলা তার স্বামীর উপার্জন থেকে তার অনুমতি ছাড়াই ব্যয় করবে, তখন তার জন্য অর্ধেক সাওয়াব রয়েছে।

١٢٨٩. بَابُ مَنْ اَحَبَّ الْبَسْطَ فِى الرِّزْقِ

১২৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জীবিকায় বৃদ্ধি কামনা করে

١٩٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ الْكِرْمَانِىُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ اَوْيُنْسَأَ فِى اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

১৯৩৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ইয়া'কূব কিরমানী (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তার মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে।

١٢٩٠ بَابُ شِرَىِ النَّبِىِّ ﷺ بِالنَّسِيْئَةِ

১২৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা

١٩٣٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِىٍّ اِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

১৯৩৮ মুয়াল্লা ইব্ন আসাদ (র.).... আমাশ (র.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন ইব্রাহীম (র.)-এর কাছে বাকীতে ক্রয়ের জন্য বন্ধক রাখা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বলেন, আসওয়াদ (র.) 'আয়িশা (রা.) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ জনৈক ইয়াহূদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন।

١٩٣٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ اَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَشٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ

www.icsbook.info

النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لاَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : مَا اَمْسٰى عِنْدَ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَاِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ

১৯৩৯ মুসলিম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওশাব (র.).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি যবের আটা ও পুরোনো গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, মদীনায় অবস্থান কালে তাঁর বর্ম জনৈক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক রেখে তিনি নিজ পরিবারের জন্য তার থেকে যব খরিদ করেন। [রাবী কাতাদা (র.) বলেন] আমি তাঁকে [আনাস (রা.)-কে] বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারের কাছে এক সা' পরিমাণ গম বা এক সা' পরিমাণ আটাও থাকত না, অথচ সে সময় তাঁরা নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন।

١٢٩١. بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

১২৯১. পরিচ্ছেদ ঃ লোকের উপার্জন এবং নিজ হাতে কাজ করা

١٩٤٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اَسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقُ قَالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِىْ اَنَّ حِرْفَتِىْ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ اَهْلِىْ وَشُغِلْتُ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَيَاكُلُ اٰلُ اَبِىْ بَكْرٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ

১৯৪০ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে খলীফা বানানো হল, তখন তিনি বললেন, আমার কওম জানে যে, আমার উপার্জন আমার পরিবারের ভরণ পোষণে অপর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলিম জনগণের কাজে সার্বক্ষণিক ব্যাপৃত হয়ে গেছি। অতএব আবূ বকরের পরিবার এই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং আবূ বকর (রা.) মুসলিম জনগণের সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে।

١٩٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عُمَّالَ اَنْفُسِهِمْ فَكَانَ يَكُوْنُ لَهُمْ اَرْوَاحٌ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

১৯৪১ মুহাম্মদ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেরা করতেন। ফলে তাদের শরীর থেকে ঘামের গন্ধ বের হত। সেজন্য তাদের

www.icsbook.info

বলা হল, যদি তোমরা গোসল করে নাও (তবে ভাল হয়)। হাম্মাম (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٩٤٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

১৯৪২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)... মিকদাম (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

١٩٤٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

১৯৪৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আ.) নিজের হাতের উপার্জন থেকেই খেতেন।

١٩٤٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعُهُ-

১৯৪৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ী সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেওয়া উত্তম কারো কাছে সাওয়াল করার চাইতে। (যার কাছে যাবে) সে দিতেও পারে অথবা নাও দিতে পারে।

١٩٤٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ وَثَنَا اِبْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ الْحَدِيْثُ

১৯৪৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)...যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ

www.icsbook.info

বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে তার রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে বের হওয়া তার সাওয়াল করা থেকে উত্তম। আবূ নু'আঈম (র.) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সওয়াব ও ইব্‌ন নুমাইর (র.) হিশাম (র.)-এর মাধ্যমে তার পিতা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٩٢. بَابُ السُّهُوْلَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِى الشِرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِيْ عَفَافٍ

১২৯২. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা ও সদ্ব্যবহার। আর যে ব্যক্তি তার পাওনার তাগাদা করে সে যেন অন্যায় বর্জন করে তাগাদা করে।

١٩٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرَى وَاِذَا اقْتَضَى

১৯৪৬ আলী ইব্‌ন আইয়্যাশ (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রয়–বিক্রয় এবং পাওনা তাগাদায় নম্র ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর রহম করুন।

١٢٩٣. بَابُ مَنْ اَنْظَرَ مُوْسِرًا

১২৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ সচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেওয়া

١٩٤٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ اَنَّ رِبْعِىَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ اَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوْا اَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ اٰمُرُ فِتْيَانِىْ اَنْ يُنْظِرُوْا وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوْا عَنْهُ وَقَالَ اَبُوْ مَالِكٍ عَنْ رِبْعِىٍّ كُنْتُ اُيَسِّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَاُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِىٍّ وَقَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِىٍّ فَاُنْظِرُ الْمُوْسِرَ، وَاَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ رِبْعِىٍّ فَاَقْبَلُ مِنَ الْمُوْسِرِ، وَاَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ

www.icsbook.info

১৯৪৭ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)... হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তিগণের মধ্যে এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন! তুমি কি কোন নেক কাজ করেছ? লোকটি উত্তর দিল, আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে, তারা যেন সচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় এবং তার উপর পীড়াপীড়ি না করে। রাবী বলেন, তিনি বলেছেন, ফেরেশতারাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন। আবূ মালিক (র.) রিব্ঈ ইব্ন হিরাশ (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি সচ্ছল ব্যক্তির ব্যাপারে সহজ করতাম এবং অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিতাম। শু'বা (র.) আবদুল মালিক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবূ আওয়ানা (র.) আবদুল মালিক (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি সচ্ছলকে অবকাশ দিতাম এবং অভাবগ্রস্তকে মাফ করে দিতাম এবং নুআঈম ইব্ন আবূ হিন্দ (র.) রিব্ঈ (র.) সূত্রে বলেন, আমি সচ্ছল ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করতাম এবং অভাবগ্রস্তকে ক্ষমা করে দিতাম।

١٢٩٤. بَابٌ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

১২৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ অভাবগ্রস্তকে অবকাশ প্রদান করা

١٩٤٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ

১৯৪৮ হিশাম ইব্ন আম্মার (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে মাফ করে দাও, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাফ করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন।

١٢٩٥. بَابٌ إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِى النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْاِبَاقُ وَقِيْلَ لِاِبْرَاهِيْمَ اِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِيْنَ يُسَمِّى أَرِىَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ فَيَقُوْلُ جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ

www.icsbook.info

سِجِسْتَانَ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيْدَةً ، وَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيْعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ اَنَّ بِهَا دَاءً اِلاَّ اَخْبَرَهُ

১২৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রেতা -বিক্রেতা কর্তৃক কোন কিছু গোপন না করে পণ্যের পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করা এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনা করা। আদ্দা ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে লিখে দেন যে, এটি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদ্দা ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে খরিদ করলেন। এ হলো এক মুসলিমের সঙ্গে আর এক মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয়। এতে নেই কোন খুঁৎ, কোন অবৈধতা এবং গায়েলা। কাতাদা (র.) বলেন, গায়িলা অর্থ ব্যভিচার, চুরি ও পলায়নের অভ্যাস। ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-কে বলা হল, কোন কোন দালাল খুরাসান ও সিজিস্তান এর খাসবারশি নাম উচ্চারণ করে এবং বলে, এটি কালকে এসেছে খুরাসান থেকে, আর এটি আজ এসেছে সিজিস্তান থেকে। তিনি এরূপ বলাকে খুবই গর্হিত মনে করলেন। উকবা ইব্ন আমির (র.) বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে কোন পণ্য বিক্রি করছে এবং এর দোষ-ত্রুটি জেনেও তা প্রকাশ করে না।

১৯৪৯ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ اِلَى حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

১৯৪৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র.) .... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা–বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখ্তিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়–বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।

١٢٩٦. بَابُ بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

১২৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ মিশ্রিত খেজুর বিক্রি করা

١٩٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

www.icsbook.info

১৯৫০ আবূ নুআঈম (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মিশ্রিত খেজুর দেওয়া হত, আমরা তার দু'সা' এক সা'-এর বিনিময়ে বিক্রি করতাম। নবী ﷺ বললেন, এক সা' এর পরিবর্তে দু'সা' এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দু'দিরহাম বিক্রি করবে না।

١٢٩٧. بَابُ مَا قِيْلَ فِى اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

১২৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ গোশ্‌ত বিক্রেতা ও কসাই প্রসংগে

١٩٥١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقٌ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُكْنَى اَبَا شُعَيْبٍ ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ اِجْعَلْ لِىْ طَعَامًا يَكْفِىْ خَمْسَةً، فَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَدْعُوَ النَّبِىَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَاِنِّىْ قَدْ عَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ الْجُوْعَ فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا قَدْ تَبِعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَاْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لَا بَلْ قَدْ اَذِنْتُ لَهُ

১৯৫১ উমর ইব্‌ন হাফস (র.)..... আবূ মাস্‌উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ শুআইব নামক জনৈক আনসারী এসে তার কসাই গোলামকে বললেন, পাঁচ জনের উপযোগী খাবার তৈরী কর। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-সহ পাঁচ জনকে দাওয়াত করতে যাই। তাঁর চেহারায় আমি ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। তারপর সে লোক এসে দাওয়াত দিলেন। তাদের সঙ্গে আরেকজন অতিরিক্ত এলেন। নবী ﷺ বললেন, এ আমাদের সঙ্গে এসেছে, তুমি ইচ্ছা করলে একে অনুমতি দিতে পার আর তুমি যদি চাও সে ফিরে যাক, তবে সে ফিরে যাবে। সাহাবী বললেন, না, বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

١٢٩٨. بَابُ مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِى الْبَيْعِ

১২৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ মিথ্যা বলা ও দোষ গোপন করায় ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হওয়া

١٩٥٢ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْخَلِيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْقَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ـ

১৯৫২ বদ্‌ল ইব্‌ন মুহাব্বার (র.)... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি তাঁরা সত্য বলে ও যথাযথ

www.icsbook.info

অবস্থা বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।

١٢٩٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : يٰاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

১২৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্র বৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (৩ ঃ ১৩০)।

١٩٥٣ حدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا اَخَذَ الْمَالَ اَمِنْ حَلاَلٍ اَمْ مِنْ حَرَامٍ

১৯৫৩ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ অবশ্যই আসবে যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে কিভাবে সে মাল অর্জন করল হালালা থেকে না হারাম থেকে।

١٣٠٠. بَابُ اٰكِلِ الرِّبٰوا وَشَاهِدِهٖ وَكَاتِبِهٖ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا .... فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

১৩০০. পরিচ্ছেদ ঃ সূদ গ্রহণকারী, তার সাক্ষী ও লেখক। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এ জন্য যে, তারা বলে, বেচাকেনা তো সূদের মত..... তারা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে (২ ঃ ২৭৫)।

١٩٥٤ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ اٰخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَاَهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ

১৯৫৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হল, তখন নবী ﷺ তা মসজিদে পড়ে শোনালেন। তারপর মদের ব্যবসা হারাম বলে ঘোষণা করেন।

www.icsbook.info

১৯৫٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَاَخْرَجَانِىْ اِلٰى اَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلٰى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِى النَّهَرِ فَاِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِىْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِى فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ الَّذِىْ رَاَيْتَهُ فِى النَّهَرِ اٰكِلُ الرِّبَا

১৯৫৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এসে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে, তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানের লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায় তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে আর সে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কে? সে বলল, যাকে আপনি (রক্তের) নদীতে দেখেছেন, সে হল সূদখোর।

١٣٠١. بَابُ مُوْكِلِ الرِّبٰوا ، لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا ... ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ

১৩০১. পরিচ্ছেদ ঃ সূদদাতা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও। ....কর্মফল পুরাপুরি দেওয়া হবে আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না.(২ ঃ ২৭৮ - ২৮১)। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন. এটিই শেষ আয়াত, যা নবী ﷺ -এর উপর নাযিল হয়েছে।

١٩٥٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ : رَاَيْتُ اَبِى اشْتَرٰى عَبْدًا حَجَّامًا فَاَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ : نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهٰى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُوْمَةِ وَاٰكِلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

১৯৫৬ আবুল ওয়ালীদ (র.)... আওন ইব্‌ন আবূ জুহাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি এক গোলাম খরিদ করেন যে শিঙ্গা লাগানোর কাজ করত। তিনি তার শিঙ্গার

www.icsbook.info

যন্ত্রপাতি সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হল। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী ﷺ কুকুরের মূল্য এবং রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, আর দেহে দাগ দেওয়া ও লওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। সূদ খাওয়া ও খাওয়ানো নিষেধ করেছেন আর ছবি অংকনকারীর উপর লা'নত করেছেন।

١٣٠٢. بَابٌ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

১৩০২. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ আল্লাহ্ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না (২ঃ২৭৬)।

١٩٥٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ -

১৯৫৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মিথ্যা কসম পণ্য চালু করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

١٣٠٣. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ

১৩০৩. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ

١٩٥٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِى السُّوْقِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا مَالَمْ يُعْطَ لِيُوْقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَنَزَلَتْ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً

১৯৫৮ আম্র ইব্ন মুহাম্মদ (র.) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বাজারে পণ্য আমদানী করে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেল যে, এর এত দাম লাগান হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা কেউ বলেনি। এতে তার উদ্দেশ্য সে যেন কোন মুসলিমকে পণ্যের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করে (৩ ঃ৭৭)।

١٣٠٤. بَابُ مَا قِيْلَ فِى الصَّوَّاغِ وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيُخْتَلَى خَلاَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوْتِهِمْ فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ

১৩০৪. পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণকার প্রসঙ্গে। তাউস (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মক্কার কাচা ঘাস কাটা যাবে না। আব্বাস (রা.) বললেন, কিন্তু ইযখির ঘাস ব্যতীত। কেননা তা মক্কাবাসীদের কর্মকারদের ও তাদের ঘরের কাজে ব্যবহৃত হয়। নবী ﷺ বলেন, আচ্ছা, ইযখির ঘাস ব্যতীত।

١٩٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِىْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِىْ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْطَانِىْ شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِىَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَرْتَحِلَ مَعِىْ فَنَاتِىَ بِاِذْخِرٍ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ بِهِ فِىْ وَلِيْمَةِ عُرُسِىْ

১৯৫৯ আবদান (র.)... হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, আলী (রা.) বলেছেন, (বদর যুদ্ধের) গনীমতের মাল থেকে আমার অংশের একটি উটনী ছিল এবং নবী ﷺ তাঁর খুমস্ থেকে একটি উটনী আমাকে দান করলেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) এর সঙ্গে বাসর রাত যাপনের ইচ্ছা করলাম সে সময় আমি কায়নুকা গোত্রের একজন স্বর্ণকারের সাথে এই চুক্তি করেছিলাম যে, সে আমার সঙ্গে (জংগলে) যাবে এবং ইযখির ঘাস বহন করে আনবে এবং তা স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা আমার বিবাহের ওয়ালীমার ব্যবস্থা করব।

١٩٦٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلاَ لاَحَدٍ بَعْدِىْ وَاِنَّمَا حَلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَيُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَيُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوْتِنَا فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هَلْ تَدْرِىْ مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ اَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا

www.icsbook.info

১৯৬০ ইসহাক (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মক্কা বিজয়ের দিন) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কায় (রক্তপাত) হারাম করে দিয়েছেন। আমার আগেও কারো জন্য মক্কা হালাল করা হয়নি এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। আমার জন্য শুধুমাত্র দিনের কিছু অংশে মক্কায় (রক্তপাত) হালাল হয়েছিল। মক্কার কোন ঘাস কাটা যাবে না, কোন গাছ কাটা যাবে না। কোন শিকারকে তাড়ানো যাবে না। ঘোষণাকারী ব্যতীত কেউ মক্কার যমীনে পড়ে থাকা মাল উঠাতে পারবে না। তখন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) বললেন, কিন্তু ইযখির ঘাস, যা আমাদের স্বর্ণকারদের ও আমাদের ঘরের ছাদের জন্য ব্যবহৃত তা ব্যতীত। নবী ﷺ বললেন, ইযখির ঘাস ব্যতীত। রাবী ইকরামা (র.) বলেন, তুমি জানো শিকার তাড়ানোর অর্থ কি? তা হল, ছায়ায় অবস্থিত শিকারকে তাড়িয়ে তার স্থানে নিজে বসা। আবদুল ওহাব (র,) খালিদ (র.) সূত্রে বলেছেন, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য ও আমাদের কবরের জন্য।

١٣٠٥. بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

১৩০৫ পরিচ্ছেদঃ তীরের ফলক প্রস্তুতকারী ও কর্মকার প্রসংগে

١٩٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِىْ عَلَى الْعَاصِ ابْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ قَالَ لاَ اُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ لاَ اَكْفُرُ حَتّٰى يُمِيْتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ دَعْنِىْ حَتّٰى اَمُوْتَ وَاُبْعَثَ فَسَاُوْتٰى مَالاً وَوَلَدًا فَاَقْضِيْكَ فَنَزَلَتْ : اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا

১৯৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).... খাব্বাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে আমি কর্মকারের পেশায় ছিলাম। 'আস ইব্‌ন ওয়াইলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল আমি তার কাছে তাগাদা করতে গেলে সে বলল, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমাকে তোমার পাওনা দিব না। আমি বললাম, আল্লাহ্ তোমাকে মৃত্যু দিয়ে তারপর তোমাকে পুনরোত্থিত করা পর্যন্ত আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। সে বলল, আমি মরে পুনরোত্থিত হওয়া পর্যন্ত আমাকে অব্যাহতি দাও। শীগ্‌গীরই আমাকে সম্পদ ও সন্তান দেওয়া হবে, তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হলঃ তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখান করে এবং বলে আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই (১৯ঃ৭৭)।

١٣٠٦. بَابُ الْخَيَّاطِ

১৩০৬. পরিচ্ছেদ ঃ দরজী প্রসঙ্গে

١٩٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ

www.icsbook.info

اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ ، قَالَ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ

১৯৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দরজী খাবার তৈরী করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামানে রুটি এবং সুরুয়া যাতে কদু ও গোশ্‌তের টুকরা ছিল, পেশ করলেন। আমি নবী ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, পেয়ালার পার্শ্ব থেকে তিনি কদুর টুকরা খোঁজ করে নিচ্ছেন। সেদিন থেকে আমি সর্বদা কদু [illegible]বাসতে থাকি।

١٣٠٧. بَابُ النَّسَّاجِ

১৩০৭. পরিচ্ছেদ ঃ তাঁতী প্রসঙ্গে

١٩٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ فَقِيْلَ لَهُ نَعَمْ هِىَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِىْ حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِىْ اَكْسُوْكَهَا فَاَخَذَهَا النَّبِىُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْسُنِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ سَاَلْتَهَا اِيَّاهُ وَلَقَدْ عَرَفْتُ اَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ مَا سَاَلْتُهُ اِلاَّ لِتَكُوْنَ كَفَنِىْ يَوْمَ اَمُوْتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ

১৯৬৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা একটি বুরদা আনলেন। (সাহল রা.) বললেন, তোমরা জান বুরদা কি? তাকে বলা হয়, হ্যাঁ, তা হল এমন চাদর, যার পাড় বুনানো। মহিলা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে পরিধান করানোর জন্য আমি এটি নিজ হাতে বুনে নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর এর প্রয়োজন ছিল। তারপর তিনি তা তহবন্দরূপে পরিধান করে আমাদের সামনে এলেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা আমাকে পরিধান করতে দিন। তিনি

www.icsbook.info

বললেন, আচ্ছা। নবী ﷺ কিছুক্ষণ মজলিসে বসে পরে ফিরে গেলেন। তারপর চাদরটি ভাঁজ করে সে লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন সে ব্যক্তিকে বললেন, তুমি ভাল কর নি, তুমি তাঁর কাছে চাদরটি চেয়ে ফেললে, অথচ তুমি জান যে, তিনি কোন সাওয়ালকারীকে ফিরিয়ে দেন না। সে লোকটি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি চাদরটি এ জন্যই সাওয়াল করেছি যে, তা যাতে আমার মৃত্যুর পর আমার কাফন হয়। রাবী সাহল (রা.) বলেন, সেটি তার কাফন হয়েছিল।

١٣٠٨. بَابُ النَّجَّارِ

১৩০৮. পরিচ্ছেদ ঃ সূত্রধর প্রসংগে

١٩٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ قَالَ اَتَى رِجَالٌ سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ اَنْ مُرِىْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِى اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهَا فَأَمَرَبِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ-

১৯৬৪ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র.)... আবূ হাযিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু লোক সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) -এর কাছে এসে মিম্বরে নবী ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন (আনসারী) মহিলা সাহল (রা.) যার নাম উল্লেখ করেছিলেন, তার কাছে তিনি সংবাদ পাঠালেন যে, তোমার সূত্রধর গোলামকে বল, সে যেন আমার জন্য কাঠ দিয়ে একটি (মিম্বর) তৈরি করে দেয়। লোকদের সাথে কথা বলার সময় যার উপর আমি বসতে পারি। সে মহিলা তাকে গাবা নামক স্থানের কাঠ দিয়ে মিম্বর বানানোর নির্দেশ দিলেন। তারপর গোলামটি তা নিয়ে এল এবং সে মহিলা এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তার নির্দেশক্রমে তা স্থাপন করা হল, পরে তার উপর নবী ﷺ উপবেশন করলেন।

١٩٦٥ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَاِنَّ لِى غُلاَمًا نَجَّارًا قَالَ اِنْ شِئْتِ قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِىْ صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِى كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتّٰى كَادَتْ اَنْ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اَخَذَهَا فَضَمَّهَا اِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ اَنِيْنَ الصَّبِىِّ الَّذِىْ يُسَكَّتُ حَتّٰى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلٰى مَاكَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ-

www.icsbook.info

১৯৬৫ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিস তৈরি করে দিব না, যার উপর আপনি উপবেশন করবেন? কেননা, আমার একজন সূত্রধর গোলাম আছে। তিনি বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর সে মহিলা তাঁর জন্য মিম্বর বানিয়ে দিলেন। যখন জুমু'আর দিন হলো, নবী ﷺ সেই তৈরি মিম্বরের উপরে বসলেন। সে সময় যে খেঁজুর গাছের কাণ্ডের উপর ভর দিয়ে তিনি খুতবা দিতেন, সেটি এমনভাবে চীৎকার করে উঠল, যেন তা ফেটে পড়বে। নবী ﷺ নেমে এসে তাকে নিজের সংগে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি ফোঁপাতে লাগল, যেমন ছোট শিশুকে চুপ করানোর সময় ফোঁপায়। অবশেষে তা স্থির হয়ে গেল। (রাবী বলেন,) খেঁজুর কাণ্ডটি যে যিকির- নসীহত শুনত, তা হারানোর কারণে কেঁদেছিল।

١٣٠٩. بَابُ شِرَى الْاِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِشْتَرَى النَّبِىُّ ﷺ جَمَلاً مِنْ عُمَرَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ فَاشْتَرَى النَّبِىُّ ﷺ مِنْهُ شَاةً وَاشْتَرٰى مِنْ جَابِرٍ بَعِيْرًا-

১৩০৯. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক নিজেই প্রয়োজনীয় বস্তু খরিদ করা। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, নবী ﷺ উমর (রা.)-এর নিকট থেকে একটি উট খরিদ করেছিলেন। আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) বলেন, জনৈক মুশরিক তার ছাগলের পাল নিয়ে আসলে নবী ﷺ তার থেকে একটি বকরী খরিদ করেন। আর তিনি জাবির (রা.) থেকে একটি উট খরিদ করেছিলেন।

١٩٦٦ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِىٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

১৯৬৬ ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.)...'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ইয়াহূদী থেকে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করেন এবং নিজের লৌহ বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।

١٣١٠. بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيْرِ، وَاِذَا اشْتَرٰى دَابَّةً اَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ قَبْضًا قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِعْنِيْهِ يَعْنِى جَمَلاً صَعْبًا

১৩১০. পরিচ্ছেদ ঃ জন্তু ও গাধা খরিদ করা। জন্তু বা উট খরিদ কালে বিক্রেতা যদি তার পিঠে আরোহী অবস্থায় থাকে তবে তার অবতরণের পূর্বেই কি ক্রেতার হস্তগত হয়েছে বলে গণ্য

www.icsbook.info

হতে পারে? ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উমর (রা.) -কে বললেন, আমার কাছে তা অর্থাৎ অবাধ্য উটটি বিক্রয় করে দাও।

১৯৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى غَزَاةٍ فَأَبْطَأَبِى جَمَلِىْ وَاَعْيَا فَاَتَى عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ جَابِرٌ، فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ، قُلْتُ اَبْطَأَ عَلَىَّ جَمَلِى وَاَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ : اِرْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ اَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ اَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ اِنَّ لِى اَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ اَنْ اَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ اَمَا اِنَّكَ قَادِمٌ فَاِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ، ثُمَّ قَالَ اَتَبِيْعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّى بِاُوْقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلِى وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ اَلْاٰنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَاَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَزِنَ لِى اُوْقِيَّةً فَوَزَنَ لِى بِلاَلٌ فَاَرْجَحَ لِى فِى الْمِيْزَانِ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى وَلَّيْتُ فَقَالَ اُدْعُ لِى جَابِرًا قُلْتُ اَلْاٰنَ يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ اَبْغَضَ اِلَىَّ مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ -

১৯৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীরে চলছিল বরং চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমার কাছে এলেন এবং বললেন, জাবির? আমি বললাম, জী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অবস্থা কী? আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়ছে। ফলে আমি পিছনে পড়ে গেছি। তখন তিনি নেমে চাবুক দিয়ে উটটিকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর বললেন, এবার আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলাম। এরপর অবশ্য আমি উটটিকে এমন পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিতে হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা। তিনি বললেন, তরুণী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে হাঁসি-তামাসা এবং সে তোমার সাথে পূর্ণভাবে হাঁসি তামাসা করত। আমি বললাম, আমার কয়েকটি বোন রয়েছে, ফলে আমি এমন এক মহিলাকে বিবাহ করতে পসন্দ করলাম, যে তাদেরকে মিল-মহব্বতে রাখতে, তাদের পরিচর্যা করতে এবং তাদের উপর উত্তমরূপে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়। তিনি

www.icsbook.info

বললেন, শোন! তুমি তো বাড়ীতে পৌঁছবে? যখন তুমি পৌঁছবে তখন তুমি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে। তিনি বললেন, তোমার উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তা এক উকীয়ার[১] বিনিময়ে আমার নিকট থেকে কিনে নিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার আগে (মদীনায়) পৌঁছলেন এবং আমি (পরের দিন) ভোরে পৌঁছলাম। আমি মসজিদে নববীতে গিয়ে তাঁকে দরজার সামনে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন এলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার উটটি রাখ এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকআত সালাত আদায় কর। আমি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায়-করলাম। তারপর তিনি বিলাল (রা.)-কে উকীয়া ওযন করে আমাকে দিতে বললেন। বিলাল (রা.) ওযন করে দিলেন এবং আমার পক্ষে ঝুঁকিয়ে দিলেন। আমি রওয়ানা হলাম। যখন আমি পিছন ফিরেছি তখন তিনি বললেন, জাবিরকে আমার কাছে ডাক। আমি ভাবলাম, এখন হয়ত উটটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর আমার কাছে এর চাইতে অপসন্দনীয় আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, তোমার উটটি নিয়ে যাও এবং তার মূল্যও তোমার।

١٣١١. بَابُ الْاَسْوَاقِ الَّتِيْ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْاِسْلَامِ

১৩১১. পরিচ্ছেদ ঃ জাহিলী যুগে যে সকল বাজার ছিল এরপর ইসলামী যুগে সেগুলোতে লোকদের বেচাকেনা করা

١٩٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ اَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ تَاَثَّمُوْا مِنَ التِّجَارَةِ فِيْهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا ـ

১৯৬৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, উকায, মাজান্না ও যুল-মাজায জাহিলী যুগের বাজার ছিল, ইসলামের আবির্ভাবের পরে লোকেরা তথায় ব্যবসা করা গুনাহের কাজ মনে করল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেনঃ তোমাদের উপর কোন গুনাহ্ নাই....(অর্থাৎ) হজ্জের মওসুমে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এরূপ পড়েছেন।

١٣١٢. بَابُ شِرَاءِ الْاِبِلِ الْهِيْمِ اَوِ الْاَجْرَبِ الْهَائِمُ الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

১। এক উকীয়া সাধারণতঃ ৪০ দিরহাম সমান।

www.icsbook.info

১৩১২. পরিচ্ছেদ ঃ অতি পিপাসাকাতর অথবা চর্মরোগে আক্রান্ত উট ক্রয় করা। হায়িম অর্থ সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা বিরোধী

١٩٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو كَانَ هَاهُنَا رَجُلٌ اِسْمُهُ نَوَّاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ اِبِلٌ هِيْمٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الْاِبِلَ مِنْ شَرِيْكٍ لَهُ فَجَاءَ اِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تِلْكَ الْاِبِلَ فَقَالَ مِمَّنْ بِعْتَهَا قَالَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ فَقَالَ اِنَّ شَرِيْكِيْ بَاعَكَ اِبِلاً هِيْمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ قَالَ فَاسْتَقْهَا قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَقَالَ دَعْهَا رَضِيْنَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَاعَدْوَى سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا

১৯৬৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)...আম্‌র (ইব্‌ন দীনার) (র.) বলেন, এখানে নাওওয়াস নামক এক ব্যক্তি ছিল। তার নিকট অতি পিপাসা রোগে আক্রান্ত একটি উট ছিল। ইব্‌ন উমর (রা.) তার শরীকের কাছ থেকে সে উটটি কিনে নেন। পরে তার শরীক তার নিকট উপস্থিত হলে বলল, সে উটটি বিক্রি করে দিয়েছি। নাওওয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, কার কাছে বিক্রি করেছ? সে বলল, এমন আকৃতির এক বৃদ্ধের কাছে। নাওওয়াস বলে উঠলেন, আরে কি সর্বনাশ! তিনি তো আল্লাহ্‌র কসম ইব্‌ন উমর (রা.) ছিলেন। এরপর নাওওয়াস তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, আমার শরীক আপনাকে চিনতে না পেরে আপনার কাছে একটি পিপাসাক্রান্ত উট বিক্রি করেছে। তিনি বললেন, তবে উটটি নিয়ে যাও। সে যখন উটটি নিয়ে যেতে উদ্যত হলো, তখন তিনি বললেন, রেখে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফায়সালায় সন্তুষ্ট যে, রোগে কোন সংক্রামন নেই। সুফ্‌য়ান, (র.) আম্‌র (র.) থেকে উক্ত হাদীসটি শুনেছেন।

١٣١٣. بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ

১৩১৩. পরিচ্ছেদ ঃ ফিত্‌নার সময় বা অন্য সময়ে অস্ত্র বিক্রয় করা। ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) ফিত্‌নার সময় অস্ত্র বিক্রয়কে ভাল মনে করেন নি।

١٩٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ ابْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى اَبِي قَتَادَةَ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَاَعْطَاهُ يَعْنِي الدِّرْعَ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَاِنَّهُ اَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِي الْاِسْلَامِ

www.icsbook.info

১৯৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)... আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হুনায়নের যুদ্ধে গেলাম। তখন তিনি আমাকে একটি বর্ম দিয়েছিলেন। আমি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা বনূ সালিমা গোত্রের এলাকায় অবস্থিত একটি বাগান খরিদ করি। এ ছিল ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রথম স্থাবর সম্পত্তি অর্জন।

١٣١٤. بَابٌ فِى الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ

১৩১৪. পরিচ্ছেদ ঃ আতর বিক্রেতা ও মিস্‌ক বিক্রি করা।

١٩٧١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ بْنَ اَبِى مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيْرِ الْحَدَّادِ لَايَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ تَشْتَرِيَهُ وَاِمَا تَجِدُ رِيْحَهُ وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَيْتَكَ اَوْ ثَوْبَكَ اَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً

১৯৭১ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মিস্‌ক বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে তুমি রেহাই পাবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।

١٣١٥. بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ

১৩১৫. পরিচ্ছেদ ঃ শিংগা লাগানো

١٩٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُخَفِّفُوْا مِنْ خَرَاجِهِ

১৯৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তায়বা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শিংগা লাগালেন তখন তিনি তাকে এক সা পরিমাণ খেজুর দিতে আদেশ করলেন এবং তার মালিককে তার দৈনিক পারশ্রমিকের হার কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

www.icsbook.info

١٩٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَعْطَى الَّذِيْ حَجَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

১৯৭৩ মুসাদ্দদ (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শিংগা লাগালেন এবং যে তাঁকে শিংগা লাগিয়েছে, তাকে তিনি মজুরী দিলেন। যদি তা হারাম হত তবে তিনি তা দিতেন না।

١٣١٦. بَابُ التِّجَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

১৩১৬ পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষ এবং মহিলার জন্য যা পরিধান করা নিষিদ্ধ তার ব্যবসা করা।

١٩٧٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِحُلَّةٍ حَرِيْرٍ اَوْ سِيَرَاءَ فَرَاٰهَا عَلَيْهِ فَقَالَ اِنِّيْ لَمْ اُرْسِلْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا اِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا يَعْنِيْ تَبِيْعُهَا

১৯৭৪ আদম (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ উমর (রা.)-এর নিকট একটি রেশমী চাদর পাঠিয়ে দেন, পরে তিনি তা তাঁর গায়ে দেখতে পেয়ে বলেন, আমি তা তোমাকে এ জন্য দেইনি যে, তুমি তা পরিধান করবে। অবশ্য তা তারাই পরিধান করে, যার (আখিরাতে) কোন অংশ নেই। আমি তো তা তোমার কাছে এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি তা দিয়ে উপকৃত হবে অর্থাৎ তা বিক্রি করবে।

١٩٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ مَاذَا اَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ هٰذِهِ الصُّوَرُ لَاتَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

www.icsbook.info

১৯৭৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি ছবিযুক্ত বালিশ খরিদ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কী অপরাধ করেছি? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ বালিশের কী সমাচার? 'আয়িশা (র.) বলেন, আমি বললাম, আমি এটি আপনার জন্য খরিদ করেছি, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বসতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এই ছবিওয়ালাদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছিলে, তা জীবিত কর। তিনি আরো বলেন, যে ঘরে এ সব ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।

١٣١٧. بَابُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

১৩১৭. পরিচ্ছেদ ঃ পণ্যের মালিক মূল্য বলার অধিক হকদার

١٩٧٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِى بِحَائِطِكُمْ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَنَخْلٌ

১৯৭৬ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন, হে বানূ নাজ্জার! আমাকে তোমাদের বাগানের মূল্য বল। বাগানটিতে ঘরের ভাঙা চুরা অংশ ও খেঁজুর গাছ ছিল।

١٣١٨. بَاب كَمْ يَجُوْزُ الْخِيَارُ

১৩১৮ পরিচ্ছেদ ঃ (ক্রেতা-বিক্রেতার) খিয়ার[১] কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে?

١٩٧٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ

১। খিয়ার خيار অর্থ ইখ্তিয়ার, অধিকার স্বাধীনতা। যে কোন কাজ-কারবার ও লেন-দেনে উভয় পক্ষের স্বাধীনতা থাকা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ক্রয়-বিক্রয়ে সাধারণতঃ কয়েক ধরনের খিয়ার থাকে। প্রথমতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবে অপর পক্ষের গ্রহণ করা না করার ইখ্তিয়ার, একে খিয়ারুল কবূল خِيَارِ قُبول বলে। দ্বিতীয়তঃ লাভ-লোকসান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্রয়-বিক্রয় কালীন শর্তারোপ করতঃ অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করা। অধিকাংশের মতে এটা তিন দিনের মিয়াদে হয়। একে খিয়ারুশ শর্ত (خِيَارِ شرط) বলে।

www.icsbook.info

بِالْخِيَارِ فِى بَيْعِهِمَا مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْيَكُوْنُ الْبَيْعُ خِيَارًا، قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

১৯৭৭ সাদাকা (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের বেচা-কেনার ব্যাপারে উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয় (তাহলে পরেও ইখতিয়ার থাকবে)। নাফি' (র.) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) কোন পণ্য ক্রয়ের পর তা পসন্দ হলে মালিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন।

١٩٧٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَزَادَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاَبِى التَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِى الْخَلِيْلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ

১৯৭৮ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.).... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ তাদের খিয়ারের অধিকার থাকবে। আহমদ (র.) বাহ্‌য (র) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে হাম্মাম (র.) বলেন, আমি আবূ তাইয়্যাহ্ (র.)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ যখন এই হাদীসটি আবূ খলীলকে বর্ণনা করেন, তখন আমি তার সঙ্গে ছিলাম।

١٣١٩. بَابٌ اِذَا لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارَ هَلْ يَجُوْزُ الْبَيْعُ

১৩১৯. পরিচ্ছেদ ঃ খিয়ারের সময়-সীমা নির্ধারণ না করলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?

١٩٧٩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ اَوْ يَكُوْنُ بَيْعَ خِيَارٍ

১৯৭৯ আবূ নু'মান (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের খিয়ার থাকবে অথবা এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলবে, গ্রহণ করে নাও। রাবী অনেক সময় বলেছেন, অথবা খিয়ারে শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে।

١٣٢٢. بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِىُّ وَطَاؤُسٌ وَابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ

www.icsbook.info

১৩২০. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। ইব্‌ন উমর (রা.), শুরাইহ্, শা'বী, তাউস ও ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র.) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১৯৮০. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ هُوَ ابْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ اَخْبَرَنِى عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

১৯৮০ ইসহাক (র.)....হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে ও (পণ্যের দোষত্রুটি) যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি তারা মিথ্যা বলে ও (দোষ) গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত বিনষ্ট হয়ে যাবে।

১৯৮১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

১৯৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকের একে অপরের উপর ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ তারা বিচ্ছিন্ন না হবে। তবে খিয়ার-এর শর্তে ক্রয়-বিক্রয়ে (বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও ইখতিয়ার থাকবে)।

١٣٢١. بَاب اِذَا خَيَّرَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعدَ البَيعِ فَقَد وَجَبَ البَيعُ

১৩২১. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয় শেষে একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান করলে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

১৯৮২ حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن نَافِعٍ عَن ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُمَا عَن رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِالخِيَارِ مَالَم يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا اَو يُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا الاخَرَ فَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَد وَجَبَ البَيعُ وَاِن تَفَرَّقَا بَعدَ اَن تَبَايَعَا وَلَم يَترُك وَاحِدٌ مِنهُمَا البَيعَ فَقَد وَجَبَ البَيعُ

www.icsbook.info

১৯৮২ কুতায়বা (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন দু' ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাদের উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে অথবা একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান না করবে, ততক্ষণ তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। এভাবে তারা উভয়ে যদি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি তারা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের কেউ যদি তা পরিত্যাগ না করে তবে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

١٣٢٢. بَابٌ اِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوْزُ الْبَيْعُ

১৩২২. পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?

١٩٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

১৯৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের মাঝে কোন ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য ইখতিয়ার -এর শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে তা সাব্যস্ত হবে।

١٩٨٤ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِى كِتَابِى يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسٰى اَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا * قَالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৯৮৪ ইসহাক (র.).... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং (পণ্যের দোষগুণ) যথাযথ বর্ণনা করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেওয়া হবে, আর যদি তারা মিথ্যা বলে এবং গোপন করে, তবে হয়ত খুব লাভ করবে কিন্তু তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে যাবে। অপর সনদে হাম্মাম... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ (র.) হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

١٣٢٣. بَابٌ اِذَا اشْتَرٰى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَتَفَرَّقَا وَ لَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى اَوِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَاَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاؤُسٌ فِيْمَنْ

www.icsbook.info

يَشْتَرِى السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ، وَقَالَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلٰى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ فَكَانَ يَغْلِبُنِى فَيَتَقَدَّمُ اَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعُمَرَ بِعْنِيْهِ فقَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِعْنِيْهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَاشِئْتَ * قَالَ وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِعْتُ مِنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانٍ مَالاً بِالْوَادِىْ بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلٰى عَقِبَىَّ حَتّٰى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ اَنْ يُرَادَّنِى الْبَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنَ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِى وَبَيْعُهُ رَاَيْتُ اَنِّى قَدْ غَبَنْتُهُ بِاَنِّى سُقْتُهُ اِلٰى اَرْضِ ثَمُوْدَ بِثَلاَثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِى اِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلاَثِ لَيَالٍ

১৩২৩. পরিচ্ছেদ ঃ পণ্য খরিদ করে উভয়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে সে মুহূর্তেই দান করে দিল, এবং ক্রেতার উপর বিক্রেতা কোন আপত্তি করল না অথবা একটি গোলাম খরিদ করে তাকে আযাদ করে দিল। তাউস (র.) বলেন, স্বেচ্ছায় পণ্য ক্রয় করে পরে তা বিক্রি করে দিলে তা সাব্যস্ত হয়ে যবে এবং মুনাফা সেই (প্রথম ক্রেতা যে পরে বিক্রি করল) পাবে। হুমায়দী (র.)..... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। আমি (আমার পিতা) উমর (রা.)-এর একটি অবাধ্য জওয়ান উটের উপর সাওয়ার ছিলাম। উটটি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সকলের আগে আগে চলে যাচ্ছিল। উমর (রা) তাকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনছিলেন। আবার সে আগে বেড়ে যাচ্ছিল, আবার উমর (রা.) তাকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনছিলেন। তখন নবী ﷺ উমর (রা)-কে বললেন, এটি আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। তিনি বললেন, ইয়া রাসলাল্লাহ্ ! এটা আপনারই। রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি এটি আমার কাছে বিক্রি কর। তখন তিনি সেটি রাসূলাল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বিক্রি করে দিলেন। নবী ﷺ

www.icsbook.info

বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর! এটি তোমার, তুমি এটি দিয়ে যা ইচ্ছা তা কর। লাইস (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.)-এর খায়বারের যমীনের বিনিময়ে আমি ওয়াদির যমীন তাঁর কাছে বিক্রি করলাম। আমরা যখন ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করলাম, তখন আমি পিছনের দিকে ফিরে তাঁর ঘর হতে এই ভয়ে বের হয়ে গেলাম যে, তিনি হয়ত আমার এ বিক্রয় রদ্দ করে দিবেন। সে সময়ে এ রীতি প্রচলিত ছিল যে, বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকত। আবদুল্লাহ্ (রা.) বললেন, যখন আমার ও তাঁর মাঝের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত হয়ে গেল তখন আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আমি এভাবে তাঁকে ঠকিয়েছি। আমি তাঁকে ছামূদ ভূখণ্ডের তিন দিনের পথের দূরত্বের পরিমাণ পৌঁছিয়ে দিয়েছি আর তিনি আমাকে মদীনার তিন দিনের পথের দূরত্বের পরিমাণ পৌঁছে দিয়েছেন।

١٣٢٤. بَابُ مَايُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِى الْبَيْعِ

১৩২৪. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা করা দোষণীয়

১৯৮৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ

১৯৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে কোন প্রকার ধোঁকা নেই।

١٣٢٥. بَابُ مَا ذُكِرَ فِى الْاَسْوَاقِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوْقُ قَيْنُقَاعَ وَقَالَ اَنَسٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ دُلُّوْنِى عَلَى السُّوْقِ وَقَالَ عُمَرُ اَلْهَانِى الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ

১৩২৫. পরিচ্ছেদ ঃ বাজার সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.) বলেন, আমরা মদীনায় আগমনের পর জিজ্ঞাসা করলাম, এমন কোন বাজার আছে কি, যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য হয়? সে বলল, কায়নুকার বাজার আছে। আনাস (রা.) বলেন, আবদুর রহমান (রা.) বললেন, আমাকে বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দাও। উমর (রা.) বলেন, আমাকে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় গাফেল করে রেখেছে।

www.icsbook.info

১৯৮৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ ، فَاِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ

১৯৮৬ মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (পরবর্তী যামানায়) একদল সৈন্য কা'বা (ধ্বংসের উদ্দেশ্যে) অভিযান চালাবে। যখন তারা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন তাদের আগের পিছের সকলকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাদের অগ্রবাহিনী ও পশ্চাৎবাহিনী সকলকে কীভাবে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সে সেনাবাহিনীতে তাদের বাজারের (পণ্য-সামগ্রী বহনকারী) লোকও থাকবে এবং এমন লোকও থাকবে যারা তাদের দলভুক্ত নয়, তিনি বললেন, তাদের আগের-পিছের সকলকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। তারপরে (কিয়ামতের দিবসে) তাদের নিজদের নিয়্যাত অনুযায়ী উত্থান করা হবে।

১৯৮৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ فِى جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِى سُوْقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ بِاَنَّهُ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لَايُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلٰوةَ لَايَنْهَزُهُ اِلاَّ الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ وَقَالَ اَحَدُكُمْ فِى صَلٰوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ

১৯৮৭ কুতায়বা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো জামা'আতে সালাত আদায় নিজ ঘরের সালাতের চাইতে বিশ গুণেরও অধিক মর্তবা রয়েছে। কারণ সে যখন উত্তমরূপে উযূ করে মসজিদে আসে, সালাত আদায় ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে আসে না, সালাত ছাড়া অন্য কিছুই তাকে উদ্বুদ্ধ করে না। এমতাবস্থায় তার প্রতি কদমে এক মর্তবা বৃদ্ধি করা হবে এবং একটি গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর ফেরেশতাগণ তোমাদের সে ব্যক্তির জন্য

www.icsbook.info

(এমর্মে) দু'আ করতে থাকবেন, যতক্ষণ সে যেখানে সালাত আদায় করেছে, সেখানে থাকবেঃ আয় আল্লাহ্ আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করুন, তার প্রতি রহম করুন। যতক্ষণ না সে তথায় উযু ভঙ্গ করে, যতক্ষণ না সে তথায় কাউকে কষ্ট দেয়। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের সে ব্যক্তি সালাতেরত গণ্য হবে, যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় থাকে।

১৯৮৮ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلَاتَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ

১৯৮৮ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সময় বাজারে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আবুল কাসিম! নবী ﷺ তার দিকে তাকালে তিনি বললেন, আমি তো তাকে ডেকেছি। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রেখো না।

১৯৮৯ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ اَعْنِكَ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ

১৯৮৯ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী বাকী' নামক স্থানে আবুল কাসিম বলে (কাউকে) ডাক দিলেন। তখন নবী ﷺ তার দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিনি। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখো না।[১]

১৯৯০ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الدَّوْسِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ طَائِفَةِ النَّهَارِ لَايُكَلِّمُنِىْ وَلَا اُكَلِّمُهُ حَتّٰى اَتٰى سُوْقَ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ اَثَمَّ لُكَعُ اَثَمَّ لُكَعُ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ اَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا اَوْ تُغَسِّلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتّٰى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اللّٰهُمَّ اَحِبَّهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ * قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ رَاٰى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ

১. অধিকাংশ উলামার মতে নবী ﷺ -এর জীবদ্দশায় এ নিষেধাজ্ঞা ছিল যাতে সম্বোধনের সময় ভুল ধারণা না হয়।

www.icsbook.info

১৯৯০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)...আবূ হুরায়রা দাওসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দিনের এক অংশে বের হলেন, তিনি আমার সঙ্গে কথা বল্লেন নি এবং আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। অবশেষে তিনি বানূ কায়নুকা বাজারে এলেন (সেখান থেকে ফিরে এসে) ফাতিমা (রা.)-এর ঘরের আঙিনায় বসে পড়লেন। তারপর বললেন, এখানে খোকা (হাসান রা.) আছে কি? এখানে খোকা আছে কি? ফাতিমা (রা.) তাঁকে কিছুক্ষণ দেরী করালেন। আমার ধারণা হল তিনি তাঁকে পুতির মালা সোনা রোপা ছাড়া যা বাচ্চাদের পরানো হত, পরাচ্ছিলেন বা তাকে গোসল করালেন। তারপর তিনি দৌড়িয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। তখন তিনি বললেন, আয় আল্লাহ্! তুমি তাঁকেও (হাসানকে) মহব্বত কর এবং তাকে যে ভালবাসবে তাকেও মহব্বত কর। সুফিয়ান (র) বলেন, আমার কাছে উবায়দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নাফি ইব্‌ন জুবায়রকে এক রাকআত মিলিয়ে বিত্‌র আদায় করতে দেখেছেন।

١٩٩١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ اَنْ يَبِيْعُوْهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتّٰى يَنْقُلُوْا حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ، قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ اِذَا اشْتَرَاهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ

১৯৯১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তারা নবী ﷺ -এর সময়ে বাণিজ্যিক দলের কাছ থেকে (পথিমধ্যে) খাদ্য খরিদ করতেন। সে কারণে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের স্থানে তা স্থানান্তর করার আগে, বণিক দলের কাছ থেকে ক্রয়ের স্থলে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করার জন্য তিনি তাদের কাছে লোক পাঠাতেন। রাবী 'বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) আরো বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ পূর্ণভাবে অধিকারে আনার আগে খরিদ করা পণ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

١٣٢٦. بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّخَبِ فِى السُّوْقِ

১৩২৬. পরিচ্ছেদ ঃ বাজারে চীৎকার করা অপসন্দনীয়

١٩٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قُلْتُ اَخْبِرْنِيْ عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى التَّوْرَاةِ، قَالَ اَجَلْ : وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِى التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِى الْقُرْاٰنِ : يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْاُمِّيِّيْنَ ، اَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ، سَمَّيْتُكَ

www.icsbook.info

الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ صَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَقُوْلُوْا : لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَتَفْتَحَ بِهَا اَعْيُنٌ عُمْىٌ وَاٰذَانٌ صُمٌّ وَقُلُوْبٌ غُلْفٌ * تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ هِلاَلٍ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدَ اللّٰهِ غُلْفٌ كُلُّ شَئٍ فِى غِلاَفٍ فَهُوَ اَغْلَفُ سَيْفٌ اَغْلَفُ وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ وَرَجُلٌ اَغْلَفُ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُوْنًا

১৯৯২ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র.)... আতা ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন আস (রা.)-কে বললাম, আপনি আমাদের কাছে তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গুণাবলী বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা। আল্লাহ্র কসম! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলী তাওরাতে ও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি এবং উম্মীদের রক্ষক হিসাবেও। আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসূল। আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী) রেখেছি। তিনি মন্দ স্বভাবের নন, কঠোর হৃদয়ের নন এবং বাজারে চীৎকারকারীও নন। তিনি অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা প্রতিহত করেন না বরং মাফ করে দেন, ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ততক্ষণ মৃত্যু দিবেন না যতক্ষণ না, তাঁর দ্বারা বিকৃত মিল্লাতকে ঠিকপথে আনেন অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা (আরববাসীরা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর ঘোষণা দিবে। আর এ কালিমার মাধ্যমে অন্ধ-চক্ষু, বধির-কর্ণ ও আচ্ছাদিত হৃদয় খুলে যাবে। আবদুল আযীয ইব্ন আবূ সালামা (র.) হিলাল (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ফুলাইহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। সাঈদ (র.).... ইব্ন সালাম (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র.) বলেন, যে সকল বস্তু আবরণের মধ্যে থাকে তাকে غُلف বলে। তার একবচন اَغْلَف যেমন, বলা হয়, سَيْفٌ اَغْلَف কোষবদ্ধ তরবারি। قَوس غَلفَاءُ কোষবদ্ধ ধনুক। رَجُل اَغْلَفُ খাতনা না করা পুরুষ।

١٣٢٧. بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِىْ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ يَعْنِىْ كَالُوْا لَهُمْ وَوَزَنُوْا لَهُمْ كَقَوْلِهِ يَسْمَعُوْنَكُمْ يَسْمَعُوْنَ لَكُمْ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِكْتَالُوْا حَتّٰى يَسْتَوْفُوْا وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ اِذَا بِعْتَ فَكِلْ وَاِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ

১৩২৭. পরিচ্ছেদ ঃ মেপে দেওয়ার দায়িত্ব বিক্রেতা ও দাতার উপর। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ যখন তারা লোকদের মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয় (৮৩ ঃ ৩) এখানে كَالُوهُم অর্থাৎ كَالُو لَهُم এবং وَزَنُوهُم অর্থাৎ وَزَنُو لَهُم যেমন বলা হয় يَسمَعُونَكُم অর্থাৎ يَسمَعُونَ لَكُم। নবী ﷺ বলেছেন, ঠিকভাবে মেপে নিবে। উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, যখন তুমি বিক্রি করবে তখন মেপে দিবে আর যখন খরিদ করবে তখন মেপে নিবে।

www.icsbook.info

١٩٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ

১৯৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্য খরিদ করবে, সে তা পুরাপুরী আয়ত্তে না এনে বিক্রি করবে না।

١٩٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى غُرَمَائِهِ اَنْ يَضَعُوْا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوْا فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اِذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ اَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلٰى حِدَةٍ وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلٰى حِدَةٍ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلَىَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ اَرْسَلْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلٰى اَعْلاَهُ اَوْ فِىْ وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلْ لِلْقَوْمِ فَكِلْتُهُمْ حَتّٰى اَوْفَيْتُهُمُ الَّذِىْ لَهُمْ وَبَقِىَ تَمْرِىْ كَاَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَىْءٌ * وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ حَدَّثَنِىْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَمَازَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدّٰى، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ جُذَّلَهُ فَاَوْفِ لَهُ ـ

১৯৯৪ আবদান (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন হারাম (রা.) ঋণী অবস্থায় মারা যান। পাওনাদারেরা যেন তাঁর কিছু ঋণ ছেড়ে দেয়, এজন্য আমি নবী ﷺ -এর কাছে সাহায্য চাইলাম। নবী ﷺ তাদের কাছে কিছু ঋণ ছেড়ে দিতে বললে, তারা তা করল না। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, যাও, তোমার প্রত্যেক ধরনের খেজুরকে আলাদা আলাদা করে রাখ, আজওয়া আলাদা এবং আযকা যায়দ আলাদা করে রাখ। পরে আমাকে খবর দিও। [জাবির (রা.) বলেন] আমি তা করে নবী ﷺ -কে খবর দিলাম। তিনি এসে খেজুরের (স্তূপ এর) উপরে বা তার মাঝখানে বসলেন। তারপর বললেন, পাওনাদারদের মেপে দাও। আমি তাদের মেপে দিতে লাগলাম, এমনকি তাদের পাওনা পুরোপুরী দিয়ে দিলাম। আর আমার খেজুর এরূপ থেকে গেল, যেন এ থেকে কিছুই কমেনি। ফিরাস (র.) শা'বী (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাদের এ পর্যন্ত মেপে দিতে থাকলেন যে তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। হিশাম (র.) ওহাব (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছিলেন গাছ থেকে খেজুর কেটে নাও এবং পুরোপুরী আদায় করে দাও।

١٣٢٨. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ

১৩২৮. পরিচ্ছেদ ঃ মেপে দেওয়া মুস্তাহাব

www.icsbook.info

١٩٩٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ۔

১৯৯৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)... মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারিব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের খাদ্য মেপে নিবে, তাতে তোমাদের জন্য বরকত হবে।

١٣٢٩. بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِىِّ ﷺ وَمُدِّهِمْ، فِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৩২৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সা'[১] ও মুদ এর বরকত। এ প্রসঙ্গে 'আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছ।

١٩٩٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِىْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ

১৯৯৬ মূসা (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইব্‌রাহীম (আ.) মক্কাকে হারম ঘোষণা করেছেন ও তার জন্য দু'আ করেছেন। আমি মাদীনাকে হারম ঘোষণা করেছি, যেমন ইব্‌রাহীম (আ.) মক্কাকে হারম ঘোষণা করেছেন এবং আমি মদীনার এক মুদ ও সা' এর জন্য দু'আ করেছি। যেমন ইব্‌রাহীম (আ.) মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন।

١٩٩٧ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِىْ صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِىْ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ

১৯৯৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাদের মাপের পাত্রে বরকত দিন এবং তাদের সা'ও মুদ-এ বরকত দিন অর্থাৎ মাদীনাবাসীদের।

١٣٣٠. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِىْ بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

১৩৩০. পরিচ্ছেদ ঃ খাদ্য বিক্রয় ও মজুতদারী সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়

---

১. মাপের বিভিন্ন পরিমাণের পাত্র বিশেষ। এক সা' সাড়ে তিন সের সমান। মুদ এক সা' এর চতুর্থাংশ।

www.icsbook.info

١٩٩٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعُوْهُ حَتّٰى يُؤْوُهُ اِلٰى رِحَالِهِمْ

১৯৯৮ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র.)...আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা অনুমানে (না মেপে) খাদ্য খরিদ করে নিজের স্থানে পৌঁছানোর আগেই তা বিক্রি করত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমি দেখেছি যে, তাদেরকে মারা হত।

١٩٩٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُرْجَوْنَ مُؤَخَّرُوْنَ

১৯৯৯ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদ্য (খরিদ করে) পুরাপুরী আয়ত্বে না এনে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (রাবী তাউস (র.) বলেন,) আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কিভাবে হয়ে থাকে? তিনি বললেন, এ এভাবে হয়ে থাকে যে, দিরহাম এর বিনিময়ে দিরহাম আদান-প্রদান হয় অথচ পণ্যদ্রব্য অনুপস্থিত থাকে। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত مُرْجُوْنَ অর্থ যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে বিলম্বিত করে।

٢٠٠٠ حَدَّثَنِيْ اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ

২০০০ আবুল ওয়ালীদ (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, খাদ্য খরিদ করে কেউ যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি না করে।

٢٠٠١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا حَتّٰى يَجِيْءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِيْ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَ هَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَ هَاءَ۔

www.icsbook.info

২০০১ আলী (র.).... মালিক ইব্‌ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ঘোষণা দিলেন যে, কে সারফ এর বেচা-কেনা (দিরহাম এর বিনিময়ে দীনার এর বেচা-কেনা) করবে? তালহা (রা.) বললেন, আমি করব। অবশ্য আমার পক্ষের বিনিময় প্রদানে আমার হিসাব রক্ষক গা'বা (এলাকা) থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত দেরী হবে। (বর্ণনাকারী) সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি যুহরী (র.) থেকে এটুকু মনে রেখেছি, এর থেকে বেশী নয়। এরপর যুহরী (র.) বলেন, মালিক ইব্‌ন আওস (রা.) আমাকে বলেছেন যে, তিনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, নগদ হাতে হাতে বিনিময় ছাড়া সোনার বদলে সোনা বিক্রি, গমের বদলে গম বিক্রি, খেজুরের বদলে খেজুর বিক্রি, যবের বদলে যব বিক্রি করা সূদ হিসাবে গণ্য।

١٣٣١. بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبلَ اَن يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

১৩৩১. পরিচ্ছেদ ঃ অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রি করা এবং যে পণ্য নিজের নিকট নেই তা বিক্রি করা

٢٠٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِىْ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اَمَّا الَّذِىْ نَهٰى عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ اَنْ يُبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاَ اَحْسِبُ كُلَّ شَيْئٍ اِلاَّ مِثْلَهُ –

২০০২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যা নিষেধ করেছেন, তা হল অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রয় করা। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি মনে করি, প্রত্যেক পণ্যের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

٢٠٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ اِسْمٰعِيْلُ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ

২০০৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, খাদ্য খরিদ করে পুরোপুরী মেপে না নিয়ে। রাবী ইসমাঈল (র.) আরো বলেন খাদ্যদ্রব্য খরিদ করে নিজের অধিকারে না এনে কেউ যেন তা বিক্রি না করে।

١٣٣٢. بَابُ مَنْ رَاٰى اِذَا اشْتَرٰى طَعَامًا جِزَافًا اَنْ لاَ يَبِيْعَهُ حَتّٰى يُؤْوِيَهُ اِلٰى رَحْلِهِ وَالْاَدَبِ فِىْ ذٰلِكَ

www.icsbook.info

১৩৩২. পরিচ্ছেদ ঃ অনুমানে পরিমাণ ঠিক করে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করে নিজের ঘরে না এনে তা বিক্রয় করা যিনি বৈধ মনে করেন না এবং এরূপ করা শাস্তিযোগ্য।

২০০৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَاعُوْنَ جِزَافًا يَعْنِي الطَّعَامَ يُضْرَبُوْنَ اَنْ يَبِيْعُوْهُ فِيْ مَكَانِهِمْ حَتّٰى يُؤْوُوْهُ اِلٰى رِحَالِهِمْ

২০০৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সময়ে দেখেছি যে, লোকেরা খাদ্য আনুমানিক পরিমাণের ভিত্তিতে বেচা-কেনা করত, পরে তা সেখানেই নিজেদের ঘরে তুলে নেওয়ার আগেই বিক্রি করলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হত।

١٣٣٣. بَابُ اِذَا اشْتَرٰى مَتَاعًا اَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَبَاعَ اَوْ مَاتَ قَبْلَ اَنْ يُقْبَضَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَا اَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوْعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ

১৩৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি দ্রব্য সামগ্রী বা জানোয়ার খরিদ করে হস্তগত করার পূর্বে তা বিক্রেতার নিকটই রেখে দেয়, এরপর বিক্রেতা সে পণ্য বিক্রি করে দেয় বা বিক্রেতা মারা যায়। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, যদি বিক্রয় কালে বিক্রিত পশু জীবিত ও যথাযথ অবস্থায় থাকে (এবং পরে তার কোন ক্ষতি হয়) তবে তা ক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২০০৫ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ اَبِي الْمَغْرَاءِ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَاتِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ يَأْتِيْ فِيْهِ بَيْتَ اَبِيْ بَكْرٍ اَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فَلَمَّا اُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَمْ يَرُعْنَا اِلاَّ وَقَدْ اَتَانَا ظُهْرًا فَخُبِّرَ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ مِنْ حَدَثٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَعْنِيْ عَائِشَةَ وَاَسْمَاءَ قَالَ اَشَعَرْتَ اَنَّهُ قَدْ اُذِنَ لِيْ فِي الْخُرُوْجِ قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الصُّحْبَةَ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِيْ نَاقَتَيْنِ اَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوْجِ فَخُذْ اِحْدَاهُمَا فَقَالَ قَدْ اَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ

www.icsbook.info

২০০৫ ফারওয়া ইব্ন আবুল মাগরা (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন দিন খুব কমই গিয়েছে, যে দিন সকালে বা বিকালে নবী করীম ﷺ (আমার পিতা) আবূ বকর (রা.)-এর ঘরে আসেন নি। যখন তাঁকে (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে) মদীনার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হল, তখন তিনি একদিন দুপুরের সময় আগমন করায় আমরা শংকিত হয়ে পড়লাম। আবূ বকর (রা.)-কে এ সংবাদ জানানো হলে তিনি বলে উঠলেন, নবী ﷺ বিশেষ কোন ঘটনার কারণেই অসময়ে আগমন করেছেন। যখন নবী করীম ﷺ প্রবেশ করলেন তখন তিনি আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, যারা তোমার কাছে আছে তাদের সরিয়ে দাও। আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এরা তো আমার দুই কন্যা 'আয়িশা ও আসমা। তিনি বললেন, তুমি কি জান আমাকে তো বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে? আপনার সংগী সফর হওয়া আমার কাম্য ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার সফর সংগী হবে। আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে দু'টি উটণী রয়েছে, যা আমি হিজরতের জন্য প্রস্তুত রেখেছি। এর একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, আমি মূল্যের বিনিময়ে তা গ্রহণ করলাম।

١٣٣٤ بَابٌ لاَيَبِيْعُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَسُوْمُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَاْذَنَ لَهُ اَوْ يَتْرُكَ

১৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, দর-দাম করার উপর দর-দাম না করে যতক্ষণ সে তাকে অনুমতি না দেয় বা ত্যাগ না করে

٢٠٠٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ -

২০০৬ ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয় -বিক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।

٢٠٠٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلاَتَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَكْفَاَ مَا فِىْ اِنَائِهَا.

২০০৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী কর্তৃক বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে। কেউ যেন

www.icsbook.info

তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। কোন মহিলা যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের দাবী না করে, যাতে সে তার পাত্রে যা কিছু আছে, তা নিজেই নিয়ে নেয়।

١٣٣٥. بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ

১৩৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ নিলামের মাধ্যমে বিক্রি। আতা (র.) বলেন, আমি লোকদের (সাহাবায়ে কিরামকে) দেখেছি যে, তারা গনীমতের মাল অধিক মূল্য দানকারীর কাছে বিক্রি করাতে দোষ মনে করতেন না।

২০০৮ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّيْ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

২০০৮ বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল। তার পর সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ গোলামটিকে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, কে একে আমার নিকট থেকে খরিদ করবে? নুআঈম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) (তাঁর কাছ থেকে) সেটি এত এত মূল্যে খরিদ করলেন। তিনি গোলামটি তার হাওলা করে দিলেন।

١٣٣٦. بَابُ النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لاَ يَجُوْزُ ذٰلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ أَوْفٰى النَّاجِشُ اٰكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

১৩৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতারণামূলক দালালী এবং এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়িয নয় বলে যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন আবূ আওফা (রা.) বলেন, দালাল হলো সূদখোর, খিয়ানতকারী। আর দালালী হল প্রতারণা, যা বাতিল ও অবৈধ। নবী ﷺ বলেন, প্রতারণার ঠিকানা জাহান্নাম। যে এরূপ আমল করে যা আমাদের শরীআতের পরিপন্থী; তা পরিত্যাজ্য।

২০০৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ

www.icsbook.info

২০০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রতারণামূলক দালালী থেকে নিষেধ করেছেন।

١٣٣٧. بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

১৩৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতারণামূলক বিক্রি এবং গর্ভস্থিত বাচ্চা গর্ভ থেকে খালাস হওয়ার পর তা গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত মেয়াদে বিক্রি

٢٠١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ اِلٰى اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِى فِىْ بَطْنِهَا ـ

২০১০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)...আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গর্ভস্থিত বাচ্চার্ গর্ভের প্রসবের মেয়াদের উপর বিক্রি নিষেধ করেছেন। এ এক ধরনের বিক্রয়, যা জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ছিল। কেউ এ শর্তে উটণী ক্রয় করত যে, এই উটণীটি প্রসব করবে পরে ঐ শাবক তার গর্ভ প্রসব করার পর তার মূল্য দেওয়া হবে।

١٣٣٨. بَابُ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَقَالَ اَنَسٌ نَهٰى عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ

১৩৩৮. পরিচ্ছদ ঃ স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়। আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ এরূপ বেচা-কেনা থেকে নিষেধ করেছেন

٢٠١١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِىَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ اِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ اَنْ يُقَلِّبَهُ اَوْ يَنْظُرَ اِلَيْهِ وَنَهٰى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِ

২০১১ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুনাবাযা পদ্ধতিতে ক্রয় -বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তা হল, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতা কাপড়টি উল্টানো পাল্টানো অথবা দেখে নেওয়ার আগেই বিক্রেতা কর্তৃক তা ক্রেতার দিকে নিক্ষেপ করা। আর তিনি মুলামাসা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতেও নিষেধ করেছেন। মুলামাসা হল কাপড়টি না দেখে স্পর্শ করা (এতেই বেচা-কেনা সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হত)।

www.icsbook.info

২০١٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نُهِىَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلٰى مَنْكِبِهِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ

২০১২ কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ধরনের পোশাক পরিধান করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তা হলো একটি কাপড় শরীরে জড়িয়ে তার এক পার্শ্ব কাঁধের উপর তুলে দেওয়া এবং দুই ধরনের বেচা-কেনা হতে নিষেধ করা হয়েছে; স্পর্শের এবং নিক্ষেপের বেচা-কেনা।

١٣٣٩. بَابُ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ وَقَالَ اَنَسٌ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْهُ

১৩৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ পারস্পরিক নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা। আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

٢٠١٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

২০১৩ ইসমাঈল (র.).. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্পর্শ ও নিক্ষেপের পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

٢٠١٤ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

২০১৪ আইয়্যাশ ইব্ন ওয়ালীদ (র.).... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ দু' ধরনের পোশাক পরিধান এবং স্পর্শ ও নিক্ষেপ এরূপ দু' ধরনের (পদ্ধতিতে) বেচা-কেনা নিষেধ করেছেন।

١٣٤٠. بَابُ النَّهْىِ لِلْبَائِعِ اَنْ لَا يُحَفِّلَ الْاِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِىْ صُرِّىَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيْهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ اَيَّامًا وَاَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الْمَاءَ اِذَا حَبَسْتَهُ

১৩৪০. পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রেতার প্রতি নিষেধ যে, উটনী, গাভী ও বকরী এবং প্রত্যেক দুগ্ধবতী জন্তুর দুধ সে যেন জমা করে না রাখে। মুসাররাত সে জন্তুকে বলা হয়, যার দুধ কয়েক দিন

www.icsbook.info

দোহন না করে আটকিয়ে। এবং জমা করে রাখা হয়। তাসরিয়ার মূল অর্থ ঃ পানি আটকিয়ে রাখা। এ থেকে বলা হয় صَرَّيْتُ الْمَاءَ আমি পানি আটকিয়ে রেখেছি বলবে, যখন তুমি পানিকে আটকিয়ে রাখবে

২০১৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَانَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلُبَهَا اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ * وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعَ تَمْرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاَثًا وَالتَّمْرُ اَكْثَرُ

২০১৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমরা উটণী ও বকরীর দুধ (স্তন্যে) আটকিয়ে রেখ না। যে ব্যক্তি এরূপ পশু খরিদ করবে, সে দুধ দোহনের পরে দু'টি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভাল মনে করবে, তাই করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রীত পশুটি রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরৎ দিবে এবং এর সাথে এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে। আবূ সালিহ্ মুজাহিদ, ওয়ালীদ ইব্‌ন রাবাহ্ ও মূসা ইব্‌ন ইয়াসার (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এক সা' খেজুরের কথা উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ ইব্‌ন সীরীন (র.) সূত্রে এক সা' খাদ্যের কথা বলেছেন। এবং ক্রেতার জন্য তিন দিনের ইখতিয়ার থাকবে। আর কেউ কেউ ইব্‌ন সীরীন (র.) সূত্রে এক সা' খেজুরের কথা বলেছেন, তবে তিন দিনের **ইখতিয়ারের কথা উল্লেখ** করেননি। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন অধিকাংশের বর্ণনায় খেজুরের উল্লেখ রয়েছে)।

২০১৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُلَقَّى الْبُيُوْعُ

২০১৬ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (স্তন্যে) দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী খরিদ করে তা ফেরৎ দিতে চায়, সে যেন এর সঙ্গে এক সা' পরিমাণ খেজুরও দেয়। আর নবী(সা) (পণ্য খরিদ করার জন্য) বণিক দলের সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যে) সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।

২০১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ

www.icsbook.info

بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوْا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلُبْهَا اِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

২০১৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না তোমাদের কেউ যেন কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয় বিক্রয় না করে। তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। শহরবাসী তোমাদের কেউ যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। তোমরা বকরীর দুধ আটকিয়ে রাখবে না। যে এ রূপ বকরী খরিদ করবে, সে দুধ দোহনের পরে এ দু'টির মধ্যে যেটি ভাল মনে করবে, তা করতে পারে। সে যদি এতে সন্তুষ্ট হয় তবে বকরী রেখে দিবে, আর যদি সে তা অপসন্দ করে তবে ফেরৎ দিবে এবং এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে।

١٣٤١. بَابٌ اِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِيْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ

১৩৪১. পরিচ্ছেদ ঃ দুধ আটকিয়ে রাখা পশুর ক্রেতা ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারে এবং দুহিত দুধের বিনিময়ে এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে

٢٠١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَرٰى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَاِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا فَفِيْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

২০১৮ মুহাম্মদ ইব্ন আম্‌র (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (স্তনে) দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী খরিদ করে, তবে দোহনের পরে যদি ইচ্ছা করে তবে সেটি রেখে দেবে আর যদি অপসন্দ করে তবে দুহিত দুধের বিনিময়ে এক সা' খেজুর দিবে।

١٣٤٢. بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِيْ وَقَالَ شُرَيْحٌ اِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا

১৩৪২. পরিচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারী গোলামের বিক্রয়। (কাযী) শুরায়হ (র.) বলেন, ক্রেতা ইচ্ছা করলে ব্যভিচারের দোষের কারণে গোলাম ফেরত দিতে পারে

٢٠١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ

www.icsbook.info

زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

২০১৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি বাঁদী ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আর তিরস্কার করবে না। তারপর যদি আবার ব্যভিচার করে তাকে বেত্রাঘাত করবে, তিরস্কার করবে না। এরপর যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে তবে তাকে বিক্রি করে দিবে; যদিও পশমের রশির (ন্যায় সামান্য বস্তুর) বিনিময়েও হয়।

٢٠٢٠. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ اِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ اَدْرِىْ بَعْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ

২০২০ ইসমাঈল (র.)....আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অবিবাহিতা দাসী যদি ব্যভিচার করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচার করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত কর। আবার যদি সে ব্যভিচার করে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর যদি ব্যভিচার করে তবে তাকে রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও। রাবী ইব্‌ন শিহাব (র.) বলেন, একথা তৃতীয় বারের না চতুর্থ বারের পর বলেছেন, তা আমার ঠিক জানা নাই।

١٣٤٣. بَابُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

১৩৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলার সাথে ক্রয়-বিক্রয়

٢٠٢١. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرِىْ وَاَعْتِقِىْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْعَشِىِّ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ اُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ، شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ

২০২১ আবুল ইয়ামান (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন আমি তাঁর নিকট (বারীরা নাম্নী দাসীর খরিদ সংক্রান্ত ঘটনা) উল্লেখ

করলাম। তিনি বললেন, তুমি খরিদ কর এবং আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে ওয়ালা (আযাদ সূত্রে উত্তরাধিকার) তারই। তারপর নবী ﷺ বিকালের দিকে (মসজিদে নববীতে) দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা বর্ণনা করে তারপর বললেন, লোকদের কী হলো যে, তারা এরূপ শর্তারোপ করে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই। কোন ব্যক্তি যদি এমন শর্তারোপ করে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, তা বাতিল, যদিও সে শত শত শর্তারোপ করে। আল্লাহ্‌র শর্তই সঠিক ও সুদৃঢ়।

٢٠٢٢ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ اَبِىْ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيْرَةَ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ اِنَّهُمْ اَبَوْا اَنْ يَبِيْعُوْهَا اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطُوا ﷺ الْوَلاَءَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِيْنِىْ

২০২২ হাস্সান ইব্ন আবূ আব্বাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রা.) বারীরার দরদাম করেন। নবী ﷺ সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। যখন ফিরে আসেন তখন 'আয়িশা (রা.) তাঁকে বললেন যে, তারা (মালিক পক্ষ) ওয়ালা এর শর্ত ছাড়া বিক্রি করতে রাযী নয়। নবী ﷺ বললেন, ওয়ালা তো তারই, যে আযাদ করে। (রাবী হাম্মাম (র.) বলেন, আমি নাফি (র.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম, বারীরার স্বামী আযাদ ছিল, না দাস? তিনি বললেন, আমি কি করে জানব?

١٣٤٤. بَابٌ هَلْ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ اَجْرٍ وَهَلْ يُعِيْنُهُ اَوْ يَنْصَحُهُ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اسْتَنْصَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ وَرَخَّصَ فِيْهِ عَطَاءٌ

১৩৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ পারিশ্রমিক ছাড়া শহরবাসী কি গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় করতে পারে? সে কি তার সাহায্য এবং উপকার করতে পারে? নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাহায্য কামনা করে তখন সে যেন তার উপকার করে। এ বিষয়ে আতা (র.) অনুমতি প্রদান করেছেন।

٢٠٢٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২০২৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)...জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ্ -এ কথা সাক্ষ্য দেওয়ার, সালাত কায়েম করার, যাকাত দেওয়ার আমীরের কথা শুনার ও মেনে চলার এবং প্রত্যেক মুসলমানের হিত কামনা করার উপর বায়আত করেছিলাম।

www.icsbook.info

২০২٤ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَاقَوْلُهُ لاَيَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَيَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا

২০২৪ সাল্ত ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে সস্তায় পণ্য খরিদের উদ্দেশ্যে) সাক্ষাৎ করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। রাবী তাউস (র.) বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, তাঁর একথার অর্থ কী? তিনি বললেন, তার হয়ে যেন সে প্রতারণামূলক দালালী না করে।

١٣٤٥. بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِاَجْرٍ

১৩৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ পারিশ্রমিকের বিনিময় গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা যারা নিষিদ্ধ মনে করেন

২০২৫ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ هُوَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

২০২৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) ও এ মত পোষণ করেছেন।

١٣٤٦. بَابٌ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَاِبْرَاهِيْمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيْ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اِنَّ الْعَرَبَ تَقُوْلُ بِعْ لِيْ ثَوْبًا وَهِيَ تَعْنِيْ الشِّرٰى

১৩৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ দালালীর মাধ্যমে শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। ইব্ন সীরীন ও ইব্রাহীম (নাখয়ী) (র.) ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য তা নাজায়েয বলেছেন। ইব্রাহীম (র.) বলেন, আরববাসী বলে, بِعْ لِيْ ثَوْبًا তারা এর অর্থ গ্রহণ করে খরিদ করার, অর্থাৎ আমাকে একটি কাপড় খরিদ করে দাও

www.icsbook.info

٢٠٢٦ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

২০২৬ মক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যেন তার ভাইয়ের কেনা-বেচার উপরে খরিদ না করে। আর তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি না করে।

٢٠٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نُهِيْنَا اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

২০২৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র.).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা থেকে আমাদের কে নিষেধ করা হয়েছে।

١٣٤٧. بَابُ النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ وَاَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُوْدٌ لِاَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ اٰثِمٌ اِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِى الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لاَيَجُوْزُ

১৩৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ (শহরে প্রবেশের পূর্বে কমমূল্যে খরিদের আশায়) বণিক দলের সাথে সাক্ষাৎ করা নিষেধ। এরূপ ক্রয় করা প্রত্যাখ্যাত। কেননা এরূপ ক্রেতা অন্যায়কারী ও অপরাধী হবে, যদি তা জ্ঞাত থাকে। ক্রয়-বিক্রয়ে এ এক রকমের ধোঁকা, আর ধোঁকা জায়িয নয়

٢٠٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى وَاَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

২০২৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শহরে প্রবেশের পূর্বে বণিক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা থেকে নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন।

٢٠٢٩ حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَا مَعْنٰى قَوْلِهِ لاَ يَبِيْعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَا لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا

www.icsbook.info

২০২৯ আইয়্যাশ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র.).... তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী বিক্রয় করবে না, এ উক্তির অর্থ কী, তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তার পক্ষে দালালী করবে না।

٢٠٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِى التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوْعِ

২০৩০ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকিয়ে রাখা (বকরী-গাভী) উটনী খরিদ করে (তা ফেরৎ দিলে) সে যেন তার সাথে এক সা' (খেজুরও) ফেরৎ দেয়। তিনি আরো বলেন, নবী করীম ﷺ বণিক দলের সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا اِلَى السُّوْقِ

২০৩১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যেন ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তোমরা পণ্য ক্রয় করো না তা বাজারে উপস্থাপিত না করা পর্যন্ত।

١٣٤٨. بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّى

১৩৪৮ পরিচ্ছেদ ঃ (বণিক দলের সাথে) সাক্ষাতের সীমা

٢٠٣٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِى مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَبِيْعَهُ حَتّٰى نَبْلُغَ بِهِ سُوْقَ الطَّعَامِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا فِىْ اَعْلَى السُّوْقِ وَ يُبَيِّنُهُ حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللّٰهِ-

২০৩২ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বণিক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকে খাদ্য খরিদ করতাম। নবী করীম ﷺ খাদ্যের বাজারে পৌঁছানোর পূর্বে আমাদের তা খরিদ করতে নিষেধ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী (র.) বলেন, তা হল বাজারের প্রান্ত সীমা। উবায়দুল্লাহ্ (র.)-এর হাদীসে এ বর্ণনা রয়েছে।

www.icsbook.info

٢٠٣٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ

২০৩৩ মুসাদ্দাদ (র.) .... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন উমর) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা বাজারের প্রান্ত সীমায় খাদ্য খরিদ করে সেখানেই বিক্রি করে দিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্থানান্তর না করে সেখানেই বিক্রি করতে তাদের নিষেধ করলেন।

١٣٤٩. بَابٌ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لاَ تَحِلُّ

১৩৪৯ পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে এমন শর্ত করা যা অবৈধ

٢٠٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২০৩৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা.) আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে নয় উকিয়া দেওয়ার শর্তে মুকাতাবা[১] করেছি-- প্রতি বছর যা থেকে এক উকিয়া[২] করে দেওয়া হবে। আপনি (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পসন্দ করে যে,আমি তাদের একবারেই তা পরিশোধ

---

১. নিজের দাস-দাসীকে কোন কিছুর বিনিময়ে আযাদ করার চুক্তিকে মুকাতাবা বলে।
২. এক উকিয়া ৪০ দিরহাম পরিমাণ।

www.icsbook.info

করব এবং তোমার ওয়ালা-এর অধিকার আমার হবে, তবে আমি তা করব। তখন বারীরা (রা.) তার মালিকদের নিকট গেল এবং তাদের তা বলল। তারা তা অস্বীকার করল। বারীরা (রা.) তাদের নিকট থেকে (আমার কাছে) এল। আর তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে বলল,আমি (আপনার) সে কথা তাদের কাছে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য ওয়ালার অধিকার সংরক্ষণ ছাড়া রাযী হয় নি। নবী করীম ﷺ তা শোনলেন, 'আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ-কে তা সবিস্তারে জানালেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালার শর্ত মেনে নাও। কেননা, ওয়ালা এর হক তারই, যে আযাদ করে। 'আয়িশা (রা.) তাই করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জন সমক্ষে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র হাম্দ ও সানা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, লোকদের কী হলো যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্র বিধানে নেই। আল্লাহ্র বিধানে যে শর্তের উল্লেখ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, শত শর্ত হলেও। আল্লাহ্র ফায়সালাই সঠিক, আল্লাহ্র শর্তই সুদৃঢ়। ওয়ালার হক তো তারই, যে আযাদ করে।

২০৩৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلٰى اَنَّ وَلاَءَ هَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২০৩৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) একটি দাসী খরিদ করে তাকে আযাদ করার ইচ্ছা করেন। দাসীটির মালিক পক্ষ বলল, দাসীটি এ শর্তে বিক্রি করব যে, তার ওয়ালার হক আমাদের থাকবে। তিনি একথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, এতে তোমার বাধা হবে না। কেননা, ওয়ালা তারই, যে আযাদ করে।

١٣٥٠. بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

১৩৫০. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা

২০৩৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

www.icsbook.info

২০৩৬ আবুল ওয়ালীদ (র.).... উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, হাতে হাতে (নগদ নগদ) ছাড়া গমের বদলে গম বিক্রি করা সূদ, নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যব বিক্রয় সূদ, নগদ নগদ ব্যতীত খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় সূদ।

١٣٥١. بَابُ بَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالزَّبِيْبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

১৩৫১. পরিচ্ছেদ ঃ কিসমিসের বিনিময়ে কিসমিস ও খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা

٢٠٣٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً

২০৩৭ ইস্‌মাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা নিষেধ করেছেন। তিনি (ইব্‌ন উমর) বলেন, মুযাবানা হলো তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বদলে ওযন করে বিক্রয় করা এবং কিসমিস তাজা আঙ্গুরের বদলে ওযন করে বিক্রি করা।

٢٠٣٨ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ اِنْ زَادَ فَلِيْ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ قَالَ وَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

২০৩৮ আবুন্ নু'মান (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মুযাবানা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, মুযাবানা হলো- শুকনা খেজুর তাজা খেজুরের বিনিময়ে ওযন করে বিক্রি করা, বেশি হলে আমার তা আমার প্রাপ্য, কম হলে তা পূরণ করা আমার দায়িত্ব। রাবী বলেন, আমাকে যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) বলেন যে, নবী করীম ﷺ অনুমান করে আরায়া[১] এর অনুমতি দিয়েছেন।

١٣٥٢. بَابُ بَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ

১৩৫২. পরিচ্ছেদ ঃ যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা

٢٠٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اِلْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَدَعَانِيْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتّٰى

১. আরায়া এর ব্যাখ্যা পরে আসছে। 'তাফসীরুল্ - আরায়া পরিচ্ছেদ দেখুন।

www.icsbook.info

اصْطَرَفَ مِنِّيْ فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِيْ مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذٰلِكَ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

২০৩৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... মালিক ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার এক দীনারের বিনিময় সার্ফ[১]-এর জন্য লোক সন্ধান করছিলেন। তখন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) আমাকে ডাক দিলেন। আমরা বিনিময় দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকলাম। অবশেষে তিনি আমার সঙ্গে সার্ফ করতে রাযী হলেন এবং আমার থেকে স্বর্ণ নিয়ে তার হাতে নাড়া-চাড়া করতে করতে বললেন, আমার খাযাঞ্জী গাবা (নামক স্থান) হতে আসা পর্যন্ত (আমার জিনিস পেতে) দেরী করতে হবে। ঐ সময়ে উমর (রা.) আমাদের কথা-বার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম! তার জিনিস গ্রহণ না করা পর্যন্ত তুমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নগদ নগদ না হলে স্বর্ণের বদলে স্বর্ণের বিক্রয় রিবা (সূদ) হবে। নগদ নগদ ছাড়া গমের বদলে গমের বিক্রয় রিবা হবে। নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যবের বিক্রয় রিবা হবে। নগদ নগদ না হলে খেজুরের বদলে খেজুরের বিক্রয় রিবা হবে।

١٣٥٣. بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

১৩৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা

٢٠٤٠ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ.

২০৪০ সাদাকা ইব্ন ফয্ল (র.)....আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সমান সমান ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রয় করবে না। অনুরূপ রূপার বদলে রূপা সমান সমান ছাড়া (বিক্রি করবে না)। রূপার বদলে সোনা এবং সোনার বদলে রূপা তোমরা যে রূপ দাও, ক্রয়-বিক্রয় করতে পার।

١٣٥٤. بَابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

১৩৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ রৌপের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয়

১. স্বর্ণ- রৌপের পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়কে সার্ফ বলে।

www.icsbook.info

٢٠٤١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَااَبَا سَعِيْدٍ مَا هٰذَا الَّذِىْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فِى الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مَثَلاً بِمَثَلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مَثَلاً بِمَثَلٍ -

২০৪১ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (আবূ বাকরার হাদীসের)-অনুরূপ একটি হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) তাঁর (আবূ সাঈদ (রা.)-এর) সঙ্গে দেখা করে বললেন, হে আবূ সাঈদ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আপনি কী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন? আবূ সাঈদ (রা.) সার্‌ফ (মুদ্রার বিনিময়) সম্পর্কে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সোনার বদলে সোনার বিক্রয় সমান পরিমাণ হতে হবে। রূপার বদলে রূপার বিক্রয় সমান হতে হবে।

٢٠٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ الاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ الاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

২০৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সমান পরিমাণ ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রি করবে না, একটি অপরটি থেকে কম-বেশী করবে না। সমান ছাড়া তোমরা রূপার বদলে রূপা বিক্রি করবে না ও একটি অপরটি থেকে কমবেশী করবে না। আর নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকী মুদ্রা বিক্রি করবে না।

١٣٥٥. بَابُ بَيْعِ الدِّيْنَارِ بِالدِّيْنَارِ نَسَاءً

১৩৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ দীনারের বিনিময়ে দীনার বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করা

٢٠٤٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُوْلُهُ فَقَالَ

www.icsbook.info

أَبُوْ سَعِيْدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لاَ أَقُوْلُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّىْ وَلٰكِنْ أَخْبَرَنِىْ أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ رِبًا إِلاَّ فِى النَّسِيْئَةِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُوْلُ لاَ رِبًى إِلاَّ فِى النَّسِيْئَةِ قَالَ هٰذَا عِنْدَنَا فِى الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ وَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيْرِ مُتَفَاضِلاً لاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ خَيْرَ فِيْهِ نَسِيْئَةً

২০৪৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আবূ সালিহ যায়য়াত (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে বলতে শুনলাম, দীনারের বদলে দীনার এবং দিরহামের বদলে দিরহাম (সমান সমান বিক্রি করবে)। এতে আমি তাঁকে বললাম, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তো তা বলেন না? উত্তরে আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, আমি তাঁকে (ইব্‌ন আব্বাসকে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন, না আল্লাহ্‌র কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন, এর কোনটি বলিনি। আপনারাই তো আমার চাইতে নবী করীম ﷺ সম্পর্কে বেশী জানেন। অবশ্য আমাকে উসামা (ইব্‌ন যায়দ (রা.) জানিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বাকী বিক্রয় ব্যতীত রিবা হয় না। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র.) বলেন, আমি সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র.)-কে বলতে শুনেছি, বাকী বিক্রয় ব্যতীত রিবা হয় না, এ কথার অর্থ আমাদের মতে এই যে, সোনা- রূপার বিনিময়ে, গম যবের বিনিময়ে কম বেশী বেচাকেনা করাতে দোষ নেই যদি নগদ নগদ হয়, কিন্তু বাকী বেচা কেনাতে কোন মঙ্গল নেই।

١٣٥٦. بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيْئَةً

১৩৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ বাকীতে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়

٢٠٤٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ حَبِيْبُ بْنُ أَبِىْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ هٰذَا خَيْرٌ مِنِّىْ فَكِلاَهُمَا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا -

২০৪৪ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.)... আবূ মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারা ইব্‌ন আযিব ও যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.)-কে সার্‌ফ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা উভয়ে (একে অপরের সম্পর্কে) বললেন, ইনি আমার চাইতে উত্তম। এরপর উভয়েই বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাকীতে রূপার বিনিময়ে সোনার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

www.icsbook.info

١٣٥٧. بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

১৩৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ নগদ-নগদ রৌপের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয়

٢٠٤٥ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَاَمَرَنَا اَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

২০৪৫ ইমরান ইব্‌ন মায়সারা (র.)....আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সমান সমান ছাড়া রূপার বদলে রূপার ক্রয়-বিক্রয় এবং সোনার বদলে সোনার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি রূপার বিনিময়ে সোনার বিক্রয়ে এবং সোনার বিনিময়ে রূপার বিক্রয়ে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অনুমতি দিয়েছেন।

١٣٥٨. بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَهِىَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعِ الْعَرَايَا قَالَ اَنَسٌ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

১৩৫৮ পরিচ্ছেদ ঃ মুযাবানা ক্রয়-বিক্রয়। এর অর্থ হলো; তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুর, তাজা আংগুরের বিনিময়ে কিসমিসের ক্রয়-বিক্রয় করা আর আরায়া এর ক্রয়-বিক্রয়। আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালা থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٠٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَتَبِيْعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ سَالِمٌ وَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِىْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ اَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِىْ غَيْرِهِ

২০৪৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উপযোগিতা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা ফল বিক্রি করবে না এবং শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করবে না। রাবী সালিম (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে তাজা বা শুকনা খেজুরের বিনিময়ে আরিয়্যা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। আরিয়্যা ব্যতীত অন্য কিছুতে এরূপ বিক্রির অনুমতি দেন নি।

www.icsbook.info

٢٠٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اِشْتَرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً

২০৪৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। মুযাবানার অর্থ হলো মেপে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর এবং মেপে কিসমিসের বিনিময়ে আংগুর ক্রয় করা।

٢٠٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اِشْتَرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِى رُؤُسِ النَّخْلِ

২০৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালা নিষেধ করেছেন। মুযাবানার অর্থ- শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের মাথায় অবস্থিত তাজা খেজুর ক্রয় করা।

٢٠٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

২০৪৯ মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুহাকালা ও মুযাবানা নিষেধ করেছেন।

٢٠٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا

২০৫০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)....যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরিয়্যা এর মালিককে তা অনুমানে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

١٣٥٩. بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلٰى رُؤُسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

১৩৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে গাছের মাথায় ফল বিক্রি করা

www.icsbook.info

٢٠٥١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ وَلاَ يُبَاعُ شَىْءٌ مِنْهُ الاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ الاَّ الْعَرَايَا

২০৫১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (এবং এ-ও বলেছেন যে,) এর কিছুই দীনার ও দিরহাম এর বিনিময় ব্যতীত বিক্রি করা যাবে না, তবে আরায়্যার হুকুম এর ব্যতিক্রম।

٢٠٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الرَّبِيْعِ اَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِىْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ

২০৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওহ্হাব (র.) বলেন যে, আমি মালিকের কাছে শুনেছি, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন রাবী' (র.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ সুফিয়ান (রা.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে দাউদ (র.) এই হাদীস কি আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ পাঁচ ওসাক[১] অথবা পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে আরিয়্যা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٢٠٥٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ اَن تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَاْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً اُخْرَى الاَّ اَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ يَبِيْعُهَا اَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَاْكُلُوْنَهَا رُطَبًا قَالَ هُوَ سَوَاءٌ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَاَنَا غُلاَمٌ اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا، فَقَالَ وَمَا يُدْرِىْ اَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَرْوُوْنَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانُ اِنَّمَا اَرَدْتُ اَنَّ جَابِرًا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ قَالَ لاَ

২০৫৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)...সাহল ইব্ন আবূ হাসমা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং আরিয়্যা-এর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন। তা হল তাজা ফল অনুমানে বিক্রি করা, যাতে (ক্রেতা) তাজা খেজুর খাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। রাবী সুফিয়ান (র.) আর একবার এভাবে বর্ণনা করেছেন, অবশ্য তিনি (রাসূলাল্লাহ্ ﷺ

১. এক ওয়াসক ৬০ সা' 'পরিমাণ, এক সা' ৩ সের ৯ ছটাক সমান।

www.icsbook.info

আরিয়্যা এর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, ফলের মালিক অনুমানে তাজা খেজুর বিক্রয় করে, যাতে তারা (ক্রেতাগণ) তাজা খেজুর খেতে পারে। রাবী বলেন, এ কথা পূর্বের কথা একই এবং সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি তরুণ বয়সে (আমার উস্তাদ) ইয়াহ্‌ইয়া (ইব্‌ন সাঈদ র.)-কে বললাম, মক্কাবাসিগণ তো বলে, নবী করীম ﷺ আরায়্যা-এর ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বললেন, মক্কাবাসীদের তা কিসে অবহিত করল? আমি বললাম, তারা জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করে থাকেন। এতে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। সুফিয়ান (র.) বলেন, আমার কথার মর্ম এই ছিল যে, জাবির (রা.) মদীনাবাসী। সুফিয়ান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল,এ হাদীসে এ কথাটুকু নাই যে, উপযোগিতা প্রকাশের আগে ফল বিক্রি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, না।

١٣٦٠. بَابُ تَفْسِيْرِ الْعَرَايَا وَقَالَ مَالِكٌ اَلْعَرِيَّةُ اَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَاَذّٰى بِدُخُوْلِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ اَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ ، وَقَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُوْنُ اِلاَّ بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ تَكُوْنُ بَالْجِزَافِ وَمِمَّا يُقَوِّيْهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ بِالْاَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَتِ الْعَرَايَا اَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِى مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَ قَالَ يَزِيْدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوْهَبُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يَنْتَظِرُوْا بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ اَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمَا شَاؤُوْا مِنَ التَّمْرِ

১৩৬০. পরিচ্ছেদ ঃ আরিয়্যা এর ব্যাখ্যা। (ইমাম) মালিক (র.) বলেন, আরিয়্যা এর অর্থ-কোন একজন কর্তৃক কাউকে খেজুর গাছ (তার ফল খাওয়ার জন্য) দান করা। পরে ঐ ব্যক্তির বাগানে প্রবেশের কারণে সে বিরক্তিবোধ করে, ফলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় যে, সে শুকনা ফলের বিনিময়ে গাছগুলো (এর ফল) ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে খরিদ করে নিবে।[১] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস (ইমাম শাফিঈ র.) বলেন, শুকনা খেজুর এর বিক্রি নগদ নগদ এবং মাপের মাধ্যমে হবে, অনুমানে হবে না। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন,) ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতের সমর্থন পাওয়া যায় সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা.)-এরএ উক্তির দ্বারা **بِالْاَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ** সুনির্দিষ্ট মাপের মাধ্যমে। ইব্‌ন ইসহাক (র.), নাফি' (র.)-এর সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মালিক কর্তৃক তার বাগান থেকে একটি বা দু'টি খেজুর গাছ দান করাকে আরায়্যা বলা হয়। সুফিয়ান ইব্‌ন হুসায়ন (র.) ইয়াযীদ

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাখ্যা প্রায় অনুরূপ, তবে তিনি বলেন যে, খেজুর গাছগুলো দখলে বা হস্তগত না হওয়ায় ঐ ব্যক্তি গাছগুলোর মালিক হয় নি বিধায় এই বাহ্যিক বিনিময় প্রকৃতপক্ষে দান মাত্র, আইনের দৃষ্টিতে বিক্রয় নয়।

www.icsbook.info

(র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আরায়্যা হলো কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ গরীব মিসকীনদের দান করা হত, কিন্তু তারা খেজুর পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত না বিধায় তাদের অনুমতি দেওয়া হতো যে, তারা যে পরিমাণ খেজুরের ইচ্ছা, তা বিক্রি করে দিবে।

٢٠٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً قَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُوْمَاتٌ يَاتِيْهَا فَيَشْتَرِيْهَا

২০৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়্যার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন যে, ওযন করা খেজুরের বদলে গাছের অনুমান কৃত খেজুর বিক্রি করা যেতে পারে। মূসা ইব্ন উকবা (র.) বলেন, আরিয়্যা বলা হয়, বাগানে এসে কতকগুলো নির্দিষ্ট গাছের খেজুর (শুকনা খেজুরের বদলে) খরিদ করে নেওয়া।

١٣٦١. بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِىْ حَارِثَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَايَعُوْنَ الثِّمَارَ فَاِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ اِنَّهُ اَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ اَصَابَهُ مُرَاضٌ اَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّوْنَ بِهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُوْمَةُ فِىْ ذٰلِكَ ، فَاِمَّا لاَ فَلاَ يَتَبَايَعُوْا حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُوْرَةِ يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُوْمَتِهِمْ وَاَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيْعُ ثِمَارَ اَرْضِهِ حَتّٰى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا فَيَتَبَيَّنُ الْاَصْفَرُ مِنَ الْاَحْمَرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ

১৩৬১. পরিচ্ছেদ ঃ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা। লাইস (র.).... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময়ে লোকেরা (গাছের) ফলের বেচা-কেনা করত। আবার যখন লোকদের ফল পাড়ার এবং তাদের মূল্য দেওয়ার সময় হত, তখন ক্রেতা ফলে পোকা ধরেছে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে, শুকিয়ে গিয়েছে এসব অনিষ্টকারী আপদের কথা উল্লেখ করে ঝগড়া করত। তখন এ

www.icsbook.info

ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে অনেক অভিযোগ পেশ হতে লাগল, তখন তিনি বললেন, তোমরা যদি এ ধরনের বেচা-কেনা বাদ দিতে না চাও তবে ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পর তার বেচা-কেনা করবে। অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার কারণে তিনি এ কথাটি পরামর্শ স্বরূপ বলেছেন। রাবী বলেন, খারিজা ইব্‌ন যায়দ (র.) আমাকে বলেছেন যে, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) সুরাইয়্যা তারকা উদিত হওয়ার পর ফলের হলুদ ও লাল রংয়ের পূর্ণ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বাগানের ফল বিক্রি করতেন না। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন, আলী ইব্‌ন বাহ্‌র (র.).... যায়দ (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٠٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

২০৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিষেধ করেছেন।

٢٠٥٦ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِيْ حَتّٰى تَحْمَرَّ

২০৫৬ ইব্‌ন মুকাতিল (র.)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর ফল পোখতা হওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, অর্থাৎ লালচে হওয়ার আগে।

٢٠٥٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتّٰى تُشَقِّحَ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

২০৫৭ মুসাদ্দাদ (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ফলের রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, অর্থাৎ লালচে বর্ণের বা হলুদ বর্ণের না হওয়া পর্যন্ত এবং তা খাওয়ার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত।

١٣٦٢. بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

১৩৬২. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুর উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা

٢٠٥٨ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتّٰى يَزْهُوَ قِيْلَ وَمَا يَزْهُوَ قَالَ تَحْمَارُّ اَوْ تَصْفَارُّ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ كَتَبْتُ اَنَا عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُوْرٍ اِلاَّ اَنِّيْ لَمْ اَكْتُبْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ

২০৫৮ আলী ইব্ন হায়সাম (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং খেজুরের রং ধরার আগে (বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।) জিজ্ঞাসা করা হল, রং ধরার অর্থ কী? তিনি বলেন, লাল বর্ণ বা হলদু বর্ণ ধারণ করা। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, আমি মু'আল্লা ইব্ন মানসূর (র.) থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু এ হাদীস তার থেকে লিখিনি।

١٣٦٣. بَابٌ اِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ثُمَّ اَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

১৩৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে বিক্রি করার পরে যদি তাতে মড়ক দেখা দেয় তবে তা বিক্রেতার হবে।

٢٠٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِيَ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ حَتّٰى تَحْمَرَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتَ اَنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ، ثُمَّ اَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا اَصَابَهُ عَلٰى رَبِّهِ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَلاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ-

২০৫৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রং ধারণ করার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হল, রং ধারণ করা অর্থ কী? তিনি বললেন, লাল বর্ণ ধারণ করা। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দেখ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা ফল ধরা বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের কেউ (বিক্রেতা) কিসের বদলে তার ভাইয়ের মাল (ফলের মূল্য) নিবে? লাইস (র.)..... ইব্ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ফলের

www.icsbook.info

উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে তা খরিদ করে, পরে তাতে মড়ক দেখা দেয়, তবে যা নষ্ট হবে তা মালিকের উপর বর্তাবে। [যুহরী (র.)] বলেন আমার কাছে সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে তোমরা ফল খরিদ করবে না এবং শুকনা খেজুরের বিনিময় তাজা খেজুর বিক্রি করবে না।

١٣٦٤. بَابُ شِرَى الطَّعَامِ اِلَى اَجَلٍ

১৩৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ নির্ধারিত মেয়াদে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করা

٢٠٦٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَفِ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهٖ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اشْتَرٰى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

২০৬০ উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র.).... আ'মাশ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম (র.)-এর কাছে বন্ধক রেখে বাকীতে ক্রয় করার ব্যাপারে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। এরপর তিনি আসওয়াদ (র.) সূত্রে 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ নির্দিষ্ট মেয়াদে (মূল্য বাকী রেখে) জনৈক ইয়াহূদীর নিকট থেকে খাদ্য খরিদ করেন এবং তাঁর বর্ম বন্ধক রাখেন।

١٣٦٥. بَابٌ اِذَا اَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

১৩৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে চাইলে

٢٠٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا

২০৬১ কুতায়বা (রা.)...আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে খায়বারে তহসীলদার নিযুক্ত করেন। সে জানীব নামক (উত্তম) খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুর কি এ রকমের? সে বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরূপ নয়, বরং আমরা দু' সা' এর পরিবর্তে এ ধরনের এক সা' খেজুর নিয়ে

www.icsbook.info

থাকি এবং তিন সা' এর পরিবের্তে এর দু' সা'। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরূপ করবে না। বরং মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম দিয়ে জানীব খেজুর খরিদ করবে।

١٣٦٦. بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ اَوْ اَرْضًا مَزْرُوعَةً اَوْ بِاِجَارَةٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ لِيْ اِبْرَاهِيْمُ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ اَنَّ اَيُّمَا نُخْلٍ بِيْعَتْ قَدْ اُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِيْ اَبَّرَهَا، وَكَذٰلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمّٰى لَهُ نَافِعٌ هٰؤُلاَءِ الثَّلاَثَ

১৩৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ তাবীর[1] কৃত খেজুর গাছ অথবা ফসলকৃত জমি বিক্রয় করলে বা ভাড়ায় নিলে।
আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন, ইবরাহীম (র.)... ইব্ন উমর (রা.)-এর আযায়কৃত গোলাম নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, তাবীরকৃত খেজুর গাছ ফলের উল্লেখ ব্যতীত বিক্রি করলে যে, তাবীর করেছে সে ফলের মালিক হবে। তেমনি গোলাম[2] ও জমির ফসলও মালিকেরই থাকবে। রাবী নাফি' (র.) এই তিনটিরই উল্লেখ করেছেন।

٢٠٦٢ | حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

২০৬২ | আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ তাবীর করার পরে খেজুর গাছ বিক্রি করলে বিক্রেতা সে ফলের মালিক থাকবে, অবশ্য ক্রেতা যদি (ফল লাভের) শর্ত করে, তবে সে পাবে।

١٣٦٧. بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلاً

১৩৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ মাপে খাদ্যের বদলে ফসল বিক্রি করা

٢٠٦٣ | حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً اَوْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ

১. অধিক ফলনের আশায় খেজুরের পুং খেজুর স্ত্রী খেজুর গাছের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোগ স্থাপন করাকে তাবীর বলা হয়।
২. দাস-দাসীর বিক্রয়ের সময় যদি তাদের মালিকানায় কোন মাল থাকে তবে তা বিক্রেতার হবে। দাসীর বিক্রয়ের সময় তার সন্তান থাকলে তা বিক্রেতা পাবে।

www.icsbook.info

২০৬৩ কুতায়বা (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা নিষেধ করেছেন, আর তা হলো বাগানের ফল বিক্রয় করা। খেজুর হলে মেপে শুকনা খেজুরের বদলে, আংগুর হলে মেপে কিসমিসের বদলে, আর ফসল হলে মেপে খাদ্যের বদলে বিক্রি করা। তিনি এসব বিক্রি নিষেধ করেছেন।

١٣٦٨. بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

১৩৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ মূল খেজুর গাছ বিক্রি করা

٢٠٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا اِمْرِئٍ اَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ اَصْلَهَا فَلِلَّذِيْ اَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ

২০৬৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খেজুর গাছে তাবীর করার পরে মূল গাছ বিক্রি করল, সে গাছের ফল যে তাবীর করেছে তারই থাকবে, অবশ্য ক্রেতা যদি ফলের শর্ত করে (তবে সে পাবে)।

١٣٦٩. بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

১৩৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কাঁচা ফল ও শস্য বিক্রি করা

٢٠٦٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

২০৬৫ ইসহাক ইব্‌ন ওহাব (র.).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা[১], মুখাদারা[২], মুলামাসা[৩], মুনাবাযা ও মুযাবানা নিষেধ করেছেন।

٢٠٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتّٰى يَزْهُوَ فَقُلْنَا لِاَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ اَرَاَيْتَ اِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ اَخِيْكَ

---

১. ওযন বা মাপকৃত ফসলের বদলে শীষে থাকাবস্থায় ফসল বিক্রি করা।
২. কাঁচা ফল শস্য বিক্রি করা।
৩. এ তিনটির অর্থ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

www.icsbook.info

২০৬৬ কুতায়বা (র.)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ পাকার পূর্বে ফল বিক্রি নিষেধ করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ফল পাকার অর্থ কী? তিনি বললেন, লালচে বা হলদে হওয়া। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ - বললেন) বলত, আল্লাহ্ তা'আলা যদি ফল নষ্ট করে দেন, তবে কিসের বদলে তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে?

١٣٧٠. بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَاَكْلِهِ

১৩৭০. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুরের মাথি বিক্রয় করা এবং খাওয়া

٢٠٦٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَاْكُلُ جُمَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَأَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ هِىَ النَّخْلَةُ فَاِذَا اَنَا اَحْدَثُهُمْ قَالَ هِىَ النَّخْلَةُ

২০৬৭ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে ছিলাম, তিনি সে সময়ে খেজুরের মাথি খাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, গাছের মধ্যে এমনও গাছ আছে, যা মু'মিন ব্যক্তির সদৃশ। আমি বলতে ইচ্ছা করলাম যে, তা হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমি সকলের মাঝে বয়ঃকনিষ্ঠ (তাই লজ্জায় বলি নাই। কেউ উত্তর না দেওয়ায়) তিনি বললেন, তা খেজুর গাছ।

١٣٧١. بَابُ مَنْ اَجْرَى اَمْرَ الْاَمْصَارِ عَلٰى مَا يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ فِى الْبُيُوْعِ وَالْاِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُوْرَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِيْنَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَابَأْسَ الْعَشَرَةُ بِاَحَدَ عَشَرَ وَيَاْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِهِنْدٍ خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ، وَقَالَ تَعَالٰى: وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَالَ بِكَمْ قَالَ بِدَانَقَيْنِ فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً اُخْرٰى فَقَالَ الْحِمَارَ الْحِمَارَ فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ فَبَعَثَ اِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ

১৩৭১. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ ও ওযন ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন শহরে প্রচলিত রিওয়াজ ও নিয়ম গ্রহণীয়। এ বিষয়ে তাদের নিয়্যত ও প্রসিদ্ধ পন্থাই অবলম্বন করা

www.icsbook.info

হবে। শুরাইহ (র.) তাঁতী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মাঝে প্রচলিত নিয়ম-নীতি (তোমাদের কাজ-কারবারে) গ্রহণযোগ্য। আবদুল ওহাব (র.) আয়ূব (র.) সূত্রে মুহাম্মদ (ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ দশ টাকায় ক্রীত বস্তু এগার টাকায় বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই; খরচের জন্য লাভ গ্রহণ করা যায়। নবী করীম ﷺ (আবূ সুফিয়ান রা.)-এর স্ত্রী হিন্দকে বলেছিলেন, তোমার ও তোমার সন্তানাদির জন্য যা প্রয়োজন, তা বিধিসম্মতভাবে গ্রহণ করতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ যে অভাবগ্রস্ত, সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে (৪ ঃ ৬)। একবার হাসান বসরী (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মিরদাস (র.) থেকে গাধা ভাড়া করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, ভাড়া কত? ইব্ন মিরদাস (র.) বলেন, দুই দানিক।[১] এরপর তিনি এতে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় বার এসে তিনি বলেন, গাধাটি আন গাধাটি আন। এরপর তিনি গাধায় আরোহণ করলেন, কিন্তু কোন ভাড়া ঠিক করলেন না। পরে অর্ধ দিরহাম (৩ দানিক) পাঠিয়ে দিলেন (তিনি দয়া করে এক দানিক বেশী দিলেন।)

٢٠٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ طَيْبَةَ فَأَمَرَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

২০৬৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তায়বা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শিংগা লাগালেন। তিনি এক সা' খেজুর দিতে বললেন এবং তার উপর থেকে দৈনিক আয়কর কমানোর জন্য তার মালিককে আদেশ দিলেন।

٢٠٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ اُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِيْ اَنْتِ وَبَنُوْكِ مَايَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ

২০৬৯ আবূ নুআঈম (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা.)- এর মা হিন্দ্ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ - কে বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা.) একজন কৃপণ ব্যক্তি। এমতাবস্থায় আমি যদি তার মাল থেকে গোপনে কিছু গ্রহণ করি, তাতে কি আমার গুনাহ্ হবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজনানুসারে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পার।

٢٠٧٠ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ

১. ৬ দানিকে এক দিরহাম হয়।

www.icsbook.info

عَنْهَا تَقُوْلُ : وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ، أُنْزِلَتْ فِيْ وَالِى الْيَتِيْمِ الَّذِيْ يُقِيْمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِى مَالِهِ اِنْ كَانَ فَقِيْرًا اَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ

২০৭০ ইস্হাক ও মুহাম্মদ ইব্ন সালাম্ (র.)... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে (৪ ঃ ৬)। ইয়াতীমের ঐ অবিভাবক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যে তার তত্ত্বাবধান করে ও তার সম্পত্তির পরিচর্যা করে, সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তা থেকে নিয়মমাফিক খেতে পারবে।

١٣٧٢. بَابُ بَيْعِ الشَّرِيْكِ مِنْ شَرِيْكِهِ

১৩৭২. পরিচ্ছেদ ঃ এক শরীকের অপর শরীক থেকে ক্রয় করা

٢٠٧١ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ -

২০৭১ মাহমূদ (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা হয়নি, নবী করীম ﷺ তাতে শুফআ[১] এর অধিকার প্রদান করেছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যয়ব এবং রাস্তা ভিন্ন করা হয়, তখন আর শুফআ এর অধিকার থাকবে না।

١٣٧٣. بَابُ بَيْعِ الْاَرْضِ وَالدُّوْرِ وَالْعُرُوْضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوْمٍ

১৩৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ এজমালী সম্পত্তি, বাড়িঘর ও আসবাবপত্রের বিক্রয়

٢٠٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ

২০৭২ মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি, তার মধ্যে শুফআ লাভের ফায়সালা প্রদান করেছেন। তারপর যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র করা হয় তখন আর শুফআ এর অধিকার থাকবে না।

٢٠٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهٰذَا وَقَالَ فِى كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يَقْسَمْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

---

১. যৌথ মালিকানা বা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা লাভ করার অগ্রাধিকারকে শুফআ বলে।

www.icsbook.info

২০৭৩ মুসাদ্দদ (র.)...আবদুল ওয়াহিদ (র.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, যে সম্পদ ভাগ-বাটোরয়ারা হয়নি (তাতে শুফআ)। হিশাম (র.) মা'মর (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুসাদ্দদের অনুসরণ করেছেন। আবদুর রায্যাক (র.) বলেছেন, যে সম্পদ ভাগ- বাটোয়ারা হয়নি, সে সব সম্পদেই (শুফ্আ রয়েছে।)। হাদীসটি আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক (র.) যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٣٧٤. بَابٌ اِذَا اِشْتَرَي شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَرَضِيَ

১৩৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ বিনা অনুমতিতে অন্যের জন্য কিছু খরিদ করার পরে সে রাযী হলে

٢٠٧٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُوْنَ فَاَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوْا فِىْ غَارٍ فِىْ جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُدْعُوا اللّٰهَ بِاَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوْهُ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ كَانَ لِىْ اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَأَرْعٰى ثُمَّ اَجِىْءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيْئُ بِالْحِلاَبِ، فَاٰتِىْ بِهِ اَبَوَىَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ اَسْقِى الصِّبْيَةَ وَاَهْلِىْ وَامْرَأَتِىْ فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَاِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَابِىْ وَدَابَهُمَا حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ ، قَالَ فَفُرِّجَ عَنْهُمْ، وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ كُنْتُ اُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّىْ كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ ، فَقَالَتْ لاَ تَنَالُ ذٰلِكَ مِنْهَا حَتّٰى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ فِيْهَا حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً قَالَ فَفَرَّجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ، وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَاَعْطَيْتُهُ وَاَبٰى ذَاكَ اَنْ يَاْخُذَ، فَعَمَدْتُ اِلٰى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتّٰى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَقُلْتُ انْطَلِقْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَاِنَّهَا لَكَ فَقَالَ اَتَسْتَهْزِئُ بِىْ قَالَ فَقُلْتُ مَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلٰكِنَّهَا لَكَ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ

www.icsbook.info

২০৭৪ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)..... ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি হেঁটে চলছিল। এমন সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে। হঠাৎ একটি পাথর গড়িয়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের একজন আরেক জনকে বলল; তোমরা যে সব আমল করেছ, তার মধ্যে উত্তম আমলের ওয়াসীলা করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ কর। তাদের একজন বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমার অতিবৃদ্ধ পিতামাতা ছিলেন, আমি (প্রত্যহ সকালে) মেষ চরাতে বের হতাম। তারপর ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম। এবং এ দুধ নিয়ে আমার পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হতাম ও তাঁরা তা পান করতেন। তারপরে আমি শিশুদের, পরিজনদের এবং আমার স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একরাত্রে আমি আটকা পড়ে যাই। তারপর আমি যখন এলাম তখন তাঁরা দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে বলল, আমি তাদের জাগানো পসন্দ করলাম না। আর তখন শিশুরা আমার পায়ের কাছে (ক্ষুধায়) চীৎকার করছিল। এ অবস্থায়ই আমার এবং পিতামাতার ফজর হয়ে গেল। ইয়া আল্লাহ্! তুমি যদি জান তা আমি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছিলাম। তা হলে তুমি আমাদের গুহার মুখ এতটুকু ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন একটু ফাঁকা হয়ে গেল। আরেকজন বলল, ইয়া আল্লাহ্! তুমি জান যে, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এত চরম ভালবাসতাম, যা একজন পুরুষ নারীকে ভালবেসে থাকে। সে বলল, তুমি আমা থেকে সে মনস্কামনা সিদ্ধ করতে পারবে না, যতক্ষণ আমাকে একশত দীনার না দেবে। আমি চেষ্টা করে তা সংগ্রহ করি। তারপর যখন আমি তার পদদ্বয়ের মাঝে উপবেশন করি, তখন সে বলে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। বৈধ অধিকার ছাড়া মাহ্‌র কৃত বস্তুর সীল ভাঙবে না। এতে আমি তাকে ছেড়ে উঠে পড়ি। (হে আল্লাহ্) তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করেছি, তবে আমাদের থেকে আরো একটু ফাঁক করে দাও। তখন তাদের থেকে (গুহার মুখের) দুই-তৃতীয়াংশ ফাঁক হয়ে গেল। অপরজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, এক ফারাক[১] (পরিমাণ) শস্য দানার বিনিময়ে আমি একজন মজুর রেখেছিলাম। আমি যখন তাকে তা দিতে গেলে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। তারপর আমি সে এক ফারাক শস্য দানা দিয়ে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করি এবং তা দিয়ে গরু খরিদ করি ও রাখাল নিযুক্ত করি। কিছুকাল পরে সে মজুর এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা ! আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই গরুগুলো ও রাখাল নিয়ে যাও। সে বলল, তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছ? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না বরং এসব তোমার। হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছি, তবে আমাদের থেকে (গুহারমুখ) খুলে দাও। তখন তাদের থেকে গুহারমুখ খুলে গেল।

١٣٧٥. بَابُ الشِّرَى وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

১৩৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক ও শত্রুপক্ষের সাথে বেচা-কেনা

১. তিন সা' পরিমাণের মাপের পাত্র।

www.icsbook.info

২০৭৫ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْعًا اَمْ عَطِيَّةً اَوْ قَالَ اَمْ هِبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً -

২০৭৫ আবুন্ নু'মান (র.).... আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময়ে এলোমেলো লম্বা লম্বা চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক ব্যক্তি তার বকরী হাঁকিয়ে উপস্থিত হলো। নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, এটা কি বিক্রির জন্য, না দান হিসাবে, অথবা তিনি বললেন, না হেবা হিসাবে? সে বলল, বরং বিক্রির জন্য। তখন তিনি তার কাছ থেকে একটি বকরী খরিদ করলেন।

١٣٧٦. بَابُ شِرٰى الْمَمْلُوْكِ مِنَ الْحَرْبِىِّ وَهِبَتِهٖ وَعِتْقِهٖ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِسَلْمَانَ كَاتِبْ وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوْهُ وَبَاعُوْهُ، وَسُبِىَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

১৩৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুপক্ষ থেকে গোলাম খরিদ করা, হেবা করা এবং আযাদ করা। নবী করীম ﷺ সালমান (ফারসী রা.)-কে বলেন, (তোমরা মনিবের সাথে) মুক্তির জন্য চুক্তি কর। সালমান (রা.) আসলে স্বাধীন ছিলেন, লোকেরা তাকে অন্যায়ভাবে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে দেয়। আম্মার, সুহাইব ও বিলাল (রা.)-কে বন্দী করে গোলাম বানানো হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (১৬ঃ৭১)

২০৭৬ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَاجَرَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوْكِ اَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ دَخَلَ اِبْرَاهِيْمُ بِامْرَاَةٍ هِىَ مِنْ اَحْسَنِ

www.icsbook.info

النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ اَنْ يَّاابْرَاهِيْمُ مَنْ هٰذِهِ الَّتِى مَعَكَ قَالَ اُخْتِى ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهَا فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِى حَدِّثَنِى فَاِنِّى اَخْبَرْتُهُمْ اَنَّكِ اُخْتِىْ وَاللّٰهِ اِنْ عَلَى الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ فَاَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَامَ اِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَاَحْصَنْتُ فَرْجِى اِلاَّ عَلٰى زَوْجِىْ فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْاَعْرَجُ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللّٰهُمَّ اِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِىَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ اِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّى وَتَقُوْلَ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَاَحْصَنْتُ فَرْجِى اِلاَّ عَلٰى زَوْجِى فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ هٰذَا الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ اِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِىَ قَتَلَتْهُ فَأُرْسِلَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اَرْسَلْتُمْ اِلَىَّ اِلاَّ شَيْطَانًا اَرْجِعُوْهَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاَعْطُوْهَا اٰجَرَ فَرَجَعَتْ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ اَشَعَرْتَ اَنَّ اللّٰهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَاَخْدَمَ وَلِيْدَةً

২০৭৬ আবুল ইয়ামান (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, (হযরত) ইবরাহীম (আ.) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হলো যে, ইব্‌রাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে ইব্‌রাহীম! তোমার সাথে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। তারপর তিনি সারার কাছে ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহ্‌র কসম! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ মু'মিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দীনী ভাই বোন। এরপর ইবরাহীম (আ.) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। সারা উযূ করে সালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমিও তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ছাড়া সকল থেকে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফিরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগল। তখন সারা বললেন, আয় আল্লাহ্! এ যদি মারা যায় তবে লোকে বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দুইবার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইব্‌রাহীমের কাছে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজিরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারা (রা.) ইব্‌রাহীম (আ.)-এর

www.icsbook.info

নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদী হাদিয়া হিসাবে দেয়।

২০৭৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِى غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِى عُتْبَةَ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ ابْنُهُ اُنْظُرْ اِلٰى شَبَهِهٖ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا اَخِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِى مِنْ وَلِيْدَتِهٖ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَبَهِهٖ فَرَاٰى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ

২০৭৭ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (রা.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ও আব্‌দ ইব্‌ন যাম্'আ উভয়ে এক বালকের ব্যাপারে বিতর্ক করেন। সা'দ (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ-তো আমার ভাই উৎবা ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের পুত্র। সে তার পুত্র হিসাবে আমাকে ওয়াসিয়্যত করে গেছে। আপনি ওর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। আবদ ইব্‌ন যাম্'আ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, উত্‌বার সাথে তার পরিষ্কার সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি বললেন, এ ছেলেটি তুমি পাবে, হে আব্‌দ ইব্‌ন যাম্'আ! বিছানা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে বঞ্চনা। হে সাওদা বিন্‌ত যামআ! তুমি এর থেকে পর্দা কর। ফলে সাওদা (রা.) কখনও তাকে দেখেননি।

২০৭৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِصُهَيْبٍ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَدَّعِ اِلٰى غَيْرِ اَبِيْكَ فَقَالَ صُهَيْبٌ مَا يَسُرُّنِى اَنَّ لِى كَذَا وَكَذَا وَاِنِّى قُلْتُ ذٰلِكَ وَلٰكِنِّى سُرِقْتُ وَاَنَا صَبِىٌّ

২০৭৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).... আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি সুহায়ব (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তুমি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করো না। এর উত্তরে সুহায়ব (রা.) বলেন, আমি এতে আনন্দবোধ করব না যে, এত এত সম্পদ হোক আর আমি আমার পিতৃত্বের দাবী অন্যের প্রতি আরোপ করি, বরং (আসল ব্যাপার) আমাকে শিশুকালে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

২০৭৯ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ اَوْ اَتَحَنَّتُ بِهَا فِى

www.icsbook.info

الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَ عَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِى فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ حَكِيْمٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ

২০৭৯ আবুল ইয়ামান (র.)..... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বলুন, আমি জাহিলিয়্যা যুগে দান, খায়রাত, গোলাম আযাদ ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি যে সব নেকীর কাজ করেছি, এতে কি আমি সাওয়াব পাব? হাকীম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, অতীতের সৎ কর্মসহ তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ অর্থাৎ তুমি যে সব নেকী করেছ, তার পুরোপুরি সাওয়াব লাভ করবে।

١٣٧٧. بَابُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ اَنْ تُدْبَغَ

১৩৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ পাকা করার পূর্বে মৃত জন্তুর চামড়ার ব্যবহার

٢٠٨٠ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اِسْتَمْتَعْتُمْ بِاِهَابِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِمَ اَكْلُهَا

২০৮০ যুহায়র ইব্ন হার্ব (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাও না কেন? তারা বললেন, এ-তো মৃত। তিনি বললেন, শুধু তার গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

١٣٧٨. بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيْرِ وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْعَ الْخِنْزِيْرِ

১৩৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ শূকর হত্যা করা।

জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ শূকর বিক্রয় হারাম করেছেন।

٢٠٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ اَحَدٌ

www.icsbook.info

২০৮১ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচারক রূপে মারয়াম তনয় (ঈসা আ.) অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ভেংগে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয্য়া রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।

١٣٧٩. بَابٌ لاَ يَذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৩৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তুর চর্বি গলানো বৈধ নয় এবং তার তেল বিক্রি করাও বৈধ নয়। জাবির (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন

٢٠٨٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِى طَاوُسٌ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ فُلاَنًا : اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا

২০৮২ হুমাইদী (র.) .... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বিক্রি করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা অমুকের বিনাশ করুন। সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের সর্বনাশ করুন, তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে।

٢٠٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ يَهُوْدَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَ اَكَلُوْا اَثْمَانَهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ لَعَنَهُمْ قُتِلَ لُعِنَ- اَلْخَرَّاصُوْنَ الْكَذَّابُوْنَ

২০৮৩ আবদান (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিনাশ করুন! তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছে। তারা তা (গলিয়ে) বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, (ইমাম বুখারী قاتلهم الله এর অর্থ আল্লাহ তাদের বিনাশ করুন قتل অর্থ বিনাশ করা গেল-الخرمون এর অর্থ মিথ্যাবাদী

١٣٨٠. بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيْرِ الَّتِى لَيْسَ فِيْهَا رُوْحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ

১৩৮০ পরিচ্ছেদ ঃ প্রাণী ব্যতীত অন্য বস্তুর ছবি বিক্রয় এবং এ সম্পর্কে যা নিষিদ্ধ

www.icsbook.info

٢٠٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّى إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى وَإِنِّى اَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُهُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَاِنَّ اللّٰهَ مُعَذِّبُهُ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ وَيْحَكَ اِنْ أَبَيْتَ اِلاَّ اَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّضَرَ بْنَ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ مِنَ النَّضْرِبْنِ اَنَسٍ هٰذَا الْوَاحِدَ

২০৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র.).... সাঈদ ইব্ন আবুল হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)- এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবূ আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি যে, আমার জীবিকা হস্তশিল্পে। আমি এ সব ছবি তৈরি করি। ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁকে বলেন, (এ বিষয়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি যা বলতে শুনেছি, তাই তোমাকে শোনাব। তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরি করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে তাতে কখনো প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। (এ কথা শুনে) লোকটি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতে ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য, তুমি যদি এ কাজ না-ই ছাড়তে পার, তবে এ গাছ-পালা এবং যে সকল জিনিসে প্রাণ নেই, তা তৈরি করতে পার। আবূ আব্দুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন সাঈদ (রা.) বলেছেন আমি নযর ইব্ন আনাস (রা.) থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) হাদীস বর্ণনা করার সময় আমি তার কাছে ছিলাম। ইমাম বুখারী (র.) আরো বলেন, সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবাহ (র.) একমাত্র এ হাদীসটি নযর ইব্ন আনাস (র.) থেকে শুনেছেন।

١٣٨١. بَابُ تَحْرِيْمِ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ وَقَالَ جَابِرٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْعَ الْخَمْرِ

১৩৮১. পরিচ্ছেদ ঃ শরাবের ব্যবসা হারাম। জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ শরাব বিক্রি করা হারাম করেছেন

www.icsbook.info

২০৮৫ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ أٰيَاتُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ اٰخِرِهَا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ

২০৮৫ মুসলিম (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলো, তখন নবী ﷺ বের হয়ে বললেন, শরাবের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে।

١٣٨٢. بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

১৩৮২. পরিচ্ছেদ ঃ আযাদ মানুষ বিক্রেতার পাপ

২০৮৬ حَدَّثَنِى بِشْرُ ابْنُ مَرْحُوْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطٰى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ اَجْرَهُ

২০৮৬ বিশর ইব্‌ন মারহূম (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার থেকে পুরা কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না।

١٣٨٣. بَابُ بَيْعِ الْعَبِيْدِ بِالْعَبْدِ وَالْحَيْوَانِ بَالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً، وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ اَبْعِرَةٍ مَضْمُوْنَةٍ عَلَيْهِ يُوْفِيْهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُوْنُ الْبَعِيْرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيْرَيْنِ وَاشْتَرٰى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ بَعِيْرًا بِبَعِيْرَيْنِ فَأَعْطَاهُ اَحَدَهُمَا، وَقَالَ اٰتِيْكَ بَالْاٰخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَارِبَا فِى الْحَيْوَانِ الْبَعِيْرِ بِالْبَعِيْرِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلٰى أَجَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَا بَأْسَ بِبَعِيْرٍ بِبَعِيْرَيْنِ وَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيْئَةً

www.icsbook.info

১৩৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের বিনিময়ে গোলাম এবং জানোয়ারের বিনিময়ে জানোয়ার বাকীতে বিক্রয়। ইব্‌ন উমর (রা.) চারটি উটের বিনিময়ে প্রাপ্য একটি আরোহণযোগ্য উট এই শর্তে খরিদ করেন যে, মালিক তা 'রাবাযা' নামক স্থানে হস্তান্তর করবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, অনেক সময় একটি উট দু'টি উট অপেক্ষা উত্তম হয়। রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট খরিদ করে দু'টি উটের একটি (তখনই) দিলেন আর বললেন, আর একটি উট ইনশা-আল্লাহ্ আগামীকাল যথারীতি দিয়ে দিব। ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, জানোয়ারের মধ্যে কোন 'রিবা' হয় না। দু'উটের বিনিময়ে এক উট দু'বকরীর বিনিময়ে এক বকরী বাকীতে বিক্রয় করলে সূদ হয় না। ইব্‌ন সীরীন (র.) বলেন, দু'উটের বিনিময়ে এক উট এবং এক দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বাকী বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই।

٢٠٨٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، ثُمَّ صَارَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ

২০৮৭ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রা.) বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি দিহ্‌য়া কালবী (রা.)-এর ভাগে পড়েন, এর পরে তিনি নবী করীম ﷺ -এর অধীনে এসে যান।

١٣٨٤. بَابُ بَيْعِ الرَّقِيْقِ

১৩৮৪ পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম বিক্রয় করা

٢٠٨٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيْزٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ، فَقَالَ : أَوَ اِنَّكُمْ تَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ لَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوْا ذٰلِكُمْ، فَاِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللّٰهُ أَنْ تَخْرُجَ ، اِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ

২০৮৮ আবুল ইয়ামান (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন, তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বন্দী দাসীর সাথে সংগত হই। কিন্তু আমরা তাদের (বিক্রয় করে) মূল্য হাসিল করতে চাই। এমতাবস্থায় আযল-(নিরুদ্ধ সংগম করা) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, আরে তোমরা কি এরূপ করে থাক! তোমরা যদি তা (আযল) না কর তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যে সন্তান জন্ম হওয়ার ফায়সালা করে রেখেছেন, তা অবশ্যই জন্ম গ্রহণ করবে।

www.icsbook.info

١٣٨٥. بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

১৩৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুদাব্বার[১] গোলাম বিক্রয় করা

২০৮৯ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ -

২০৮৯ ইব্‌ন নুমাইর (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করেছেন।

২০৯০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَاعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২০৯০ কুতায়বা (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুদাব্বার বিক্রি করেছেন।

২০৯১ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ بِيْعُوْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

২০৯১ যুহাইর ইব্‌ন হারব (র.)... যায়দ ইব্‌ন খালিদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অবিবাহিত ব্যভিচারিণী দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, ব্যভিচারিণীকে বেত্রাঘাত কর। সে আবার ব্যভিচার করলে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর তাকে বিক্রি করে দাও তৃতীয় বা চতুর্থ বারের পরে।

২০৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَ لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ-

---

১. আমার মৃত্যুর পরে তুমি আযাদ, মালিক যদি দাস-দাসীকে এরূপ বলে তবে তাকে মুদাব্বার বলা হয়।

www.icsbook.info

২০৯২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমাদের কোন দাসী ব্যভিচার করলে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হলে তাকে 'হদ' স্বরূপ বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে ভৎর্সনা করবে না। এরপর যদি সে আবার ব্যভিচার করে তাকে 'হদ' হিসাবে বেত্রাঘাত করবে কিন্তু তাকে ভৎর্সনা করবে না। তারপর সে যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয় তবে তাকে বিক্রি করে দেবে, যদিও তা চুলের রশির (তুচ্ছ মূল্যের) বিনিময়ে হয়।

١٣٨٦. بَابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيْبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَادُوْنَ الْفَرْجِ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : إِلاَّ عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ

১৩৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিবরা অর্থাৎ জরায়ু গর্ভমুক্ত কি-না তা জানার পূর্বে বাঁদীকে নিয়ে সফর করা। হাসান (বাসরী) (র.) তাকে চুম্বন করা বা তার সাথে মিলামিশা করায় কোন দোষ মনে করেন না। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, সহবাসকৃত দাসীকে দান বা বিক্রি বা আযাদ করলে এক হায়য পর্যন্ত তার জরায়ু মুক্ত কি-না দেখতে হবে। কুমারীর বেলায় ইসতিবরার প্রয়োজন নেই। আতা (র.) বলেন, (অপর কর্তৃক) গর্ভবতী নিজ দাসীকে যৌনাংগ ব্যতীত ভোগ করতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত বাঁদী ব্যতীত, এতে তারা নিন্দীয় হবে না....। (২৩ ঃ ৬)

٢٠٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَلَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنٰى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

www.icsbook.info

يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ

২০৯৩ আবদুল গাফ্‌ফার ইব্‌ন দাউদ (র.).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ খায়বার গমন করেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পক্ষে দুর্গের বিজয় দান করেন, তখন তাঁর সামনে সাফিয়্যা (রা.) বিন্‌ত হুয়ায়্যি ইব্‌ন আখতাব এর সৌন্দর্যের আলোচনা করা হয়। তাঁর স্বামী নিহত হয় এবং তিনি তখন ছিলেন নব-বিবাহিতা। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে নিজের জন্য গ্রহণ করে নেন। তিনি তাঁকে নিয়ে রওয়ানা হন। যখন আমরা সাদ্দা রাওহা নামক স্থানে উপনীত হলাম, তখন সাফিয়্যা (রা.) পবিত্র হলেন! তখন নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তারপর চামড়ার ছোট দস্তরখানে হায়েস (খেজুরের ছাতু ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য) তৈরি করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা আশেপাশের লোকদের উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর দিয়ে দাও। এই ছিল সাফিয়্যা (রা.)-এর বিবাহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক ওলীমা। এরপর আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, তাঁকে নিজের আবা' দিয়ে ঘেরাও করে দিচ্ছেন। তারপর তিনি তাঁর উটের পাশে বসে হাঁটু সোজা করে রাখলেন, পরে সাফিয়্যা (রা.) তাঁর হাঁটুর উপর পা দিয়ে ভর করে আরোহণ করলেন।

١٣٨٧. بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

১৩৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রয়

٢٠٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا أَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ * وَ قَالَ أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৯৪ কুতায়বা (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তা দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেওয়া হয় এবং চামড়া তৈলাক্ত

www.icsbook.info

করা হয় আর লোকে তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে। তিনি বললেন, না, তাও হারাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিনাশ করুন! আল্লাহ্ যখন তাদের জন্য মৃতের চর্বি হারাম করে দেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে। আবূ আসিম (র.).... আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে (হাদীসটি) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٣٨٨. بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

১৩৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ কুকুরের মূল্য

٢٠٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

২০৯৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٠٩٦ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِى اشْتَرٰى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ، قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

২০৯৬ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.)..... আউন ইব্ন আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি একটি শিংগা লাগানেওয়ালা গোলাম কিনলেন। তিনি তার শিংগা লাগানোর যন্ত্র ভেংগে ফেলতে নির্দেশ দিলে তা ভেংগে ফেলা হলো। আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, দাসীর (ব্যভিচারের মাধ্যমে) উপার্জন করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি শরীরে উলকি অংকনকারী ও উলকি গ্রহণকারী, সূদখোর ও সূদ দাতার উপর এবং (জীবের) ছবি অংকনকারীর উপর লা'নত করেছেন।

www.icsbook.info

كِتَابُ السَّلَمِ

অধ্যায় ঃ সলম

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ السَّلَمِ

অধ্যায় ঃ সলম

١٣٨٩. بَابُ السَّلَمِ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ

১৩৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট পরিমাপে সলম করা

২০৯৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فِى التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْثَلاَثَةً شَكَّ اِسْمٰعِيْلُ ، فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ

২০৯৭ আমর ইব্‌ন যুরারা (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন লোকেরা এক বা দু' বছরের বাকীতে (রাবী ইসমাঈল সন্দেহ করে বলেন, দু' অথবা তিন বছরের (মেয়াদে) খেজুর সলম (পদ্ধতিতে) বেচা-কেনা করত। এতে তিনি বললেন,) যে ব্যক্তি খেজুরে সলম করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওযনে সলম করে।

২০৯৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ بِهٰذَا فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ

২০৯৮ মুহাম্মদ (র.)....ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র.) থেকে নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওযনে (সলম করার কথা) বর্ণিত রয়েছে।

١٣٩٠. بَابُ السَّلَمِ فِى وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ

১৩৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট ওযনে সলম করা

১. অগ্রিম মূল্যে কেনা- বেচাকে সলম বলে।

www.icsbook.info

২০৯৯ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فِى شَىْءٍ فَفِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

২০৯৯ সাদাকা (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আসেন তখন মদীনাবাসী ফলে দু' ও তিন বছরের মেয়াদে সলম করত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কোন ব্যক্তি সলম করলে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওযনে নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করে।

২১০০ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ . حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ وَقَالَ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

২১০০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)..... ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সে যেন নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করে।

২১০১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

২১০১ কুতায়বা (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ (মদীনা) আসেন এবং বলেন,-নির্দিষ্ট মাপে, নির্দিষ্ট ওযনে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে (সলম) কর।

২১০২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِى الْمُجَالِدِ وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْمُجَالِدِ ح وَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى الْمُجَالِدِ ، قَالَ أخْتَلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَ أَبُوْ بُرْدَةَ فِى السَّلَفِ، فَبَعَثُوْنِى إِلَى ابْنِ أَبِى أَوْفَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ

২১০২ আবুল ওয়ালীদ (র.) ইয়াহ্ইয়া (র.) ও হাফ্স ইব্ন উমর (র.)..... মুহাম্মাদ অথবা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল মুজালিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবুদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন হাদ ও আবূ বুরদাহ

www.icsbook.info

(র.) -এর মাঝে সলম কেনা-বেচার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিলে তাঁরা আমাকে ইব্ন আবূ আওফা (রা.)-এর নিকট পাঠান। আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর ও উমর (রা.)-এর যুগে আমরা গম, যব, কিসমিস ও খেজুরে সলম করতাম। (তিনি আরো বলেন) এবং আমি ইব্ন আবযা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও অনুরূপ বলেন।

١٣٩١. بَابُ السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

১৩৯১. পরিচ্ছেদ ঃ যার কাছে মূল বস্তু নেই তার সঙ্গে সলম করা

٢١٠٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ . حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالاَ سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُوْنَ فِي الْحِنْطَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيْطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ، قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُوْنَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ

২১০৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)…. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুজালিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাদ্দাদ ও আবূ বুরদাহ (র.) আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.)-এর কাছে পাঠান। তাঁরা বললেন যে, (তুমি গিয়ে) তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম গম বিক্রয়ে কি সলম (পদ্ধতি গ্রহণ) করতেন? আবদুল্লাহ্ (রা.) বললেন, আমরা সিরিয়ার লোকদের সঙ্গে গম, যব ও কিসমিস নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করতাম। আমি বললাম, যার কাছে এসবের মূল বস্তু থাকত তাঁর সঙ্গে? তিনি বললেন, আমরা এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করিনি। তারপর তাঁরা দু'জনে আমাকে আবদুর রাহমান ইব্ন আবযা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন এবং আমি তাঁকে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ -এর যুগে সাহাবীগণ সলম করতেন, কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন না যে, তাঁদের কাছে মূল বস্তু মওজুদ আছে কি-না

٢١٠٤ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهٰذَا، وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ

২১০৪ ইসহাক ওয়াসিতী (র.)…. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুজালিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমরা তাদের সঙ্গে গম ও যবে সলম করতাম।

www.icsbook.info

٢١٠٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ وَالزَّيْتِ

২১০৫ কুতায়বা (র.)....শায়বানী (র.)থেকে বর্ণিত যে, রাবী বলেন, গম, যব, ও কিসমিসে (সলম করতেন)। 'আবদুল্লাহ্ ইব্নুল ওয়ালীদ (র.) সুফিয়ান (র.) সূত্রে শায়বানী (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে এবং যায়তুনে।

٢١٠٦ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوْزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَيُّ شَيْءٍ يُوْزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ : حَتَّى يُحْرَزَ، وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَهَى مِثْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ

২১০৬ আদম (র.).... আবুল বাখ্তারী -তাঈ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে খেজুরে সলম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ খেজুর খাবার যোগ্য এবং ওযন করার যোগ্য হওয়ার আগে বিক্রি করা নিষেধ করেছেন। ঐ সময় এক ব্যক্তি বলল, কী ওযন করবে? তার পাশের এক ব্যক্তি বলল, সংরক্ষিত হওয়া পর্যন্ত। মুআয (র.) সূত্রে শু'বা (র.) থেকে আমর (র.) থেকে বর্ণিত, আবুল বাখ্তারী (র.) বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ এরূপ (করতে) নিষেধ করেছেন।

١٣٩٢. بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ

১৩৯২. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুরে সলম করা

٢١٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوْزَنَ

২১০৭ আবুল ওয়ালীদ (র.)..... আবুল বাখতারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে খেজুর সলম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, খেজুর আহারযোগ্য হওয়ার আগে তা বিক্রয় করা নিষেধ করা হয়েছে, আর নগদ রূপার বিনিময়ে বাকী রূপা বিক্রয় করতেও (নিষেধ করা হয়েছে)। আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে খেজুরে সলম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ খাওয়ার যোগ্য এবং ওযনের যোগ্য হওয়ার আগে খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

www.icsbook.info

২১০৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، اَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوْزَنَ، قُلْتُ وَمَا يُوْزَنَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ

২১০৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... আবুল বাখতারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে খেজুর সলম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আহারযোগ্য হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে উমর (রা.) নিষেধ করেছেন এবং তিনি নগদ সোনা বা রূপার বিনিময়ে বাকীতে সোনা বা রূপা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আমি এ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ খাওয়ার এবং ওযন করার যোগ্য হওয়ার আগে খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, এর ওযন করা কি? তখন তার নিকটে বসা একজন বলে উঠল, (অর্থাৎ) সংরক্ষণ পর্যন্ত।

١٣٩٣. بَابُ الْكَفِيْلِ فِى السَّلَمِ

১৩৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ সলম ক্রয়-বিক্রয়ে যামিন নিযুক্ত করা

২১০৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِشْتَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ بِنَسِيْئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ -

২১০৯ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ইয়াহূদীর কাছ থেকে বাকীতে খাদ্য খরিদ করে তাঁর লৌহ নির্মিত বর্ম ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রেখেছেন।

١٣٩٤. بَابُ الرَّهْنِ فِى السَّلَمِ

১৩৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ সলম ক্রয়-বিক্রয়ে বন্ধক রাখা

২১১০ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَفِ، فَقَالَ : حَدَّثَنِى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

www.icsbook.info

২১১০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহবুব (র.)... আ'মাশ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সলম ক্রয় বিক্রয়ে বন্ধক রাখা সম্পর্কে ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, আমাকে আসওয়াদ (র.) 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ জনৈক ইয়াহূদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকীতে খাদ্য খরিদ করে তার নিকট নিজের লৌহ নির্মিত বর্ম বন্ধক রেখেছেন।

١٣٩٥. بَابُ السَّلَمِ اِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ وَالْأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَبَأْسَ بَالطَّعَامِ الْمَوْصُوْفِ بِسِعْرٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ مَا لَمْ يَكُ ذٰلِكَ فِى زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ

১৩৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম (পদ্ধতিতে) ক্রয়-বিক্রয়। ইব্‌ন আব্বাস ও সাঈদ (রা.) এবং আসওয়াদ ও হাসান (বাসরী) (র.) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদে ও নির্দিষ্ট দামের ভিত্তিতে খাদ্য (বাকীতে) বিক্রয় করায় দোষ নেই। অবশ্য যদি তা এমন ফসলে না হয়, যা আহারযোগ্য হয়নি।

٢١١١ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ أَسْلِفُوْا فِى الثِّمَارِ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيْحٍ وَقَالَ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ

২১১১ আবূ নু'আঈম (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তারা (মদীনাবাসী) দু' ও তিন বছরের মেয়াদে ফলের বিক্রয়ে সলম করত। তিনি বলেন, তোমরা নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র.) ..... ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ (র.) সূত্রে বর্ণিত, আর তিনি বলেন নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট ওযনে।

٢١١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى مَجَالِدٍ قَالَ أَرْسَلَنِى أَبُوْ بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى أَوْفٰى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَقَالاَ : كُنَّا نُصِيْبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِى الْحِنْطَةِ

www.icsbook.info

وَالشَّعِيْرِ وَالزَّيْتِ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالاَ : مَا كُنَّا نَسْاَلُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ

২১১২ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).... মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুজালিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বুরদা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (র.) আমাকে আবদুর রহমান ইব্ন আবযা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.)-এর নিকট পাঠালেন। আমি সলম (পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়) সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে (জিহাদে) আমরা মালে গনীমত লাভ করতাম, আমাদের কাছে সিরিয়া থেকে কৃষকগণ আসলে আমরা তাদের সংগে গম, যব ও যায়তুনে নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করতাম। তিনি (মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ মজালিদ র.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম,তাদের কাছে সে সময় ফসল মওজুদ থাকত, কি থাকত না? তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা এ বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করিনি।

١٣٩٦. بَابُ السَّلَمِ اِلٰى اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

১৩৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ উট্নী বাচ্চা প্রসবের মেয়াদে সলম করা

٢١١٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ الْجَزُوْرَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِى بَطْنِهَا

২১১৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা (মুশরিকরা) গর্ভবর্তী উট্নীর বাচ্চার বাচ্চা প্রসব করার মেয়াদে ক্রয়-বিক্রয় করত। নবী করীম ﷺ এ থেকে নিষেধ করলেন। (রাবী) নাফি' (র.)-এর ব্যাখ্যা করেছেন, উট্নী তার পেটের বাচ্চা প্রসব করবে।

www.icsbook.info

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

অধ্যায় ঃ শুফ্‌আ

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

অধ্যায় ঃ শুফ্‌আ

١٣٩٧. بَابُ الشُّفْعَةُ فِى مَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فَلاَ شُفْعَةَ

১৩৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি এমন যমীনে শুফ্‌আ[১] এর অধিকার। যখন (ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে) সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন আর শুফ্‌আ এর অধিকার থাকে না।

٢١١٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ

২১১৪ মুসাদ্দাদ (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যে সব সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা হয় নি, তাতে শুফ্‌আ এর ফায়সালা দিয়েছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তাও পৃথক হয়ে যায়, তখন শুফ্‌আ এর অধিকার থাকে না।

١٣٩٨. بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلٰى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : اِذَا اَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِىُّ: مَنْ بِيْعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ

১৩৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রয়ের পূর্বে শুফ্‌আ এর অধিকারীর নিকট (বিক্রয়ের) প্রস্তাব করা। হাকাম (র.) বলেন, বিক্রয়ের পূর্বে যদি অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে তার শুফ্‌আ এর অধিকার থাকে না। শা'বী (র.) বলেন, যদি কারো উপস্থিতিতে তার শুফ্‌আ এর যমীন বিক্রি হয় আর সে এতে কোন আপত্তি না করে, তবে (বিক্রয়ের পরে) তার শুফ্‌আ এর অধিকার থাকে না।

---

১. বাড়ী, জমি ইত্যাদি এজমালী সম্পত্তি হতে কেউ নিজের অংশ বিক্রি করলে অপর শরীকের অথবা বাড়ী বা জমির সংলগ্ন থাকার কারণে প্রতিবেশীর উক্ত বিক্রয় মূল্যে খরিদ করার যে অগ্রাধিকার শরীআত প্রদান করেছে তাকে শুফ্‌আ বলে।

www.icsbook.info

٢١١٥ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُوْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَاسَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللّٰهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللّٰهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللّٰهِ لاَ أَزِيْدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيْتُ بِهِمَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ، وَلَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَإِنَّمَا أُعْطَى بِهِمَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ

২১১৫ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) ....আম্‌র ইব্‌ন শারীদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) এসে তাঁর হাত আমার কাঁধে রাখেন। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি' (রা.) এসে বললেন, হে সা'দ! আপনার বাড়ীতে আমার যে দু'টি ঘর আছে, তা আপনি আমার থেকে খরিদ করে নিন। সা'দ (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি সে দু'টি খরিদ করব না। তখন মিসওয়ার (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আপনি এ দু'টো অবশ্যই খরিদ করবেন। সা'দ (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে কিস্তিতে চার হাজার (দিরহাম)-এর অধিক দিব না। আবূ রাফি' (রা.) বললেন, এই ঘর দু'টির বিনিময়ে আমাকে পাঁচশ' দীনার দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে না শুনতাম, যে, প্রতিবেশী অধিক হক্‌দার তার নৈকট্যের কারণে, তাহলে আমি এ দু'টি ঘর আপনাকে চার হাজার (দিরহাম)-এর বিনিময়ে কিছুতেই দিতাম না। আমাকে এ দু'টি ঘরের বিনিময়ে পাঁচশ' দীনার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তারপর তিনি তা তাঁকে (সা'দকে) দিয়ে দিলেন।

١٣٩٩. بَابٌ أَيُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ

১৩৯৯ পরিচ্ছেদ ঃ কোন্ প্রতিবেশী অধিকতর নিকটবর্তী

٢١١٦ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا -

২১১৬ হাজ্জাজ ও আলী (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে, তাদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যে যার দরজা তোমার বেশী কাছে।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْاِجَارَةِ

অধ্যায় ঃ ইজারা

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْاِجَارَةِ

অধ্যায় ঃ ইজারা

١٤٠٠. بَابُ اِسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ وَالْخَازِنِ الْاَمِيْنِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ اَرَادَهُ

১৪০০. পরিচ্ছেদ ঃ সৎ ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ কারণ তোমার মজদুর হিসাবে উত্তম হলো সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (২৮ ঃ ২৬)। বিশ্বস্ত খাজাঞ্চি নিয়োগ করা এবং কোন পদপ্রার্থীকে উক্ত পদে নিয়োগ না করা।

٢١١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى جَدِّى أَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَبِى مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْخَازِنُ الْاَمِيْنُ الَّذِى يُؤَدِّى مَاأُمِرَبِهِ طَيِّبَةً نَفْسَهُ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ

২১১৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.) .... আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমানতদার খাজাঞ্চি, যাকে কোন কিছু আদেশ করা হলে সন্তুষ্ট চিত্তে তা আদায় করে, সে হলো দানকারীদের একজন।

٢١١٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِى رَجُلَانِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ اَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

২১১৮ মুসাদ্দাদ (র.) .... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম, আমার সঙ্গে আশ'আরী গোত্রের দু'জন লোক ছিল। তিনি বলেন আমি বললাম, আমি

www.icsbook.info

জানতাম না যে, এরা কর্মপ্রার্থী হবে। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কর্মপ্রার্থী হয়, আমরা আমাদের কাজে তাকে কখনো নিয়োজিত করি না অথবা বলেছেন কখনো করব না।

١٤٠١. بَابُ رَعْيِ الْغَنَمِ عَلٰى قَرَارِيْطَ

১৪০১ পরিচ্ছেদ ঃ কয়েক কীরাতের[১] বিনিময়ে বকরী চরানো

٢١١٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ ، فَقَالَ نَعَمْ : كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلٰى قَرَارِيْطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

২১১৯ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ মক্কী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি বকরী চরান নি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।

١٤٠٢. بَابُ اِسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِيْنَ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَعَامَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَهُوْدَ خَيْبَرَ

১৪০২ পরিচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনে অথবা কোন মুসলমান পাওয়া না গেলে মুশরিকদেরকে মজদুর নিয়োগ করা। নবী ﷺ খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে চাষাবাদের কাজে নিয়োগ করেন।

٢١٢٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاسْتَاجَرَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِى الدِّيْلِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِى عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا، الْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِيْنَ حِلْفٍ فِى آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلٰى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيْلَ الدِّيْلِىُّ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيْقَ السَّاحِلِ

২১২০ ইবরাহীম মূসা (র.)...... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত (হিজরতের সময়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা.) বনূ দীল ও বনূ আব্‌দ ইব্‌ন আদী গোত্রের একজন অত্যন্ত হুশিয়ার ও অভিজ্ঞ

---

১. কীরাত-নিম্ন মানের আরবী মুদ্রা।

www.icsbook.info

পথপ্রদর্শক মজদুর নিয়োগ করেন। এ লোকটি আস ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল আর সে কুরায়শী কাফিরদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা.)] তার উপর আস্থা রেখে নিজ নিজ সাওয়ারী তাকে দিয়ে দিলেন এবং তিন রাত পর এগুলো সাওর পাহাড়ের গুহায় নিয়ে আসতে বলেন। সে তিন রাত পর সকালে তাদের সাওয়ারী নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হল। তারপর তাঁরা দু'জন রওয়ানা করলেন। তাঁদের সাথে' আমির ইব্‌ন ফুহাইরা ও দীল গোত্রের পথপ্রদর্শক সে লোকটিও ছিল। সে তাঁদেরকে (সাগরের) উপকূলের পথ ধরে নিয়ে গেল।

١٤٠٣. بَابٌ اِذَا اِسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَوْ بَعْدَ شَهْرٍ اَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِى اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْاَجَلُ

১৪০৩. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি এ শর্তে কোন শ্রমিক নিয়োগ করে যে, সে তিন দিন অথবা এক মাস অথবা এক বছর পর কাজ করে দেবে, তবে তা জায়িয। যখন নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন উভয়েই তাদের নির্ধারিত শর্তসমূহের উপর বহাল থাকবে।

২১২১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِى عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِى الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِّيْتًا وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَ اِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا ، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ

২১২১ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র.).... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত (হিজরতের ঘটনায়) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা.) বনূ দীল গোত্রের এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মজদুর নিয়োগ করেন। এ লোকটি কুরায়শী কাফিরদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা.)] নিজ নিজ সাওয়ারী তার নিকট সোপর্দ করলেন এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তিন রাত পর তৃতীয় দিন সকাল বেলা তাদের সাওয়ারী সাওর পাহাড়ের গুহায় নিয়ে আসবে।

١٤٠٤. بَابُ الْاَجِيْرِ فِى الْغَزْوِ

১৪০৪ পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে শ্রমিক নিয়োগ

২১২২ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ

www.icsbook.info

النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ * قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هٰذِهِ الصِّفَةِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ

২১২২ ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র.)......ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে জাইশুল উসরাত অর্থাৎ তাবূকের যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। আমার ধারণায় এটাই ছিল আমার সব চাইতে নির্ভরযোগ্য আমল। আমার একজন মজদুর ছিল। সে একজন লোকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের একজন আরেক জনের আংগুল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে (বের করার জন্য)। সে আঙ্গুল টান দেয়। এতে তার (প্রতিপক্ষের) একটি সামনের দাঁত পড়ে যায়। তখন লোকটি (অভিযোগ নিয়ে) নবী ﷺ-এর নিকট গেল। কিন্তু তিনি (নবী ﷺ)তার দাঁতের ক্ষতি পূরণের দাবী বাতিল করে দিলেন এবং বললেন সে কি তোমার মুখ তার আঙ্গুল ছেড়ে রাখবে, আর তুমি তা (দাঁত দিয়ে) চিবুতে থাকবে? বর্ণনাকারী (ইয়া'লা রা.) বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি (নবী ﷺ) বলেছেন, যেমন উট চিবায়। ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র.) তার দাদার সূত্রে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। এতে (লোকটি তার হাত বের করার জন্য সজোরে টান দিলে) তার (যে কামড় দিয়েছিল) সামনের দাঁত পড়ে যায়। আবূ বকর (রা)-এর কোন ক্ষতিপূরণের দাবী বাতিল করে দেন।

١٤٠٥. بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنَ لَهُ الْعَمَلَ، لِقَوْلِهِ : إِنِّى أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ، إِلَى قَوْلِهِ وَاللّٰهُ عَلَى مَانَقُوْلُ وَكِيْلٌ ، يَأْجُرُ فُلاَنًا يُعْطِيْهِ أَجْرًا وَمِنْهُ فِى التَّعْزِيَةِ أَجَرَكَ اللّٰهُ

১৪০৫. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি মজদুর নিয়োগ করে সময়সীমা উল্লেখ করল, কিন্তু কাজের উল্লেখ করল না (তবে তা জায়িয)। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন শুআইব (আ.) মূসা (আ)-কে বলেন, আমি আমার এ দু'টি মেয়ের মধ্যে একটিকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই........আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী। (সূরা কাসাস ঃ ২৭[১]) (ইমাম বুখারী (র.) বলেন,) يأجر فلانا কথাটির অর্থ সে অমুককে মজুরী প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে সমবেদনা প্রকাশার্থে বলা হয়ে থাকে أَجَرَكَ اللّٰهُ – আল্লাহ্ তোমাকে প্রতিদান দিন।

---

১. এই আয়াতের চুক্তির সময়ের উল্লেখ আছে যে, কিন্তু কি কাজ তা উল্লেখ করা হয়নি।

www.icsbook.info

١٤٠٦. بَابُ اِذَا اِسْتَاجَرَ اَجِيْرًا عَلٰى اَنْ يُقِيْمَ حَائِطًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ جَازَ

১৪০৬. পরিচ্ছেদ ঃ পতনোন্মুখ কোন দেয়াল খাড়া করে দেওয়ার জন্য মজদুর নিয়োগ করা বৈধ।

২১২৩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِى يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلٰى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِى اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلٰى حَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ سَعِيْدٌ اَجْرًا تَاْكُلُهُ

২১২৩ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারা উভয়ে (খিযির ও মূসা আ.) চলতে লাগলেন সেখানে তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। সাঈদ (র.) তার হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন এভাবে এবং (খিযির) উভয়ে হাত তুললেন এতে দেয়াল ঠিক হয়ে গেল। হাদীসের অপর বর্ণনাকারী ইয়ালা (র.) বলেন, আমার ধারণা যে সাঈদ (র.) বলেছেন, তিনি (খিযির) দেওয়ালটির উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে তা সোজা হয়ে গেল। মূসা আ. (খিযিরকে) বলেন, আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। সাঈদ (র.) বর্ণনা করেন যে, এমন পারিশ্রমিক নিতে পারতেন যা দিয়ে আপনার আহার চলত।

١٤٠٦. بَابُ الْاِجَارَةِ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ

১৪০৭. পরিচ্ছেদ ঃ দুপুর পর্যন্ত সময়ের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা

২১২৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَاْجَرَ اُجَرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ غُدْوَةٍ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ فَاَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالُوْا مَالَنَا اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِى اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ

www.icsbook.info

২১২৪ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা এবং উভয় আহলে কিতাব (ইয়াহূদী ও খৃস্টান)-এর উদাহরণ হল এমন এক ব্যক্তির মত, যে কয়েকজন মজদুরকে কাজে নিয়োগ করে বলল, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমার কাজ কে করবে? তখন ইয়াহূদী কাজ করে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বলল, কে আছ যে, দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত এক কীরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করে দেবে? তখন খৃস্টান কাজ করে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বলল কে আছ যে, আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করবে? আর তোমরাই হলে (মুসলমানরা) তারা (যারা অল্প পরিশ্রমে অধিক পারিশ্রমিক লাভ করলে) তাতে ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা রাগান্বিত হল, তারা বলল, এটা কেমন কথা, আমরা কাজ করলাম বেশী, অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। তখন সে ব্যক্তি (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি তোমাদের প্রাপ্য কম দিয়েছি? তারা বলল না। তখন সে বলল, সেটা তো আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করি।

١٤٠٨. بَابُ الْاِجَارَةِ اِلٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ

১৪০৮. পরিচ্ছেদ ঃ আসরের সালাত পর্যন্ত মজদুর নিয়োগ করা

٢١٢٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اِسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِىْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارٰى عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لَا: فَقَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِىْ اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ

২১২৫ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উওয়াইস (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের উদাহরণ এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কয়েকজন মজদুর নিয়োগ করল এবং বলল, দুপুর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কে আমার কাজ করে দিবে? তখন ইয়াহূদীরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। তারপর খৃস্টানরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে (আসর পর্যন্ত) কাজ করল। তারপর তোমরাই যারা আসরের সালাতের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কীরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। এতে ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা রাগান্বিত হল। তারা বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। সে (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি কি তোমাদের প্রাপ্য কিছু কম দিয়েছি? তারা বলল না। তখন সে বলল, সেটা তো আমার অনুগ্রহ, তা আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে থাকি।

www.icsbook.info

١٤٠٩. بَابُ اِثْمِ مَنْ مَنَعَ اَجْرَ الْاَجِيْرِ

১৪০৯. পরিচ্ছেদ ঃ মজদুরকে পারিশ্রমিক প্রদান না করার গুনাহ্।

٢١٢٦ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اِسْتَاجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ

২১২৬ ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরোধী থাকব। তাদের এক ব্যক্তি হল, যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করল, তারপর তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি হল যে আযাদ মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। অপর এক ব্যক্তি হল, যে কোন লোককে মজদুর নিয়োগ করল, এবং তার থেকে কাজ পুরাপুরি আদায় করল, অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না।

١٤١٠. بَابُ الْاِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ اِلَى اللَّيْلِ

১৪১০. পরিচ্ছেদ ঃ আসর থেকে রাত পর্যন্ত মজদুর নিয়োগ করা

٢١٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا اِلَى اللَّيْلِ عَلٰى اَجْرٍ مَعْلُوْمٍ فَعَمِلُوْا لَهُ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالُوْا لَا حَاجَةَ لَنَا اِلٰى اَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ لَاتَفْعَلُوْا اَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ ، وَخُذُوْا اَجْرَكُمْ كَامِلاً فَاَبَوْا وَتَرَكُوْا وَاسْتَاْجَرَ اٰخَرِيْنَ بَعْدَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمَا اَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هٰذَا، وَلَكُمَ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْاَجْرِ، فَعَمِلُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ حِيْنَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَالُوْا لَكَ مَاعَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْاَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيْهِ فَقَالَ اَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَاِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيْرٌ فَاَبَوْا فَاسْتَاْجَرَ قَوْمًا اَنْ يَعْمَلُوْا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوْا اَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذٰلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوْا مِنْ هٰذَا النُّوْرِ

www.icsbook.info

২১২৭ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মুসলিম, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের উদাহরণ এরূপ, যেমন কোন এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করার জন্য কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করল। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করে বলল, তুমি আমাদের যে পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিলে তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই, আর আমরা যে কাজ করেছি, তা নিষ্ফল। সে ব্যক্তি (নিয়োগকর্তা) বলল, তোমরা এরূপ করবে না, বাকী কাজ পূর্ণ করে পুরো পারিশ্রমিক নিয়ে নাও। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করল এবং কাজ করা বন্ধ করে দিল। এরপর সে অন্য দু'জন মজদুর কাজে নিযুক্ত করল এবং তাদেরকে বলল, তোমরা এই দিনের বাকী অংশ পূর্ণ করে দাও। আমি তোমাদেরকে সে পরিমাণ মজুরীই দিব, যা পূর্ববর্তীদের জন্য নির্ধারিত করেছিলাম। তখন তারা কাজ শুরু করল, কিন্তু যখন আসরের সালাতের সময় হল তখন তারা বলতে লাগল, আমরা যা করেছি তা নিষ্ফল, আর আপনি এর জন্য যে মজুরী নির্ধারণ করছেন তা আপনারই। সে ব্যক্তি বলল, তোমরা বাকী কাজ করে দাও, দিনের তো সামান্যই বাকী রয়েছে। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। তারপর সে ব্যক্তি অপর কিছু লোককে বাকী দিনের জন্য কাজে নিযুক্ত করল। তারা বাকী দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করল এবং পূর্ববর্তী দু'দলের পূর্ণ মজুরী নিয়ে নিল। এটা উদাহরণ হল তাদের এবং এই নূর (ইসলাম) যারা গ্রহণ করেছে তাদের।

١٤١١. بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَتَرَكَ اَجْرَهُ ، فَعَمِلَ فِيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ وَمَنْ عَمِلَ فِى مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ

১৪১১. পরিচ্ছেদ ঃ কোন লোককে মজদুর নিয়োগ করার পর সে মজুরী না নিলে নিয়োগকর্তা সে ব্যক্তির মজুরীর টাকা কাজে খাটালো। ফলে তা বৃদ্ধি পেল এবং যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ কাজে লাগালো এতে তা বৃদ্ধি পেল।

٢١٢٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى اَوَوُا الْمَبِيْتَ اِلٰى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوْا اِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ اِلاَّ اَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ بِصَالِحِ اَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اَللّٰهُمَّ كَانَ لِى اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لَا اَغْبِقُ قَبْلَهُمَا اَهْلاً وَلَا مَالاً فَنَأَى بِى فِى طَلَبِ شَىْءٍ يَوْمًا فَلَمْ اُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتّٰى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ اَنْ اَغْبِقَ قَبْلَهُمَا اَهْلاً وَ مَالاً فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلٰى يَدَىَّ اَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتّٰى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ

www.icsbook.info

ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الْآخَرُ اَللّٰهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ فَاَرَدْتُهَا عَلٰى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتّٰى اَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِي فَاَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَ مِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى اَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتّٰى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لاَ اُحِلُّ لَكَ اَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي اَعْطَيْتُهَا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ اَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّي اسْتَأْجَرْتُ اُجَرَاءَ فَاَعْطَيْتُهُمْ اَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوَالُ فَجَاءَنِيْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَدِّ اِلَيَّ اَجْرِيْ فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَاتَرٰى مِنْ اَجْرِكَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَتَسْتَهْزِئْ بِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لاَ اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَاَخَذَ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ

২১২৮ আবুল ইয়ামান (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়ে তারা রাত কাটাবার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল তোমাদের সৎকার্যাবলীর ওসীলা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারে না। তখন তাদের মধ্যে একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ্, আমার পিতা-মাতা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়; কাজেই আমি তাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে ফিরতে পারলাম না। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহায়ে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাঁদেরকে ঘুমন্ত পেলাম। তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটাও আমি পসন্দ করি নি। তাই আমি তাঁদের জেগে উঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোরের আলো ফুটে উঠল। তারপর তাঁরা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ্! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা আমাদের হতে দূর করে দাও। ফলে পাথর সামান্য সরে গেল, কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না। নবী ﷺ বলেন, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সে আমার

www.icsbook.info

খুব প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে সংগত হতে চাইলাম। কিন্তু সে বাধা দিল। তারপর এক বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার কাছে (সাহায্যের জন্য) এল। আমি তাকে একশ' বিশ দীনার এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে একান্তে মিলিত হবে, তাতে সে রাযী হল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম, তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না। ফলে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সংগত হওয়া পাপ মনে করে তার কাছ থেকে ফিরে আসলাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম, তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়ে আছি তা দূর কর। তখন সেই পাথরটি (আরো একটু) সরে পড়ল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারছিল না। নবী ﷺ বলেন, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমি কয়েকজন মজদুর নিয়োগ করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মজুরীও দিয়েছিলাম, কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে তা বাড়াতে লাগলাম। তাতে প্রচুর ধন- সম্পদ অর্জিত হল। কিন্তু কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আমাকে আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু- ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা সবই তোমার মজুরী। সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার সাথে বিদ্রূপ করো না। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই বিদ্রূপ করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং নিয়ে চলে গেল। তা থেকে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ্, আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা দূর কর। তখন সে পাথরটি সম্পূর্ণ সরে পড়ল। তারপর তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল।

١٤١٢. بَابُ مَنْ أُجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلٰى ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَأَجْرِ الْحَمَّالِ

১৪১২ পরিচ্ছেদ ঃ নিজেকে পিঠে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত করে প্রাপ্ত মজুরী থেকে সাদকা করা এবং বোঝা বহনকারীর মজুরী

২১২৯ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَ بِالصَّدَقَةِ ، انْطَلَقَ اَحَدُنَا اِلَى السُّوْقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيْبُ الْمُدَّ وَ اِنَّ لِبَعْضِهِمْ لِمِائَةَ اَلْفٍ قَالَ مَانَرَاهُ اِلاَّ نَفْسَهُ

২১২৯ সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ কুরায়শী (র.).... আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাদকা করার নির্দেশ দিলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক মুদ (খাদ্য) মজুরী হিসাবে পেত (এবং তা থেকে দান করত) আর তাদের কারো কারো এখন লক্ষ মুদ্রা রয়েছে। (বর্ণনাকারী শাকীক) বলেন, আমার ধারণা, এর দ্বারা তিনি (আবূ মাসউদ) নিজেকে ইঙ্গিত করেছেন।

www.icsbook.info

١٤١٣. بَابُ اَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَاِبْرَاهِيْمُ وَالْحَسَنُ بِاَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ اَنْ يَقُوْلَ بِعْ هٰذَا الثَّوْبَ فَمَازَادَ عَلٰى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ اِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَلَكَ، اَوْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

১৪১৩. পরিচ্ছেদ ঃ দালালীর মজুরী। ইব্‌ন সীরীন, আতা, ইবরাহীম ও হাসান (র.) দালালীর মজুরীতে কোন দোষ মনে করেনি। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, যদি কেউ বলে যে, তুমি এ কাপড়টি বিক্রি করে দাও। এতো এতো এর উপর যা বেশী হয় তা তোমার, এতে কোন দোষ নেই। ইব্‌ন সীরীন (র.) বলেন, যদি কেউ বলে যে, এটা এত এত দামে বিক্রি করে দাও, লাভ যা হবে, তা তোমার, অথবা তা তোমার ও আমার মধ্যে সমান হারে ভাগ হবে, তবে এতে কোন দোষ নেই। নবী ﷺ বলেছেন, মুসলিমগণ তাদের পরস্পরের শর্তানুযায়ী কাজ করবে।

٢١٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلاَ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَاقَوْلُهُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ ، لاَيَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا

২১৩০ মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করা[১] থেকে নিষেধ করেছেন, এবং শহ্‌রবাসী, গ্রামবাসীর পক্ষে বেচা-কেনা করবে না। (রাবী তাউস (র.) বলেন, আমি জিজ্ঞসা করলাম, হে ইব্‌ন আব্বাস, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বেচা-কেনা করবে না– এ কথার অর্থ কি? তিনি বললেন, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে দালাল হবে না।

١٤١٤. بَابُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِى اَرْضِ الْحَرْبِ

১৪১৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোন (মুসলিম) ব্যক্তি নিজেকে দারুল হারবের কোন মুশরিকের মুজদুর বানাতে পারবে কি?

٢١٣١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِى عِنْدَهُ فَاَتَيْتُهُ

১. তেজারতী কাফিলা শহরে প্রবেশের পূর্বে তাদের সঙ্গে দেখা করে শহরের প্রকৃত বাজার মূল্য গোপন করে কম মূল্যে তাদের থেকে মাল ক্রয় করে উচ্চ মূল্যে শহরে তা বিক্রি করা।

www.icsbook.info

اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَقْضِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلاَ قَالَ وَاِنِّى لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ سَيَكُوْنُ لِى ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَاَقْضِيْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَفَرَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا

২১৩১ আমর ইব্ন হাফস (র.)....খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আমি 'আস ইব্ন ওয়ায়িলের তরবারি বানিয়ে দিলাম। তার নিকট আমার পাওনা কিছু মজুরী জমে যায়। আমি পাওনা টাকার তাগাদা দিতে তার কাছে গেলাম। সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে টাকা দিব না, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবে। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম আমি তা করব না, যে পর্যন্ত না তুমি মৃত্যুবরণ করবে, তারপর পুনরুত্থিত হবে। সে বলল, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হব? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল তাহলে তো সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও হবে। তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করে দিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে আমাকে (পরকালে) আবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে (২ ঃ ৭৭)।

١٤١٥. بَابُ مَا يُعْطَى فِى الرُّقْيَةِ عَلٰى اَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَحَقُّ مَااَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ وَقَالَ الشَّعْبِىُّ لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ اِلاَّ اَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَيَقْبَلُهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا كَرِهَ اَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَاَعْطَى الْحَسَنُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ بِاَجْرِ الْقَسَّامِ بَاْسًا وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ وَكَانُوْا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ

১৪১৫. পরিচ্ছেদ ঃ আরব কবীলায় সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করার বিনিময়ে কিছু দেওয়া হলে। ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে অধিক হকদার হল আল্লাহ্র কিতাব। শা'বী (র.) বলেন, শিক্ষক কোনরূপ (পারিশ্রমিকের) শর্তারোপ করবে না। তবে (বিনা শর্তে) যদি তাকে কিছু দেওয়া হয় তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। হাকাম (র.) বলেন, আমি এমন কারো কথা শুনিনি, যিনি (শিক্ষকের পারিশ্রমিক গ্রহণ করাটাকে অপসন্দ মনে করেছেন। হাসান (বাসরী) (র.) শিক্ষকের পারিশ্রমিক বাবত) দশ দিরহাম দিয়েছেন। ইব্ন সীরীন (র.) বন্টকারীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করাতে কোন দোষ মনে করেন নি। তিনি বলেন, বিচারে ঘুষ গ্রহণকে সুহ্ত বলা হয়। লোকেরা অনুমান করার জন্য অনুমানকারীদের পারিশ্রমিক প্রদান করত।

www.icsbook.info

٢١٣٢ حدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتّٰى نَزَلُوْا عَلٰى حَىٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَىِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَىْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَتَيْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَىْءٌ فَاَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يَا اَيُّهَا الرَّهْطُ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَرْقِىْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَا كُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا اَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُوْهُمْ عَلٰى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَاُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَكَاَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِىْ وَمَابِهٖ قَلَبَةٌ قَالَ فَاَوْفُوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِىْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِىْ رَقٰى لاَتَفْعَلُوْا حَتّٰى نَاتِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَنَذْكُرَلَهُ الَّذِىْ كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَاْمُرُنَا فَقَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ اَصَبْتُمْ اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ سَمِعْتُ اَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهٰذَا

২১৩২ আবূ নু'মান (র.).... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর একদল সাহাবী কোন এক সফরে যাত্রা করেন। তারা এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সে গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হল না। তখন তাদের কেউ বলল, এ কাফেলা যারা এখানে অবতরণ করেছে তাদের কাছে তোমরা গেলে ভাল হত। সম্ভবত, তাদের কারো কাছে কিছু থাকতে পারে। ওরা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল। আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারো কাছে কিছু আছে কি? তাদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম আমি ঝাড়–ফুঁক করতে পারি। আমরা তোমাদের মেহমানদারী কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড়-ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ কর। তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল। তারপর তিনি গিয়ে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) পড়ে তার উপর ফুঁ দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হল এবং সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেনো তার কোন কষ্টই ছিল না। (বর্ণনাকারী বলেন,) তারপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বলেন, এগুলো বণ্টন কর। কিন্তু যিনি

www.icsbook.info

ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন, তিনি বললেন এটা করব না, যে পর্যন্ত না আমরা নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এই ঘটনা জানাই এবং লক্ষ্য করি তিনি আমাদের কি হুকুম দেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি (নবী ﷺ) বলেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, সূরা ফাতিহা একটি দু'আ? তারপর বলেন, তোমরা ঠিকই করেছ। বন্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ। এ বলে নবী ﷺ হাসলেন এবং শো'বা (রা.) বলেন, আমার নিকট আবূ বিশর (র.) বর্ণনা করছেন যে, আমি মুতাওয়াক্কিল (র.) থেকে এ হাদীস শুনেছি।

١٤١٦. بَابُ ضَرِيْبَةِ الْعَبْدِ وَ تَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ

১৪১৬. পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের উপর মাসুল নির্ধারণ এবং বাঁদীর মাসুলের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখা[১]

٢١٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ اَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ اَوْضَرِيْبَتِهِ

২১৩৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তায়বা (রা.) নবী ﷺ-কে শিংগা লাগিয়েছিলেন। তিনি তাকে এক সা' কিংবা দু সা' খাদ্য দিতে আদেশ করলেন এবং তার মালিকের সাথে আলোচনা করে তার উপর ধার্যকৃত মাসুল কমিয়ে দিলেন।

١٤١٧. بَابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ

১৪১৭ পরিচ্ছেদ ঃ শিংগা প্রয়োগকারীর উপার্জন।

٢١٣٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ

২১৩৪ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তার পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন।

٢١٣٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

১. গোলাম ও বাঁদীর মালিকের এভাবে মাসুল নির্ধারণ করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে যে, প্রতি দিন তারা মনিবকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। একে বলা হয় যারীবা।

www.icsbook.info

২১৩৫ মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। যদি তিনি তা অপসন্দ করতেন তবে তাকে (পারিশ্রমিক) দিতেন না।

٢١٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ اَحَدًا اَجْرَهُ

২১৩৬ আবূ নুআইম (র.)....আমর ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ শিংগা লাগাতেন এবং কোন লোকের পারিশ্রামিক কম দিতেন না।

١٤١٨. بَابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ اَنْ يُخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

১৪১৮. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির কোন গোলামের মালিকের সাথে এ মর্মে সুপারিশ করা সে যেন তার উপর ধার্যকৃত মাসুল কমিয়ে দেয়।

٢١٣٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ اَوْ صَاعَيْنِ اَوْ مُدٍّ اَوْ مُدَّيْنِ فَكَلَّمَ فِيْهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ

২১৩৭ আদম (র.).... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ শিংগা প্রয়োগকারী এক গোলামকে ডাকলেন। সে তাঁকে শিংগা লাগাল। তিনি তাকে এক সা' বা দু' সা' অথবা এক মুদ বা দু' মুদ (পারিশ্রমিক) দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তার ব্যাপারে (তার মালিকের সাথে) কথা বললেন, ফলে তার উপর ধার্যকৃত মাসুল কমিয়ে দেওয়া হল।

١٤١٩. بَابُ كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالْاِمَاءِ وَكَرِهَ اِبْرَاهِيْمُ اَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ فَتَيَاتِكُمْ اِمَاؤُكُمْ

১৪১৯. পরিচ্ছেদ ঃ পতিতা ও দাসীর উপার্জন। ইবরাহীম (র.) বিলাপকারিণী ও গায়িকার পারিশ্রমিক গ্রহণ মাকরূহ মনে করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের বাঁদী সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না– আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (২৪ ঃ ৩৩) মুজাহিদ (র.) বলেন فَتَيَاتِكُمْ অর্থ তোমাদের দাসীরা।

www.icsbook.info

٢١٣٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنَ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

২১৩৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য, পতিতার উপার্জন এবং গণকের পারিতোষিক নিষিদ্ধ করেছেন।

٢١٣٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْاِمَاءِ

২১৩৯ মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (রা.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দাসীদের অবৈধ উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন।

١٤٢٠. بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ

১৪২০. পরিচ্ছেদ ঃ পশুকে পাল দেওয়া

٢١٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

২১৪০ মুসাদ্দাদ (র.)..... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ পশুকে পাল দেওয়ানো বাবদ বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।

١٤٢١. بَابٌ اِذَا اسْتَاجَرَ اَرْضًا فَمَاتَ اَحَدُهُمَا وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَيْسَ لِاَهْلِهِ اَنْ يُخْرِجُوْهُ اِلٰى تَمَامِ الْاَجَلِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَالْحَكَمُ وَاِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ تُمْضَى الْاِجَارَةُ اِلٰى اَجَلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَعْطَى النَّبِىُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ فَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَ لَمْ يُذْكَرْ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْاِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ

১৪২১. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ জমি ইজারা নেয় এবং তাদের দু'জনের কেউ মারা যায়। ইব্‌ন সীরীন (র.) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারের লোকদের তাকে উচ্ছেদ করার ইখতিয়ার নেই এবং হাসান, হাকাম ও ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া (র.) বলেন, ইজারা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, নবী ﷺ অর্ধেক ফসলের শর্তে খায়বারের জমি (ইয়াহূদীদেরকে ইজারা) দিয়েছিলেন এবং এ ইজারা

www.icsbook.info

নবী ﷺ-এর সময় এবং আবূ বকর ও উমর (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম দিক পর্যন্ত বহাল ছিল। এ কথা কোথাও উল্লেখ নেই যে, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আবূ বকর ও উমর (রা.) উক্ত জমি নতুনভাবে ইজারা দিয়েছিলেন।

٢١٤١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودِ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَاَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرٰى عَلٰى شَىْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٍ لاَ اَحْفَظُهُ وَاَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتّٰى اَجْلاَهُمْ عُمَرُ

২১৪১ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন উমর) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের জমি (ইয়াহূদীদেরকে) এ শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে কৃষি কাজ করে ফসল উৎপাদন করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তাদের প্রাপ্য হবে। ইব্‌ন উমর (রা.) নাফি' (র.)-কে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় কিছু মূল্যের বিনিময়ে যার পরিমাণটা নাফি' 'নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন, কিন্তু আমার তা মনে নেই, জমি ইজারা দেওয়া হত। রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা.) রিওয়ায়েত করেন যে, নবী ﷺ শস্য ক্ষেত বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ (র.) নাফি'-এর বরাত দিয়ে ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে (এটুকু অতিরিক্ত) বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রা.) কর্তৃক ইয়াহূদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত (খায়বারের জমি তাদের নিকট ইজারা দেওয়া হত)।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْحَوَالاَتِ

অধ্যায় ঃ হাওয়ালা

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْحَوَالاَتِ

অধ্যায় ঃ হাওয়ালা[১]

١٤٢٢. بَابٌ فِى الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ فِى الْحَوَالَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَ قَتَادَةُ اِذَا كَانَ يَوْمَ اَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًا جَازَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِكَانِ وَاَهْلُ الْمِيْرَاثِ فَيَاخُذُ هٰذَا عَيْنًا وَ هٰذَا دَيْنًا فَاِنْ تَوِىَ لاَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلٰى صَاحِبِهِ

১৪২২. পরিচ্ছেদ ঃ হাওয়ালা করা। হাওয়ালা করার পর পুনরায় হাওয়ালাকারীর নিকট দাবী করা যায় কি? হাসান এবং কাতাদা (র.) বলেন, যে দিন হাওয়ালা করা হল, সে দিন যদি সে মালদার হয় তাহলে হাওয়ালা জায়িয হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, দু'জন অংশীদার অথবা উত্তরাধিকারী পরস্পরের মধ্যে এভাবে বন্টন করল যে একজন নগদ সম্পদ নিল, অন্যজন সে ব্যক্তির অপরের নিকট পাওনা সম্পদ নিল। এমতাবস্থায় যদি কারো সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, তবে অন্যজনের নিকট তা আবার দাবী করা যাবে না।

٢١٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

২১৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (তার জন্য) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।

١٤٢٣. بَابُ اِذَا اَحَالَ عَلٰى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ وَمَنْ اُتْبِعَ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

---

১. ঋণ আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

www.icsbook.info

مَعْنَاهُ اِذَا كَانَ لاَحَدٍ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَاحَلْتَهُ عَلٰى رَجُلٍ مَلِيءٍ فَضَمِنَ ذَالِكَ مِنْكَ فَاِنْ اَفْلَسَتَ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ اَنْ يَتْبِعَ صَاحِبَ الْحَوَالَةِ فَيَاخُذُ عَنْهُ

১৪২৩. পরিচ্ছেদ ঃ যখন (ঋণ) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন (তা মেনে নেওয়ার পর) তার পক্ষে প্রত্যাখ্যান করার ইখতিয়ার নেই। যখন কাউকে কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় সে যেন তা মেনে নেয় এর অর্থ হলো যদি কারোর তোমার কাছে কোনকিছু পাওনা থাকে আর তুমি তা কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করে থাক এবং সে তোমার পক্ষ থেকে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে তারপর যদি তুমি নিঃস্ব হয়ে যাও তবে প্রাপক হাওয়ালা গ্রহণকারী ব্যক্তির অনুসরণ করবে এবং তার থেকে পাওনা উশুল করবে।

٢١٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ اُتْبِعَ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

২১৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, ধনী ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। যাকে (তার পাওনার জন্য) ধনীর হাওয়ালা করা হয়, সে যেন তা মেনে নেয়।

١٤٢٤. بَابٌ اِنْ اَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلٰى رَجُلٍ جَازَ

১৪২৪. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির ঋণ কোন জীবিত ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে তা জায়িয

٢١٤٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ اُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا لاَ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لاَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِيَ بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلِّ عَلَيْهِ قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ اُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لاَ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ

www.icsbook.info

২১৪৪ মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম (র.)....সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তার জানাযার সালাত আদায় করে দিন। নবী ﷺ বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বলল, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আপনি জানাযার সালাত আদায় করে দিন। তিনি বলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? বলা হল হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, সে কি কিছ রেখে গেছে? তারা বললেন, তিনটি দীনার। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল।। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তার জানাযা আদায় করুন। তিনি বলেন, সে কি কিছু রেখে গেছে। তারা বললেন না। তিনি বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? তারা বললেন তিন দীনার। তিনি বললেন, তোমাদের এ লোকটির সালাত তোমরাই আদায় করে নাও। আবূ কাতাদা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করুন, তার ঋণের জন্য আমি দায়ী। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْكَفَالَةِ

অধ্যায় ঃ যামিন হওয়া

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْكَفَالَةِ

অধ্যায় ঃ যামিন হওয়া

١٤٢٥. بَابُ الْكَفَالَةِ فِى الْقَرْضِ وَالدُّيُوْنِ بِالْاَبْدَانِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ اَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلٰى جَارِيَةِ امْرَاَتِهِ فَاَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيْلاً حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ وَقَالَ جَرِيْرٌ وَالْاَشْعَثُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِى الْمُرْتَدِّيْنَ اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ فَتَابُوْا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ وَقَالَ حَمَّادٌ اِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَكَمُ يَضْمَنُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ سَاَلَ بَعْضَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنْ يُسْلِفَهُ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَقَالَ ائْتِنِىْ بِالشُّهَدَاءِ اُشْهِدُهُمْ فَقَالَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا قَالَ فَاْتِنِىْ بِالْكَفِيْلِ قَالَ كَفٰى بِاللّٰهِ كَفِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى فَخَرَجَ فِى الْبَحْرِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْاَجَلِ الَّذِىْ اَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَاَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَاَدْخَلَ فِيْهَا اَلْفَ دِيْنَارٍ صَحِيْفَةً مِنْهُ اِلٰى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ اَتٰى بِهَا اِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنِّىْ كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا اَلْفَ دِيْنَارٍ فَسَاَلَنِىْ كَفِيْلاً فَقُلْتُ كَفٰى بِاللّٰهِ كَفِيْلاً فَرَضِىَ بِكَ

www.icsbook.info

وَسَأَلَنِيْ شَهِيْدًا فَقُلْتُ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا فَرَضِيَ بِكَ وَاِنِّيْ جَهَدْتُ اَن اَجِدَ مَرْكَبًا اَبْعَثُ اِلَيْهِ الَّذِيْ لَهُ فَلَمْ اَقْدِرْ وَاِنِّيْ اَسْتَوْدِعُكَهَا فَرَمٰى بِهَا فِيْ الْبَحْرِ حَتّٰى وَلَجَتْ فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِيْ ذٰلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ اِلٰى بَلَدِهٖ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ اَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْجَاءَ بِمَالِهٖ فَاِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِيْ فِيْهَا الْمَالُ فَاَخَذَهَا لِاَهْلِهٖ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَ هَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيْفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِيْ كَانَ اَسْلَفَهُ فَاَتٰى بِالْاَلْفِ دِيْنَارٍ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَازِلْتُ جَاهِدًا فِيْ طَلَبِ مَرْكَبٍ لِاٰتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِيْ اَتَيْتُ فِيْهِ قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ اِلَيَّ شَيْئًا قَالَ اُخْبِرُكَ اَنِّيْ لَمْ اَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِيْ جِئْتُ بِهٖ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَدّٰى عَنْكَ الَّذِيْ بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ فَانْصَرَفَ بِالْاَلْفِ الدِّيْنَارِ رَاشِدًا

১৪২৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ ও দেনার ব্যাপারে দেহ এবং অন্য কিছুর যামিন হওয়া। আবূ যিনাদ (র.) মুহাম্মদ ইব্‌ন হামযা ইব্‌ন আমর আসলামী (র.)-এর মাধ্যমে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) তাকে সাদকা উশুলকারী নিযুক্ত করে পাঠান। সেখানে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে ব্যভিচার করে বসল। তখন হামযা (র.) কিছু লোককে তার পক্ষ হতে যামিন স্থির করলেন। পরে তিনি উমর (রা.)-এর নিকট ফিরে আসলেন। উমর (রা.) উক্ত লোকটিকে একশ' বেত্রাঘাত করলেন এবং লোকদের বিবরণকে সত্য বলে গ্রহণ করেন। তারপর লোকটিকে তার অজ্ঞতার জন্য (স্ত্রী দাসীর সাথে যৌন সম্ভোগ করা যে অবৈধ তা সে জানত না) অব্যাহতি দেন। জরীর ও আশআছ (র.) মুরতাদ–ধর্মচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-কে বলেন, তাদেরকে তাওবা করতে বলুন এবং তাদের পক্ষ হতে কাউকে যামিন গ্রহণ করুন। ধর্মচ্যুতরা তাওবা করল এবং তাদের গোত্রের লোকেরা তাদের যামিন হয়ে গেল। হাম্মাদ (র.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি যামিন হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে তবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। হাকাম (র.) বলেন, তার উপর দায়িত্ব থেকে যাবে (অর্থাৎ ওয়ারিসদের উপর সে দায়িত্ব বর্তাবে)। লায়স (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণ দাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী আন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তারপর (ঋণ দাতা) বলল, তা হলে একজন যামিনদার উপস্থিত কর। সে বলল, যামিনদার হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ঋণদাতা বলল, তুমি সত্যই বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। তারপর ঋণ গ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করল এবং তার প্রয়োজন সমাধা করে সে যানবাহন খুঁজতে

www.icsbook.info

লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাজার দীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বলল, হে আল্লাহ্! তুমি তো জান আমি অমুকের নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহ্ই যামিন হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলে ছিলাম সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তাতেও সে রাযী হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, এই বলে সে কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। আর কাষ্ঠখণ্ডটি সমুদ্রে প্রবেশ করল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল। এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা ঋণগ্রহীতা কোন নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাষ্ঠখণ্ডটির উপর পড়ল, যার ভিতরে মাল ছিল। সে কাষ্ঠখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন সে তাহা চিরল, তখন সে মাল ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দীনার নিয়ে এসে হাযির হল। এবং বলল, আল্লাহ্র কসম আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সব সময় যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোন নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে এর আগে আর কোন নৌযান আমি পাইনি। সে বলল, তুমি কাঠের টুকরোর ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ্ তোমার পক্ষ হতে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাজার দীনার নিয়ে ফিরে চলে এল।

١٤٢٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

১৪২৬. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদের অংশ দিয়ে দিবে (৪ ঃ ৩৩)।

٢١٤٥ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِدْرِيْسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ لَمَّا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْاَنْصَارِىَّ دُوْنَ ذَوِىْ رَحِمِهِ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِىْ اٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ» : وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ اِلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيْحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ وَيُوْصٰى لَهُ

www.icsbook.info

২১৪৫ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ আয়াতে مَوَالِيَ শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী। আর وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে তিনি (ইব্‌ন আববাস রা.) বলেন, মদীনায় মুহাজিরদের নবী ﷺ-এর কাছে আগমনের পর নবী ﷺ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন, তার ভিত্তিতে মুহাজিররা আনসারদের উত্তরাধিকারী হত, কিন্তু আনসারদের আত্মীয়-স্বজনরা ওয়ারিস হত না। যখন وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ এ আয়াত নাযিল হল, তখন اَلَّذِيْنَ عَقَدَتْ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেল। তারপর তিনি আরো বলেন, উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক সাহায্য–সহযোগিতা ও আদেশ-উপদেশের হুকুম বাকী রয়েছে। কিন্তু তাদের জন্য মীরাছ বা উত্তরাধিকার স্বত্ব রহিত হয়ে গেছে। অবশ্য তাদের জন্য ওসীয়াত করা যেতে পারে।

٢١٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ

২১৪৬ কুতায়বা (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) যখন আমাদের নিকট (মদীনায়) আসেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্‌ন রাবী' এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেন।

٢١٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَبَلَغَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْاِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِيْ دَارِيْ

২১৪৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র.).... আসিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নিকট কি এ হাদীস পৌঁছেছে যে নবী ﷺ বলেছেন, ইসলামে হিল্‌ফ (জাহিলী যুগের সহযোগিতা চুক্তি) নেই? তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার ঘরে কুরায়শ এবং আনসারদের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

١٤٢٧. بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَرْجِعَ وَبِهٖ قَالَ حَسَنٌ

১৪২৭. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির ঋণের যামানত গ্রহণ করে, তবে তার এ দায়িত্ব প্রত্যাহারের ইখ্‌তিয়ার নেই। হাসান (র.) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

www.icsbook.info

٢١٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوْا لاَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ عَلَىَّ دَيْنُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ.

২১৪৮ আবূ আসিম (র.)....সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ -এর কাছে সালাতে জানাযা আদায়ের জন্য একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের সাথীর সালাতে জানাযা তোমরাই আদায় করে নাও। আবূ কাতাদা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তার ঋণের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

٢١٤٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمْ يَجِىْءُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ اَوْ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِىْ كَذَا وَكَذَا فَحَثٰى لِىْ حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا

২১৪৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছিলেন, যদি বাহরাইনের মাল এসে যায় তা হলে আমি তোমাকে এতো এতো দেব। কিন্তু নবী ﷺ -এর ওফাত পর্যন্ত বাহরাইনের মাল এসে পৌঁছায়নি। পরে যখন বাহরাইনের মাল পৌঁছল, আবূ বকর (রা.)-এর আদেশে ঘোষণা করা হল, নবী ﷺ-এর নিকট যার অনুকূলে কোন প্রতিশ্রুতি বা ঋণ রয়েছে সে যেন আমার নিকট আসে। আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, নবী ﷺ আমাকে এতো এতো দিবেন বলেছিলেন। তখন আবূ বকর (রা.) আমাকে এক অঞ্জলী ভরে দিলেন, আমি তা গণনা করলাম এতে পাঁচ শ' ছিল। তারপর তিনি বললেন, এর দ্বিগুণ নিয়ে নাও।

www.icsbook.info

١٤٢٨. بَابُ جِوَارِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَعَقْدِهِ

১৪২৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর যুগে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক (মুশরিকদের) নিরাপত্তা দান এবং তার চুক্তি সম্পাদন।

٢١٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَىَّ قَطُّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَىَّ قَطُّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ يَاْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِىَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْرَجَنِىْ قَوْمِىْ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَسِيْحَ فِى الْاَرْضِ وَاَعْبُدَ رَبِّىْ قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ اِنَّ مِثْلَكَ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ فَاِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِىْ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَاَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلاَدِكَ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فَطَافَ فِى اَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لاَيَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ اَتُخْرِجُوْنَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَقْرِى الضَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَاَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَاٰمَنُوْا اَبَا بَكْرٍ وَقَالُوْا لِابْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَا مَاشَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذٰلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَاِنَّا قَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَفْتِنَ اَبْنَاءَ نَا وَنِسَاءَ نَا قَالَ ذٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِاَبِىْ بَكْرٍ ، فَطَفِقَ اَبُوْ بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلٰوةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِى غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِاَبِىْ بَكْرٍ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّىْ فِيْهِ وَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِيْنَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ ، فَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَرْسَلُوْا اِلَى ابْنِ

www.icsbook.info

الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّا كُنَّا اَجَرْنَا اَبَا بَكْرٍ عَلٰى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ وَاِنَّهُ جَاوَزَ
ذٰلِكَ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَاَعْلَنَ الصَّلٰوةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَفْتِنَ اَبْنَاءَ نَا
وَنِسَاءَ نَا فَأْتِهِ فَاِنْ اَحَبَّ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِيْ دَارِهِ فَعَلَ ، وَاِنْ اَبٰى اِلاَّ اَنْ يُعْلِنَ
ذٰلِكَ فَسَلْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا كَرِهْنَا اَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لِاَبِيْ بَكْرٍ الْاِسْتِعْلاَنَ،
قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ اَبَابَكْرٍ ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِيْ عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَاِمَّا اَنْ
تَقْتَصِرَ عَلٰى ذٰلِكَ ، وَاِمَّا اَنْ تَرُدَّ اِلَيَّ ذِمَّتِيْ فَاِنِّيْ لاَ اُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اَنِّيْ اُخْفِرْتُ فِيْ
رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنِّيْ اَرُدُّ اِلَيْكَ جِوَارَكَ وَاَرْضٰى بِجِوَارِ اللّٰهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَاَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ
لاَبَتَيْنِ ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ ، فَهَاجَرَمَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ ذَكَرَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
وَرَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ اِلٰى اَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا
فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّيْ اَرْجُوْ اَنْ يُؤْذَنَ لِيْ، قَالَ اَبُوْبَكْرٍ هَلْ تَرْجُوْ ذٰلِكَ
بِاَبِيْ اَنْتَ ، قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ
رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ

২১৫০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.)...নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে সে দিন থেকেই আমি আমার পিতা-মাতাকে দীনের অনুসারী হিসাবেই পেয়েছি। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, আবূ সালিহ্ (র.)..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে সেদিন থেকেই আমি আমার পিতা, মাতাকে দীন ইসলামের অনুসারী রূপে পেয়েছি এবং আমাদের এমন কোন দিন যায়নি, যে দিনের দু' প্রান্ত সকাল-সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসেন নি। যখন মুসলিমগণ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলেন তখন আবূ বকর (রা.) হাবশা (আবিসিনিয়া) অভিমুখে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যখন তিনি বারকুল গিমাদ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন তখন ইব্ন দাগিনা তার সাথে সাক্ষাত করল। সে ছিল কা'রা গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবূ বকর! আপনি কোথায় যেতে ইচ্ছা করেছেন? আবূ বকর (রা.) বললেন, আমার গোত্র আমাকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইব্ন দাগিনা বলল, আপনার মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। কেননা আপনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন, আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করেন, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানদারী করেন এবং

www.icsbook.info

দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনার আশ্রয়দাতা। কাজেই আপনি মক্কায় ফিরে চলুন এবং নিজ শহরে গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন। তারপর ইব্ন দাগিনা আবূ বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। সে কাফির কুরায়শদের যারা নেতা তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করল এবং তাদেরকে বলল, আবূ বকর (রা.)-এর মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং তার মত লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। আপনারা কি এমন একজন লোককে বহিষ্কার করতে চান, যে নিঃস্বকে সাহায্য করে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করে, মেহমানের মেহমানদারী করে এবং দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করে। আবূ বকর (রা.)-কে ইব্ন দাগিনার আশ্রয় প্রদান কুরায়শরা মেনে নিল এবং তারা আবূ বকর (রা.)-কে নিরাপত্তা দিয়ে ইব্ন দাগিনাকে বলল, আপনি আবূ বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ বাড়ীতে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করেন, সেখানে যেন সালাত আদায় করেন এবং তাঁর যা ইচ্ছা তা যেন পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি যেন আমাদেরকে কোন কষ্ট না দেন এবং তিনি যেন প্রকাশ্যে সালাত ও তিলাওয়াত না করেন। কেননা, আমরা আশংকা করছি যে, তিনি (প্রকাশ্যে এ সব করে) আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফিতনায় লিপ্ত না করেন। ইব্ন দাগিনা এসব কথা আবূ বকর (রা.)-কে বলল। আবূ বকর (রা.) নিজ বাড়ীতেই তার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকেন, নিজ বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ্যে সালাত আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন না। কিছু দিন পর আবূ বকর (রা)-এর মনে অন্য এক খেয়াল উদয় হল। তিনি নিজ ঘরের আংগিনায় একটি মসজিদ বানালেন এবং বেরিয়ে এসে সেখানে সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকদের স্ত্রী-পুত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল। তাদের কাছে তা ভাল লাগত এবং তাঁর প্রতি তারা তাকিয়ে থাকত। আবূ বকর (রা.) ছিলেন অতি ক্রন্দনশীল ব্যক্তি। যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। এতে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঘাবড়িয়ে গেল। তারা ইব্ন দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে তাদের কাছে আসার পর তারা তাকে বলল, আমরা তো আবূ বকর (রা.)-কে এই শর্তে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ গৃহে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লংঘন করে নিজ গৃহের আংগিনায় মসজিদ বানিয়েছেন এবং (তাতে) প্রকাশ্যভাবে সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। এতে আমাদের ভয় হচ্ছে যে, তিনি আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফিতনায় লিপ্ত করবেন। কাজেই আপনি তাঁকে গিয়ে বলুন, তিনি যদি নিজ গৃহে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত সীমাবদ্ধ রাখতে চান তবে তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে এসব করতে চান তবে আপনি তাঁকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিম্মাদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা আমরা যেমন আপনার সাথে আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ পসন্দ করি না, তেমনি আবূ বকর (রা.) প্রকাশ্যে ইবাদাত করাটা মেনে নিতে পারি না। 'আয়িশা (রা.) বলেন, তারপর ইব্ন দাগিনা আবূ বকর (রা.) এর নিকট এসে বলল, যে শর্তে আমি আপনার যিম্মাদারী নিয়ে ছিলাম, তা আপনার জানা আছে। হয়ত আপনি সে শর্তের উপর সীমাবদ্ধ থাকুন, নয়ত আমার যিম্মাদারী আমাকে ফেরত দিন। কেননা, কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তার চুক্তি করার পর আমার পক্ষ থেকে তা ভঙ্গ করা হয়েছে, এমন একটা কথা আরব জাতি শুনতে পাক তা আমি আদৌ পসন্দ করি না। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি আপনার যিম্মাদারী ফেরত দিচ্ছি এবং আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভেই আমি সন্তুষ্ট। এ সময় রাসূলুল্লাহ্

www.icsbook.info

ﷺ মক্কায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মুসলিমগণকে) বললেন, আমাকে (স্বপ্নযোগে) তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। আমি খেজুর বৃক্ষে পরিপূর্ণ একটি কংকরময় স্থান দেখলাম, যা' দু'টি প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এ কথা বললেন, তখন যারা হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ মদীনার দিকেই হিজরত করলেন। আর যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করছিলেন তাদের কেউ কেউ মদীনার দিকে ফিরে গেলেন। আবূ বকর (রা.)-ও হিজরতের জন্য তৈরী হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন। কেননা, আমি নিশ্চিতভাবে আশা করছি যে, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবূ বকর (রা.) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কি আশা করেন যে, আপনি অনুমতি পাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গী হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে (আবিসিনিয়ায় হিজরত থেকে) বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল, তাদেরকে চার মাস ধরে বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

২১৫৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا، فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ أَنَا أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ

২১৫৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যখন কোন ঋণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হত তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে গেছে কি? যদি তাঁকে বলা হত যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মত মাল রেখে গেছে তখন তার জানাযার সালাত আদায় করতেন। নতুবা বলতেন, তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ্ তাঁর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, তখন তিনি বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। তাই কোন মু'মিন ঋণ রেখে মারা গেলে সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, সে সম্পদ তার ওয়ারিসদের জন্য।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

অধ্যায় ঃ ওয়াকালাত

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

অধ্যায় ঃ ওয়াকালাত

١٤٢٩. بَابُ وَكَالَةِ الشَّرِيْكِ الشَّرِيْكَ فِى الْقِسْمَةِ وَغَيْرِ هَا وَقَدْ اَشْرَكَ النَّبِىُّ ﷺ عَلِيًّا فِىْ هَدْيِهِ ثُمَّ اَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا

১৪২৯. পরিচ্ছেদ ঃ বণ্টন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক শরীক অন্য শরীকের ওয়াকীল হওয়া। নবী ﷺ তাঁর হজ্জের কুরবানীর পশুতে আলী (রা.)-কে শরীক করেন। পরে তা বণ্টন করে দেওয়ার আদেশ দেন।

২১৫২ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِىْ نُحِرَتْ وَبِجُلُوْدِهَا

২১৫২ কাবীসা (র.).... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কুরবানীকৃত উটের গলার মালা ও তার চামড়া দান করার হুকুম দিয়েছেন।

২১৫৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهِ فَبَقِىَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ.

২১৫৩ আম্‌র ইব্‌ন খালিদ (র.).... ওকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ তাকে কিছু বকরী (ভেড়া) সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করতে দিলেন। বণ্টন করার পর একটি বকরীর বাচ্চা বাকী থেকে যায়। তিনি তা নবী ﷺ-কে অবহিত করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি নিজে এটাকে কুরবানী করে দাও।

www.icsbook.info

١٤٣٠. بَابٌ اِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِىْ دَارِ الْحَرْبِ اَوْ فِىْ دَارِ الْاِسْلَامِ جَازَ

১৪৩০. পরিচ্ছেদ ঃ দারুল হার্‌ব বা দারুল ইসলামে কোন মুসলিম কর্তৃক দারুল হারবে বসবাসকারী অমুসলিমকে ওয়াকীল বানানো বৈধ।

২১৫৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جِدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَبْتُ اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا بِاَنْ يَحْفَظَنِىْ فِىْ صَاغِيَتِىْ بِمَكَّةَ وَاَحْفَظَهُ فِىْ صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمٰنَ قَالَ لاَ اَعْرِفُ الرَّحْمٰنَ كَاتِبْنِىْ بِاسْمِكَ الَّذِىْ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرٍو فَلَمَّا كَانَ فِىْ يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ اِلَى جَبَلٍ لِاُحْرِزَهُ حِيْنَ نَامَ النَّاسُ فَاَبْصَرَهُ بِلاَلٌ فَخَرَجَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مَجْلِسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ: لاَ نَجَوْتُ اِنْ نَجَا اُمَيَّةُ فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيْقٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فِى اٰثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيْتُ اَنْ يَلْحَقُوْنَا خَلَّفْتُ لَهُمْ اِبْنَهُ لاَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَبَوْا حَتّٰى يَتْبَعُوْنَا وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيْلاً فَلَمَّا اَدْرَكُوْنَا قُلْتُ لَهُ اُبْرُكْ فَبَرَكَ فَاَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِىْ لاَمْنَعَهُ فَتَخَلَّلُوْهُ بِالسُّيُوْفِ مِنْ تَحْتِىْ حَتّٰى قَتَلُوْهُ وَاَصَابَ اَحَدُهُمْ رِجْلِىْ بِسَيْفِهِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِيْنَا ذٰلِكَ الْاَثَرَ فِى ظَهْرِ قَدَمِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ يُوْسُفُ صَالِحًا وَاِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ

২১৫৪ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ইব্‌ন খালফের সঙ্গে এ মর্মে একটা চুক্তিনামা করলাম যে, সে মক্কায় আমার মাল- সামান হিফাযত করবে আর আমি মদীনায় তার মাল-সামান হিফাযত করব। যখন আমি চুক্তিনামায় আমার নামের শেষে 'রাহমান' শব্দটি উল্লেখ করলাম তখন সে বলল, আমি রাহমানকে চিনি না। জাহিলী যুগে তোমার যে নাম ছিল সেটা লিখ। তখন আমি তাতে আবদু আম্‌র লিখে দিলাম। বদর যুদ্ধের দিন যখন লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি উমাইয়াকে রক্ষা করার জন্য একটি পাহাড়ের দিকে গেলাম। বিলাল (রা.) তাকে দেখে ফেললেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে আনসারীদের এক মজলিসে বললেন, এই যে উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ। যদি উমাইয়া বেঁচে যায়, তবে আমার বেঁচে থাকায় লাভ নেই। তখন আনসারীদের এক দল তার সাথে আমাদের পিছে পিছে ছুটল। যখন আমার আশংকা হল যে, তারা আমাদের নিকট এসে পড়বে, তখন আমি উমাইয়ার পুত্রকে তাদের জন্য পেছনে রেখে এলাম, যাতে

www.icsbook.info

তাদের দৃষ্টি তার উপর পড়ে। তারা তাকে হত্যা করল। তারপরও তারা ক্ষান্ত হল না, তারা আমাদের পিছু ধাওয়া করল। উমাইয়া ছিল স্থূলদেহী। যখন আনসারীরা আমাদের কাছে পৌঁছে গেল, তখন আমি তাকে বললাম, বসে পড়। সে বসে পড়ল। আমি তাকে বাঁচানোর জন্য আমার দেহখানা তাকে আড়াল করে রাখলাম। কিন্তু তারা আমার নীচে দিয়ে তরবারি ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তাদের একজনের তরবারির আঘাত আমার পায়েও লাগল। রাবী বলেন, ইব্‌ন আউফ (রা.) তাঁর পায়ের সে আঘাত আমাদেরকে দেখাতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, ইউসুফ (র.) সালিহ্ (র.) থেকে এবং ইবরাহীম (র.) তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত শুনেছেন।

١٤٣١. بَابُ الْوَكَالَةِ فِى الصَّرْفِ وَالْمِيْزَانِ ، وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَ ابْنُ عُمَرَ فِى الصَّرْفِ

১৪৩১. পরিচ্ছেদ ঃ সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ে ও ওযনে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ওয়াকীল নিয়োগ। উমর ও ইব্‌ন উমর (রা.) সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ওয়াকীল নিয়োগ করেছিলেন।

২১৫৫ حدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ قَالَ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ اِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ

২১৬৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সাহাবীকে খায়বারের শাসক নিয়োগ করলেন। তিনি বেশ কিছু উন্নতমানের খেজুর তাঁর নিকটে নিয়ে আসলেন। নবী ﷺ বললেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এরকম? তিনি বললেন, 'আমরা দু' সা'র বদলে এর এক সা' কিনে থাকি কিংবা তিন সা'র বদলে দু' সা' কিনে থাকি। তখন নবী ﷺ বললেন, এরূপ কর না। মিশ্রিত খেজুর দিরহাম নিয়ে বিক্রি কর। তারপর এ দিরহাম দিয়েই উন্নতমানের খেজুর ক্রয় কর। ওযনে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ব্যাপারেও তিনি অনুরূপ বলেছেন।

١٤٣٢. بَابُ اِذَا اَبْصَرَ الرَّاعِى اَوِ الْوَكِيْلُ شَاةً تَمُوْتُ اَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَاَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ

www.icsbook.info

১৪৩২. পরিচ্ছেদ ঃ যখন রাখাল অথবা ওয়াকীল দেখে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে অথবা কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন সে তা যবেহ্ করে দিবে এবং যে জিনিসটা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, সে জিনিসটাকে ঠিক করে দেবে।

২١٥٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعٰى بِسَلْعٍ فَاَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَاْكُلُوْا حَتّٰى اَسْاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَوْ اُرْسِلَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْاَلُهُ، وَاَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذَاكَ اَوْ اَرْسَلَ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَيُعْجِبُنِى اَنَّهَا اَمَةٌ وَاَنَّهَا ذَبَحَتْ * تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ

২১৫৬ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)... ইব্‌ন কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার কতকগুলো ছাগল-ভেড়া ছিলো, যা সাল্‘ নামক স্থানে চরে বেড়াতো। একদিন আমাদের এক দাসী দেখলো যে, আমাদের ছাগল ভেড়ার মধ্যে একটি ছাগল মারা যাচ্ছে। তখন সে একটি পাথর ভেংগে তা দিয়ে ছাগলটাকে যবেহ্ করে দিল। কা'ব তাদেরকে বললেন, তোমরা এটা খেয়ো না, যে পর্যন্ত না আমি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করে আসি অথবা কাউকে নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে পাঠাই। তিনি নিজেই নবী ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন অথবা কাউকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) তা খাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, এ কথাটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো যে, দাসী হয়েও সে ছাগলটাকে যবেহ্ করলো।

١٤٣٣. بَابٌ وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ وَكَتَبَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اِلٰى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ اَنْ يُزَكِّىَ عَنْ اَهْلِهِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ

১৪৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ওয়াকীল নিয়োগ করা জায়িয। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) তাঁর পরিবারের ওয়াকীলকে লিখে পাঠান, যেন সে তাঁর ছোট- বড় সকলের তরফ থেকে সাদকায়ে ফিত্‌র আদায় করে দেয়, অথচ সে অনুপস্থিত ছিল।

٢١٥٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْاِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَطَلَبُوْا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ اِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَقَالَ اَوْفَيْتَنِى اَوْفَى اللّٰهُ بِكَ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

www.icsbook.info

২১৫৭ আবূ নু'আঈম (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট কোন এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিলো। সে পাওনার জন্য আসলে তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তার পাওনা দিয়ে দাও। তারা সে উটের সমবয়সী উট অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু তা পেলেন না। কিন্তু তার থেকে বেশী বয়সের উট পেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তাই দিয়ে দাও। তখন লোকটি বলল, আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন, আল্লাহ্ আপনাকেও পুরোপুরি প্রতিদান দিন। নবী ﷺ বললেন, যে ঠিক মত ঋণ পরিশোধ করে সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

١٤٣٤. بَابُ الْوَكَالَةِ فِى قَضَاءِ الدُّيُوْنِ

১৪৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ পরিশোধ করার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ

٢١٥٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَاَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ، ثُمَّ قَالَ : اَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَنَجِدُ اِلاَّ اَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২১৫৮ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে পাওনার জন্য তাগাদা দিতে এসে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে সাহাবীগণ তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারদের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তার উটের সমবয়সী একটি উট তাকে দিয়ে দাও। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ এটা নেই। এর চাইতে উত্তম উট রয়েছে। তিনি বললেন, তাই দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোৎকৃষ্ট, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় উত্তম।

١٤٣٥. بَابٌ اِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيْلٍ اَوْ شَفِيْعِ قَوْمٍ جَازَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَاَلُوْهُ الْمَغَانِمَ فَقَالَ نَصِيْبِىْ لَكُمْ

১৪৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ওয়াকিলকে অথবা কোন সম্প্রদায়ের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু হিবা করা জায়িয। কেননা নবী ﷺ হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দলকে যখন তারা গনীমতের মাল ফেরত চেয়েছিল বলেছিলেন, আমি আমার অংশটা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি।

٢١٥٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ

www.icsbook.info

حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْىَ وَ اِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اِسْتَانَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى قَدْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْبَ بِذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَ نَدْرِى مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِى ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعُوْا اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا

২১৫৭ সাঈদ ইব্‌ন উফাইর (র.).... মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম ও মিসওয়ার ইব্‌ন মাখ্‌রামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তাদের ধন- সম্পদ ও বন্দী ফেরত চাইলেন। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট সত্য কথাই অধিকতর পসন্দনীয়। কাজেই তোমরা দু'টোর মধ্যে একটা বেছে নাও– হয় বন্দী, নয় ধন-সম্পদ। আমি তো এদের আগমনের অপেক্ষায়ই প্রতীক্ষমান ছিলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) তায়িফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশ রাতেরও বেশী তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন (প্রতিনিধি দল) বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টোর মধ্যে একটি ফেরত দেবেন, তখন তারা বললেন, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে গ্রহণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলিমগণের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ পাকের যথাযথ প্রশংসা করে বললেন, তোমাদের এই ভাইয়েরা তাওবা করে আমার কাছে এসেছে এবং আমার অভিপ্রায় এই যে, আমি তাদের বন্দীদের ফেরত দেই। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ খুশিতে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে ফেরত দিতে চায়, সে দিক। আর তোমাদের মধ্যে যে এর বিনিময় গ্রহণ পসন্দ করে, আমরা সেই গনীমতের মাল থেকে তা দেবো যা আল্লাহ্ প্রথম আমাদের দান করবেন। সে তা করুক অর্থাৎ বিনিময় নিয়ে ফেরত দিক। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা স্বেচ্ছায় তাদেরকে ফেরত দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে কে অনুমতি দিল আর কে কে অনুমতি দিল না, তা আমরা বুঝতে পারছি না। কাজেই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতাগণ তোমাদের মতামত আমাদের নিকট পেশ করুক। সাহাবীগণ ফিরে গেলেন। তাদের নেতা তাদের সাথে আলাপ আলোচনা

www.icsbook.info

করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে জানালেন যে, সাহাবীগণ সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছেন।

١٤٣٦. بَابٌ اِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ اَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فَاَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

১৪৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন লোককে কিছু প্রদানের জন্য ওয়াকীল নিয়োগ করে, কিন্তু কত দিবে তা উল্লেখ করেনি, তবে সে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দিবে।

٢١٦٠ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ اِنَّمَا هُوَ فِي اُخِرِ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَالَكَ ثَنَا فَقُلْتُ اِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ قَالَ اَمَعَكَ قَضِيبٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَعْطِنِيهِ فَاَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ وَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ مِنْ اَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ بِعْنِيهِ فَقُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِعْنِيهِ قَدْ اَخَذْتُهُ بِاَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ اَخَذْتُ اَرْتَحِلُ قَالَ اَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ اِنَّ اَبِي قَدْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَاَرَدْتُ اَنْ اَنْكِحَ امْرَاَةً قَدْ جَرَّبَتْ وَخَلَا مِنْهَا قَالَ فَذٰلِكَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ يَابِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ فَاَعْطَاهُ اَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا قَالَ جَابِرٌ لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

২১৬০ মক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি ধীরগতি সম্পন্ন উটের উপর সাওয়ার ছিলাম, যার ফলে উটটা দলের পেছনে পড়ে গেল। এমনি অবস্থায় নবী ﷺ আমার কাছ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ কে? আমি বললাম, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্। তিনি বললেন, তোমার কি হলো (পেছনে কেন)? আমি বল্লাম, আমি ধীরগতি সম্পন্ন উটে সাওয়ার হয়েছি। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কোনো লাঠি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, এটা আমাকে দাও। আমি তখন সেটা তাঁকে দিলাম। তিনি উটটাকে চাবুক মেরে হাঁকালেন। এতে উটটা (দ্রুত চলে) সে স্থান থেকে দলের অগ্রভাগে চলে গেল। তিনি বললেন, এটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আমি বললাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এটা

www.icsbook.info

আপনারই (অর্থাৎ বিনা মূল্যেই নিয়ে নিন)। তিনি বললেন, (না) বরং এটা আমার কাছে বিক্রি কর। তিনি বললেন, চার দীনার মূল্যে আমি এটা কিনে নিলাম। তবে মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে তুমিই সাওয়ার থাকবে। আমরা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি আমার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যেতে যাচ্ছ? আমি বললাম, আমি একজন বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী কেন বিয়ে করলে না? সে তোমার সাথে কৌতুক করত এবং তুমি তার সাথে কৌতুক করতে? আমি বললাম, আমার আব্বা মারা গেছেন এবং কয়েকজন কন্যা রেখে গেছেন। আমি চাইলাম এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করতে, যে হবে অভিজ্ঞতা সম্পন্না এবং বিধবা। তিনি বললেন, তাহলে ঠিক আছে। আমরা মদীনায় পৌঁছলে তিনি বললেন, হে বিলাল, জাবিরকে তার দাম দিয়ে দাও এবং কিছু বেশীও দিয়ে দিও। কাজেই বিলাল (রা.) তাকে চার দীনার এবং অতিরিক্ত এক কীরাত (সোনা) দিলেন। জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দেওয়া অতিরিক্ত এক কীরাত সোনা কখনো আমার কাছ থেকে বিচ্ছন্ন হত না। তাই তা জাবির (রা.)-এর থলেতে সব সময় থাকত, কখনো বিচ্ছিন্ন হত না।

١٤٣٧. بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِى النِّكَاحِ

১৪৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলা কর্তৃক বিয়ের ব্যাপারে ইমামকে ওয়াকীল নিয়োগ করা

٢١٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

২১৬১ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি আমাকে আপনার প্রতি হেবা করে দিয়েছি। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, একে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, কুরআনের যে অংশটুকু তোমার মুখস্থ রয়েছে তার বিনিময়ে আমি এর সঙ্গে বিয়ে দিলাম।

١٤٣٨. بَابُ اِذَا وَكَّلَ رَجُلاً فَتَرَكَ الْوَكِيْلُ شَيْئًا فَاَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَاِنْ اَقْرَضَهُ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى جَازَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ اَبُوْ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ بِحِفْظِ زَكٰوةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِى اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْنِى فَاِنِّى مُحْتَاجٌ

www.icsbook.info

وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً
شَدِيْدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ ، قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ
فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُوْ
مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي
مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُوْدُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا
حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ
وَسَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ
إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ هٰذَا أٰخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَتَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ
دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ : قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى
فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ : اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ حَتَّى تَخْتِمَ
الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ
فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ
قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللّٰهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ
سَبِيْلَهُ قَالَ مَا هِيَ : قَالَ لِي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ
أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ : اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ
عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوْا أَحْرَصَ شَيْءٍ
عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ تَعْلَمُ مَنْ
تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ : قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ

১৪৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে ওয়াকীল নিয়োগ করে, আর সে ওয়াকীল কোন কিছু ছেড়ে দেয়, মুয়াক্কিল (ওয়াকীল নিয়োগকারী) যদি তা অনুমোদন করে, তাহলে তা জায়িয এবং ওয়াকীল যদি নির্দিষ্ট মিয়াদে কাউকে যখন প্রদান করে, তবে তা-ও জায়িয।

www.icsbook.info

উসমান ইব্ন হায়সাম (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে আঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকাড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, তখন নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা, তোমার রাতের বন্দী কি করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। 'সে আবার আসবে' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসবো না। তার প্রতি আমার দয়া হলো এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা! তোমার বন্দী কি করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার- পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার। সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিন বারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বলো যে আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ্ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম সেটা কি? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমার জন্যে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কি বলল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ্, ﷺ সে আমাকে বলল, যে সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি

www.icsbook.info

তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ- الْقَيُّوْمُ প্রথম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবূ হুরায়রা, তুমি কি জানো, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।

١٤٣٩. بَابٌ اِذَا بَاعَ الْوَكِيْلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُوْدٌ

১৪৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ যদি ওয়াকীল কোন দ্রব্য এভাবে বিক্রি করে যে, তা বিক্রি শরীআতের দৃষ্টিতে ফাসিদ, তবে তার বিক্রি গ্রহণযোগ্য নয়

٢١٦٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ اَيْنَ هٰذَا قَالَ جَاءَ قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اَوَّهْ اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلٰكِنْ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ-

২১৬২. ইসহাক (র.) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.) কিছু বরনী খেজুর (উন্নত মানের খেজুর) নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে আসেন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কোথায় পেলে? বিলাল (রা.) বললেন, আমাদের নিকট কিছু নিকৃষ্ট মানের খেজুর ছিল। নবী ﷺ -কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তা দু'সা' বিনিময়ে এক সা' কিনেছি। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, হায়! হায়! এটাতো একেবারে সূদ! এটাতো একেবারে সূদ! এরূপ করো না। যখন তুমি উৎকৃষ্ট খেজুর কিনতে চাও, তখন নিকৃষ্ট খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও। তারপর সেই মূল্যের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও।

١٤٤٠. بَابُ الْوَكَالَةِ فِى الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَاَنْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا لَهُ وَيَاْكُلُ بِالْمَعْرُوْفِ

www.icsbook.info

১৪৪০. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদে ওয়াকীল নিয়োগ, ও তার ব্যয়ভার বহন এবং তার বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানো, আর নিজেও শরী'আত সম্মতভাবে খাওয়া।

২১٦٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِى صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِىِّ جُنَاحٌ اَنْ يَاْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِىْ صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِى لِلنَّاسِ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

২১৬৩ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.)-এর সাদকা সম্পর্কিত লিপিতে ছিল যে, মুতাওয়াল্লী নিজে ভোগ করলে এবং তার বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়ন করালে কোন গুনাহ নেই; যদি মাল সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে না থাকে। ইব্‌ন উমর (রা.), উমর (রা.)- এর সাদকার মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি যখন মক্কাবাসী লোকদের নিকট অবতরণ করতেন, তখন তাদেরকে সেখান থেকে উপঢৌকন দিতেন।

١٤٤١. بَابُ الْوَكَالَةِ فِى الْحُدُوْدِ

১৪৪১. পরিচ্ছেদ ঃ (শরীআত নির্ধারিত) দণ্ড প্রয়োগের জন্য ওয়াকীল নিয়োগ

٢١٦٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَاَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ اِلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

২১৬৪ আবুল ওয়ালিদ (রা.)....যায়দ ইব্‌ন খালিদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে উনাইস (ইব্‌ন যিহাক আসলামী) সে মহিলার কাছে যাও। যদি সে (অপরাধ) স্বীকার করে তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর।

٢١٦٥ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِئَ بِالنُّعَيْمَانِ اَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِى الْبَيْتِ اَنْ يَضْرِبُوْا قَالَ فَكُنْتُ اَنَا فِيْمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ

২১৬৫ ইব্‌ন সালাম (র.).... উকবা ইব্‌ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নুআইমানকে অথবা ইব্‌ন নুআইমানকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে উপস্থিত লোকদেরকে তাকে প্রহার করতে আদেশ দিলেন। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিলো, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে জুতা দিয়ে এবং খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করেছি।

www.icsbook.info

١٤٤٢. بَابُ الْوَكَالَةِ فِى الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

১৪৪২. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উট ও তার দেখাশোনার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ

٢١٦٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ اَبِى بَكْرٍ فَلَمْ يَحْرُمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَىْءٌ اَحَلَّهُ اللّٰهُ لَهُ حَتّٰى نُحِرَ الْهَدْىُ

২১৬৬ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আমরা বিন্‌ত আবদুর রাহমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ‘আয়িশা (রা.) বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর জন্তুর জন্য হার পাকিয়েছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে তাকে হার পরিয়ে (আমার পিতা) আবূ বকর (রা.)-এর সঙ্গে পাঠিয়েছেন। কুরবানীর জন্তু যবেহ্ করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর কোনো কিছু হারাম থাকেনি, যা আল্লাহ্ তাঁর জন্য হালাল করেছেন।

١٤٤٣. بَابٌ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيْلِهِ ضَعْهُ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ وَقَالَ الْوَكِيْلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

১৪৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কোন লোক তার ওয়াকীলকে বলল, এ মাল আপনি যেখানে ভালো মনে করেন, খরচ করুন, এবং ওয়াকীল বলল, আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি।

٢١٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِىِّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ فِى كِتَابِهِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِى اِلَىَّ بَيْرُ حَاءُ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَائِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ فِيْهَا وَاَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ اَفْعَلُ يَارَسُوْلَ

www.icsbook.info

اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِى اَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ * تَابَعَهُ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ.

২১৬৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)…. আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবূ তালহাই সবচেয়ে বেশী ধনী ছিলেন এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে বায়রুহা তাঁর সবচাইতে প্রিয় সম্পদ ছিল, এটা মসজিদের (নববীর) সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তথায় যেতেন এবং এতে যে উৎকৃষ্ট পানি ছিল তা পান করতেন। যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "তোমরা যা ভালোবাসো, তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।" (৩ ঃ ৯২) তখন আবূ তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ তোমরা যা ভালোবাসো, তা থেকে যে পর্যন্ত দান না করবে, সে পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য লাভ করবে না। আর আমার সম্পদের মধ্যে বায়রুহা। আমার নিকট সব চাইতে প্রিয় সম্পদ। আমি ওটা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিলাম। এর সাওয়াব ও প্রতিদান আমি আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাশা করছি। কাজেই ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি ওটাকে যেখানে ভালো মনে করেন, খরচ করেন। নবী ﷺ বললেন, বেশ। এটাতো চলে যাবার মত সম্পদ, এটা তো চলে যাবার মত সম্পদ। তুমি এ ব্যাপারে যা বললে, আমি তা শুনলাম এবং আমি এটাই সংগত মনে করি যে, এটা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে। আবূ তালহা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাই করবো। তারপর আবূ তালহা (রা.) তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। ইসমাঈল (র.) মালিক (র.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনায় ইয়াহ্ইয়া (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। রাওহ্ মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি 'রায়িহুন' স্থলে 'রাবিহুন' বলেছেন। এর অর্থ হল, লাভজনক।

١٤٤٤. بَابُ وَكَالَةِ الْاَمِيْنِ فِى الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

১৪৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোষাগার ইত্যাদিতে বিশ্বস্ত ওয়াকীল নিয়োগ করা।

٢١٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْاَمِيْنُ الَّذِى يُنْفِقُ وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِى يُعْطِىْ مَا اُمِرَبِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا نَفْسَهُ اِلَى الَّذِى اُمِرَبِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ

২১৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)…. আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ যে ঠিকমত ব্যয় করে, অনেক সময় বলেছেন, যাকে দান করতে বলা হয় তাকে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দেয়। সেও (কোষাধ্যক্ষ) দানকারীদের একজন।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

অধ্যায় ঃ বর্গাচাষ

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

অধ্যায়ঃ বর্গাচাষ

١٤٤٥. بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ اِذَا اُكِلَ مِنْهُ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى: اَفَرَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ اَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا

১৪৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ আহারের জন্য ফসল ফলানো এবং ফলবান বৃক্ষ রোপণের ফযীলত। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি তাকে অংকুরিত কর, না আমিই অংকুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি (৫৬ ঃ ৬৩-৬৪)।

٢١٦٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا اَبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২১৬৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইব্ন মুবারক (র.)....আনাস ইবন্ মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে সাদকা বলে গণ্য হবে। মুসলিম (র.)....আনাস (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

١٤٤٦. بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْاِشْتِغَالِ بِاٰلَةِ الزَّرْعِ اَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِىْ اُمِرَ بِهِ

১৪৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরিণতি সম্পর্কে সর্তকীকরণ ও নির্দেশিত সীমা অতিক্রম করা প্রসঙ্গে।

www.icsbook.info

٢١٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْاَلْهَانِيُّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَاٰى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ اٰلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الذُّلَّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسْمُ اَبِيْ اُمَامَةَ صُدَىُّ بْنُ عَجْلاَنَ

২১৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ উমামা বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাঙ্গলের হাল এবং কিছু কৃষি যন্ত্রপাতি দেখে বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি এটা যে সম্প্রদায়ের ঘরে প্রবেশ করে, আল্লাহ সেখানে অপমান প্রবেশ করান।[১] রাবী মুহাম্মদ (ইবন যিয়াদ (র.) বলেন, আবূ উমামা (রা.)- এর নাম হলো সুদাই ইবন আজলান।

١٤٤٧. بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

১৪৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ খেত-খামার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পোষা

٢١٧١ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا فَاِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَاَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ اَوْ حَرْثٍ اَوْ صَيْدٍ وَقَالَ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ

২১৭১ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শস্য খেতের পাহারা কিংবা পশুর হিফাযতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকবে। ইব্ন সীরীন ও আবূ সালিহ্ (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। বকরী অথবা ক্ষেতের হিফাযত কিংবা শিকারের উদ্দেশ্য ছাড়া। আবূ হাযিম (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, শিকার ও পশুর হিফাযত করার কুকুর।

٢١٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ اَبِيْ زُهَيْرٍ رَجُلاً مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ

১. যে কৃষিকাজ কৃষককে দীন থেকে গাফিল করে ও সীমা লংঘনে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের সম্পর্কে এ বাণী।

www.icsbook.info

ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لاَ يُغْنِىْ عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ، قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِىْ وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ-

২১৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... সুফয়ান ইব্ন আবূ যুহাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি আয্দ-শানূ'আ গোত্রের লোক, তিনি নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে যা ক্ষেত ও গবাদী পশুর হিফাযতের কাজে লাগে না, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকে। আমি বললাম, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ মাসজিদের রবের কসম (আমি তাঁর কাছেই শুনেছি)।

١٤٤٨. بَابُ اِسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

১৪৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ হাল-চাষের কাজে গরু ব্যবহার করা

٢١٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلٰى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ اُخْلَقْ لِهٰذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ قَالَ اٰمَنْتُ بِهِ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِىْ فَقَالَ الذِّئْبُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِىَ غَيْرِىْ قَالَ اٰمَنْتُ بِهِ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِى الْقَوْمِ

২১৭৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি একটি গরুর উপর সাওয়ার ছিল, তখন গরুটি সে ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে বলল, আমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাকে চাষাবাদ তথা ক্ষেতের কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, আমি আবূ বকর ও উমর (রা.) এটা বিশ্বাস করি। তিনি আরো বললেন, এক নেকড়ে বাঘ একটি বকরী ধরেছিলো, রাখাল তাকে ধাওয়া করল। নেকড়ে বাঘটা তাকে বলল, সেদিন হিংস্র জন্তুর প্রাধান্য হবে, যেদিন আমি ছাড়া কেউ তার রাখাল থাকবে না, সেদিন কে তাকে রক্ষা করবে? নবী ﷺ বললেন, আমি আবূ বকর ও উমর (রা.) এটা বিশ্বাস করি। আবূ সালামা (রা.) বলেন, তারা দু'জন (আবূ বকর ও উমর রা.) সেদিন মজলিসে হাযির ছিলেন না।

١٤٤٩. بَابٌ اِذَا قَالَ اكْفِنِىْ مَؤُنَةَ النَّخْلِ اَوْ غَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِىْ فِى الثَّمَرِ

১৪৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তি বলে যে, তুমি খেজুর ইত্যাদির বাগানে কাজ কর, আর তুমি উৎপাদিত ফলে আমার অংশীদার হও।

www.icsbook.info

২১৭৪ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لاَ فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَؤُنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

২১৭৪ হাকাম ইব্ন নাফি' (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসাররা নবী ﷺ -কে বললেন, আমাদের এবং আমাদের ভাই (মুহাজির)-দের মধ্যে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন। নবী ﷺ বললেন, না। তখন তাঁরা (মুহাজিরগণকে) বললেন, আপনারা আমাদের বাগানে কাজ করুন, আমরা আপনাদেরকে ফলে অংশীদার করব। তাঁরা বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

١٤٥٠. بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ وَقَالَ أَنَسٌ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ

১৪৫০. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছ কেটে ফেলা। আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ খেজুর গাছ কেটে ফেলার আদেশ দেন এবং তা কেটে ফেলা হয়।

২১৭৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ :

وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِيْ لُؤَيٍّ * حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

২১৭৫ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বনূ নাযির গোত্রের বুওয়াইরা নামক(স্থানে অবস্থিত বাগানটির খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং বৃক্ষ কেটে ফেলেছেন। এ সম্পর্কে হাস্‌সান (রা.) (তাঁর রচিত কবিতায়) বলেছেন, বুওয়াইরা নামক স্থানে অবস্থিত বাগানটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর বনূ লূয়াই গোত্রের সর্দাররা তা সহজে মেনে নিল

١٤٥١. بَابٌ

১৪৫১. পরিচ্ছেদ ঃ

২১৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِيْ الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذٰلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ وَمِمَّا تُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذٰلِكَ فَنُهِينَا وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ

www.icsbook.info

২১৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)........রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে বেশী যমীন আমাদের ছিল। আমরা ভাগে যমীনে চাষ করতে দিতাম এবং সে ক্ষেতের এক নির্দিষ্ট অংশ জমির মালিকের জন্য নির্ধারিত করে দিতাম। তিনি বলেন, কখনো এ অংশের উপর দুর্যোগ আসতো, অন্য অংশ নিরাপদ থাকতো। আবার কখনো অন্য অংশের উপর দুর্যোগ আসতো আর এ অংশ নিরাপদ থাকতো। আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল। আর সে সময় সোনা রূপার (বিনিময়ে জমি চাষ করার) প্রচলন ছিল না।

١٤٥٢. بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِيْنَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَّ يَزْرَعُوْنَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَاٰلُ أَبِيْ بَكْرٍ وَاٰلُ عُمَرَ وَاٰلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْأَسْوَدِ كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلٰى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاؤُا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُوْنَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيْعًا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَرَأَى ذٰلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مَعْمَرٌ لاَ بَأْسَ أَنْ تُكْرَى الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى

১৪৫২. পরিচ্ছেদ ঃ অর্ধেক বা এর কাছাকাছি পরিমাণ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ করা এবং কাইস ইব্ন মুসলিম (র.) আবূ জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মদীনাতে মুহাজিরদের এমন কোন পরিবার ছিল না, যারা এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে ভাগে চাষ করতেন না। আলী, সা'দ ইব্ন মালিক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ্ (রা.) উমর ইব্ন আবদুল আযীয, কাসিম, উরওয়াহ (র.) এবং আবূ বকর, উমর ও আলী (রা.)- এর বংশধর এবং ইব্ন সীরীন (র.) ও ভাগে চাষ করেছেন। আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ (রা.) বলেন, আমি আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযীদের ক্ষেতে শরীক ছিলাম। উমর (রা.) লোকদের সাথে এ শর্তে জমি বর্গা দিয়েছেন যে, উমর (রা.) বীজ দিলে তিনি ফসলের অর্ধেক পাবেন। আর যদি তারা বীজ দেয় তবে তাদের জন্য এই পরিমাণ হবে। হাসান (র.) বলেন, যদি ক্ষেত তাদের মধ্যে কোন একজনের হয়, আর দু'জনেই অতে

www.icsbook.info

খরচ করে, তা হলে উৎপন্ন ফসল সমান হারে ভাগ করে নেয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। যুহরী (র.) ও এ মত পোষণ করেন। হাসান (র.) বলেন, আধা-আধি শর্তে তুলা চাষ করতে কোন দোষ নেই। ইবরাহীম, ইব্ন সীরীন, 'আতা, হাকাম, যুহরী ও কাতাদা (র.) বলেন, তাঁতীকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে কাপড় বুনতে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। মা'মার (র.) বলেন, (উপার্জিত অর্থের) এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গবাদী পশু ভাড়া দেয়াতে কোন দোষ নেই।

٢١٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ اَوْ ثَمَرٍ وَكَانَ يُعْطِىْ اَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُوْنَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُوْنَ وَسْقَ شَعِيْرٍ وَ قَسَمَ عُمَرُ فَخَيَّرَ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يُّقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْاَرْضِ اَوْيُمْضِىَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْاَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الْاَرْضَ -

২১৭৭ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র.)...আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ খায়বারবাসীদেরকে উৎপাদিত ফল বা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে জমি বর্গা দিয়েছিলেন। তিনি নিজের সহধর্মিণীদেরকে একশ' ওসক দিতেন, এর মধ্যে ৮০ ওসক খুরমা ও ২০ ওসক যব। উমর (রা.) (তাঁর খিলাফতকালে খায়বারের) জমি বন্টন করেন। তিনি নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীদের ইখতিয়ার দিলেন যে, তাঁরা জমি ও পানি নিবেন, না কি তাদের জন্য ওটাই চালু থাকবে, যা নবী ﷺ -এর যামানায় ছিলো। তখন তাদের কেউ জমি নিলেন আর কেউ ওসক নিতে রাযী হলেন আয়িশা (রা.) জমিই নিয়েছিলেন।

١٤٥٣. بَابٌ اِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِيْنَ فِى الْمُزَارَعَةِ

১৪৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ বর্গাচাষে যদি বছর নির্দিষ্ট না করে

٢١٧٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ عَامَلَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ

২১৭৮ মুসাদ্দস (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক শর্তে খায়বারের জমি বর্গা দিয়েছিলেন।

١٤٥٤. بَابٌ

১৪৫৪. পরিচ্ছেদ

www.icsbook.info

٢١٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهُ قَالَ اَيْ عَمْرُو اِنِّيْ اُعْطِيْهِمْ وَاُعِيْنُهُمْ وَاِنَّ اَعْلَمَهُمْ اَخْبَرَنِيْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ اَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَاخُذَ عَلَيْهِ خَرْجاً مَعْلُوْمًا

২১৭৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আম্‌র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাউস (র.)-কে বললাম, আপনি যদি বর্গাচাষ ছেড়ে দিতেন, (তা হলে খুব ভাল হত) কেননা, লোকদের ধারণা যে, নবী ﷺ তা নিষেধ করেছেন। তাউস (র.) বললেন, হে আমর! আমি তো তাদেরকে বর্গাচাষ করতে দিই এবং তাদের সাহায্য করি এবং তাদের মধ্যে সবচাইতে জ্ঞানী অর্থাৎ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাকে বলেছেন, নবী ﷺ বর্গাচাষ নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে জমি দান করুক, এটা তার জন্য তার ভাইয়ের কাছ থেকে নির্দিষ্ট উপার্জন গ্রহণ করার চাইতে উত্তম।

١٤٥٥. بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُوْدِ

১৪৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদীদেরকে জমি বর্গা দেওয়া

٢١٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ عَلٰى اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

২১৮০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের জমি ইয়াহূদীদেরকে এ শর্তে বর্গা দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে পরিশ্রম করে কৃষি কাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তারা পাবে।

١٤٥٦. بَابُ مَايُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِى الْمُزَارَعَةِ

১৪৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ বর্গাচাষে যে সব শর্ত করা অপসন্দনীয়

٢١٨١ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيٰى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حَقْلاً وَكَانَ اَحَدُنَا يُكْرِيْ اَرْضَهُ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ الْقِطْعَةُ لِيْ وَهٰذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ

www.icsbook.info

২১৮১ সাদাকা ইব্‌ন ফায্‌ল (র.)..... রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে ফসলের জমি আমাদের বেশী ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ তার জমি ইজারা দিতো এবং বলতো, জমির এ অংশ আমার আর এ অংশ তোমার। কখনো এক অংশে ফসল হত আর অন্য অংশে হত না। নবী ﷺ তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

١٤٥٧. بَابُ اِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ وَكَانَ فِيْ ذٰلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ

১৪৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ অন্যদের মাল দিয়ে তাদের অনুমতি ছাড়া কৃষি কাজ করে এবং তাতে তাদের কল্যাণ নিহিত থাকে।

٢١٨٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَاَوَوا اِلٰى غَارٍ فِيْ جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا صَالِحَةً لِلّٰهِ فَادْعُوْا اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ قَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ لِيْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِيْ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَاْتُ بِوَالِدَيَّ اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ وَاِنِّيْ اِسْتَاْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ اٰتِ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَسْقِيَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُهُ اِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللّٰهُ فَرَاَوُا السَّمَاءَ وَقَالَ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهَا كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ اَحْبَبْتُهَا كَاَشَدِّ مَايُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتِيَهَا بِمِاَءَةِ دِيْنَارٍ فَبَغَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَقُمْتُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُهُ اِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً فَفَرَجَ وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اِسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيْهَا فَجَاءَنِيْ فَقَالَ اِتَّقِ اللّٰهَ فَقُلْتُ اِذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ فَقَالَ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَسْتَهْزِئْ بِيْ

www.icsbook.info

فَقُلْتُ اِنِّىْ لاَ اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ فَاَخَذَهُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَابَقِىْ فَفَرَجَ اللّٰهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ

২১৮২ ইববরাহীম ইব্ন মুনযির (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, একবার তিন জন লোক পথ চলছিল, তারা বৃষ্টিতে আক্রান্ত হলো। অতঃপর তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খণ্ড পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, নিজেদের কৃত কিছু সৎকাজের কথা চিন্তা করে বের করো, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে এবং তার ওয়াসীলা করে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করো। তাহলে হয়ত আল্লাহ্ তোমাদের উপর থেকে পাথরটি সরিয়ে দিবেন। তাদের একজন বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্! আমার আব্বা-আম্মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোটো ছোটো সন্তানও ছিলো। আমি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার আব্বা-আম্মাকে পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে দেরী হয় এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগে আসতে পারলাম না। এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন আমি দুধ দোহন করলাম, যেমন প্রতিদিন দোহন করি। তারপর আমি তাঁদের শিয়রে (দুধ নিয়ে) দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে জাগানো আমি পসন্দ করিনি এবং তাদের আগে আমার বাচ্চাদেরকে পান করানোও অসঙ্গত মনে করি। অথচ বাচ্চাগুলো দুধের জন্য আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিলো। এভাবে ভোর। হলো হে আল্লাহ, আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজটি করে থাকি তবে আপনি আমাদের থেকে পাথরটা খানিক সরিয়ে দিন, যাতে আমরা আসমানটা দেখতে পাই। তখন আল্লাহ্ পাথরটাকে একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আসমান দেখতে পেলো। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাত বোন ছিলো। পুরুষরা যেমন মহিলাদেরকে ভালোবাসে, আমি তাকে তার চাইতে অধিক ভালোবাসতাম। একদিন আমি তার কাছে চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ খারাপ কাজ করতে চাইলাম) কিন্তু তা সে অস্বীকার করলো যে, পর্যন্ত না আমি তার জন্য একশ' দিনার নিয়ে আসি। পরে চেষ্টা করে আমি তা জোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)। যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম (অর্থাৎ সম্ভোগ করতে তৈরি হলাম) তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা, আল্লাহ্কে ভয় করো। অন্যায়ভাবে মাহ্র (পর্দা) ছিড়ে দিয়ো না। (অর্থাৎ আমার কুমারী সতীত্ব নষ্ট করো না,) তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হে আল্লাহ্! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে আপনি আমাদের জন্য পাথরটা সরিয়ে দিন। তখন পাথরটা কিছু সরে গেলো। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করলো আমাকে বলল, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তাকে তার পাওনা দিতে গেলে সে তা নিল না। আমি তা দিয়ে কৃষি কাজ করতে লাগলাম এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহ্কে ভয় করো (আমার মুজরী

www.icsbook.info

দাও)। আমি বললাম, ওই সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, ওইগুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেলো। হে আল্লাহ, আপনি জানেন, যদি আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে পাথরের বাকীটুকু সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ্ পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী (র.) বলেন ইব্ন উকবা (র.) নাফি (র.) فبغيت এর স্থলে نسعيت বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٨. بَابُ اَوْقَافِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ تَصَدَّقْ بِاَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ

১৪৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের ওয়াক্‌ফ ও খাজনার জমি এবং তাঁদের বর্গাচাষ ও চুক্তি ব্যবস্থা। নবী ﷺ উমর (রা.)-কে বললেন, তুমি মূল জমিটা এ শর্তে সাদকা করো যে, তা আর বিক্রি করা যাবে না। কিন্তু তার উৎপাদন ব্যয় করা হবে। তখন তিনি এভাবেই সাদকা করলেন।

[২١٨٣] حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْ لاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ اِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ اَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ

[২১৮৩] সাদাকা (র.).... আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) বলেছেন, পরবর্তী যুগের মুসলমানদের বিষয়ে যদি আমরা চিন্তা না করতাম, তবে যে সব এলাকা জয় করা হতো, তা আমি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী ﷺ খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন।

١٤٥٩. بَابُ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَوَاتًا، وَرَاٰى ذٰلِكَ عَلِيٌّ فِيْ اَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوْفَةِ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرْوٰى عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ فِيْ غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيْهِ حَقٌّ وَيُرْوٰى فِيْهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৪৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ অনাবাদী জমি আবাদ করা। কূফার অনাবাদ জমি সম্পর্কে আলী (রা)-এর এ মত ছিল। (আবাদকারী তার মালিক হবে)। উমর (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদ জমি আবাদ করবে সে তার মালিক হবে। আমর ইব্ন আউফ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, তা হবে যে ক্ষেত্রে কোন মুসলিমের

www.icsbook.info

হক নাই, আর জালিম ব্যক্তির তাতে হক নাই। জাবির (রা.) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কিত রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

٢١٨٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْمَرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضٰى بِهٖ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ خِلاَفَتِهٖ

২১৮৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইবন বুকাইর (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে, যা কারো মালিকানায় নয়, তাহলে সেই (মালিক হওয়ার) বেশী হকদার। উরওয়া (র.) বলেন, উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে এরূপ ফায়সালা দিয়েছেন।

١٤٦٠. بَابٌ

১৪৬০. পরিচ্ছেদ

٢١٨٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُرِيَ وَهُوَ فِىْ مُعَرَّسِهٖ مِنْ ذِىْ الْحُلَيْفَةِ فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوْسٰى وَقَدْ اَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِىْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُنِيْخُ بِهٖ يَتَحَرَّىْ مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِبَطْنِ الْوَادِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِنْ ذٰلِكَ

২১৮৫ কুতায়বা (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যুল-হুলায়ফার উপত্যকায় শেষরাতে বিশ্রাম করছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁকে বলা হল, আপনি বরকতময় উপত্যকায় রয়েছেন। মূসা (র.) বলেন, সালিম আমাদের সাথে সে জায়গাতেই উট বসিয়েছিলেন যেখানে আবদুল্লাহ্ (রা.) উট বসাতেন এবং সে জায়গা লক্ষ্য করতেন, যে জায়গায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষরাতে অবতরণ করেছিলেন। সে জায়গা ছিল উপত্যকার মধ্যেভাগে অবস্থিত মসজিদ থেকে নীচে এবং মসজিদ ও রাস্তার মধ্যখানে।

٢١٨٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّيْلَةَ اَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ رَبِّىْ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ اَنْ صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِىْ الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ

www.icsbook.info

২১৮৬ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র.).... উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গতরাতে আমার নিকট আমার রবের দূত এসেছিলেন। এ সময় তিনি আকীক উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। (এসে) তিনি বললেন, এই মুবারক উপত্যকায় সালাত আদায় করুন, আর তিনি বললেন হাজ্জের সাথে উমরারও থাকবে।

١٤٦١. بَابٌ اِذَا قَالَ رَبُّ الْاَرْضِ أُقِرُّكَ مَا اَقَرَّكَ اللّٰهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَجَلاً مَعْلُوْمًا فَهُمَا عَلٰى تَرَاضِيْهِمَا

১৪৬১. পরিচ্ছেদ ঃ যদি জমির মালিক বলে যে, আমি তোমাকে তত দিন থাকতে দিব যত দিন আল্লাহ্ তোমাকে রাখেন এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করল না। তখন তারা উভয়ে যত দিন রাযী থাকে. ততদিন এ চুক্তি কার্যকর থাকবে।

٢١٨٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى خَيْبَرَ اَرَادَ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَاَرَادَ اِخْرَاجُ الْيَهُوْدِ مِنْهَا، فَسَاَلَتِ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا عَلٰى اَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَاشِئْنَا فَقَرُّوْابِهَا حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ اِلٰى تَيْمَاءَ وَاَرِيْحَاءَ

২১৮৭ আহ্‌মদ ইবন মিকদাম ও আবদুর রায্‌যাক (র.)..... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) ইয়াহূদী ও নাসারাদের হিজায থেকে নির্বাসিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খায়বার জয় করেন, তখন ইয়াহূদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি কোন স্থান জয় করেন, তখন তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের জন্য হয়ে যায়। কাজেই ইয়াহূদীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিতে চাইলেন। তখন ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করল, যেন তাদের সে স্থানে বহাল রাখা হয় এ শর্তে যে, তারা সেখানে চাষাবাদে দায়িত্ব পালন করবে আর ফসলের অর্ধেক তাদের থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন, আমরা এ শর্তে তোমাদের এখানে বহাল থাকতে দিব যতদিন আমাদের ইচ্ছা। কাজেই তারা সেখানে বহাল রইল। অবশেষে উমর (রা.) তাদেরকে তাইমা ও আরীহায় নির্বাসিত করে দেন।

www.icsbook.info

١٤٦٢. بَابُ مَاكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرِ

১৪৬২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ (রা.) কৃষিকাজ ও ফল-ফসল উৎপাদনে একে অপরকে সহযোগিতা করতেন।

২١٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنِ خَدِيْجِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ دَعَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُوَاجِرُهَا عَلَى الرُّبِيْعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا أَزْرِعُوْهَا وَأَزْرِعُوْهَا أَوْ أَمْسِكُوْهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً

২১৮৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.)..... যুহাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি কাজ আমাদের উপকারী ছিলো, যা করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিষেধ করলেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তাই সঠিক। যুহাইর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষেত- খামার কিভাবে চাষাবাদ কর? আমি বললাম, আমরা নদীর তীরের ফসলের শর্তে অথবা খেজুর ও যবের নির্দিষ্ট কয়েক ওসাক প্রদানের শর্তে জমি ইজারা দিয়ে থাকি। নবী ﷺ বললেন, তোমরা এরূপ করবে না। তোমরা নিজেরা তা চাষ করবে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে চাষ করাবে অথবা তা ফেলে রাখবে। রাফি' (রা.) বলেন, আমি শুনলাম ও মেনে নিলাম।

٢١٨٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوْا يَزْرَعُوْنَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ -

২১৮৯ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (রা.) ..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ ও অর্ধেক ফসলের শর্তে বর্গা চাষ করত। তখন নবী ﷺ বললেন, যে

www.icsbook.info

ব্যক্তির নিকট জমি রয়েছে, সে যেন নিজে চাষ করে অথবা তা কাউকে দিয়ে দেয়। যদি তা না করে তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে। রবী' ইব্‌ন নাফি আবূ তাওবা (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার নিকট জমি রয়েছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার ভাইকে দিয়ে দেয়, যদি এটাও না করতে চায়, তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।

٢١٩٠ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرِعُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ اَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُوْمًا

২১৯০ কাবীসা (র.).... আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (বর্গাচাষ সম্পর্কিত) এ হাদীসটি তাউস (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, চাষাবাদ করতে দেওয়া হোক। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ তা (বর্গাচাষ) নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন যে, তোমাদের নিজের ভাইকে জমি দান করে দেওয়া উত্তম, তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু গ্রহণ করার চাইতে।

٢١٩١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ اِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ اِلٰى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّا كُنَّا نُكْرِىْ مَزَارِعَنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَا عَلٰى الْاَرْبِعَاءِ وَبِشَىْءٍ مِنَ التِّبْنِ

২১৯১ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র.).... নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা.) নবী ﷺ -এর সময়ে এবং আবূ বকর, উমর, উসমান (রা.) মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনের শুরু ভাগে নিজের ক্ষেত বর্গাচাষ করতে দিতেন। তারপর রাফি' ইব্‌ন খাদীজের বর্ণিত হাদীসটি তাঁর নিকট বর্ণনা করা হয় যে, নবী ﷺ ক্ষেত ভাগে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্‌ন উমর (রা.) রাফি'(রা.)-এর নিকট গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি (ইব্‌ন উমর) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (রাফি' (রা.) বললেন, নবী ﷺ ক্ষেত ভাগে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্‌ন উমর (রা.) বললেন, আপনি তো জানেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় নালার পার্শ্বস্থ ক্ষেতের ফসলের শর্তে এবং কিছু ঘাসের বিনিময়ে আমাদের ক্ষেত ইজারা দিতাম।

www.icsbook.info

٢١٩٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللّٰهِ أَنْ يَكُوْنَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذٰلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ

২১৯২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... সালিম (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বলেছেন, আমি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় ক্ষেত বর্গাচাষ করতে দেয়া হত। তারপর আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর ভয় হলো, হয়ত নবী ﷺ এ সম্পর্কে এমন কিছু নতুন নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাঁর জানা নেই। তাই তিনি ভাগে জমি ইজারা দেওয়া ছেড়ে দিলেন।

١٤٦٣. بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُوْنَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ

১৪৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা যা কিছু করতে চাও তার মধ্যে উত্তম হলো, নিজের খালি জমি এক বছরের জন্য ইজারা দেওয়া

٢١٩٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُكْرُوْنَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيْهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيْزُوْهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ هٰهُنَا قَوْلُ اللَّيْثِ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ

২১৯৩ আমর ইব্ন খালিদ (র.).... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে আমার চাচারা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় লোকেরা নালার পার্শ্বস্থ ফসলের শর্তে কিংবা এমন কিছু শর্তে ভাগে জমি ইজারা দিত, যা ক্ষেতের মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। নবী ﷺ আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করেন। রাবী বলেন, আমি রাফি' (রা.)-কে বললাম, দীনার ও দিরহামের শর্তে জমি (ইজারা দেওয়া) কেমন? রাফি' (রা.) বললেন, দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে ইজারা দেওয়াতে কোন দোষ নেই। (লায়ছ (র.) বলেন, আমার মনে হয়, যে বিষয়ে নিষেধ

www.icsbook.info

করা হয়েছে, হালাল ও হারাম বিষয়ে বিজ্ঞজনেরা সে সম্পর্কে চিন্তা করলেও তারা তা জায়িয মনে করবেন না। কেননা, তাতে (ক্ষতির) আশংকা রয়েছে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী র) বলেন, আমার মনে হয় যে, বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে- এখান থেকে লাইছ (র)-এর উক্তি শুরু হয়েছে।

١٤٦٤. بَابٌ :

১৪৬৪. পরিচ্ছেদ

٢١٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلٌ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِى الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ اَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلٰى : وَلٰكِنْ اُحِبُّ اَنْ اَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ اَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ دُوْنَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ فَاِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَىْءٌ فَقَالَ الاَعْرَابِىُّ : وَاللّٰهِ لاَ تَجِدُهُ اِلاَّ قُرَشِيًّا اَوْ اَنْصَارِيًّا فَاِنَّهُمْ اَصْحَابُ زَرْعٍ وَاَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِاَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ

২১৯৪ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ কথা বলছিলেন, তখন তাঁর নিকট গ্রামের একজন লোক বসা ছিল। নবী ﷺ বর্ণনা করেন যে, জান্নাত-বাসীদের কোন একজন তার রবের কাছে চাষাবাদের অনুমতি চাইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি কি যা চাও, তা পাচ্ছ না? সে বলবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার চাষ করার খুবই আগ্রহ। নবী ﷺ বললেন, তখন সে বীজ বুনবে এবং তার চারা হওয়া, গাছ বড় হওয়া ও ফসল কাটা সব কিছু পলকের মধ্যে হয়ে যাবে। আর তা (ফসল) পাহাড় সমান হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! এ গুলো নিয়ে নাও। কোন কিছুই তোমাকে তৃপ্তি দেয় না। তখন গ্রাম্য লোকটি বলে উঠল, আল্লাহ্র কসম, এই ধরনের লোক আপনি কুরায়শী বা আনসারদের মধ্যেই পাবেন। কেননা তাঁরা চাষী। আর আমরা তো চাষী নই। (আমরা পশু পালন করি) একথা শুনে নবী ﷺ হেঁসে দিলেন।

١٤٦٥. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْغَرْسِ

১৪৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ বৃক্ষ রোপণ প্রসঙ্গে

٢١٩٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ

www.icsbook.info

تَاْخُذُ مِنْ اُصُوْلِ سِلْقٍ لَنَا كُنَّا نُغْرِسُهُ فِى اَرْبِعَائِنَا فَتَجْعَلُهُ فِى قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيْهِ شَحْمٌ ، وَلاَ وَدَكٌ فَاِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ اِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدّٰى وَلاَ نَقِيْلُ اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

২১৯৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন আসলে আমরা আনন্দিত হতাম এ জন্য যে, আমাদের (প্রতিবেশী) এক বৃদ্ধা ছিলেন, তিনি আমাদের নালার ধারে লাগানো বীট গাছের মূল তুলে এনে তার ডেকচিতে রাখতেন এবং তার সাথে যবের দানাও মিশাতেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার যতটুকু মনে পড়ে তিনি (সাহল) বলেছেন যে, তাতে কোন চর্বি বা তৈলাক্ত কিছু থাকতো না। আমরা জুমু'আর সালাতের পর বৃদ্ধার নিকট আসতাম এবং তিনি তা আমাদের সামনে পরিবেশন করতেন। এ কারণে জুমু'আর দিন আমাদের খুব আনন্দ হতো। আমরা জুমু'আর সালাতের পরই আহার করতাম এবং কায়লুলা (বিশ্রাম) করতাম।

٢١٩٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ وَاللّٰهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُوْلُوْنَ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُوْنَ مِثْلَ اَحَادِيْثِهِ وَاِنَّ اِخْوَتِى مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَاِنَّ اِخْوَتِى مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ اَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ اِمْرَاً مِسْكِيْنًا اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مِلْءِ بَطْنِىْ فَاَحْضُرُ حِيْنَ يَغِيْبُوْنَ وَاَعِى حِيْنَ يَنْسَوْنَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا لَنْ يَبْسُطَ اَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتّٰى اَقْضِىَ مَقَالَتِى هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ اِلٰى صَدْرِهِ فَيَنْسٰى مِنْ مَقَالَتِى شَيْئًا اَبَدًا فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَىَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا حَتّٰى قَضٰى النَّبِىُّ ﷺ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا اِلٰى صَدْرِى فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ اِلٰى يَوْمِى هٰذَا وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اٰيَتَانِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا اَبَدًا : اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ اِلٰى قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ

২১৯৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন বলে যে, আবূ হুরায়রা বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন। এবং তারা আরো বলে, মুহাজির ও আনসারদের কি হলো যে, তারা আবূ হুরায়রার মতো এতো হাদীস বর্ণনা করেন না। (আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,) আমার মুহাজির ভাইদেরকে বাজারে বেচা-কেনা এবং আনসার

www.icsbook.info

ভাইদেরকে তাদের ক্ষেত খামার ও বাগানের কাজ- কর্ম ব্যতিব্যস্ত রাখত। আমি ছিলাম একজন মিসকীন লোক। পেটে যা জুটে, খেয়ে না খেয়ে তাতেই তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পড়ে থাকতাম। তাই লোকেরা যখন অনুপস্থিত থাকত, আমি হাযির থাকতাম। লোকেরা যা ভুলে যেতো, আমি তা স্মরণ রাখতাম। একদিন নবী ﷺ বললেন, তোমাদের যে কেউ আমরা কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার চাদর বিছিয়ে রাখবে এবং আমরা কথা শেষ হলে চাদরখানা তার বুকের সাথে মিলাবে, তাহলে সে আমার কোন কথা কখনো ভুলবে না। আমি আমার পশমী চাদরটা নবী ﷺ -এর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিছিয়ে রাখলাম। সে চাদর ছাড়া আমার গায়ে আর কোন চাদর ছিল না। নবী ﷺ-এর কথা শেষ হওয়ার পর আমি তা আমার বুকের সাথে মিলালাম। সে সত্তার কসম, যিনি তাঁকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আজ পর্যন্ত আমি তাঁর একটি কথাও ভুলিনি। আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ্র কিতাবের এ দু'টি আয়াত না থাকত, তবে আমি কখনো তোমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতাম না। (তা: এই) إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الْاٰيَةَ – যারা আমার নাযিলকৃত নিদর্শনসমূহ গোপন করে...... আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু পর্যন্ত।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

অধ্যায় ঃ পানি সিঞ্চন

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

অধ্যায় ঃ পানি সিঞ্চন

١٤٦٦. بَابٌ فِي الشِّرْبِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلاَ يُؤْمِنُوْنَ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : اَفَرَاَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُوْنَ اَلْمُزْنِ السَّحَابِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً مَقْسُوْمًا كَانَ اَوْ غَيْرَ مَقْسُوْمٍ اَلْاُجَاجُ الْمُرُّ فُرَاتًا عَذْبًا. وَقَالَ عُثْمَانُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَكُوْنُ دَلْوُهُ فِيْهَا كَدِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

১৪৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ পানি বন্টনের হুকুম। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আমি প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে, তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? (২১ ঃ ৩০) আল্লাহ্‌ পাক আরো ইরশাদ করেছেন, তোমরা যে পানি পান কর, তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৫৬ ঃ ৬৮-৭০) কিছু লোকের মতে পানি খায়রাত করা ও ওসীয়াত করা জায়িয, তা বন্টন করা হউক বা না হউক। المزن মেঘ الْاُجَاج লবণাক্ত, فُرَاتًا মিষ্ট। উসমান (রা.) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, রুমার কূপটি কে খরিদ করবে? তারপর তাতে বালতি দ্বারা পানি তোলার অধিকার তার ততোটুকুই থাকবে, যতটুকু সাধারণ মুসলমানের থাকবে (অর্থাৎ কূপটি ক্রয় করে জনসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিবে)। এ কথার পর উসমান (রা.) কূপটি ক্রয় করেন (এবং ওয়াক্‌ফ করে দেন)।

٢١٩٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ

www.icsbook.info

بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ اَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَاغُلَامُ اَتَاذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِيَهُ الْاَشْيَاخَ قَالَ مَاكُنْتُ لاُوْثِرَ بِفَضْلِى مِنْكَ اَحَدًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ

২১৯৭ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র.)..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি পিয়ালা আনা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তখন তাঁর ডান দিকে ছিল একজন বয়ঃকনিষ্ঠ বালক আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট (পানি টুকু) বয়স্কদেরকে দেওয়ার অনুমতি দিবে? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার অবশিষ্ট পানির ব্যাপারে আমি কাউকে প্রাধান্য দিব না। এরপর তিনি তা তাকে দিলেন।

২১৯৮ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ وَهِىَ فِى دَارِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِى فِى دَارِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَاَعْطَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتّٰى اِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيْهِ وَعَلٰى يَسَارِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ اَنْ يُعْطِيَهُ الْاَعْرَابِىَّ اَعْطِ اَبَا بَكْرٍ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ عِنْدَكَ فَاَعْطَاهُ الْاَعْرَابِىَّ الَّذِى عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ الْاَيْمَنَ فَالْاَيْمَنَ

২১৯৮ আবুল ইয়ামান (র.)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করা হল। তখন তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) -এর ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং সেই দুধের সঙ্গে আনাস ইব্‌ন মালিকের বাড়ীর কূপের পানি মিশানো হল। তারপর পাত্রটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেওয়া হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। পাত্রটি তাঁর মুখ থেকে আলাদা করার পর তিনি দেখলেন যে, তাঁর বাঁদিকে আবূ বকর ও ডান দিকে একজন বেদুঈন রয়েছে। পাত্রটি তিনি হয়ত বেদুঈনকে দিয়ে দেবেন এ আশংকায় উমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা.) আপনার পাশেই, তাকে পাত্রটি দিন। তিনি বেদুঈনকে পাত্রটি দিলেন, যে তাঁর ডানপাশে ছিল। তারপর তিনি বললেন, ডানদিকের লোক বেশী হক্‌দার।

١٤٦٧. بَابُ مَنْ قَالَ اِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ اَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتّٰى يَرْوِىَ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَايُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ

১৪৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, পানির মালিক পানি ব্যবহারের বেশী হকদার, তার জমি পরিসিঞ্চিত না হওয়া পর্যন্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে যেন কাউকে নিষেধ করা না হয়

www.icsbook.info

২১৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ

২১৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঘাস উৎপাদন থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রুখে রাখা যাবে না।

২২০০ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهٖ فَضْلَ الْكَلَاءِ

২২০০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অতিরিক্ত ঘাসে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পানি রুখে রাখবে না।

١٤٦٨. بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِى مِلْكِهٖ لَمْ يَضْمَنْ

১৪৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ যদি নিজের জায়গায় কূপ খনন করে (এবং তাতে যদি কেউ পড়ে মারা যায়) তা হলে মালিক তার জন্য দায়ী নয়

২২০১ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى حَصِيْنٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

২২০১ মাহমূদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, খনি ও কূপে কাজ করা অবস্থায় অথবা জন্তু - জানোয়ারের আঘাতে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং রিকাযে (খনিজ দ্রব্যে) পঞ্চমাংশ দিতে হবে।

١٤٦٩. بَابُ الْخُصُوْمَةِ فِى الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيْهَا

১৪৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কূপ নিয়ে বিবাদ এবং এ ব্যাপারে ফায়সালা

২২০২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً الْاٰيَةَ فَجَاءَ الْاَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىَّ اُنْزِلَتْ

www.icsbook.info

هٰذِهِ الْآيَةُ كَانَتْ لِيْ بِئْرٌ فِى أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِى فَقَالَ لِى شُهُوْدَكَ قُلْتُ مَا لِى شُهُوْدٌ قَالَ فَيَمِيْنُهُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفَ فَذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ تَصْدِيْقًا لَهُ

২২০২ আবদান (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানদের অর্থ সম্পদ (যা তার জিম্মায় আছে) আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম খায়, সে আল্লাহ্র সঙ্গে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ---- এর শেষ পর্যন্ত। (৩ ঃ ৭৭) এরপর আশআস (রা.) এসে বলেন, আবূ আবদুর রাহমান (রা.) তোমার নিকট কি হাদীস বর্ণনা করছিলেন? এ আয়াতটি তো আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার চাচাতো ভাইয়ের জায়গায় আমার একটি কূপ ছিল। (এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে বিবাদ হওয়ায়) নবী ﷺ আমাকে বললেন, তোমার সাক্ষী পেশ কর। আমি বললাম, আমার সাক্ষী নেই। তিনি বললেন তাহলে তাকে কসম খেতে হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ সে তো কসম করবে। এ সময় নবী ﷺ এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সত্যায়িত করে এই আয়াতটি নাযিল করেন।

١٤٧٠. بَابُ اِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيْلِ مِنَ الْمَاءِ

১৪৭০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মুসাফিরকে পানি দিতে অস্বীকার করে, তার পাপ

٢٢٠٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ فَمَنَعَهُ مِنْ اِبْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ اِلَّا لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ اَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللّٰهِ الَّذِى لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ اُعْطِيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْآيَةَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

২২০৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এক ব্যক্তি- যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে, অথচ সে মুসাফিরকে তা দিতে অস্বীকার করে। অন্য একজন সে ব্যক্তি, যে ইমামের হাতে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে বায়আত হয়। যদি ইমাম তাকে কিছু দুনিয়াবী সুযোগ দেন, তা হলে সে খুশী

www.icsbook.info

হয়, আর যদি না দেন তবে সে অসন্তুষ্ট হয়। অন্য একজন সে ব্যক্তি, যে আসরের সালাত আদায়ের পর তার জিনিসপত্র (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) তুলে ধরে আর বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবূদ নেই, আমার এই দ্রব্যের মূল্য এতো এতো দিতে আগ্রহ করা হয়েছে। (কিন্তু আমি বিক্রি করিনি) এতে এক ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করে (তা ক্রয় করে নেয়)। এরপর নবী ﷺ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে (৩ ঃ ৭৭)।

١٤٧١. بَابُ سَكْرِ الْاَنْهَارِ

১৪৭১. পরিচ্ছেদ ঃ নদী–নালায় বাঁধ দেওয়া

٢٢٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِى شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِىْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اِسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

২২০৪ আবুদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনসারী নবী ﷺ-এর সামনে যুবাইর (রা.) -এর সংগে হাররার নালার পানির ব্যাপারে ঝগড়া করলো, যে পানি দ্বারা খেজুর বাগান সিঞ্চন করত। আনসারী বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে) কিন্তু যুবাইর (রা.) তা দিতে অস্বীকার করেন। তারা দু'জনে নবী ﷺ -এর নিকটে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবাইর (রা.)- কে বললেন, হে যুবাইর! তোমার যমীনে (প্রথমে) সিঞ্চন করে নেও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে তো আপনার ফুফাত ভাই। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবাইর! তুমি নিজের জমি সিঞ্চন কর। এরপর পানি আটকিয়ে রাখ, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌছে। যুবাইর (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার মনে হয়, এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الْاٰيَةَ – কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে (৪ ঃ ৬৫)।

www.icsbook.info

١٤٧٢ بَابُ شِرْبِ الْاَعْلٰى قَبْلَ الْاَسْفَلِ

১৪৭২. পরিচ্ছেদ ঃ নীচু জমির আগে উঁচু জমিতে সিঞ্চন

২২٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا زُبَيْرُ اِسْقِ ثُمَّ اَرْسِلْ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ اَنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْقِ يَازُبَيْرُ حَتّٰى يَبْلُغُ الْمَاءَ الْجَدْرَ ثُمَّ اَمْسِكْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِي ذٰلِكَ : فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

২২০৮ আবদান (র.).... উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুবায়র (রা.) এক আনসারীর সঙ্গে ঝগড়া করলে নবী ﷺ বললেন, হে যুবায়র! জমিতে পানি সেচের পর তা ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে তো আপনার ফুফাত ভাই। একথা শুনে তিনি (সা.) বললেন, হে যুবায়র! পানি বাঁধে পৌঁছা পর্যন্ত সেচ দিতে থাক। তারপর বন্ধ করে দাও। যুবায়র (রা.) বলেন, আমার ধারণা এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ —তোমার রবের কসম, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার আপনার উপর অর্পণ না করে (৪ ঃ ৬৫)।

١٤٧٣. بَابُ شِرْبِ الْاَعْلٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ

১৪৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ উঁচু জমির মালিক পায়ে টাখনু পর্যন্ত পানি ভরে নিবে

٢٢٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا مَخْلَدُ ابْنُ يَزِيْدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقِي بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْقِ يَازُبَيْرُ فَاَمَرَهُ بِالْمَعْرُوْفِ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلٰى جَارِكَ قَالَ الْاَنْصَارِيُّ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِسْقِ ثُمَّ اَحْبِسْ يَرْجِعَ الْمَاءُ اِلَى الْجَدْرِ وَاسْتَوْعٰى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اُنْزِلَتْ فِي ذٰلِكَ : فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتِ الْاَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ اِسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ وَكَانَ ذٰلِكَ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

www.icsbook.info

২২০৬ মুহাম্মাদ (র.).... উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন আনসারী হার্‌রার নালার পানি নিয়ে যুবাইরের সাথে ঝগড়া করল, যে পানি দিয়ে তিনি খেজুর বাগান সেচ দিতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে যুবাইর, সেচ দিতে থাক। তারপর নিয়ম-নীতি অনুযায়ী তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, তারপর তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে আপনার ফুফাত ভাই তাই। একথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, সেচ দাও, পানি ক্ষেতের বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেলে বন্ধ করে দাও। যুবাইরকে তিনি তার পুরা হক দিলেন। যুবাইর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এ আয়াত এ সম্পর্কে নাযিল হয় ঃ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اَلْاٰيَةَ —তোমার প্রতিপালকের কসম, তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার আপনার উপর অর্পণ না করে। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন শিহাবের বর্ণনা হচ্ছে নবী ﷺ-এর একথা পানি নেয়ার পর বাঁধ অবধি পৌঁছা পর্যন্ত তা বন্ধ রাখ। আনসার এবং অন্যান্য লোকেরা এর পরিমাণ করে দেখেছেন যে, তা টাখনু পর্যন্ত পৌঁছে।

١٤٧٤. بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

১৪৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানোর ফযীলত

٢٢٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَاذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ الَّذِى بَلَغَ بِى فَنَزَلَ بِئْرًا فَمَلاَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا قَالَ فِى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ

২২০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মত পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে ককুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ্ পাক তার আমল কবূল করলেন এবং আল্লাহ্ তার গোনাহ মাফ করে দেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই সাওয়াব রয়েছে।

www.icsbook.info

٢٢٠٨ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةَ الْكُسُوْفِ فَقَالَ دَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتّٰى اَىْ رَبِّ وَاَنَا مَعَهُمْ فَاِذَا اِمْرَاَةٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ مَاشَاْنُ هٰذِهِ قَالُوْا حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا -

২২০৮ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.)... আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, দোযখ আমার নিকটবর্তী করা হলে আমি বললাম, হে রব, আমিও কি এই দোযখীদের সাথী হবো? এমতাবস্থায় একজন মহিলা আমার নযরে পড়ল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি বলেছেন, বিড়াল তাকে (মহিলা) খামছাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ মহিলার কি হলো? ফেরেশতারা জবাব দিলেন, সে একটি বিড়াল বেঁধে রেখেছিল, যার কারণে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়।

٢٢٠٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتْ اِمْرَاَةٌ فِى هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ : لاَ اَنْتِ اَطْعَمْتِيْهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِهَا وَلاَ اَنْتِ اَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خِشَاشِ الْاَرْضِ

২২০৯ ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। এ কারণে মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করলো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (রাসূল ﷺ) বলেন, আল্লাহ্ ভালো জানেন, বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না তুমি তাকে ছেড়ে দিয়ে ছিলে, তা হলে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।

١٤٧٥. بَابُ مَنْ رَاٰى اَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ اَحَقُّ بِمَائِهِ

১৪৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ যাদের মতে হাউজ ও মশ্‌কের মালিক, সে পানির অধিক হক্‌দার।

٢٢١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ هُوَ اَحْدَثُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ يَاغُلاَمُ اَتَاْذَنُ لِى اَنْ اُعْطِىَ الْاَشْيَاخَ فَقَالَ مَاكُنْتُ لِاُوْثِرَ بِنَصِيْبِى مِنْكَ اَحَدًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ

www.icsbook.info

২২১০ কুতায়বা (র).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটি পানির পেয়ালা আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানদিকে একজন বালক ছিলো, সে ছিলো লোকদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়স্ক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা তার বাঁদিকে ছিল। তিনি ﷺ বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে জ্যেষ্ঠদের এটি দিতে অনুমতি দিবে? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে নিজের উপর কাউকে প্রাধান্য দিতে চাই না। এরপর তিনি তাকেই সেটি দিলেন।

٢٢١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَذُوْدَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ

২২১১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) আমার হাউজ (কাউসার) থেকে কিছু লোকদেরকে এমনভাবে তাড়াব, যেমন অপরিচিত উট হাউজ হতে তাড়ান হয়।

٢٢١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيْرِ بْنُ كَثِيْرٍ يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ أُمَّ إِسْمٰعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِيْنًا وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوْا أَتَأْذَنِيْنَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوْا نَعَمْ

২২১২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ইসমাঈল (আ.)-এর মা হাজিরা (আ.)-এর উপর আল্লাহ্ রহম করুন। কেননা যদি তিনি যমযমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতেন অথবা তিনি বলেছেন, যদি তা হতে অঞ্জলে পানি না নিতেন, তা হলে তা একটি প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হত। জুরহাম গোত্র তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকট অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি (হাজিরা) বললেন, হ্যাঁ। তবে পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা বলল, ঠিক আছে।

٢٢١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ

www.icsbook.info

حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءِهٖ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ الْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِى كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ * قَالَ عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ

২২১৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি তাকাবেনও না। (এক) যে ব্যক্তি কোন মাল সামানের ব্যাপারে মিথ্যা কসম খেয়ে বলে যে, এর দাম এর চেয়ে বেশী বলে ছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা বিক্রি করেনি। (দুই) যে ব্যক্তি আসরের সালাতের পর একজন মুস-লমানের মাল-সম্পত্তি আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে। (তিন) যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি মানুষকে দেয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন (কিয়ামতের দিন) আজ আমি আমার অনুগ্রহ থেকে তোমাকে বঞ্চিত রাখব। যেরূপ তুমি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থেকে বঞ্চিত রেখে ছিলে অথচ তা তোমার হাতের তৈরী নয়। আলী (র)'আর সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত যে,তিনি হাদীসের সনদটি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

١٤٧٦. بَابٌ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ

১৪৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ সংরক্ষিত চারণভূমি রাখা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ছাড়া আর কারো অধিকার নেই।

٢٢١٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَسُوْلَ ﷺ حَمٰى النَّقِيْعَ وَاَنَّ عُمَرَ حَمٰى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ

২২১৪ 'ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)..... সা'ব ইব্ন জাস্‌সামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, চারণভূমি সংরক্ষিত করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ ছাড়া আর কারো অধিকারে নেই।[১] তিনি বলেন, আমাদের নিকট রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, নবী ﷺ নাকী'র চারণভূমি (নিজের জন্য) সংরক্ষিত করেছিলেন, আর উমর (রা.). সারাফ ও রাবাযার চারণভূমি সংরক্ষণ করেছিলেন।

---

১. মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থে প্রয়োজনে খলীফার চারণভূমি সংরক্ষিত করার অধিকার রয়েছে।

www.icsbook.info

١٤٧٧. بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الْاَنْهَارِ

১৪৭৭. পরিচ্ছেদ নহর থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর পানি পান করা

٢٢١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِى لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ لَهَا فِى مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِى طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ اَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ اَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اٰثَارُهَا وَاَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِىَ كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِىَ لِذٰلِكَ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِى رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا فَهِىَ لِذٰلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فَهِىَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا شَىْءٌ اِلَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

২২১৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঘোড়া একজনের জন্য সাওয়াব, একজনের জন্য ঢাল এবং আরেকজনের জন্য পাপ। সাওয়াব হয় তার জন্য, যে আল্লাহর রাস্তায় তা জিহাদের উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখে এবং সে ঘোড়ার রশি চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়। এমতাবস্থায় সে ঘোড়া চারণ ভূমি বা বাগানে তার রশির দৈর্ঘ্য পরিমাণ যতটুকু চরবে, সে ব্যক্তির জন্য সে পরিমাণ সওয়াব হবে। যদি তার রশি ছিড়ে যায় এবং সে একটি কিংবা দু'টি টিলা অতিক্রম করে, তাহলে তার প্রতিটি পদচিহ্ন ও তার গোবর মালিকের জন্য সাওয়াবে গণ্য হবে। আর যদি তা কোন নহরের পাশ দিয়ে যায় এবং মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সে তা থেকে পানি পান করে, তাহলে এ জন্য মালিক সাওয়াব পাবে। আর ঢাল স্বরূপ সে লোকের জন্য, যে মুখাপেক্ষী ও ভিক্ষা নির্ভরতা থেকে বাঁচার জন্য তাকে বেঁধে রাখে। তারপর এর পিঠে ও গর্দানে আল্লাহ্র নির্ধারিত হক আদায় করতে ভুল করে না। গুনাহ্র কারণ সে লোকের জন্য, যে তাকে অহংকার ও লোক দেখাবার কিংবা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার প্রতি কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তবে এ ব্যাপারে একটি পরিপূর্ণ ও অনন্য আয়াত রয়েছে। (তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী) কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখতে পাবে (৯৯ ঃ ৭-৮)।

www.icsbook.info

২২১৬ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلٰى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَشَاْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِىَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

২২১৬ ইসমাঈল (র.)..... যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, থলেটি এবং তার মুখের বন্ধনটি চিনে রাখো। তারপর এক বছর পর্যন্ত তা ঘোষণা করতে থাক। যদি তার মালিক এসে যায় তো ভাল। তা নাহলে সে ব্যাপারে তুমি যা ভাল মনে কর তা করবে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, হারানো বকরি কি করব? তিনি বললেন, সেটি হয় তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের, না হয় নেকড়ে বাঘের। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, হারানো উট হলে কি করব? তিনি বললেন, তাতে তোমার প্রয়োজন কি? তার সংগে তার মশ্‌ক ও খুর রয়েছে। সে জলাশয়ে উপস্থিত হয়ে গাছ-পালা খাবে, শেষ পর্যন্ত তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।

١٤٧٨. بَابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلاَءِ

১৪৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ শুকনো লাকড়ী ও ঘাস বিক্রি করা

২২১৭ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلاً فَيَاْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيْعَ فَيَكُفَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ اُعْطِىَ اَوْ مُنِعَ

২২১৭ মুয়াল্লা ইব্‌ন আসাদ (র.) .... যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ রশি নিয়ে লাকড়ীর আটি বেঁধে তা বিক্রি করে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্মান রক্ষা করেন, এটা তার জন্য মানুষের কাছে ভিক্ষা করার চাইতে উত্তম! লোকজনের নিকট এমন চাওয়ার চেয়ে, যে চাওয়ায় কিছু পাওয়া যেতে পরে বা নাও পারে।

২২১৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ –

২২১৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

www.icsbook.info

ﷺ বলেছেন, কারো নিকট সাওয়াল করা, যাতে সে তাকে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে, এর চেয়ে পিঠে বোঝা বহন করা (তা বিক্রি করা) উত্তম।

২২১৯ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُ قَالَ اَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَاَعْطَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَارِفًا اُخْرٰى فَاَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَحْمِلَ عَلَيْهِمَا اِذْخِرًا لِاَبِيْعَهُ وَمَعِىَ صَائِغٌ مِنْ بَنِى قَيْنُقَاعَ فَاَسْتَعِيْنَ بِهٖ عَلٰى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِى ذٰلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ اَلَا يَاحَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ * فَثَارَ اِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ اَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَنَظَرْتُ اِلٰى مَنْظَرٍ اَفْظَعَنِى، فَاَتَيْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلٰى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ اَنْتُمْ اِلاَّ عَبِيْدٌ لِاَبَائِى فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتّٰى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

২২১৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.).... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আমি মালে **গনীমত** হিসাবে একটি উট লাভ করি। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আরো একটি উট দেন। একদিন আমি উট দু'টিকে একজন আনসারীর ঘরের দরজায় বসাই। আমার ইচ্ছা ছিলো এদের উপর ইযখির (এক ধরনের ঘাস) চাপিয়ে তা বিক্রি করতে নিয়ে যাবো। আমার সাথে বনূ কায়নুকার একজন স্বর্ণকার ছিলো। আমি এর (ইয্‌খির বিক্রি লব্ধ টাকা) দ্বারা ফাতিমা (রা.)-এর ওলীমা করতে সমর্থ হব। সে ঘরে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) শরাব পান করছিলেন। আর তাঁর সাথে একজন গায়িকাও ছিল। সে বলল, হে হামযা! তৈরী হও, মোটা উটগুলোর উদ্দেশ্যে। এরপর হামযা (রা.) উট দু'টোর দিকে তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের কুজ দু'টিও কেটে নিলেন এবং পেট ফেঁড়ে উভয়ের কলিজা বের করে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইব্‌ন শিহাব (র.)-কে জিজ্ঞাসা করি, কুজ কি করা হলো? তিনি বলেন, সেটি কেটে নিয়ে গেলেন। ইব্‌ন শিহাব বলেন, আলী বলেছেন, এই দৃশ্য দেখলাম এবং তা আমাকে ঘাবড়িয়ে দিল। এরপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তাঁর নিকট তখন যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে খবর বললাম। তিনি বের হলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন যায়দ (রা.)। আমিও তাঁর

www.icsbook.info

সঙ্গে গেলাম। তিনি হামযা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলেন। হামযা দৃষ্টি উঁচু করে তাঁদের দিকে তাকালেন। আর বললেন, তোমরা আমার বাপ-দাদার দাস বটে। হামযা (রা.)-এর এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছনে সরে তাদের নিকট থেকে চলে আসলেন। ঘটনাটি শরাব হারাম হওয়ার আগেকার।

١٤٧٩. بَابُ الْقَطَائِعِ

১৪৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ জায়গীর

٢٢٢٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ حَتّٰى تُقْطِعَ لِاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِى تُقْطِعُ لَنَا قَالَ سَتَرَوْنَ بَعْدِى اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى

২২২০ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আনসারদেরকে বাহরাইনে কিছু জায়গীর দিতে চাইলেন। তারা বলল, আমাদের মুহাজির ভাইদেরও আমাদের মতো জায়গীর না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য জায়গীর দিবেন না। তিনি বলেন, আমার পর শীঘ্রই তোমরা দেখবে, তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা সবর করবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হও।

١٤٨٠. بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْاَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِاِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى

১৪৮০. পরিচ্ছেদ ঃ জায়গীর লিখে দেওয়া। লাইছ (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আনসারদেরকে বাহরাইনে জায়গীর দেওয়ার জন্য ডাকলেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি তা করেন, তা হলে আমাদের কুরায়েশ ভাইদের জন্যও অনুরূপ জায়গীর লিখে দেন। কিন্তু নবী ﷺ-এর নিকট তখন তা ছিলো না। তারপর তিনি বলেন, আমার পর শীঘ্রই দেখবে, তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা সবর করবে, আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া (মৃত্যু) পর্যন্ত।

١٤٨١. بَابُ حَلَبِ الْاِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

১৪৮১. পরিচ্ছেদ ঃ পানির কাছের উটের দুধ দোহন করা

www.icsbook.info

٢٢٢١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ هِلاَلِ ابْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مِنْ حَقِّ الْاِبِلِ اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ

২২২১ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন উটের হক এই যে, পানির কাছে তার দুধ দোহন করা।

١٤٨٢. بَابُ الرَّجُلِ يَكُوْنُ لَهُ مَمَرٌّ اَوْ شِرْبٌ فِى حَائِطٍ اَوْ فِى نَخْلٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْىُ حَتّٰى يَرْفَعَ وَكَذٰلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ

১৪৮২.পরিচ্ছেদ ঃ খেজুরের বা অন্য কিছুর বাগানে কোন লোকের চলার পথ কিংবা পানির কূপ থাকা। নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি খেজুর গাছের তাবীর (স্ত্রী পুষ্পরেণু সংমিশ্রণের পর) করার পর ও তা বিক্রি করে, তা হলে তার ফল বিক্রেতার, চলার পথও পানির কূপ বিক্রেতার, যতক্ষণ ফল তুলে নেওয়া না হয়। আরিয়্যার মালিকেরও এই হুকুম।

٢٢٢٢ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِى الْعَبْدِ

২২২২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি খেজুর গাছ তা'বীর করার পর গাছ বিক্রয় করে, তার ফল বিক্রেতার। কিন্তু ক্রেতা শর্ত করলে তা তারই। আর যদি কেউ গোলাম বিক্রয় করে। এবং তার সম্পদ থাকে তবে সে সম্পদ যে বিক্রি করল তার। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে তাহলে তা হবে তার। মালিক (র.).....উমর (রা.) থেকে গোলাম বিক্রয়ের ব্যাপারে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

٢٢٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

www.icsbook.info

২২২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে আরায়্যা[1] বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوْ صَلَاحُهُ وَاَنْ لَا تُبَاعَ اِلَّا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ اِلَّا الْعَرَايَا

২২২৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মহাম্মদ (র.)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মুখাবারা, মুহাকালা ও শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করা এবং ফল উপযুক্ত হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। গাছে থাকা অবস্থায় ফল দিনার বা দিরহামের বিনিময়ে ছাড়া যেন বিক্রি করা না হয়। তবে আরায়্যার অনুমতি দিয়েছেন।[2]

٢٢٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ قَزَعَةَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِى اَحْمَدَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِى خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ فِى ذٰلِكَ

২২২৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাযাআ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে পাঁচ ওসাক[3] কিংবা তার চাইতে কম আরায়ার বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। বর্ণনাকারী দাউদ এ বিষয়ে সন্দেহ করেছেন।

٢٢٢٦ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ابْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِى حَارِثَةَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ اَبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ اِلَّا اَصْحَابَ الْعَرَايَا فَاِنَّهُ اَذِنَ لَهُمْ * قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِى بُشَيْرٌ مِثْلَهُ

২২২৬ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.)..... রাফি'ইব্‌ন খাদীজ ও সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা অর্থাৎ গাছে ফল থাকা অবস্থায় তা শুকনা ফলের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যারা আরায়্যা করে, তাদের জন্য তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন।[4]

---

১. আরায়্যা-এর ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ নং ১৩৬০ পৃষ্ঠা নং ৮৩ দ্রষ্টব্য।

২. মুখবারা, মুহাকালা প্রভৃতি ব্যাখ্যা "ক্রয় বিক্রয়" অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. ষাট "সা"-য়ে এক "ওসাক" আর এক "সা" সাড়ে তিন সের সমান।

৪. খেজুর বাগানের মালিক যদি কোন ব্যক্তিকে খেজুর খাওয়ার জন্য অনুমতি দান করে একে আরায়্যা বলা হয়।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْاِسْتِقْرَاضِ

অধ্যায় ঃ ঋণ গ্রহণ

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابٌ فِى الْاِسْتِقْرَاضِ وَاَدَاءِ الدُّيُوْنِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيْسِ

অধ্যায় ঃ ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও দেউলিয়া ঘোষণা

١٤٨٣. بَابٌ مَنِ اشْتَرٰى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ اَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

১৪৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে ধারে খরিদ করে অথচ তার কাছে তার মূল্য নেই কিংবা তার সঙ্গে নেই

٢٢٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَرٰى بَعِيْرَكَ اَتَبِيْعُنِيْهِ قُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ اِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ اِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَاَعْطَانِىْ ثَمَنَهُ

২২২৭ মুহাম্মদ (র.).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হই। তখন তিনি বলেন, তুমি কি মনে কর, তোমার উটটি আমার নিকট বিক্রি করবে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর আমি সেটি তাঁর নিকট বিক্রি করলাম। পরে তিনি মদীনায় এলেন, আমি সকাল বেলা উটটি নিয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাকে-এর দাম দিলেন।

٢٢٢٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرٰى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

২২২৮ মুয়াল্লা ইব্‌ন আসাদ (রা.)... আবদুল ওয়াহিদ সূত্রে আ'মাশ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌রাহীম নাখয়ীর কাছে ধার (বাকীতে) ক্রয় করা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আসওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, 'আয়িশা (রা.) থেকে, নবী ﷺ এক ইয়াহূদীর

www.icsbook.info

কাছে থেকে এক নির্দিষ্ট মিয়াদে (বাকীতে) খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহার বর্মটি বন্ধক রাখেন।

١٤٨٤. بَابُ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَوْ اِتْلاَفَهَا

১৪৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে

২২২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَ هَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ

২২২৯ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ উয়ায়সী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার নিয়্যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেন।

١٤٨٥. بَابُ اَدَاءِ الدُّيُوْنِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

১৪৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ পরিশোধ করা। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার পরিচালনা করবে, তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সব শুনেন, সব দেখেন। (৪ ঃ ৫৮)

২২৩০ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اَبْصَرَ يَعْنِىْ اُحُدًا قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّهُ يُحَوَّلُ لِىْ ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ دِيْنَارٌ اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الْاَكْثَرِيْنَ هُمُ الْاَقَلُّوْنَ اِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَ اوَاَشَارَ اَبُوْ شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ

www.icsbook.info

شِمَالِهِ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَاَرَدْتُ اَنْ اٰتِيَهُ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الَّذِىْ سَمِعْتُ اَوْ قَالَ الصَّوْتُ الَّذِىْ سَمِعْتُ وَ قَالَ وَ هَلْ سَمِعْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ

২২৬০ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)...আবূ যার (রা.) থেকে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সংগে ছিলাম। যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখলেন, তখন বললেন, আমি পসন্দ করি না যে, এই পহাড়টি আমার জন্য সোনায় পরিণত করা হোক এবং এর মধ্য থেকে একটি দিনার ও (স্বর্ণ মুদ্রা) আমার নিকট তিন দিনের বেশী থাকুক, সেই দীনার ব্যতীত যা আমি ঋণ আদায়ের জন্য রেখে দেই। তারপর তিনি বললেন, যারা অধিক সম্পদশালী তারাই (সাওয়াবের দিক দিয়ে) স্বল্পের অধিকারী। কিন্তু যারা এভাবে ওভাবে ব্যয় করেন (তারা ব্যতীত)। (বর্ণনাকারী) আবূ শিহাব তার সামনের দিকে এবং ডান ও বাম দিকে ইশারা করেন এবং বলেন, এইরূপ লোক খুব কম আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি এখানেই অবস্থান কর। তিনি একটু দূরে গেলেন। আমি কিছু শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি তার কাছে আসতে চাইলাম। এরপর "আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর" তাঁর এ কথাটি আমার মনে পড়ল। তিনি যখন আসলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যা আমি শুনলাম অথবা বললেন যে আওয়াযটি আমি শুনতে পেলাম তা কি? তিনি বললেন, তুমি কি শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার কাছে জিবরীল (আ.) এসেছিলেন এবং তিনি বললেন, আপনার কোন উম্মত আল্লাহ্‌র সংগে কোন কিছু শরীক না করে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে এরূপ, এরূপ কাজ করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٢٢٣١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِىْ اَنْ لَايَمُرَّ عَلَىَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَىْءٌ اِلَّا شَىْءٌ اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ رَوَاهُ صَالِحٌ وَّ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ

২২৬১ আহ্‌মদ ইব্‌ন শাবীব ইবুন সাঈদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকত, তাহলেও আমার পসন্দ নয় যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ আমার কাছে থাকুক। তবে এতটুকু পরিমাণ ব্যতীত, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দেই। ছালিহ ও উকাইল (র.) যুহরী (র.) থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

www.icsbook.info

١٤٨٤. بَابُ اِسْتِقْرَاضِ الْاِبِلِ

১৪৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ উট ধার নেওয়া

٢٢٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ بِمِنًى يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَاشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ قَالُوْا لاَ نَجِدُ اِلاَّ اَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২২৩২ আবূ ওয়ালীদ (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তার পাওনা আদায়ের কড়া তাগাদা দিল। সাহাবায়ে কিরাম তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে। তার জন্য একটি উট কিনে আন এবং তাকে তা দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, তার উটের চাইতে বেশী বয়সের উট ছাড়া আমরা পাচ্ছি না। তিনি বললেন, সেটিই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কারণ, তোমাদের উত্তম লোক সেই, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

١٤٨٧. بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِىْ

১৪৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ সুন্দরভাবে (প্রাপ্য) তাগাদা করা

٢٢٣٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَاتَ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ قَالَ كُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ فَاَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوْسِرِ، وَاُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَغُفِرَ لَهُ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ

২২৩৩ মুসলিম (র.)..... হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একজন লোক মারা গেল, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তুমি কি বলতে? সে বলল, আমি লোকজনের সাথে বেচা-কেনা করতাম। ধনীদেরকে অবকাশ দিতাম এবং গরীবদেরকে হ্রাস করে দিতাম। কাজেই তাকে মাফ করে দেওয়া হলো। আবূ মাসউদ (রা.) বলেন, আমি নবী ﷺ -এর নিকট হতে এ হাদীস শুনেছি।

١٤٨٨. بَابٌ هَلْ يُعْطٰى اَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ

১৪৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ কম বয়সের উটের বদলে বেশী বয়সের উট দেয়া যায় কি?

www.icsbook.info

٢٢٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ بَعِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوْهُ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ اِلاَّ سِنًّا اَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ الرَّجُلُ اَوْفَيْتَنِىْ اَوْفَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوْهُ فَاِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ اَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

২২৩৪ মুসাদ্দাদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন লোক নবী ﷺ-এর নিকট তার (প্রাপ্য) উটের তাগাদা দিতে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের বললেন, তাকে একটি উট দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, তার চাইতে উত্তম বয়সের উটই পাচ্ছি। লোকটি বললো, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন, আল্লাহ্ আপনাকে যেন পূর্ণ হক দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে সেটি দিয়ে দাও। কেননা মানুষের মধ্যে সেই উত্তম, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

١٤٨٩. بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

১৪৮৯. পরিচ্ছেদঃ উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করা।

٢٢٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْاِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَطَلَبُوْا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ اِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَقَالَ اَوْفَيْتَنِىْ اَوْفَى اللّٰهُ لَكَ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২২৩৫ আবূ নুআঈম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যিম্মায় একজন লোকের এক নির্দিষ্ট বয়সের উট ঋণ ছিল। লোকটি তাঁর নিকট সেটির তাগাদা করতে আসল। তিনি সাহাবীদের বললেন, তাকে একটি উট দিয়ে দাও। তাঁরা সে বয়সের উট তালাশ করলেন। কিন্তু তার চাইতে বেশী বয়সের উট ছাড়া পাওয়া গেলো না। তিনি বললেন, সেটি তাকে দিয়ে দাও। লোকটি বলল, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন, আল্লাহ্ আপনার পূর্ণ বদলা দিন। নবী ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক সেই, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

٢٢٣٦ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ اُرَاهُ قَالَ ضُحًى، فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِىْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ

www.icsbook.info

২২৩৬ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। মিসআর (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, তা ছিল চাশতের ওয়াক্ত। তিনি বললেন, দু' রাকাআত সালাত আদায় কর। তাঁর কাছে আমার কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। তিনি আমার ঋণ আদায় করলেন এবং পাওনার চাইতেও বেশী দিলেন।

١٤٩٠. بَابٌ اِذَا قَضٰى دُوْنَ حَقِّهٖ اَوْ حَلَّلَهٗ فَهُوَ جَائِزٌ

১৪৯০. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি পাওনাদারের প্রাপ্য থেকে কম পরিশোধ করে অথবা পাওনাদার তার প্রাপ্য মাফ করে দেয় তবে তা বৈধ

٢٢٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهٗ اَنَّ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِيْ حُقُوْقِهِمْ، فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلَهُمْ اَنْ يَقْبَلُوْا ثَمَرَ حَائِطِيْ وَيُحَلِّلُوْا اَبِيْ فَاَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبِيُّ ﷺ حَائِطِيْ وَقَالَ سَنَغْدُوْ عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ اَصْبَحَ فَطَافَ فِى النَّخْلِ وَدَعَا فِيْ ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمَرِهَا.

২২৩৭ আবদান (র.)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁর উপর কিছু ঋণ ছিল। পাওনাদাররা তাদের পাওনা সম্পর্কে কড়াকড়ি শুরু করে দিল। আমি নবী ﷺ-এর সমীপে আসলাম। তিনি তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং আমার পিতার অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা মানল না। নবী ﷺ তাদেরকে আমার বাগানটি দিলেন না। আর তিনি (আমাকে) বলেন, আমরা সকালে তোমার কাছে আসব। তিনি সকাল বেলায় আমাদের কাছে আসলেন এবং বাগানের চারদিকে ঘুরে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। আমি ফল পেড়ে তাদের সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলাম এবং আমার কাছে কিছু অতিরিক্ত খেজুর রয়ে গেল।

١٤٩١. بَابٌ اِذَا قَاصَّ اَوْ جَازَفَهٗ فِى الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ اَوْ غَيْرِهٖ

১৪৯১. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণদাতার সঙ্গে কথা বলা এবং ঋণ খেজুর অথবা অন্য কিছুর বিনিময়ে অনুমান করে আদায় করা জায়িয

٢٢٣٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهٗ اَخْبَرَهٗ اَنَّ اَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِيْنَ وَسَقًا

www.icsbook.info

لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَاَبَى اَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ اِلَيْهِ فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ لِيَاْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّتِيْ لَهُ فَاَبَى فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشَى فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدَّلَهُ فَاَوْفِ لَهُ الَّذِيْ لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَ مَارَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَوْفَاهُ ثَلَاثِيْنَ وَسَقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِيْ كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ اَخْبِرْ ذٰلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ اِلٰى عُمَرَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشَى فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُبَارَكَنَّ فِيْهَا

২২৩৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা একজন ইয়াহূদীর কাছে থেকে নেওয়া ত্রিশ ওসাক (খেজুর) ঋণ রেখে ইন্তিকাল করেন। জাবির (রা.) তার নিকট (ঋণ পরিশোধের জন্য) সময় চান। কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করে। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন, যেন তিনি তার জন্য ইয়াহূদীর কাছে সুপারিশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন এবং ইয়াহূদীর সাথে কথা বললেন, ঋণের বদলে সে যেন তার খেজুর গাছের ফল নিয়ে নেয়। কিন্তু সে তা অস্বীকার করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাগানে প্রবেশ করে সেখানে গাছের (চারদিক) হাঁটাচলা করলেন। তারপর তিনি জাবির (রা)-কে বললেন, ফল পেড়ে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করে দাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে আসার পর তিনি ফল পাড়লেন এবং তাকে এরপর পূর্ণ ত্রিশ ওসাক (খেজুর) দিয়ে দিলেন এবং সতর ওসাক (খেজুর) অতিরিক্ত রয়ে গেল। জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করার জন্য আসলেন। তিনি তাঁকে আসরের সালাত আদায় করা অবস্থায় পেলেন। তিনি সালাত শেষ করলে তাঁকে অতিরিক্ত খেজুরের কথা অবহিত করলেন। তিনি বললেন, খবরটি ইব্‌ন খাত্তাব (উমর)-কে পৌঁছাও। জাবির (রা.) উমর (রা.)-এর কাছে গিয়ে খবরটি পৌঁছালেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বাগানে প্রবেশ করে হাঁটাচলা করলেন, তখনই আমি বুঝতে পারছিলাম যে, নিশ্চয় এতে বরকত দান করা হবে।

١٤٩٢. بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

১৪৯২. পরিচ্ছেদঃ ঋণ থেকে পানাহ চাওয়া

٢٢٣٩ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ

www.icsbook.info

فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ

২২৩৯ ইসমাঈল (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে এই বলে দু'আ করতেন,হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে গুনাহ্ এবং ঋণ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি। একজন প্রশ্নকারী বলল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ্)! আপনি ঋণ থেকে এত বেশী বেশী পানাহ্ চান কেন? তিনি জওয়াব দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হলে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা খেলাফ করে।

١٤٩٣. بَابُ الصَّلٰوةِ عَلٰى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

১৪৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির উপর সালাতে জানাযা

٢٢٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيْنَا

২২৪০ আবুল ওয়ালীদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাল রেখে গেল, তা তার ওয়ারিসদের আর যে দায়-দায়িত্বের বোঝা রেখে গেল, তা আমার যিম্মায়।

٢٢٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ وَاَنَا اَوْلٰى بِهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ اَلنَّبِىُّ ﷺ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوْا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَاْتِنِىْ فَاَنَا مَوْلاَهُ

২২৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে আমি প্রত্যেক মু'মিনেরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতর। যদি তোমরা ইচ্ছা কর তাহলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে দেখ ঃ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ-নবী ﷺ মু'মিনদের নিকট তাদের নিজদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। তাই যখন কোন মু'মিন মারা যায় এবং মাল রেখে যায়, তা হলে তার যে আত্মীয়-স্বজন থাকে তারা তার ওয়ারিস হবে; আর যদি সে ঋণ কিংবা অসহায় পরিজন রেখে যায়, তবে তারা যেন আমার নিকট আসে; আমিই তাদের অভিভাবক।

www.icsbook.info

١٤٩٤. بَابُ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

১৪৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) টালবাহানা করা জুলুম

٢٢٤٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِيْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

২২৪২ মুসাদ্দাদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) টালবাহানা করা জুলুম।

١٤٩٥. بَابٌ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ * وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ قَالَ سُفْيَانُ عِرْضَهُ يَقُوْلُ مَطَلْتَنِيْ وَعُقُوْبَتُهُ الْحَبْسُ

১৪৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ হকদারের বলার অধিকার রয়েছে। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মালদার ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা তার মানহানী ও শাস্তি বৈধ করে দেয়। সুফিয়ান (র.) বলেন,তার মানহানী অর্থ-প্রাপকের একথা বলা যে, তুমি আমার সঙ্গে টালবাহানা করছ আর তার শাস্তির অর্থ হচ্ছে বন্দী করা

٢٢٤٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

২২৪৩ মুসাদ্দাদ (র.).... আবূ হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে এক লোক (ঋণ পরিশোধের) তাগাদা দিতে আসল এবং কড়া কথা বলল। সাহাবীগণ তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলে নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হক্‌দারের(কড়া) কথা বলার অধিকার রয়েছে।

١٤٩٦. بَابٌ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيْعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَاشِرَاؤُهُ، وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَضٰى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضٰى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

www.icsbook.info

১৪৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয় –বিক্রয়, ঋণ ও আমানত এর ব্যাপারে কেউ যদি তার মাল নিঃসম্বলের নিকট পায়, তবে সে–ই অধিক হকদার। হাসান (বসরী র.) বলেন, যদি সে প্রকাশ্যে দেউলিয়া (নিঃসম্বল) হয়ে যায়, তাহলে তার দাসমুক্তি ও ক্রয়–বিক্রয় জায়িয নয়। সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা.) বলেন, উসমান (রা.) ফায়সালা দিয়েছেন যে, কারো নিঃসম্বল ঘোষিত হওয়ার আগে যদি কেউ তার প্রাপ্য আদায় করে নেয়, তবে তা তারই। আর যে তার মাল সনাক্ত করতে পারে, সে তার বেশী হকদার।

২২٤٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ اَوْ اِنْسَانٍ قَدْ اَفْلَسَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا الْاِسْنَادُ كُلُّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْقَضَاءِ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَاَبُوْا بَكْرِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْمَدِيْنَةِ

২২৪৪ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিংবা তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন কেউ তার মাল এমন লোকের কাছে পায়, যে নিঃসম্বল হয়ে গেছে, তবে অন্যের চাইতে সে–ই তার বেশী হকদার। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী র.) বলেন, এ সনদে উল্লেখিত রাবীগণ বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তারা হলেন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ, আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.) ও আবূ বকর (র) তারা সকলেই মদীনায় বিচারক ছিলেন।

١٤٩٧. بَابُ مَنْ اَخَّرَ الْغَرِيْمَ اِلَى الْغَدِ اَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذٰلِكَ مَطْلًا وَقَالَ جَابِرٌ اِشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِىْ حُقُوْقِهِمْ فِىْ دَيْنِ اَبِىْ فَسَاَلَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَقْبَلُوْا ثَمَرَ حَائِطِىْ فَاَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبِىُّ ﷺ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَ قَالَ سَاَغْدُوْ عَلَيْكَ غَدًا فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ اَصْبَحَ فَدَعَا فِىْ ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ

www.icsbook.info

১৪৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পাওনাদারকে আগামীকাল বা দু'তিন দিনের জন্য সময় পিছিয়ে দেয় আর একে টালবাহানা মনে করে না। জাবির (রা.) বলেন,আমার পিতার ঋণের ব্যাপারে পাওনাদাররা তাদের পাওনার জন্য কঠোর ব্যবহার করে। তখন নবী ﷺ তাদেরকে আমার বাগানের ফল গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। এতে নবী ﷺ তাদেরকে বাগান দিলেন না এবং তাদের জন্য ফলও নির্ধারণ করে দিলেন না। তিনি বললেন, আমি আগামীকাল সকালে তোমার ওখানে আসব। সকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং বাগানের ফলের মধ্যে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। তারপর আমি তাদের পাওনা পরিশোধ করে দিলাম।

١٤٩٨. بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ اَوِ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ اَوْ اَعْطَاهُ حَتّٰى يُنْفِقَ عَلٰى نَفْسِهٖ

১৪৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ গরীব বা অভাবী ব্যক্তির মাল বিক্রি করে তা পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া অথবা তার নিজের খরচের জন্য দিয়ে দেওয়া।

٢٢٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّىْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَاَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ

২২৪৫ মুসাদ্দাদ (র.)... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তার গোলামকে মরণোত্তর শর্তে আযাদ করল। নবী ﷺ বললেন, কে আমার থেকে এই গোলামটি খরিদ করবে? তখন নু'আইম ইব্‌ন আবুদুল্লাহ্ (রা.) সেটি ক্রয় করলেন। নবী(সা)তার দাম গ্রহণ করে গোলামের মালিককে দিয়ে দিলেন।

١٤٩٩. بَابُ اِذَا اَقْرَضَهُ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى اَوْ اَجَّلَهُ فِى الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِى الْقَرْضِ اِلٰى اَجَلٍ لَا بَأْسَ بِهٖ وَاِنْ اُعْطِىَ اَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهٖ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَاءٌ وَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ هُوَ اِلٰى اَجَلِهٖ فِى الْقَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ سَاَلَ بَعْضَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنْ يُسْلِفَهُ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى.... الْحَدِيْثَ

www.icsbook.info

১৪৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া কিংবা ক্রয়–বিক্রয়ের মধ্যে সময় নির্ধারণ করা। ইব্ন উমর (রা.) বলেন,নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নিতে কোন দোষ নেই। আর শর্ত করা ব্যতীত তার পাওনা টাকার বেশী দেওয়া হলে কোন ক্ষতি নেই। আতা ও আম্র ইব্ন দীনার (র.) বলেন, ঋণ গ্রহীতা নির্ধারিত মিয়াদ মেনে চলবে। লাইস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক লোকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সে তার নিজ গোত্রের একজন লোকের নিকট ঋণ চায়। এরপর সে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয় এবং এরপর বর্ণনাকারী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٠. بَابُ الشَّفَاعَةِ فِى وَضْعِ الدَّيْنِ

১৫০০. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণ থেকে কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ

٢٢٤٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُصِيْبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا فَطَلَبْتُ اِلٰى اَصْحَابِ الدَّيْنِ اَنْ يَّضَعُوْا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهٖ فَاَبَوْا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهٖ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا فَقَالَ صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَىْءٍ مِنْهُ عَلٰى حِدَةٍ عَذْقَ ابْنِ زَيْدٍعَلٰى حِدَةٍ وَاللِّيْنَ عَلٰى حِدَةٍ وَالْعَجْوَةَ عَلٰى حِدَةٍ ثُمَّ اَحْضِرْهُمْ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَاءَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتّٰى اسْتَوْفٰى وبَقِىَ التَّمْرُ كَمَا هُوَكَانَّهُ لَمْ يُمَسَّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى نَاضِحٍ لَنَا فَاَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَىَّ فَوَكَزَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ خَلْفِهٖ قَالَ بِعْنِيْهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا اَوْثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا اُصِيْبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَتَرَكَ جَوَارِىَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قَالَ ائْتِ اَهْلَكَ فَقَدِمْتُ فَاَخْبَرْتُ خَالِىْ بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلاَمَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ بِاِعْيَاءِ الْجَمَلِ وَ بِالَّذِىْ كَانَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ ووَكْزِهِ اِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ غَدَوْتُ اِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَاَعْطَانِىْ ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِىْ مَعَ الْقَوْمِ

২২৪৬ মূসা (র.) .... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং পরিবার–পরিজন ও ঋণ রেখে যান। আমি পাওনাদারের নিকট কিছু ঋণ মাফ করে দেওয়ার

www.icsbook.info

জন্য অনুরাধ করি। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। আমি নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁর দ্বারা তাদের কাছে সুপারিশ করাই। তবুও তারা অস্বীকার করল। তখন নবী ﷺ বললেন, প্রত্যেক শ্রেণীর খেজুর আলাদা আলাদা করে রাখ। আযক ইব্‌ন যায়দ এক জায়গায়, লীন আরেক জায়গায় এবং আজওয়াহ অন্য জায়গায় রাখবে। তারপর পাওনাদারদের হাযির করবে। তখন আমি তোমার নিকট আসব। আমি তাই করলাম। তারপর নবী ﷺ আসলেন এবং তার উপর বসলেন। আর প্রত্যেককে মেপে মেপে দিলেন। শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি আদায় করলেন। কিছু খেজুর যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল, যেন কেউ স্পর্শ করেনি। আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে একবার আমাদের একটি উটে চড়ে জিহাদে গিয়েছিলাম। উটটি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাকে নিয়ে পেছনে পড়ে যায়। নবী ﷺ পেছন থেকে উটটিকে চাবুক মারেন এবং বলেন, এটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তবে মদীনা পর্যন্ত তুমি এর উপর সাওয়ার হতে পারবে। আমরা যখন মদীনার নিকটে আসলাম তখন আমি তাঁর কাছে জলদি বাড়ী যাওয়ার অনুমতি চাইলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নব বিবাহিত। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করেছ, না বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা। কেননা (আমার পিতা) আবদুল্লাহ্ (রা.) ছোট ছোট মেয়ে রেখে শহীদ হয়েছেন। তাই আমি বিবাহিতা বিয়ে করেছি, যাতে সে তাদের জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বললেন, তবে তোমার পরিবারের নিকট যাও। আমি গেলাম এবং উট বিক্রির কথা আমার মামার কাছে বললাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি তার নিকট উটটি ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার এবং নবী ﷺ-এর এটিকে আঘাত করার ও তার (মু'জিযার) কথা উল্লেখ করলাম। নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছলে আমি উটটি নিয়ে তাঁরা কাছে হাযির হলাম। তিনি আমাকে উটটির মূল্য এবং উটটিও দিয়ে দিলেন। আর লোকদের সংগে আমার **(গনীমতের)** অংশ দিলেন।

١٥٠١. بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الْفَسَادَ ، اَلاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَقَالَ صَلٰوتُكِ تَأْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ وَقَالَ وَلاَ تُؤْتُوْا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ وَالْحَجْرِ فِىْ ذٰلِكَ وَمَا يُنْهٰى عَنِ الْخِدَاعِ

১৫০১. পরিচ্ছেদ ঃ ধন–সম্পত্তি বিনষ্ট করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আল্লাহ্ অশান্তি পসন্দ করেন না (২ঃ২০৫) আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। (১০ ঃ ৮১) তারা বলল, হে শুআয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার ইবাদত করত, আমাদের তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও না? (১১ ঃ ৮৭) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ এবং তোমরা তোমাদের সম্পদ নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না। (৪ ঃ ৫) এই প্রেক্ষিতে অপব্যয় ও প্রতারণা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

www.icsbook.info

২২٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنِّىْ اُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُهُ

২২৪৭ আবূ নুয়াইম (র.).. ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে বলল, আমাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তিনি বলেন, ক্রয়–বিক্রয়ের সময় তুমি বলবে, ধোঁকা দিবে না। এরপর লোকটি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এই কথা বলত।

২২٤٨ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعًا وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ

২২৪৮ উসমান (র.).... মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মায়ের নাফরমানী,কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া, কারো প্রাপ্য না দেওয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেওয়া আর অপসন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা।

١٥٠٢. بَابُ اَلْعَبْدُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهٖ وَلاَ يَعْمَلُ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ

১৫০২. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। সে তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত তা ব্যয় করবে না।

২২٤٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ فِى اَهْلِهٖ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْمَرْاَةُ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهٖ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ قَالَ فَسَمِعْتُ هٰؤُلاَءِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَحْسِبُ

www.icsbook.info

النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

২২৪৯ আবুল ইয়ামান (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা (ইমাম) একজন রক্ষক, সে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে তার পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষক, তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, আমি এ সকলই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, ছেলে তার পিতার সম্পত্তির রক্ষক এবং সে জিজ্ঞাসিত হবে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে। অতএব, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْخُصُوْمَاتِ

অধ্যায় ঃ কলহ-বিবাদ

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْخُصُوْمَاتِ

অধ্যায় ঃ কলহ-বিবাদ

١٥٠٣. بَابُ مَايُذْكَرُ فِى الْاِشْخَاصِ وَالْخُصُوْمَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِ

১৫০৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণগ্রস্তকে স্থানান্তরিত করা এবং মুসলিম ও ইয়াহূদীর মধ্যে কলহ-বিবাদ

٢٢٥٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ اَخْبَرَنِىْ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَاَ اٰيَةً، سَمِعْتُ مِنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِلاَفَهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ فَاَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ اَظُنُّهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا

২২৫০ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি আয়াত পড়তে শুনলাম। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (আয়াতটি) অন্যরূপ পড়তে শুনেছি। আমি তার হাত ধরে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, তোমরা উভয়েই ঠিক পড়েছ। শু'বা (র) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন, তোমরা বাদানুবাদ করো না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা বাদানুবাদ করে ধ্বংস হয়েছে।

٢٢٥١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ اَمْرِهِ وَاَمْرِ

www.icsbook.info

الْمُسْلِمِ ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْنِيْ عَلٰى مُوْسٰى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ، فَإِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِيْ أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِيْ أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنٰى اللّٰهُ

২২৫১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' ব্যক্তি একে অপরকে গালি দিয়েছিল। তাদের একজন ছিল মুসলিম, অন্যজন ইয়াহূদী। মুসলিম লোকটি বলল, তাঁর কসম, যিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে সমস্ত জগতের মধ্যে ফযীলত প্রদান করেছেন। আর ইয়াহূদী লোকটি বলল, সে সত্তার কসম, যিনি মূসা (আ)-কে সমস্ত জগতের মধ্যে ফযীলত দান করেছেন। এ সময় মুসলিম ব্যক্তি নিজের হাত উঠিয়ে ইয়াহূদীর মুখে চড় মারল। এতে ইয়াহূদী ব্যক্তিটি নবী ﷺ -এর কাছে গিয়ে তার এবং মুসলিম ব্যক্তিটির মধ্যে যা ঘটে ছিল, তা তাঁকে অবহিত করল। নবী ﷺ মুসলিম ব্যক্তিটিকে ডেকে আনলেন এবং এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে ঘটনা বলল। নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে, তাদের সাথে আমিও বেহুঁশ হয়ে পড়ব। তারপর সকলের আগে আমার হুঁশ আসবে, তখন (দেখতে পাবো) মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, তিনি বেহুঁশ হয়ে আমার আগে হুঁশে এসেছেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা যাঁদেরকে বেহুঁশ হওয়া থেকে রেহাই দিয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন।

٢٢٥٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ ادْعُوْهُ فَقَالَ أَضَرَبْتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوْقِ يَحْلِفُ وَالَّذِيْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ أَيْ خَبِيْثُ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَخَذَتْنِيْ غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوْسٰى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِيْ كَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ أَوْ حُوْسِبَ بِصَعْقَتِهِ الْأُوْلٰى

২২৫২ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা ছিলেন, এমন সময় এক ইয়াহূদী এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার এক সাহাবী আমার মুখে আঘাত করেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? সে বলল, একজন আনসারী। তিনি বললেন, তাকে ডাক। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওকে মেরেছ? সে বলল, আমি তাকে বাজারে শপথ করে বলতে শুনেছিঃ শপথ তাঁর, যিনি মূসা (আ)-কে সকল মানুষের উপর ফযীলত দিয়েছেন। আমি বললাম, হে খবীস, বল, মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরও কি? এতে আমার রাগ এসে গিয়েছিল, তাই আমি তার মুখের উপর আঘাত করি। নবী ﷺ বললেন, তোমরা নবীদের একজনকে অপরজনের উপর ফযীলত দিও না। কারণ, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর যমীন ফাটবে এবং যারাই উঠবে, আমিই হব তাদের মধ্যে প্রথম। তখন দেখতে পাব মূসা (আ) আরশের একটি পায়া ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না, তিনিও বেহুঁশ লোকদের মধ্যে ছিলেন, না তাঁর পূর্বেকার (তুর পাহাড়ের) বেহুঁশীই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

২২৫৩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ يَهُوْدِيًا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيْلَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِكِ اَفُلاَنٌ اَفُلاَنٌ حَتّٰى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَاَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَاُخِذَ الْيَهُوْدِيُّ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

২২৫৩ মূসা (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী একটি দাসীর মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলিয়ে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি? যখন জনৈক ইয়াহূদীর নাম বলা হল– তখন সে দাসী মাথার দ্বারা হ্যাঁ সূচক ইশারা করল। ইয়াহূদীকে ধরে আনা হল। সে অপরাধ স্বীকার করল। তখন নবী ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তখন তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলিয়ে দেওয়া হল।

١٥٠٤. بَابُ مَنْ رَدَّ اَمْرَ السَّفِيْهِ وَالضَّعِيْفِ الْعَقْلِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْاِمَامُ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ • وَقَالَ مَالِكٌ اِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلٰى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ لَاشَيْئَ لَهُ غَيْرُهُ فَاَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيْفِ وَنَحْوِهِ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ اِلَيْهِ وَاَمَرَهُ بِالْاِصْلاَحِ وَالْقِيَامِ بِشَاْنِهِ فَاِنْ اَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَالَ لِلَّذِيْ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ وَلَمْ يَاْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ

www.icsbook.info

১৫০৪. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি বোকা ও নির্বোধ ব্যক্তির লেন-দেন করা প্রত্যাখ্যান করেছেন। যদিও ইমাম (কাযী) তার লেন-দেনে বাধা আরোপ করেননি। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সাদকা দানকারীকে নিষেধ করার পূর্বে সে যে সাদকা করছিল, নবী (সা) তাকে তা ফেরত দিয়েছেন। এরপর (অনুরূপ অবস্থায়) তাকে সাদকা করা থেকে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, কারো উপর যদি ঋণ থাকে এবং তার কাছে একটি গোলাম ছাড়া আর কিছুই না থাকে, আর সে যদি গোলামটি আযাদ করে তবে তার এ আযাদ করা জায়িয নয়। যে ব্যক্তি কোন নির্বোধ বা এ ধরনের কোন লোকের সম্পত্তি বিক্রি করে এবং বিক্রি মূল্য তাকে দিয়ে দেয় ও তাকে তার অবস্থার উন্নতি ও অর্থকে যথাযথ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়। এরপর যদি সে তার অর্থ নষ্ট করে দেয় তাহলে সে তাকে অর্থ ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবে। কেননা, নবী ﷺ সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। যে লোককে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হত, তাকে তিনি ﷺ বলেছেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে দিবে, ধোঁকা দিবে না। আর নবী ﷺ তার মাল গ্রহণ করেননি।

২২৫৪ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَاخِلَابَةَ فَكَانَ يَقُوْلُهُ

২২৫৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে এক ব্যক্তিকে ধোঁকা দেওয়া হত। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি যখন বেচা-কেনা কর তখন বলে দেবে যে, ধোঁকা দিবে না। এরপর সে এ কথাই বলত।

২২৫৫ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِىُّ ﷺ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ

২২৫৫ আসিম ইব্ন আলী (র.)..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার গোলাম আযাদ করে দিয়েছিল। তার কাছে এ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। নবী ﷺ তার গোলাম আযাদ করে দেয়া রদ করে দিলেন। পরে সে গোলামটি তার থেকে নুআইম ইব্ন নাহ্হাম ক্রয় করে নিলেন।

١٥٠٥. بَابُ كَلَامِ الْخُصُوْمِ بَعْضِهِمْ فِى بَعْضٍ

১৫০৫. পরিচ্ছেদ ঃ বিবাদমানদের পরস্পরের কথাবার্তা

www.icsbook.info

٢٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ، فَقَالَ الْاَشْعَثُ فِىَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَ بَيْنِىْ اَرْضٌ فَجَحَدَنِىْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُوْدِىِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِىْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

২২৫৬ মুহাম্মদ (র.)....আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলিমের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তা হলে সে আল্লাহ্র সমীপে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ্ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন। আশআস (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম। এটা আমার সম্পর্কেই ছিল, আমার ও এক ইয়াহূদী ব্যক্তির সাথে যৌথ মালিকানায় এ খণ্ড জমি ছিল। সে আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসল। আমি তাকে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার কোন সাক্ষী আছে কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি (নবী ﷺ) ইয়াহূদীকে বললেন, তুমি কসম কর। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো কসম করবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়ে নেবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা (এ আয়াত) নাযিল করেনঃ যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করে.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ : ৭৭)।

٢٢٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادٰى يَاكَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ اَىِ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ

২১৫৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদের মধ্যে ইব্ন আবূ হাদরাদের কাছে তার প্রাপ্য কর্জের তাগাদা করেন। তাদের আওয়াজ বুলন্দ হয়ে গিয়েছিল, এমন কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ঘর থেকে তা শুনতে পেলেন। তিনি (নবী ﷺ) হুজরার পর্দা তুলে

www.icsbook.info

বাইরে এলেন এবং হে কা'ব! বলে ডাকলেন। কা'ব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হাযির। তিনি ইশারায় তাকে কর্জের অর্ধেক মাফ করে দিতে বললেন। কা'ব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি মাফ করে দিলাম, তিনি (নবী ﷺ) ইব্ন আবূ হাদরাদকে বললেন, উঠ, কর্জ পরিশোধ করে দাও।

২২৫৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَأَنِيْهَا وَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَاءِهٖ، فَجِئْتُ بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ لِىْ اَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اِقْرَأْ فَقَرَأَ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِىْ اِقْرَا فَقَرَاْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

২২৫৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিযামকে সূরা ফুরকান আমি যেভাবে পড়ি তা থেকে ভিন্ন পড়তে শুনলাম। আর যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এ সূরা পড়িয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তার সালাত শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এরপর তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে এলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে যা পড়তে শিখিয়েছেন, আমি তাকে তা থেকে ভিন্ন পড়তে শুনেছি। নবী ﷺ তাকে ছেড়ে দিতে আমাকে বললেন। তারপর তাকে পড়তে বললেন, সে পড়ল। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, এরূপ নাযিল হয়েছে। এরপর আমাকে পড়তে বললেন, আমিও তখন পড়লাম। আর তিনি (নবী ﷺ) বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে। তাই যেরূপ সহজ হয় তোমরা সেরূপেই তা পড়।

١٥٠٦. بَابُ اِخْرَاجِ اَهْلِ الْمَعَاصِىْ وَالْخُصُوْمِ مِنَ الْبُيُوْتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ اَخْرَجَ عُمَرُ اُخْتَ اَبِىْ بَكْرٍ حِيْنَ نَاحَتْ

১৫০৬. পরিচ্ছেদ ঃ গুনাহ্ ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা জানার পর ঘর থেকে বের করে দেওয়া। আবূ বকর (রা.)-এর বোন যখন বিলাপ করছিলেন তখন উমর (রা.) তাকে (ঘর থেকে) বের কর দিয়েছিলেন

২২৫৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ

www.icsbook.info

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ

২২৫৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, সালাত আদায় করার আদেশ করব। সালাত দাঁড়িয়ে গেলে পর যে সম্প্রদায় সালাতে উপস্থিত হয় না, আমি তাদের বাড়ী গিয়ে তা জ্বালিয়ে দেই।

١٥٠٧. بَابُ دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

১৫০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির ওসী হওয়ার দাবী

٢٢٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ ابْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصَانِىْ اَخِىْ اِذَا قَدِمْتُ اَنْ اَنْظُرَ ابْنَ اَمَةِ زَمْعَةَ، فَاَقْبِضَهُ فَاِنَّهُ ابْنِىْ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ اَمَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِىْ فَرَاَى النَّبِىُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ

২২৬০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আব্দ ইব্ন যামআ ও সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) যামআর দাসীর পুত্র সংক্রান্ত বিবাদ নবী ﷺ -এর কাছে পেশ করলেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার ভাই আমাকে ওসীয়াত করে গেছেন যে, আমি (মক্কায়) পৌঁছলে যেন যামআর দাসীর পুত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখি, দেখতে পেলে যেন তাকে হস্তগত করে নেই। কেননা সে তার পুত্র। আব্দ ইব্ন যামআ (রা.) বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। আমার পিতার ঔরসে তার জন্ম। নবী ﷺ উত্বার সাথে তার চেহারা-সুরতের স্পষ্ট মিল দেখতে পেলেন, তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তুমিই তার হক্দার। হে আবদ ইব্ন যামআ! সন্তান যার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে তারই হয়। হে সাওদা, তুমি তার থেকে পর্দা কর।

١٥٠٨. بَابُ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ

www.icsbook.info

১৫০৮. পরিচ্ছেদ ঃ কারো দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে বন্দী করা। কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফরযসমূহ শিখাবার উদ্দেশ্যে ইব্ন আব্বাস (রা.) ইকরিমাকে পায়ে বেড়ী দিয়ে আটকিয়ে রাখতেন

২২৬١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِىْ يَامُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ

২২৬১ কুতায়বা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজদের দিকে এক অশ্বারোহী সেনাদল পাঠালেন। তারা ইয়ামামাবাসীদের সরদার বনূ হানীফা গোত্রের সুমামা ইব্ন উসাল নামের একজন লোককে গ্রেফতার করে এনে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, সুমামা তোমার কি খবর? সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে ভাল খবর আছে। সে (বর্ণনাকারী) সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করল। নবী ﷺ বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও।

١٥٠٩. بَابُ الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِى الْحَرَمِ ، وَاشْتَرٰى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ ، مِنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ عَلٰى اَنَّ عُمَرَ اِنْ رَضِىَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَاِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ اَرْبَعُمِائَةِ دِيْنَارٍ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ

১৫০৯ পরিচ্ছেদ ঃ হারাম শরীফে (কাউকে) বেঁধে রাখা এবং বন্দী করা। নাফি' ইব্ন আবদুল হারিস (রা.) কয়েদখানা বানাবার উদ্দেশ্যে মক্কায় সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার কাছ থেকে এই শর্তে একটি ঘর ক্রয় করেছিলেন যে, যদি উমর (রা.) রাযী হন তবে ক্রয় পূর্ণ হবে। আর যদি তিনি রাযী না হন তা হলে সাফওয়ান চারশত দিনার পাবে। ইব্ন যুবায়র (রা.) মক্কায় বন্দী করেছেন

২২৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ

www.icsbook.info

২২৬২ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নাজদে একদল অশ্বারোহী সেনাদল পাঠালেন। তারা বনূ হানীফা গোত্রের সুমামা ইব্ন উসাল নামক ব্যক্তিকে নিয়ে এল এবং তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল।

١٥١٠. بَابُ الْمُلاَزَمَةِ

১৫১০. পরিচ্ছেদ ঃ (ঋণদাতা ঋণী ব্যক্তির) পিছনে লেগে থাকা

٢٢٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِيِّ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَاكَعْبُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفَ فَاَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

২২৬৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ হাদরাদ আসলামী (রা.)-এর কাছে তাঁর কিছু পাওনা ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং পিছনে লেগে থাকলেন। তাঁরা উভয় কথা বলতে লাগলেন, এমনকি এক পর্যায়ে তাঁদের উভয়ের আওয়ায উঁচু হল। নবী ﷺ সেখানে গেলেন এবং বললেন, হে কা'ব, উভয় হাত দিয়ে তিনি ইশারা করলেন; যেন অর্ধেক (গ্রহণ করার কথা) বুঝিয়েছিলেন। তাই তিনি (কা'ব) তার ঋণের অর্ধেক গ্রহণ করলেন এবং অর্ধেক ছেড়ে দিলেন।

١٥١١. بَابُ التَّقَاضِيْ

১৫১১. পরিচ্ছেদ ঃ ঋণের তাগাদা করা

٢٢٦٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ لِيْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ اَقْضِيْ لَهُ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتّٰى يُمِيْتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ، قَالَ فَدَعْنِيْ حَتّٰى اَمُوْتَ ثُمَّ اُبْعَثَ فَاُوْتٰى مَالاً وَوَلَدًا ثُمَّ اَقْضِيَكَ فَنَزَلَتْ : اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا الْاٰيَةَ

www.icsbook.info

২২৬৪ ইসহাক (র.).... খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমি ছিলাম একজন কর্মকার। আস ইব্ন ওয়ায়লের কাছে আমার কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। আমি তাঁর কাছে তাগাদা করতে গেলাম। সে আমাকে বলল, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করছ ততক্ষণ আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। আমি বললাম, তা হতে পারে না, আল্লাহ্র কসম, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তোমার মৃত্যু ঘটায় এবং তোমার পুনরুত্থান না হয় সে পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার করব না। সে বলল, ঠিক আছে, যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয় এবং পুনরুত্থান না হয় আমাকে অব্যাহতি দাও। তখন আমাকে মাল ও সন্তান দেয়া হবে এরপর তোমার পাওনা পরিশোধ করে দেব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে (১৯ ঃ ৭৭)।

www.icsbook.info

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

অধ্যায় ঃ পড়েথাকা বস্তু উঠান

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

অধ্যায় ঃ পড়েথাকা বস্তু উঠান

١٥١٢. بَابٌ اِذَا اَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلاَمَةِ دَفَعَ اِلَيْهِ

১৫১২. পরিচ্ছেদ ঃ পড়েথাকা বস্তুর মালিক আলামতের বিবরণ দিলে মালিককে ফিরিয়ে দিবে

٢٢٦٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غُفَلَةَ قَالَ لَقِيْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَخَذْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ. ثُمَّ اَتَيْتُهُ ثَالِثًا فَقَالَ اِحْفَظْ وِعَاءَ هَا وَعَدَدَهَا وَ وِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ اَدْرِىْ ثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ اَوْ حَوْلاً وَاحِدًا

২২৬৫ আদম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি থলে পেয়েছিলাম, যার মধ্যে একশ' দীনার ছিল এবং আমি (এটা নিয়ে) নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দাও। আমি তাই করলাম। কিন্তু এটি সনাক্ত করার মত লোক পেলাম না। তখন আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি ﷺ বললেন, আরো এক বছর ঘোষণা দাও। আমি তাই করলাম। কিন্তু কাউকে পেলাম না। আমি তৃতীয়বার তাঁর কাছে এলাম। তিনি ﷺ বললেন, থলে ও এর প্রাপ্ত বস্তুর সংখ্যা এবং এর বাঁধন স্মরণ রাখো। যদি এর মালিক আসে (তাকে দিয়ে দিবে।) নতুবা তুমি তা ভোগ করবে। তারপর আমি তা ভোগ করলাম। (শু'বা র. বলেছেন) আমি এরপর মক্কায় সালামা (র.)-এর সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি বললেন, তিন বছর কিংবা এক বছর তা আমার মনে নেই।

www.icsbook.info

١٥١٣. بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ

১৫১৩. পরিচ্ছেদ ঃ হারিয়ে যাওয়া উট

২২٦٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَاِنْ جَاءَ اَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَاِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْلاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ ضَالَّةُ الْاِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ

২২৬৬ আম্র ইব্ন আব্বাস (র.)..... যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন এসে নবী ﷺ-কে পড়ে থাকা বস্তু গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর যাবত এর ঘোষণা দিতে থাক। এরপর থলে ও তার বাঁধন স্মরণ রাখ। এর মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আসে এবং তোমাকে তার বিবরণ দেয় (তবে তাকে দিয়ে দিবে), নতুবা তুমি তা ব্যবহার করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হারানো বস্তু যদি বক্রী হয়? তিনি (নবী ﷺ) বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের জন্য। সে আবার বলল, হারানো বস্তু উট হলে? নবী ﷺ -এর চেহারায় রাগের ভাব ফুটে উঠল। তিনি ﷺ বললেন, এতে তোমার কি প্রয়োজন? তার সাথেই (জুতার ন্যায়) ক্ষুর ও পানির পাত্র রয়েছে, সে পানি পান করবে এবং গাছের পাতা খাবে।

١٥١٤. بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ

১৫১৪ পরিচ্ছেদ ঃ হারিয়ে যাওয়া বকরী

٢٢٦٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ فَزَعَمَ اَنَّهُ قَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً يَقُوْلُ يَزِيْدُ اِنْ لَمْ تُعْرَفْ اِسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيْعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيٰى فَهٰذَا الَّذِيْ لاَ اَدْرِيْ اَفِيْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِيْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ

www.icsbook.info

لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَزِيْدُ وَهِيَ تُعَرَّفُ اَيْضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِيْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعْهَا فَاِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَجِدَهَا رَبُّهَا

২২৬৭ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাবীর বিশ্বাস যে নবী ﷺ বলেছেন, থলেটি এবং তার বাঁধন চিনে রাখ। এরপর এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। ইয়াযীদ (র.) বলেন, যদি এর সনাক্তকারী না পাওয়া যায়, তবে যে এটা উঠিয়েছে সে খরচ করবে। কিন্তু সেটা তার কাছে আমানত স্বরূপ থাকবে। ইয়াহ্ইয়া (র.) বলেন, আমার জানা নেই যে, এ কথাটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, না তিনি নিজ থেকে বলেছেন। এরপর সে জিজ্ঞাসা করল, হারিয়ে যাওয়া বক্‌রী সম্পর্কে আপনি কি বলেন? নবী ﷺ বললেন, এটা নিয়ে নাও। তা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ে বাঘের। ইয়াযীদ (র) বলেন, এটাও ঘোষণা দেওয়া হবে। তারপর আবার সে জিজ্ঞাসা করল, হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে আপনি কি বলেন? বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী ﷺ বলেছেন, এটা ছেড়ে দাও। এর সাথেই রয়েছে তাঁর ক্ষুর ও তার পানির পাত্র। সে নিজেই পানি পান করবে এবং গাছ পালা খাবে, যতক্ষণ না এর মালিক একে ফিরে পায়।

١٥١٥. بَابٌ اِذَا لَمْ يُوْجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

১৫১৫ পরিচ্ছেদ ঃ এক বছরের পরেও যদি পড়েথাকা বস্তুর মালিক পাওয়া না যায় তা হলে সেটা যে পেয়েছে তারই হবে

٢٢٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَشَاْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

২২৬৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)..... যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তিনি ﷺ বললেন, থলেটি এবং এর বাঁধন চিনে রাখ। তারপর এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। যদি মালিক আসে (তবে তাকে তা দিয়ে দাও) আর যদি না আসে তা তোমার দায়িত্ব। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, যদি বকরী হারিয়ে যায়? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের নতুবা সেটা নেকড়ের। তারপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ﷺ বললেন, এতে তোমার কি? এর

www.icsbook.info

সাথেই এর পানির পাত্র ও পায়ের ক্ষুর রয়েছে। মালিক তাকে না পাওয়া পর্যন্ত সে পানি পান করবে এবং গাছ পালা খাবে।

١٥١٦. بَابٌ اِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ اَوْ سَوْطًا اَوْ نَحْوَهُ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ فَاِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ فَاَخَذَهَا لِاَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيْفَةَ

১৫১৬. পরিচ্ছেদ ঃ সমুদ্রে কাঠ বা চাবুক বা এ জাতীয় কোন কিছু পাওয়া গেলে লায়ছ (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং পুরা ঘটনা বর্ণনা করেন। (শেষ পর্যায়ে বলেন) সে ব্যক্তি দেখতে বের হল, হয়ত কোন জাহাজ তার মাল নিয়ে এসেছে। তখন সে একটি কাঠ দেখতে পেল। এবং তা পরিবারের জন্য জ্বালানী কাঠ হিসাবে নিয়ে এল। যখন তাকে চিরে ফেলল তখন সে (এর মধ্যে) তার মাল ও একটি চিঠি পেল।

١٥١٧. بَابٌ اِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِى الطَّرِيْقِ

১৫১৭. পরিচ্ছেদ ঃ পথে খেজুর পাওয়া গেলে

২২৬৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْ لاَ اَنِّيْ اَخَافُ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَكَلْتُهَا * وَقَالَ يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ ح وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ الْيَامِيْ حَدَّثَنَا اَنَسٌ

২২৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাস্তায় পড়ে থাকা খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ﷺ বললেন, আমার যদি আশংকা না হত যে এটি সাদকার খেজুর তা হলে আমি এটা খেতাম।

২২৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنِّيْ لاَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِيْ فَاَجِدُ التَّمْرَةَ

www.icsbook.info

سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِىْ فَاَرْفَعُهَا لِاٰكُلَهَا ثُمَّ اَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَاُلْقِيْهَا

২২৭০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমি আমার ঘরে ফিরে যাই, আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। খাওয়ার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা সাদকার খেজুর হবে তাই আমি তা রেখে দেই।

١٥١٨. بَابٌ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ اَهْلِ مَكَّةَ وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُعْضَدُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا لِمُنْشِدٍ وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ

১৫১৮. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কাবাসীদের পড়ে থাকা জিনিসের কিভাবে ঘোষণা দেওয়া হবে। তাউস (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি উঠাবে, যে তার ঘোষণা দিবে। খালিদ (র.) ইকরিমা (র.)-এর মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি উঠাবে, যে তার ঘোষণা দিবে। আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র.)...ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সেখানকার গাছ কাটা যাবে না, সেখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না এবং সেখানকার পড়েথাকা জিনিস যে ঘোষণা দিবে, সে ব্যতীত অন্য কারো জন্য তুলে নেওয়া হালাল হবে না, সেখানকার ঘাস কাটা যাবে না। তখন আব্বাস (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইযখির (এক প্রকার ঘাস) ব্যতীত। তখন তিনি ﷺ বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ ইযখির ঘাস কাটা যাবে)

٢٢٧١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ

www.icsbook.info

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِاَحَدٍ كَانَ قَبْلِى وَاِنَّهَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِىْ فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلاَتَحِلُّ سَاقِطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُفْدِىْ وَاِمَّا اَنْ يُقِيْدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَقَامَ اَبُوْ شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُكْتُبُوْا لِاَبِىْ شَاةٍ قُلْتُ لِلاَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اُكْتُبُوْا لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِىْ سَمِعَهَا مِنْ رسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২২৭১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ﷺ -কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র হাম্দ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কায় (আবরাহার) হস্তি বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেননি। এবং তিনি তাঁর রাসূল ও মু'মিন বান্দাদেরকে মক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার আগে অন্য কারুর জন্য মক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না, তবে আমার পক্ষে দিনের সামান্য সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল, আর তা আমার পরেও কারুর জন্য বৈধ হবে না। কাজেই এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না, এখানকার গাছ কাটা ও উপড়ানো যাবে না, ঘোষণাকারী ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেওয়া যাবে না। যার কোন লোক এখানে নিহত হয় তবে দু'টির মধ্যে তার কাছে যা ভাল বলে বিবেচিত হয়, তা গ্রহণ করবে। ফিদ্ইয়া গ্রহণ অথবা কিসাস। আব্বাস (রা) বলেন, ইযখিরের অনুমতি দিন। কেননা আমরা এগুলো আমাদের কবরের উপর এবং ঘরের কাজে ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ তা কাটা ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হলো)। তখন ইয়ামানবাসী আবূ শাহ (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে লিখে দিন। তিনি ﷺ বললেন, তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও। (ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম বলেন) আমি আওযায়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে লিখে দিন-তাঁর এ উক্তির অর্থ কি? তিনি বলেন, এ ভাষণ যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, তা লিখে দিন।

١٥١٩. بَابٌ لاَ تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ اَحَدٍ بِغَيْرِ اِذْنٍ

১৫১৯. পরিচ্ছেদ ঃ অনুমতি ব্যতীত কারো পশু দোহন করা যাবে না

www.icsbook.info

২২৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِهِ

২২৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অনুমতি ব্যতীত কারো পশু কেউ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, তার তোশাখানায় কোন লোক এসে ভাণ্ডার ভেঙ্গে ফেলে এবং ভাণ্ডারের শস্য নিয়ে যায় ? তাদের পশুগুলোর স্তন তাদের খাদ্য সংরক্ষিত রাখে। কাজেই কারো পশু তার অনুমতি ব্যতীত কেউ দোহন করবে না।

١٥٢٠. بَابٌ اِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ لاَنَّهَا وَدِيْعَةٌ عِنْدَهُ

১৫২০ পরিচ্ছেদ ঃ পড়ে থাকা জিনিসের মালিক এক বছর পরে আসলে তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিবে। কারণ সেটা ছিল তার কাছে আমানত স্বরূপ

২২৭৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً سَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَ هَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ، قَالَ خُذْهَا، فَاِنَّمَا هِىَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْلِلذِّئْبِ، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، اَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

২২৭৩ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).... যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। এরপর জিনিসটির পাত্র ও তার বাঁধন স্মরণ রাখ এবং সেটা খরচ কর। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তাকে দিয়ে দাও। সে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ হারিয়ে যাওয়া বস্তু

www.icsbook.info

বকরী হলে কি করতে হবে? তিনি বললেন, তা তুমি নিয়ে নাও। কেননা, সেটা তোমার কিংবা তোমার ভাইয়ের আর তা না হলে নেকড়ে বাঘের। সে আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হারানো বস্তু উট হলে কি করতে হবে? এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হলেন এমনকি তাঁর উভয় গাল লাল হয়ে গেল অথবা রাবী বলেন, তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, এতে তোমার কি? তার সাথে তার ক্ষুর ও মশক রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মালিক তার সন্ধান পেয়ে যাবে।

١٥٢١. بَابٌ هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلاَ يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَيَسْتَحِقُّ

১৫২১. পরিচ্ছেদ ঃ পড়ে থাকা বস্তু যাতে নষ্ট না হয় এবং কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি যাতে তুলে না নেয় সে জন্য তা তুলে নিবে কি?

২২৭৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ فِيْ غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ لِيْ أَلْقِهِ قُلْتُ لاَ، وَلٰكِنْ اِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَاِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَرْتُ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ اَتَيْتُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَ وِكَاءَهَا وَ وِعَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا

২২৭৪ সুলায়মান ইব্ন হার্‌ব (র.)..... সুওয়াইদ ইব্ন গাফালা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলায়মান ইব্ন রবী'আ এবং যায়দ ইব্ন সুহানের সঙ্গে আমি এক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমি একটি চাবুক পেলাম। তারা উভয়ে আমাকে এটা ফেলে দিতে বললেন। আমি বললাম, না, এর মালিক এলে এটা আমি তাকে দিয়ে দিব। নতুবা আমিই এটা ব্যবহার করব। আমরা ফিরে গিয়ে হজ্জ করলাম; এরপর যখন মদীনায় গেলাম তখন উবাই ইব্ন কাআব (রা.)-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর যুগে আমি একটি থলে পেয়েছিলাম, এর মধ্যে একশ' দিনার ছিল। আমি এটা নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর পর্যন্ত তুমি এটার ঘোষণা দিতে থাক। কাজেই আমি এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি আরো এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি আবার

www.icsbook.info

তাঁর কাছে এলাম। তিনি ﷺ আবার এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি চতুর্থ বার তাঁর কাছে আসলাম। তিনি ﷺ বললেন, থলের ভিতরের দীনারের সংখ্যা, বাঁধন এবং থলেটি চিনে রাখ। যদি মালিক ফিরে আসে তাকে দিয়ে দাও। নতুবা তুমি নিজে তা ব্যবহার কর।

২২৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهٰذَا قَالَ فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ لاَ أَدْرِى أَثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلاً وَاحِدًا

২২৭৫ আবদান (র.).... সালামা (র.) থেকে উপরাক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফালা-(র.) বলেন যে, আমি উবাই ইব্‌ন কা'আব (রা.)-এর সঙ্গে মক্কায় সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি (এ হাদীস সম্পর্কে) বললেন, আমার স্মরণ নেই যে, নবী ﷺ তিন বছর যাবত না এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে বলেছেন।

١٥٢٢. بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

১৫২২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু তা সরকারের কাছে জমা দেয় নি

২২৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَ وِكَائِهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْ بِهَا، وَسَأَلَه عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْلِلذِّئْبِ

২২৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর কাছে জনৈক বেদুঈন পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর পর্যন্ত এটার ঘোষণা দিতে থাক। যদি কেউ আসে এবং তার থলে ও বাঁধন সম্পর্কে বিবরণ দেয়, (তা হলে তাকে ফিরিয়ে দাও।) নতুবা তুমি নিজে সেটা ব্যবহার কর। এরপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন নবী ﷺ -এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি ﷺ বললেন, সেটা দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন? তার সাথে মশক ও ক্ষুর রয়েছে। সে নিজেই পানির কাছে যায়, গাছের পাতা খায়। তাকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তার মালিক তাকে ফিরে পায়। তারপর সে তাঁকে ﷺ হারিয়ে যাওয়া বকরী, সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের, আর তা না হলে নেকড়ে বাঘের।

www.icsbook.info

١٥٢٣ بَابٌ

১৫২৩. পরিচ্ছেদ ঃ

٢٢٧٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنِى الْبَرَاءُ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعِى غَنَمٍ يَسُوْقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ لِمَنْ اَنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ هَلْ فِى غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ ، فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ اَنْتَ حَالِبٌ لِىْ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَن يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا ضَرَبَ اِحْدَى كَفَّيْهِ بِالْاُخْرٰى فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِدَاوَةً عَلٰى فِيْهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلٰى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اِشْرَبْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ

২২৭৭ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা (র.).... আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (হিজরত করে মদীনার দিকে) যাচ্ছিলাম। তখন বকরীর এক রাখালের সাথে দেখা হল। সে তার বকরীগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার রাখাল। সে কুরয়শ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম বলল। আমি সে ব্যক্তিকে চিনতাম। আমি তাকে বললাম, তোমার বকরীর দুধ আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি তাকে বললাম, তুমি আমাকে দুধ দোহন করে দিবে কি? সে বলল, হ্যাঁ দিব। তখন আমি তাকে দুধ দোহন করতে বললাম। বকরীর পাল থেকে সে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি তাকে এর ওলান ধুলাবালি থেকে পরিষ্কার করে নিতে এবং তার হাতও পরিষ্কার করে নিতে বললাম। সে তদ্রূপ করল। এক হাত দিয়ে অপর হাত ঝেড়ে সে এক পেয়ালা দুধ দোহন করল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য একটি পাত্র রেখেছিলাম। যার মুখে কাপড়ের টুকরা রাখা ছিলো। তা থেকে আমি দুধের উপর (পানি) ঢেলে দিলাম। এতে দুধ নীচ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি নবী ﷺ-এর কাছে এই দুধ নিয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি পান করুন। তিনি তা পান করলেন। এতে আমি আনন্দিত হলাম।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْمَظَالِمِ وَالْقِصَاصِ

অধ্যায় ঃ যুল্‌ম ও কিসাস

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

اَبْوَابُ الْمَظَالِمِ وَالْقِصَاصِ

অধ্যায় ঃ যুল্‌ম ও কিসাস

١٥٢٤. بَابٌ فِى الْمَظَالِمِ وَالْغَصْبِ ، وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ ، اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِى، رُءُ وسِهِمْ رَافِعِى رُءُ وسَهُمَ الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ لاَيَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ يَعْنِىْ جُوْفًا لاَعُقُوْلَ لَهُمْ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُوْ اَنْتِقَامٍ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ : مُهْطِعِيْنَ مُدِيْمِنِّى النَّظَرِ وَيُقَالُ مُسْرِعِيْنَ

১৫২৪. পরিচ্ছেদ ঃ যুল্‌ম ও ছিনতাই। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তুমি কখনও মনে করবে না যে, জালিমরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল। তিনি তাদেরকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যে দিন তাদের চোখগুলো হবে স্থীর, ভীত বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৪২–৪৩) مُقْنِعِ رُءُ وسِهِمْ অর্থ উপরের দিকে তাদের মাথা তুলে। اَلْمُقْنِعُ এবং اَلْمُقْمِحُ সমার্থক শব্দ। মুজাহিদ (র) বলেন, مُهْطِعِيْنَ অর্থ দৃষ্টি অবনত করে। هواء শব্দের অর্থ জ্ঞানশূন্য। (আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ) যে দিন তাদের শাস্তি আসবে, সেদিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করুন। তথায় জালিমরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন। আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব.................... আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক। (সূরা–ঐ)

www.icsbook.info

١٥٢٥. بَابُ قِصَاصِ الْمَظَالِمِ

১৫২৫. পরিচ্ছেদ ঃ অপরাধের দণ্ড

২২৭৮ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوْا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا، حَتّٰى اِذَا نُقُّوْا وَهُذِّبُوْا، اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِيَدِهِ ، لَاَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِى الْجَنَّةِ ، اَدَلُّ بِمَسْكَنِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا * وَقَالَ يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُتَوَكِّلِ -

২২৭৮ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র.)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, মু'মিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে এক পুলের উপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি অন্যের যা যা জুলুম ও অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পরে যখন তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার আবাসস্থল যেরূপ চিনত, তার চাইতে অধিক তার জান্নাতের আবাসস্থল চিনতে পারবে।

١٥٢٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ

১৫২৬. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ সাবধান! জালিমদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত. (১১ ঃ ১৮)

২২৭৯ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِىْ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِىْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اٰخِذٌ بِيَدِهِ اِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّجْوٰى، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ حَتّٰى قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَاٰى فِىْ نَفْسِهِ اَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا ، وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَاَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ

www.icsbook.info

فَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ

২২৭৯ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... সাফওয়ান ইব্ন মুহ্রিয আল-মাযিনী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি ইব্ন উমর (রা.)-এর সাথে তাঁর হাত ধরে চলছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর মু'মিন বান্দার একান্তে কথাবার্তা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কি বলতে শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক। এভাবে তিনি তার কাছ থেকে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব। তারপর তার নেকের আমলনামা তাকে দেওয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, জালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত।

١٥٢٧. بَابٌ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

১৫২৭.পরিচ্ছেদ ঃ মুসলমান মুসলমানের প্রতি জুলুম করবে না এবং তাকে অপমানিতও করবে না।

٢٢٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২২৮০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ্ তার অভাব পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি (পৃথিবীতে) কোন মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।

١٥٢٨. بَابٌ اَعِنْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا

১৫২৮. পরিচ্ছেদ ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক বা মাযলুম

www.icsbook.info

২২৮১ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيْلُ سَمِعَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا

২২৮১ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক অথবা মাজলুম। (অর্থাৎ জালিম ভাইকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে এবং মাজলুম ভাইকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করবে)।

২২৮২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

২২৮২ মুসাদ্দাদ (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালিম হোক অথবা মাজলুম। তিনি (আনাস) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ মাজলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু জালিমকে কি করে সাহায্য করব? তিনি ﷺ বললেন, তুমি তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখবে। (অর্থাৎ তাকে যুলুম করতে দিবে না)।

١٥٢٩. بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُوْمِ

১৫২৯. পরিচ্ছেদ ঃ মাজলুমকে সাহায্য করা

২২৮৩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُوْمِ ، وَاِجَابَةَ الدَّاعِىْ وَاِبْرَارَ الْمُقْسِمِ

২২৮৩ সাঈদ ইব্ন রাবী' (র.).... বারা ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি উল্লেখ করলেন, পীড়িতের খোঁজখবর নেওয়া, জানাযার অনুসরণ করা, হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা, সালামের জওয়াব দেওয়া, মাজলুমকে সাহায্য করা, আহবানকারীর প্রতি সাড়া দেওয়া, কসমকারীকে দায়িত্ব মুক্ত করা।

www.icsbook.info

٢٢٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ

২২৮৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আলা (র.).... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, এক মু’মিন আর এক মু’মিনের জন্য ইমারত তুল্য, যার এক অংশ আর এক অংশকে সুদৃঢ় করে। আর তিনি ﷺ তাঁর এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।

١٥٣٠. بَابُ الْاِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ، وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ، قَالَ اِبْرَاهِيْمُ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ اَنْ يُسْتَذَلُّوْا فَاِذَا قَدَرُوْا عَفَوْا

১৫৩০. পরিচ্ছেদ ঃ জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ। আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী ঃ মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ শ্রবণকারী, জ্ঞানী। (৪ ঃ ১৪৮) এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪২ ঃ ৩৯) ইব্‌রাহীম (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) অপমানিত হওয়াকে পসন্দ করতেন না, তবে ক্ষমতা লাভ করলে মাফ করে দিতেন।

١٥٣١. بَابُ عَفْوِ الْمَظْلُوْمِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ، اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ ، وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ وَّلِىٍّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ

১৫৩১. পরিচ্ছেদ ঃ মাযলুমকে মাফ করে দেওয়া। আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীঃ তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করলে অথবা গোপনে করলে অথবা দোষ ক্ষমা করলে আল্লাহ্ও দোষ

www.icsbook.info

মোচনকারী, শক্তিমান (৪ ঃ ১৪৯)। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, কিন্তু যে মাফ করে দেয় এবং আপোষ নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে। তিনি জালিমদের পসন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, যারা মানুষের উপর যুল্‌ম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। এদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং মাফ করে দেয়, এতো হবে দৃঢ়সংকল্পেরই কাজ। আল্লাহ্‌ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন এবং পর তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। জালিমরা (কিয়ামতের দিন) যখন শাস্তি দেখবে, তখন আপনি তাদের বলতে শুনবেন প্রত্যাবর্তনের কোন পথ আছে কি? (৪২ ঃ ৪০–৪৪)।

١٥٣٢. بَابُ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৫৩২. পরিচ্ছেদ ঃ যুল্‌ম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে

٢٢٨٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُوْنُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২২৮৫ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র.).... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যুল্‌ম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে।

١٥٣٣. بَابُ الْاِتِّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

১৫৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ মাযলুমের ফরিয়াদকে ভয় করা এবং তা থেকে বেঁচে থাকা

٢٢٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ

২২৮৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন মুআয (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠান এবং তাকে বলেন, মাজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

www.icsbook.info

١٥٣٤. بَابٌ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلِمَتَهُ

১৫৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ মাযলুম জালিমকে মাফ করে দিল; এমতাবস্থায় সে জালিমের যুল্‌মের কথা প্রকাশ করতে পারবে কি?

٢٢٨٧ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ إِسْمٰعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَقْبُرِيُّ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلٰى بَنِيْ لَيْثٍ وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَاسْمُ أَبِيْ سَعِيْدٍ كَيْسَانُ

২২৮৭ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রম হানী বা অন্য কোন বিষয়ে জুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করায়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তার জুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট থেকে নেওয়া হবে আর তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, ইসমাঈল ইব্‌ন উয়াইস (র.) বলেছেন, সাঈদ আল-মাকবুরী (র.) কবর স্থানের পার্শ্বে অবস্থান করতেন বলে তাকে আল-মাকবুরী বলা হত। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) এও বলেছেন, সাঈদ আল-মাকবুরী হলেন, বনূ লাইসের আযাদকৃত গোলাম। ইনি হলেন সাঈদ ইব্‌ন আবূ সাঈদ। আর আবূ সাঈদের নাম হলো কায়সান।

١٥٣٥. بَابٌ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوْعَ فِيْهِ

১৫৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কারো যুল্‌ম মাফ করে দেয়, তবে সে যুল্‌মের জন্য পুনরায় তাকে দায়ী করা চলবে না

٢٢٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قَالَتْ :

www.icsbook.info

الرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْمَرَاَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيْدُ اَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُوْلُ اَجْعَلُكَ مِنْ شَانِيْ فِيْ حِلٍّ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ ذٰلِكَ

২২৮৮ মুহাম্মদ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, কোন স্ত্রী যদি স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (৪ ঃ ১২৮) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে তিনি ('আয়িশা) বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে বেশী যাওয়া-আসা করত না বরং তাকে আলাদা অর্থাৎ তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত। এ অবস্থায় স্ত্রী বলল, আমি তোমাকে আমার ব্যাপারে দায়মুক্ত করে দিলাম। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

١٥٣٦. بَابٌ اِذَا اَذِنَ لَهُ اَوْ حَلَّلَهُ لَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ

১৫৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তাকে মাফ করে, কিন্তু কি পরিমাণ মাফ করল তা ব্যক্ত করেনি

٢٢٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَاذَنُ لِيْ اَنْ اُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ : لَاوَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا اُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ اَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ

২২৮৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু পানীয় দ্রব্য আনা হল। তিনি ﷺ তার কিছুটা পান করলেন। তাঁর ﷺ ডান দিকে বসা ছিল একটি বালক আর বাম দিকে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠরা। তিনি ﷺ বালকটিকে বললেন, এ বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি দিবে কি? তখন বালকটি বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য আমার অংশে কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানির পেয়ালাটা তার হাতে ঠেলে দিলেন।

١٥٣٧. بَابُ اِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ

১৫৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কারো জমির কিছু অংশ যুল্‌ম করে নিয়ে নেয় তার গুনাহ্

٢٢٩٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

www.icsbook.info

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ

২২৯০ আবুল ইয়ামান (র.).... সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমির অংশ জুলুম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক যমীন তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে।

٢٢٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْاَرْضَ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ

২২৯১ আবূ মা'মার (র.)..... আবূ সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর এবং কয়েকজন লোকের মধ্যে একটি বিবাদ ছিল। 'আয়িশা (রা.) -এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, হে আবূ সালামা! জমির ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়, (কিয়ামতের দিন) এর সাত তবক জমি তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে।

٢٢٩٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرْضِيْنَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِىْ كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اِنَّمَا اَمْلٰى عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ

২২৯২ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).... সালিম (রা.) -এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমিও নিয়ে নিবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের নীচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.) কর্তৃক খুরাসানে রচিত হাদীসগ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। এ হাদীসটি বসরায় লোকজনকে শুনানো হয়েছে।

١٥٣٨. بَابٌ اِذَا اَذِنَ اِنْسَانٌ لِاٰخَرَ شَيْئًا جَازَ

১৫৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়িয

www.icsbook.info

٢٢٩٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ بَعْضِ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُرْزِقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ اِلاَّ اَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ اَخَاهُ

২২৯৩ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র.)...... জাবালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনায় কিছু সংখ্যক ইরাকী লোকের সঙ্গে ছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হই, তখন ইব্‌ন যুবাইর (রা.) আমাদেরকে খেজুর খেতে দিতেন। ইব্‌ন উমর (রা.) আমাদের কাছ দিয়ে যেতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া এক সাথে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

٢٢٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ لَهُ اَبُو شُعَيْبٍ اِصْنَعْ لِىْ طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّى اَدْعُو النَّبِىَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاَبْصَرَ فِىْ وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ الْجُوْعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا قَدِ اتَّبَعَنَا اَتَاْذَنُ لَهُ قَالَ نَعَمْ

২২৯৪ আবূ নু'মান (র.)..... আবূ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ শুয়াইব (রা.) নামক এক আনসারীর গোশত বিক্রেতা একজন গোলাম ছিল। একদিন আবূ শুয়াইব (রা.) তাকে বললেন, আমার জন্য পাঁচ জন লোকের খাবার তৈরী কর। আমি আশা করছি যে নবী ﷺ-কে দাওয়াত করব। আর তিনি হলেন উক্ত পাঁচজনের একজন। উক্ত আনসারী নবী ﷺ -এর চেহারায় ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করেছিলেন। কাজেই তিনি তাঁকে ﷺ দাওয়াত করলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আরেকজন লোক আসলেন, যাকে দাওয়াত করা হয়নি। তখন নবী ﷺ (আনসারীকে) বললেন, এ আমাদের পিছে পিছে চলে এসেছে। তুমি কি তাকে অনুমতি দিচ্ছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

١٥٣٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ

১৫৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু অতি ঝগড়াটে (২ ঃ ২০৪)

٢٢٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الاَلَدُّ الْخَصِمُ

www.icsbook.info

২২৯৫ আবূ আসিম (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট সেই লোক সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে।

١٥٤٠. بَابُ اِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِىْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

১৫৪০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জেনে শুনে না হক বিষয়ে ঝগড়া করে, তার অপরাধ

٢٢٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّهَا اُمَّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَأْتِيْنِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَدَقَ فَاَقْضِى لَهُ بِذٰلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا اَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

২২৯৬ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি ﷺ তাঁর ঘরের দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। (তাঁর ﷺ কাছে বিচার চাওয়া হলো) তিনি ﷺ বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার কাছে (কোন কোন সময়) ঝগড়াকারীরা আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চাইতে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় দেই। বিচারে যদি আমি ভুলবশত অন্য কোন মুসলমানের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা দোযখের টুকরা। এখন সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক।

١٥٤١. بَابٌ اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

১৫৪১. পরিচ্ছেদ ঃ ঝগড়া করার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার

٢٢٩٧ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا اَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ اَرْبَعٍ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

www.icsbook.info

২২৯৭ বিশর ইব্ন খালিদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে, সে মুনাফিক অথবা যার মধ্যে, এ চারটি স্বভাবের কোন একটা থাকে, তার মধ্যেও মুনাফিকীর একটি স্বভাব থাকে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে। (১) সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে (৩) যখন চুক্তি করে তা লংঘন করে (৪) যখন ঝগড়া করে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।

١٥٤٢. بَابُ قِصَاصِ الْمَظْلُوْمِ اِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يُقَاصُّهُ وَقَرَأَ : وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ

১৫৪২. পরিচ্ছেদ ঃ জালিমের মাল যদি মাজলুমের হস্তগত হয়, তবে তা থেকে সে নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। ইব্ন সীরীন (র.) বলেন,.তার প্রাপ্য যতটুকু, ততটুকু গ্রহণ করতে পারে এবং তিনি (কুরআনুল কারীমের এ আয়াত) পাঠ করেন ঃ যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। (১৬ ঃ ২৬)।

٢٢٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِىْ لَهُ عِيَالُنَا فَقَالَ لاَحَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُطْعِمِيْهِمْ بِالْمَعْرُوْفِ

২২৯৮ আবুল ইয়ামান (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উতবা ইব্ন রবীআর কন্যা হিন্দা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ (আমার স্বামী) আবূ সুফিয়ান কৃপণ লোক। তার সম্পদ থেকে যদি আমার সন্তানদের খেতে দেই, তা হলে আমার কোন গুনাহ্ হবে কি? তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে খেতে দাও তা হলে কোন তোমার গুনাহ্ হবে না।

٢٢٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُوْنَنَا فَمَاتَرٰى فِيْهِ فَقَالَ لَنَا اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاُمِرَ لَكُمْ بِمَايَنْبَغِىْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ

www.icsbook.info

২২৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-কে বললাম, আপনি যখন আমাদের কোন অভিযানে পাঠান, আর আমরা এমন কাওমের কাছে অবতরণ করি, যারা আমাদের মেহ্মানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি আমাদের বললেন, যদি তোমরা কোন কাওমের কাছে অবতরণ কর এবং তোমাদের জন্য যদি উপযুক্ত মেহমানদারীর আয়োজন করা হয়, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, আর যদি তা না করে তবে তাদের কাছ থেকে মেহমানের হক আদায় করে নিবে।

١٥٤٣. بَابُ مَا جَاءَ فِى السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِى سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ

১৫৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ ছায়া-ছাউনী প্রসঙ্গে। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ বনূ সাঈদার ছায়া ছাউনীতে বসেছিলেন

٢٣٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِك وَأَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ حِيْنَ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوْا فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لِأَبِىْ بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا فَجِئْنَا هُمْ فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ

২৩০০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র.).... উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর নবী ﷺ-কে তাঁর সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিলেন, তখন আনসারগণ বনূ সাঈদা গোত্রের ছায়া ছাউনীতে গিয়ে সমবেত হলেন। আমি আবূ বকর (রা.)-কে বললাম, আমাদের সঙ্গে চলুন। এরপর আমরা তাদের নিকট সাকীফাহ বনূ সাঈদাতে গিয়ে পৌঁছলাম।

١٥٤٤. بَابٌ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِى جِدَارِهِ

১৫৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে বাধা না দেয়

٢٣٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزُ خُشُبَهُ فِىْ جِدَارِهِ . ثُمَّ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مَالِىْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ يَقُوْلُ

www.icsbook.info

২৩০১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে। তারপর আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, কি হলো, আমি তোমাদেরকে এ হাদীস থেকে উদাসীন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্‌র কসম, আমি সব সময় তোমাদেরকে এ হাদীস বলতে থাকব।

١٥٤٥. بَابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِى الطَّرِيْقِ

১৫৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ রাস্তায় মদ ঢেলে দেওয়া।

٢٣٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحِيْمِ اَبُوْ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ فِىْ مَنْزِلِ اَبِىْ طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِىْ اَلاَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ ، اُخْرُجْ فَاَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِى سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِىَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اَلاٰيَةَ

২৩০২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম আবূ ইয়াহ্ইয়া (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ তালহার বাড়িতে লোকজনকে শরার পান করাচ্ছিলাম। সে সময় লোকেরা ফাযীখ শরাব ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, যেন সে এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে, সাবধান! শরাব এখন থেকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আবূ তালহা (রা.) আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সমস্ত শরাব ঢেলে দাও। আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত শরাব রাস্তায় ঢেলে দিলাম। আনাস (রা.) বলেন, সে দিন মদীনার অলিগলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলল, একদল লোক নিহত হয়েছে, অথচ তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হলঃ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ হবে না (৫ ঃ ৯৩)।

١٥٤٦. بَابُ اَفْنِيَةِ الدُّوْرِ وَالْجُلُوْسِ فِيْهَا وَالْجُلُوْسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَابْتَنٰى اَبُوْ بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّى فِيْهِ وَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ

www.icsbook.info

১৫৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ ঘরের আঙিনা ও তাতে বসা এবং রাস্তার উপর বসা। 'আয়িশা (রা.) বলেন,আবূ বকর (রা.) তাঁর বাড়ীর আঙিনায় মসজিদ বানালেন। সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এতে মুশরিকদের স্ত্রীরা ও তাদের সন্তানেরা তাঁর কাছে ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবূ বকরের অবস্থা দেখে বিস্মিত হত। সে সময় নবী ﷺ মক্কায় ছিলেন।

٢٣٠ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا مَالَنَا بُدٌّ اِنَّمَا هِىَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَاذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا، قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ ، قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْاَذٰى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

২৩০৬ মুআয ইব্ন ফাযালা (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বলল, এ ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তিনি ﷺ বলেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কি? তিনি ﷺ বললেন, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জওয়াব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করা।

١٥٤٧. بَابُ الْاَبَارِ عَلَى الطَّرِيْقِ اِذَا لَمْ يُتَاَذَّبِهَا

১৫৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ রাস্তায় কূপ খনন করা, যদি তাতে কারো কষ্ট না হয়

٢٣٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لَاَجْرًا فَقَالَ فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ

www.icsbook.info

২৩০৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হল। তারপর একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। উপরে উঠে এসে সে দেখতে পেলো, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এ কুকুরটির তেমনি পিপাসা পেয়েছে, যেমনি আমার পিপাসা পেয়েছিল। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ্ তার এ কাজ কবূল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে? তিনি ﷺ বললেন, প্রাণী মাত্রের সেবার মধ্যেই সাওয়াব রয়েছে।

١٥٤٨. بَابُ اِمَاطَةِ الْاَذٰى وَقَالَ هَمَّامُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ

১৫৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। হাম্মাম (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা সাদকাস্বরূপ।

١٥٤٩ بَابُ الْغُرْفَةِ وَالْعُلِيَّةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِى السُّطُوْحِ وَغَيْرِهَا

১৫৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ ছাদ ইত্যাদির উপর উঁচু বা নীচু চিলেকোঠা ও কক্ষ নির্মাণ করা

٢٣٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَشْرَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى أُطُمٍ مِنْ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرٰى مَوَاقِعِ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ

২৩০৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ মদীনার এক টিলার উপর উঠে বললেন, আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছো? যে তোমাদের ঘরগুলোতে বৃষ্টি বর্ষণের মত ফিত্না বর্ষিত হচ্ছে।

٢٣٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِى ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا عَلَى اَنْ اَسَالَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ

www.icsbook.info

لَهُمَا: اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْاِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ حَتّٰى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا: اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا فَقَالَ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ ، فَقَالَ : اِنِّى كُنْتُ وَجَارٌلِى مِنَ الْاَنْصَارِ فِى بَنِى اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِىَ مِنْ عَوَالِى الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَاَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْاَمْرِ وَغَيْرِهِ وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْاَنْصَارِ اِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ اَدَبِ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى امْرَاَتِى فَرَاجَعَتْنِى فَاَنْكَرْتُ اَنْ تُرَاجِعَنِى فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ اَنْ اُرَاجِعَكَ فَوَ اللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَاِنَّ اِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَاَفْزَعَنِى فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيْمٍ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ اَىْ حَفْصَةُ اَتُغَاضِبُ اِحْدَاكُنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ ، فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ اَفَتَامَنُ اَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَتَهْلِكِيْنَ لَاتَسْتَكْثِرِى عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِىْ شَيْئٍ وَلَا تَهْجُرِيْهِ وَاسَاَلِيْنِى مَابَدَالَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِىَ اَوْضَأَ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا اَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِىْ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِى ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ اَنَائِمٌ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ ، قُلْتُ مَاهُوَ اَجَاءَ تْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ اَعْظَمُ مِنْهُ وَاَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ ، قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ هٰذَا يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى فَصَلَّيْتُ صَلٰوةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَاِذَا هِىَ تَبْكِىْ قُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ اَوَلَمْ اَكُنْ حَذَّرْتُكِ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لَا اَدْرِىْ هُوَ ذَا فِى الْمَشْرُبَةِ

www.icsbook.info

فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَاِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِىْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِى مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِى هُوَ فِيْهَا فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ اَسْوَدَ اِسْتَاذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِى مَا اَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِى مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اِسْتَاذِنْ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَاِذَا الْغُلَامَ يَدْعُوْنِى، قَالَ اَذِنَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ اِلَىَّ فَقَالَ لَا ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَسْتَانِسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَأَيْتَنِى وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلٰى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَاَيْتَنِى وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرَّنَّكِ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِىَ اَوْضَأُ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ اُخْرٰى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَاَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِى فِى بَيْتِهِ فَوَاللّٰهِ مَارَأَيْتُ فِيْهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ اُهْبَةٍ ثَلَاثَةٍ فَقُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَاُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَوَ فِى شَكٍّ اَنْتَ يَاابْنَ الْخَطَّابِ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَغْفِرْلِى فَاعْتَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اِلٰى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا اَنَابِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللّٰهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَبَدَأَبِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ اِنَّكَ اَقْسَمْتَ اَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَاِنَّا اَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ وَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاُنْزِلَتْ اٰيَةُ التَّخْيِيْرِ فَبَدَابِى اَوَّلَ امْرَاَةٍ فَقَالَ اِنِّى ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا وَلَا

www.icsbook.info

عَلَيْكِ اَنْ لاَ تَعْجَلِى حَتّٰى تَسْتَاْمِرِى اَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ اَعْلَمُ اَنَّ اَبَوَىَّ لَمْ يَكُوْنَا يَاْمُرَانِى بِفِرَاقِكَ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِلٰى قَوْلِهٖ عَظِيْمًا قُلْتُ اَفِى هٰذَا اَسْتَاْمِرُ اَبَوَىَّ، قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِلٰى قَوْلِهٖ عَظِيْمًا قُلْتُ اَفِى هٰذَا اَسْتَاْمِرُ اَبَوَىَّ، فَاِنِّى اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهٗ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

২৩০৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীদের মধ্যে ঐ দু'সহধর্মিণী সম্পর্কে উমর (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে সব সময় আগ্রহী ছিলাম, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ যদি তোমরা দু'জনে তাওবা করো (তা হলে সেটাই হবে কল্যাণকর)। কেননা তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে। একবার আমি তাঁর (উমর রা.-এর) সঙ্গে হজ্জে রওয়ানা করলাম। তিনি রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমিও একটি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে গতি পরিবর্তন করলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এলেন। আমি পানির পাত্র থেকে তাঁর দু'হাতে পানি ঢাললাম, তিনি উযূ করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে দু'সহধর্মিণী কারা ছিলেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "যদি তোমরা দু'জন তাওবা কর (তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর) কেননা তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে।" তিনি বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস! এটা তোমার জন্য তাজ্জবের বিষয় যে, তুমি তা জানো না। তারা দু'জন হলেন 'আয়িশা ও হাফসা (রা.) (অতঃপর উমর (রা.) পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী মদীনার অদূরে বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু'জন পালাক্রমে নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হতাম। একদিন তিনি যেতেন, আরেকদিন আমি যেতাম, আমি যে দিন যেতাম সে দিনের খবর (ওয়াহী) ইত্যাদি বিষয় তাঁকে অবহিত করতাম। আর তিনি যে দিন যেতেন, তিনিও অনুরূপ করতেন। আর আমরা কুরায়শ গোত্রের লোকেরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম.। কিন্তু আমরা যখন মদীনায় আনসারদের কাছে আসলাম তখন তাদেরকে এমন পেলাম, যাদের নারীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। ধীরে ধীরে আমাদের মহিলারাও আনসারী মহিলাদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করল। তার এই প্রতিউত্তর আমার পসন্দ হলো না। তখন সে আমাকে বলল, আমার প্রতিউত্তর তুমি অসন্তুষ্ট হও কেন? আল্লাহ্‌র কসম! নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীরাওতো তাঁর কথার প্রতিউত্তর করে থাকেন এবং তাঁর কোন কোন সহধর্মিণী রাত পর্যন্ত পুরো দিন তাঁর কাছ থেকে আলাদা থাকেন। একথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, যিনি এরূপ করেছেন তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তারপর আমি জামা কাপড় পরে (আমার মেয়ে) হাফসা (রা.) -এর কাছে গিয়ে বললাম, হে হাফসা, তোমাদের কেউ কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অসন্তুষ্ট রাখে। সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তবে তো সে বরবাদ

www.icsbook.info

এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমার কি ভয় হয় না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হবেন। এর ফলে তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লা ﷺ -এর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করো না এবং তাঁর কোন কথার প্রতিউত্তর দিও না এবং তাঁর থেকে পৃথক থেকো না। তোমার কোন কিছুর দরকার হয়ে থাকলে আমাকে বলবে। আর তোমার প্রতিবেশী তোমার চাইতে অধিক সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অধিক প্রিয় এ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। তিনি উদ্দেশ্য করেছেন 'আয়িশা (রা.)-কে। সে সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিলো যে, গাস্‌সানের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়াগুলিকে প্রস্তুত করছে। একদিন আমার সাথী তার পালার দিন নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন এবং ঈশার সময় এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করলেন এবং বললেন, তিনি (উমর রা.) কি ঘুমিয়েছেন? তখন আমি ঘাবড়িয়ে তাঁর কাছে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কি? গাস্‌সানের লোকেরা কি এসে গেছে? তিনি বললেন, না, বরং তার চাইতেও বড় ঘটনা ও বিরাট ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন। উমর (রা.) বললেন, তাহলে তো হাফসার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার তো ধারণা ছিল যে, এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। আমি কাপড় পরে বেরিয়ে এসে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি ﷺ তাঁর কোঠায় প্রবেশ করে একাকী বসে থাকলেন। তখন আমি হাফসা (রা.) -এর কাছে গিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করে দেইনি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি তাঁর ঐ কোঠায় আছেন। আমি বের হয়ে মিম্বরের কাছে আসলাম, দেখি যে লোকজন মিম্বরের চারপাশ জুড়ে বসে আছেন এবং কেউ কেউ কাঁদছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর আমার উদ্যোগ প্রবল হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে কোঠায় ছিলেন, আমি সে কোঠার কাছে আসলাম। আমি তাঁর এক কালো গোলামকে বললাম, উমরের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর। সে প্রবেশ করে নবী ﷺ -এর সাথে আলাপ করে বেরিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। আমি ফিরে এলাম এবং মিম্বরের পাশে বসা লোকদের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর আমার আবার উদ্বেগ প্রবল হল। তাই আমি আবার এসে গোলামকে বললাম। সে এসে আগের মতই বলল। আমি আবার মিম্বরের কাছে উপবিষ্ট লোকদের সাথে গিয়ে বসলাম। তারপর আমার উদ্বেগ আবার প্রবল হল আমি গোলামের কাছে এসে বললাম, (উমরের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর) এবারও সে আগের মতই বলল। তারপর যখন আমি ফিরে আসছিলাম, গোলাম আমাকে ডেকে বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। এখন আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করে দেখি, তিনি খেজুরের পাতায় তৈরী ছোবড়া ভর্তি একটা চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খালি চাটাই এর উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাই এর মাঝখানে কোন ফরাশ ছিলো না। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়িয়েই আবার আরয করলাম আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তখন তিনি আমার দিকে চোখ

www.icsbook.info

তুলে তাকালেন এবং বললেন, না। তারপর আমি (থমথমে ভাব কাটিয়ে) অনুকূলভাব সৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ দেখুন, আমরা কুরায়েশ গোত্রের লোকেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর যখন আমরা এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট এলাম, যাদের উপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে। তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। এতে নবী ﷺ মুচকি হাঁসলেন। তারপর আমি বললাম, আপনি হয়তো লক্ষ্য করছেন যে,আমি হাফসার ঘরে গিয়েছি এবং তাকে বলেছি, তোমাকে একথা যেন ধোঁকায় না ফেলে যে, তোমার প্রতিবেশিণী (সতীন) তোমার চাইতে অধিক আকর্ষণীয় এবং নবী ﷺ-এর অধিক প্রিয়। এ কথা দ্বারা তিনি 'আয়িশা (রা)-কে বুঝিয়েছেন। নবী ﷺ আবার মুচকি হাঁসলেন। তাঁকে একা দেখে আমি বসে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর ﷺ ঘরের ভিতর এদিক সেদিক দৃষ্টি কর'লাম। কিন্তু তাঁর ﷺ ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত দৃষ্টিপাত করার মত আর কিছুই দেখতে পেলাম না, তখন আমি আরয করলাম, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মাতকে পার্থিব স্বচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে পার্থিব (অনেক প্রাচুর্য) দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। তিনি ﷺ তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, হে ইব্‌ন খাত্তাব, তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা তো এমন এক জাতি, যাদেরকে তাদের ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার জন্য ক্ষমার দু'আ করুন। হাফসা (রা.) 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে এ কথা প্রকাশ করলেই নবী ﷺ সহধর্মিণীদের থেকে আলাদা হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এক মাস তাদের কাছে যাবো না। তাঁদের উপর রাসুলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভীষণ রাগের কারণে তা হয়েছিল। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। যখন উনত্রিশ দিন কেটে গেলো, তিনি সর্বপ্রথম আয়িশা (রা.)-এর কাছে এলেন। 'আয়িশা (রা.) তাঁকে বললেন, আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না। আর এ পর্যন্ত আমরা উনত্রিশ রাত অতিবাহিত করেছি, যা আমি ঠিক ঠিক গণনা করে রেখেছি। তখন নবী ﷺ বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। আর মূলতঃ এ মাসটি উনত্রিশ দিনেরই ছিল। 'আয়িশা (রা.) বলেন, যখন ইখ্‌তিয়ারের আয়াত নাযিল হল, তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, তবে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে এর জওয়াবে তুমি তাড়াহুড়া করবে না। 'আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ এ কথা জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁর ﷺ থেকে আলাদা হওয়ার পরামর্শ আমাকে কখনো দিবেন না। তারপর নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ হে নবী, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলুন।.......... মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (৩৩ঃ ২৮, ২৯) আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি আমার পিতামাতার কাছে কি পরামর্শ নিব? আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি এবং পরকালীন (সাফল্য) পেতে চাই। তারপর তিনি ﷺ তাঁর অন্য সহধর্মিণীদেরকেও ইখ্‌তিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকে সে একই জবাব দিলেন, যা 'আয়িশা (রা.) দিয়েছিলেন।

www.icsbook.info

٢٣٠٧ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتِ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَجَلَسَ فِى عُلِّيَّةٍ لَهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَائَكَ قَالَ لَا : وَلٰكِنِّى اٰلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلٰى نِسَائِهِ

২৩০৭ ইব্‌ন সালাম (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাস তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে যাবেন না বলে কসম করেন। এ সময় তাঁর পা মচ্‌কে গিয়েছিলো। তাই তিনি ﷺ একটি চিলেকোঠায় অবস্থান করেন। একদিন উমর (রা.) এসে বললেন, আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না তবে আমি একমাস তাদের কাছে যাবো না; বলে কসম করেছি। তিনি ঊনত্রিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন এরপর তিনি অবতরণ করলেন এবং নিজের সহধর্মিণীদের কাছে আসেন।

١٥٥٠. بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيْرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ اَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

১৫৫০. পরিচ্ছেদ ঃ যে তার উট মসজিদের আঙ্গিনায় কিংবা মসজিদের দরজায় বেঁধে রাখে

٢٣٠٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىُّ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ فِيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِى نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ هٰذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ فَقَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ

২৩০৮ মুসলিম (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি উটটাকে মসজিদের আঙ্গিনার পাশে বেঁধে রেখে তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, এটা আপনার উট। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং উটের পাশে ঘুরাফিরা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, উট ও তার মূল্য দু'টোই তোমার।

١٥٥١. بَابُ الْوُقُوْفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

১৫৫১. পরিচ্ছেদ ঃ লোকজনের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে দাঁড়ানো ও পেশাব করা

٢٣٠٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا

www.icsbook.info

২৩০৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র.).... হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি। (রাবী বলেন) অথবা তিনি বলেছেন, নবী ﷺ এলেন লোকদের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে এরপর তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন (বিশেষ কারণে)।

١٥٥٢. بَابُ مَنْ اَخَذَ الْغُصْنَ وَ مَا يُؤْذِى النَّاسَ فِى الطَّرِيْقِ فَرَمٰى بِهِ

১৫৫২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ডালপালা এবং মানুষকে কষ্ট দেয় এমন বস্তু রাস্তা থেকে তুলে তা অন্যত্র ফেলে দেয়।

٢٣١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ

২৩১০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় কাঁটাদার গাছের একটি ডাল রাস্তায় পেল, তখন সেটাকে রাস্তা থেকে অপসারণ করল, আল্লাহ্ তার এ কাজকে কবূল করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন।

١٥٥٣. بَابٌ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِى الطَّرِيْقِ الْمِيْتَاءِ وَهِىَ الرَّحْبَةُ تَكُوْنُ بَيْنَ الطَّرِيْقِ ثُمَّ يُرِيْدُ اَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَتَرَكَ مِنْهَا لِلطَّرِيْقِ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ

১৫৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ লোকজনের চলাচলের প্রশস্ত রাস্তায় মালিকরা কোন কিছু নির্মাণ করতে চাইলে এবং এতে মতানৈক্য করলে রাস্তার জন্য সাত হাত জায়গা ছেড়ে দিবে।

٢٣١١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَشَاجَرُوْا فِى الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ اَذْرُعٍ

২৩১১ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মালিকেরা রাস্তার ব্যাপারে পরস্পরে বিবাদ করল, তখন নবী ﷺ রাস্তার জন্য সাত হাত জমি ছেড়ে দেওয়ার ফয়সালা দেন।

١٥٥٤. بَابُ النُّهْبٰى بِغَيْرِ اِذْنِ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِىَّ ﷺ اَنْ لاَنَنْتَهِبَ

www.icsbook.info

১৫৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া ছিনিয়ে নেওয়া। উবাদা (রা.) বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে এ মর্মে বায়আত করেছি যে, আমরা লুটপাট করব না।

২৩১২ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِى اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىَّ وَهُوَ جَدُّهُ اَبُوْ اُمِّهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ النُّهْبٰى وَالْمُثْلَةِ

২৩১২ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র.)…. 'আদী ইব্ন সাবিত (র.) -এর নানা আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লুটতারাজ করতে এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।

২৩১৩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَيَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَيَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ * وَعَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ اِلَى النُّهْبَةِ قَالَ الْفِرَبْرِىُّ وَجَدْتُ بِخَطِّ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَفْسِيْرُهُ اَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ نُوْرُ الْاِيْمَانِ

২৩১৩ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র.)…. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যভিচারী মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোন মদ্যপায়ী মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোন চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন লুটতরাজকারী মু'মিন অবস্থায় এরূপ লুটতরাজ করে না যে, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। সাঈদ ও আবূ সালামা (রা.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত, তবে তাতে লুটতরাজের উল্লেখ নেই। ফিরাবরী (র.) বলেন, আমি আবূ জা'ফর (র.)-এর লেখা পান্ডুলিপিতে পেয়েছি যে, আবূ আব্দুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, তার থেকে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

١٥٥٥. بَابُ كَسْرِ الصَّلِيْبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيْرِ

১৫৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলা ও শূকর হত্যা করা

www.icsbook.info

২৩১৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لاَيَقْبَلَهُ أَحَدٌ

২৩১৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ﷺ বলেছেন, ইব্‌ন মারয়াম (ঈসা আ.) তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক হয়ে অবতরণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তিনি এসে ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিয্‌য়া কর তুলে দিবেন। তখন ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার মত কেউ থাকবে না।

١٥٥٦. بَابٌ هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِيْ فِيْهَا خَمْرٌ وَتُخَرَّقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيْبًا أَوْ طُنْبُوْرًا أَوْ مَالاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِيْ طُنْبُوْرٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ

১৫৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে মটকায় মদ রয়েছে, তা কি ভেঙ্গে ফেলা হবে অথবা মশকে ছিদ্র করা হবে কি? যদি কেউ নিজের লাঠি দিয়ে মূর্তি কিংবা ক্রুশ বা তাম্বুরা অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তু ভেঙ্গে ফেলে। শুরাইহ (র.)-এর কাছে তাম্বুরা ভেঙ্গে ফেলার জন্য মামলা দায়ের করা হলে তিনি এর জন্য কোন জরিমানার ফায়সালা দেন নি।

২৩১৫ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نِيْرَانًا تُوْقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلٰى مَا تُوْقَدُ هٰذِهِ النِّيْرَانُ قَالُوْا عَلَى الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ اكْسِرُوْهَا وَاهْرِقُوْهَا قَالُوْا أَلَا نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اغْسِلُوْا قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُوْلُ الْحُمُرُ الْأَنَسِيَّةُ بِنَصْبِ الْأَلِفِ وَالنُّوْنِ

২৩১৫ আবূ আসিম যাহহাক ইব্‌ন মাখলাদ (র.).... সালামা ইব্‌ন আকওয়া' (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বার যুদ্ধে আগুন প্রজ্বলিত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ আগুন কেন জ্বালানো হচ্ছে? সাহাবীগণ বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করার জন্য। তিনি ﷺ বললেন, পাত্রটি ভেঙ্গে দাও এবং গোশ্‌ত ফেলে দাও। তাঁরা বললেন, আমরা গোশত্ ফেলে দিয়ে পাত্রটা ধুয়ে নিব কি ? তিনি

www.icsbook.info

বললেন, ধুয়ে নাও। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র.) বলেন, ইব্‌ন আবূ উয়াইস বললেন যে, الانسية শব্দটি আলিফ ও নুনে যবর হবে।

٢٣١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْآيَةَ

২৩১৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন কা'বা শরীফের চারপশে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। নবী ﷺ নিজের হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকেন আর বলতে থাকেনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, (আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৭ ঃ ৮১)।

٢٣١٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلٰى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا

২৩১৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার (কামরার) তাকের সম্মুখে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন, যাতে ছিল প্রাণীর ছবি। নবী ﷺ তা ছিড়ে ফেললেন। এরপর আয়িশা (রা.) তা দিয়ে দু'খানা গদি তৈরি করেন। এই গদি দু'খানা ঘরেই ছিল। নবী ﷺ তার উপর বসতেন।

١٥٥٧. بَابُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ

১৫৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ মাল রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয়

٢٣١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ اَبِي اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو الْاَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

www.icsbook.info

২৩১৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.)...আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ।

١٥٥٨. بَابٌ اِذَا كَسَرَ قَصْعَةً اَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

১৫৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ অন্য কারুর পিয়ালা বা কোন জিনিষ ভেঙ্গে ফেলে

٢٣١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كُلُوْا وَحَبَسَ الرَّسُوْلَ وَالْقَصْعَةَ حَتّٰى فَرَغُوْا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ وَقَالَ ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩১৯ মুসাদ্দদ (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ তাঁর কোন এক সহধর্মিণীর কাছে ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীনদের অপর একজন খাদিমের মারফত এক পাত্রে খাবার পাঠালেন। তিনি তার হাতের আঘাতে পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলেন। তখন নবী ﷺ তা জোড়া লাগিয়ে তাতে খাবার রাখলেন এবং (সাথীদেরকে) বললেন, তোমরা খাও। যে পর্যন্ত তাঁরা খাওয়া শেষ না করলেন, সে পর্যন্ত নবী ﷺ পাত্রটি ও প্রেরিত খাদেমকে আটকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি ভাঙ্গা পাত্রটি রেখে দিয়ে একটি ভাল পাত্র ফেরত দিলেন। ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র.)...আনাস (রা.) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত আছে।

١٥٥٩. بَابٌ اِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

১৫৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ (কারো) দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে, তা হলে সে অনুরূপ দেয়াল তৈরি করে দিবে।

٢٣٢٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ جَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي اِسْرَائِيْلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّي فَجَائَتْهُ اُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَاَبَى اَنْ يُجِيْبَهَا فَقَالَ اُجِيْبُهَا اَوْ اُصَلِّي ثُمَّ اَتَتْهُ فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُوْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ لاَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَاَبَى فَاَتَتْ رَاعِيًا فَاَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَاَتَوْهُ

www.icsbook.info

وَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ وَ اَنْزَلُوْهُ وَمَسَبُّوْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ اَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ اَبُوْكَ يَا غُلاَمُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوْانَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ طِيْنٍ

২৩২০ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরায়জ নামক একজন লোক ছিলেন। একদিন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁর মা তাকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি বললেন, সালাত আদায় করব, না কি তার জবাব দেব। তারপর মা তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! তাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত তুমি তাকে কোন বেশ্যার মুখ না দেখাও। একদিন জুরায়জ তার ইবাদত খানায় ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা বললেন, আমি জুরায়জকে ফাসিয়ে ছাড়ব। তখন সে তার নিকট গেল এবং তার সাথে কথাবার্তা বলল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর সে মহিলা এক রাখালের কাছে এসে স্বেচছায় নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল। তার কিছুদিন পর সে একটি ছেলে প্রসব করল। তখন সে বলে বেড়াতে লাগল যে, এ ছেলে জুরায়জের! একথা শুনে লোকেরা জুরায়জের নিকট এলো এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে তাকে বের করে দিল এবং তাকে গালিগালাজ করল। এরপর তিনি (জুরায়জ) উযূ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ছেলেটির কাছে এসে বললেন, হে ছেলে, তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, রাখাল। তখন লোকেরা বলল, আমরা তোমার ইবাদত খানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিব। জুরায়জ বললেন, না মাটি দিয়েই তৈরি করে দাও (যেমনটা পূর্বে ছিল)।

www.icsbook.info

كِتَابُ الشِّرْكَةِ

অধ্যায় ঃ অংশীদারিত্ব

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الشِّرْكَةِ

অধ্যায় ঃ অংশীদারিত্ব

١٥٦٠. بَابُ الشِّرْكَةِ فِى الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوْضِ وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوْزَنُ مُجَازَفَةً اَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُوْنَ فِى النَّهْدِ بَاسًا اَنْ يَاْكُلَ هٰذَا بَعْضًا وَهٰذَا بَعْضًا وَكَذٰلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانِ فِىْ التَّمْرِ

১৫৬০. পরিচ্ছেদ ঃ আহার্য, পাথেয় এবং দ্রব্য সামগ্রীতে শরীক হওয়া। মাপ ও ওযনের জিনিসপত্র কিভাবে বিতরণ করা হবে? অনুমানের ভিত্তিতে, না কি মুটো মুটো করে। যেহেতু মুসলিমগণ পাথেয়তে এটা দোষের মনে করে না যে, কিছু ইনি খাবেন, আর কিছু উনি খাবেন (অর্থাৎ যার যা ইচ্ছা সে সেটা খাবে) তেমনিভাবে সোনা ও রূপা অনুমানের ভিত্তিতে বন্টন এবং এক সঙ্গে জোড়া খেজুর খাওয়া।

٢٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهَبِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ وَاَنَا فِيْهِمْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَاكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنِىَ الزَّادُ فَاَمَرَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِاَزْوَادِ ذٰلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذٰلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَى تَمْرٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيْلاً قَلِيْلاً حَتّٰى فَنِىَ ، فَلَمْ تَكُنْ تُصِيْبُنَا اِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِىْ تَمْرَةٌ ، فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَنِيَتْ قَالَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا اِلَى الْبَحْرِ فَاِذَا حُوْتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَاَكَلَ مِنْهُ ذٰلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِىْ عَشَرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَمَرَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ

www.icsbook.info

بِضِلَعَيْنِ مِنْ اَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ اَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا

২৩২১ আবদুলাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমুদ্র তীর অভিমুখে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা.)-কে তাদের সেনাপতি নিয়োগ করলেন। এ বাহিনীতে তিনশ' লোক ছিলেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা রওয়ানা হলাম। কিন্তু মাঝখানেই আমাদের পাথেয় শেষ হয়ে গেল। তখন আবূ উবায়দা (রা.) দলের সকলকে নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্য এক জায়গায় জমা করার নির্দেশ দিলেন। তাই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য জমা করা হল। এতে মোট দু'থলে খেজুর জমা করা হল। আবূ উবায়দা (রা.) প্রতি দিন আমাদের এই খেজুর থেকে কিছু কিছু করে খেতে দিতেন। অবশেষে তাও শেষ হওয়ার উপক্রম হল এবং জন প্রতি একটা করে খেজুর ভাগে পড়তে লাগল। (রাবী বলেন) আমি (জাবির রা.-কে) বললাম, একটি খেজুর কি যথেষ্ট হত। তিনি বললেন, তার মূল্য তখন বুঝতে পারলাম, যখন তাও শেষ হয়ে গেল। তিনি বলেন, এরপর আমরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ ছোট পাহাড়ের ন্যায় একটা মাছ আমরা পেয়ে গেলাম। এবং এ বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত এই মাছ থেকে খেলো। তারপর আবূ উবায়দা (রা.)-এর আদেশে সে মাছের পাঁজর থেকে দুটো কাঁটা দাঁড় করানো হলো। তারপর তিনি হাওদা লাগাতে বললেন। হাওদা লাগানো হল। এরপর উট তার পাঁজরের নীচ দিয়ে চলে গেলো কিন্তু উটের দেহ সে দুটো কাঁটা স্পর্শ করল না।

٢٣٢٢ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُوْمٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتْ اَزْوَادُ الْقَوْمِ وَاَمْلَقُوْا فَاَتَوا النَّبِىَّ ﷺ فِىْ نَحْرِ اِبِلِهِمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَابَقَاؤُكُمْ بَعْدَ اِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ اِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادِ فِى النَّاسِ يَاتُوْنَ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ فَبُسِطَ لِذٰلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوْهُ عَلَى النِّطَعِ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِاَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتّٰى فَرَغُوْا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

২৩২২ বিশর ইব্ন মারহুম (র.)....সালামা ইব্ন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে গিয়েছিল এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন তারা নবী ﷺ-এর নিকট তাদের উট যবেহ্ করার অনুমতি দেয়ার জন্য এলেন। নবী ﷺ তাদের অনুমতি দিলেন। তারপর তাদের সঙ্গে উমর (রা.)-এর সাক্ষাত হলে তারা তাঁকে এ খবর দিলেন। তিনি বললেন, উট

www.icsbook.info

শেষ হয়ে যাবার পর তোমাদের বাঁচার কি উপায় থাকবে? তারপর উমর (রা.) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উট শেষ হয়ে যাবার পর তাদের বাঁচার কি উপায় হবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, লোকদের কাছে ঘোষণা করে দাও যে, যাদের কাছে অতিরিক্ত যে খাদ্য সামগ্রী আছে, তা যেন আমার কাছে নিয়ে আসে। এর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দেওয়া হল। তারা সেই চামড়ার উপর তা রাখলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তাতে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে তাদের পাত্রগুলো নিয়ে আসতে বললেন, লোকেরা দু'হাত ভর্তি করে করে নিল। সবার নেওয়া শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র রাসূল।

٢٣٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَاْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

২৩২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করে উট যবেহ্ করতাম। তারপর সে গোশত দশ ভাগে ভাগ করা হত এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা রান্না করা গোশত খেয়ে নিতাম।

٢٣٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اِذَا اَرْمَلُوْا فِى الْغَزْوِ اَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْا بَيْنَهُمْ فِى اِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُمْ

২৩২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র.)....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আশ'আরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদীনাতেই তাদের পরিবার পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার এবং আমি তাদের।

١٥٦١. بَابُ مَاكَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِى الصَّدَقَةِ

www.icsbook.info

১৫৬১. পরিচ্ছেদ ঃ যেখানে দু'জন অংশীদার থাকে যাকাতের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে নিজ নিজ অংশ হিসাবে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে নেবে

২৩২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَابَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

২৩২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসান্না (র.)....আনাস (ইব্‌ন মলিক) (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাতের বিধান হিসাবে যা নির্দিষ্ট করেছিলেন, আবূ বকর (রা.) তা আমাকে লিখে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, যেখানে দু'জন অংশীদার থেকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা দু'জনে নিজ নিজ অংশ আদান-প্রদান করে নেবে।

١٥٦٢. بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ

১৫৬২ পরিচ্ছেদ ঃ বকরী বন্টন

২৩২৬ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَكَمِ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ فَاَصَابُوْا اِبِلاً وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى اُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوْا وَذَبَحُوْا وَنَصَبُوا الْقُدُوْرَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَطَلَبُوْهُ فَاَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَاَهْوٰى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا فَقَالَ جَدِّىْ اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

২৩২৬ আলী ইব্‌ন হাকাম আনসারী (র.)....রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে যুল-হুলায়ফাতে ছিলাম। সাহাবীগণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন, তারা কিছু উট ও বকরী পেলেন। রাফি' (রা.) বলেন, নবী ﷺ দলের পিছনে ছিলেন। তারা তাড়াহুড়া করে গনীমতের

www.icsbook.info

মাল বন্টনের পূর্বে সেগুলোকে যবেহ্ করে পাত্রে চড়িয়ে দিলেন। তারপর নবী ﷺ -এর নির্দেশে পাত্র উলটিয়ে ফেলা হল। তারপর তিনি (গনীমতের মাল) বন্টন শুরু করলেন। তিনি একটি উটের সমান দশটি বকরী নির্ধারণ করেন। হঠাৎ একটি উট পালিয়ে গেল। সাহাবীগণ উটকে ধরার জন্য ছুটলেন, কিন্তু উটটি তাঁদেরকে ক্লান্ত করে ছাড়ল। সে সময় তাঁদের নিকট অল্প সংখ্যক ঘোড়া ছিল। অবশেষে তাঁদের মধ্যে একজন সেটির প্রতি তীর ছুড়লেন। তখন আল্লাহ্ উটটাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নপর বন্য জন্তুদের মত এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক পলায়নপর হয়ে থাকে। কাজেই যদি এসব জন্তুর কোনটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠে তবে তার সাথে এরূপ করবে। (রাবী বলেন), তখন আমার দাদা (রাফি' রা.) বললেন, আমরা আশংকা করছিলাম যে, কাল শত্রুর সাথে মুকাবিলা হবে। আর আমাদের নিকট কোন ছুরি ছিল না। তাই আমরা ধারালো বাঁশ দিয়ে যবেহ্ করতে পারব কি? নবী ﷺ বললেন, যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়, সেটা তোমরা আহার করতে পার। কিন্তু দাঁত বা নখ দিয়ে যেন যবেহ্ না করা হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি।

١٥٦٣. بَابُ الْقِرَانِ فِى التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتّٰى يَسْتَاذِنَ اَصْحَابَهُ

১৫৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ এক সঙ্গে খেতে বসলে সাথীদের অনুমতি ব্যতীত এক সঙ্গে দুটো করে খেজুর খাওয়া

٢٣٢٧ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيْعًا حَتّٰى يَسْتَاذِنَ اَصْحَابَهُ .

২৩২৭ খাল্লাদ ইবন ইয়াহইয়া (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (এক সাথে খেতে বসে) সঙ্গীদের অনুমতি ব্যাতীত কউকে এক সঙ্গে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

٢٣٢٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ لاَ تَقْرُنُوْا فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ اِلاَّ اَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ اَخَاهُ

২৩২৮ আবুল ওয়ালিদ (র.)....জাবালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হলাম। তখন ইব্‌ন যুবায়র (রা.) আমাদেরকে (প্রত্যহ) খেজুর খেতে

www.icsbook.info

দিতেন। একদিন ইব্‌ন উমর (রা.) আমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। (আমাদের খেজুর খেতে দেখে) তিনি বললেন, তোমরা এক সাথে দু'টো করে খেজুর খেও না। কেননা, নবী ﷺ কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত দু'টো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

١٥٦٤. بَابُ تَقْوِيْمِ الْاَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيْمَةِ عَدْلٍ

১৫৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ কয়েক শরীকের ইজমালী বস্তুর ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ

٢٣٢٩ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ اَوْ شِرْكًا اَوْقَالَ نَصِيْبًا وَكَانَ لَهُ مَايَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ وَالاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ لاَاَدْرِىْ قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ اَوْ فِى الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩২৯ ইমরান ইব্‌ন মায়সারা (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছেন, (শরীকী) গোলাম থেকে কেউ নিজের অংশ [১] আযাদ করে দিলে এবং তার কাছে গোলামের ন্যায্য মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকলে সে গোলাম (সম্পূর্ণ) আযাদ হয়ে যাবে (তবে আযাদকারী ন্যায্যমূল্যে শরীকদের ক্ষতিপূরণ দিবে) আর সে পরিমাণ অর্থ না থাকলে যতটুকু সে আযাদ করবে ততটুকুই আযাদ হবে। (রাবী আইয়ুব রা.) বলেন, عَتَقَ مِنْهُ مَا عُتَقَ বাক্যটি নাফি' (র.)-এর নিজস্ব উক্তি; না নবী ﷺ এর হাদীসের অংশ, তা আমি বলতে পারি না।

٢٣٣٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوْكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِىْ مَالِهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوْكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ

২৩৩০ বিশর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....আবূ হুরায়ররা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ তার (শরীক) গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করে দিলে তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে নিজস্ব অর্থে সেই গোলামকে পূর্ণ আযাদ করা। যদি তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে, তাহলে গোলামের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ

---

১. شِقْصًا ، شِرْكًا ، نَصِيْبًا এ তিনটি শব্দ সমার্থক। এ তিনের কোনটি হাদীসের শব্দ সে সম্পর্কে রাবী (বর্ণনাকারী) দ্বিধা প্রকাশ করেছেন।

www.icsbook.info

করতে হবে। তারপর (অন্য শরীকদের অংশ পরিশোধের জন্য) তাকে উপার্জনে যেতে হবে, তবে তার উপর অতিরিক্ত কষ্ট চাপানো যাবে না।

١٥٦٥. بَابٌ هَلْ يُقْرَعُ فِى الْقِسْمَةِ وَالْاِسْتِهَامِ فِيْهِ

১৫৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ কুরআর মাধ্যমে বন্টন ও অংশ নির্ধারণ করা যাবে কি?

٢٣٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلٰى حُدُوْدِ اللّٰهِ عِزَّ وَجَلَّ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا ، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فَاَصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْ لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِىْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَاِنْ يَتْرُكُوْهُمْ مَا اَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى اَيْدِيْهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَمِيْعًا

২৩৬১ আবূ নুআঈম (র.)..... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে মহান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমা লংঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মত, যারা কুরআর মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আর কেউ নীচ তলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল উপর তলায়) কাজেই নীচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহ কালে উপর তলার লোকদের ডিঙ্গিয়ে যেত। তখন নীচ তলার লোকেরা বলল, উপর তলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নেই (তবে ভাল হত) এমতাবস্থায় তারা যদি এদেরকে আপন মর্জির উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে) তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে।

١٥٦٦. بَابُ شِرْكَةِ الْيَتِيْمِ وَاَهْلِ الْمِيْرَاثِ

১৫৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম ও ওয়ারিসদের অংশীদারিত্ব

٢٣٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ الْعَامِرِىُّ الْاُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ

www.icsbook.info

عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ ، فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِى مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا اَن يَتَزَوَّجَهَا بِغَيرِ اَن يَقسِطَ فِى صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا بِهِنَّ اَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ * قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتٰمٰى النِّسَاءِ اِلٰى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ، وَالَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ اَنَّهُ يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ الْاٰيَةُ الْاُوْلٰى، الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ فِيْهَا وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّتُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامِى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ فِى الْاٰيَةِ الْاُخْرٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَن تَنْكِحُوْهُنَّ يَعْنِىْ هِىَ رَغْبَةُ اَحَدِكُمْ لِيَتِيْمَتِهِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَارَغِبُوْا فِىْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامٰى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ

২৩৬২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আমিরী ওয়াইসী ও লাইস (র.)....উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার আয়িশা (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তাহলে অন্য মহিলাদের মধ্য থেকে তোমাদের পসন্দ মত দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে করতে পারবে (৪ ঃ ৩)এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আয়িশা (রা.) বললেন, আমার ভাগিনা! এ হচ্ছে সেই ইয়াতীম মেয়ের কথা, যে অভিভাবকের আশ্রয়ে থাকে এবং তার সম্পদে অংশীদার হয়। এদিকে মেয়ের ধন-রূপে মুগ্ধ হয়ে তার অভিভাবক মহরানার ব্যাপারে সুবিচার না করে অর্থাৎ অন্য কেউ যে পরিমাণ মহরানা দিতে রাযী হত, তা না দিয়েই তাকে বিয়ে করতে চাইত। তাই প্রাপ্য মহরানা আদায়ের মাধ্যমে সুবিচার না করা পর্যন্ত তাদেরকে আশ্রিতা ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পসন্দমত অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। উরওয়া (রা.) বলেন, 'আয়িশা (রা.) বলেছেন, পরে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (মহিলাদের সম্পর্কে) ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন। তারা আপনার নিকট মহিলাদের সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে,

www.icsbook.info

আপনি বলুন, আল্লাহ্ই তাদের সম্পর্কে তোমাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কিতাব থেকে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনান হয় যে, তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ রয়েছে, তা তোমরা তাদের দাও না অথচ তাদের তোমরা বিয়ে করতে চাও। (৪ ঃ ১২৭) يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ বলে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াতের প্রতি ইংগিত করেছেন; যেখানে বলা হয়েছে- আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে অন্য নারীদের মধ্যে থেকে তোমাদের পসন্দ মত দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজন বিয়ে করতে পারবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আর অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ এর মর্ম হল ধন ও রূপের স্বল্পতা হেতু তোমাদের আশ্রিতা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমাদের অনাগ্রহ। তাই ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি অনাগ্রহ সত্ত্বেও শুধু ধন-রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য ন্যায়সংগত মহরানা আদায় করে বিয়ে করতে পারে।

١٥٦٧. بَابُ الشِّرْكَةِ فِى الْاَرْضِيْنَ وَغَيْرِهَا

১৫৬৭ পরিচ্ছেদ ঃ জমি ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব

٢٣٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّمَا جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِى كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ

২৩৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সব (স্থাবর) সম্পত্তি এখানো বণ্টিত হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে নবী ﷺ শুফ'আ এর (তথা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার) বিধান দিয়েছেন। এরপব সীমানা নির্ধারণ করা হলে এবং পথ আলাদা করে নেওয়া হলে শুফ'আর অধিকার থাকে না।

١٥٦٨. بَابٌ اِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّوْرَ اَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوْعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ

১৫৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ শরীকগণ বাড়ীঘর বা অন্যান্য সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার পর তাদের তা প্রত্যাহারের বা শুফ'আর অধিকার থাকে না।

٢٣٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ

www.icsbook.info

২৩৩৪ মুসাদ্দাদ (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সব ধরনের অবণ্টিত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুফ‘আর ফায়সালা দিয়েছেন। এরপর সীমানা নির্ধারণ করে পথ আলাদা করে নেওয়া হলে শুফ‘আর অধিকার থাকে না

١٥٦٩. بَابُ الْاِشْتِرَاكِ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَايَكُوْنُ فِيْهِ الصَّرْفُ

১৫৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ সোনা ও রূপা বিনিময় যোগ্য মুদ্রার অংশীদার হওয়া

٢٣٣٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِىْ ابْنَ الْاَسْوَدِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ اَبِىْ مُسْلِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ اَنَا وَشَرِيْكٌ لِىْ شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيْئَةً فَجَاءَ نَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ اَنَا وَشَرِيْكِىْ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ فَسَاَلْنَا النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوْهُ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَرُدُّوْهُ

২৩৩৫ আমর ইব্‌ন আলী (র.)....আবূ মুসলিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুল মিনহালকে (র.) মুদ্রার নগদ বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার এক অংশীদার একবার কিছু মুদ্রা নগদে ও বাকীতে বিনিময় করেছিলাম। এরপর বারা‘ ইব্‌ন আযিব (রা.) আমাদের কাছে এলে আমরা তাকে (সে সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার অংশীদার যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা.) এরূপ করেছিলাম। পরে নবী ﷺ-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, নগদে যা বিনিময় করেছো, তা বহাল রাখো, আর বাকীতে যা বিনিময় করেছো, তা প্রত্যাহার করো।

١٥٧٠. بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّىِّ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِى الْمُزَارَعَةِ

১৫৭০ পরিচ্ছেদ ঃ কৃষিকাজে যিম্মী ও মুশরিকদের অংশীদার করা

٢٣٣٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

২৩৩৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের জমি এ শর্তে ইয়াহূদীদের দিয়েছিলেন যে, তারা নিজেদের শ্রমে তাতে চাষাবাদ করবে, তার বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদের হবে।

١٥٧١. بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيْهَا

১৫৭১. পরিচ্ছেদ ঃ ছাগল বন্টন করা ও তাতে ইনসাফ করা

٢٣٣٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهٖ ضَحَايَا فَبَقِىَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهٖ اَنْتَ

২৩৩৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর কিছু বকরী সাহাবীদের মাঝে বন্টনের জন্য তাকে (দায়িত্ব) দিয়ে ছিলেন। বন্টন শেষে এক বছর বয়সী একটা ছাগল ছানা রয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সে কথা জানালে তিনি ইরশাদ করলেন, ওটা তুমিই কুরবানী করো।

١٥٧٢. بَابُ الشِّرْكَةِ فِى الطَّعَامِ وَغَيْرِهٖ وَيُذْكَرُ اَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ اٰخَرُ فَرَاٰى عُمَرُ اَنَّ لَهُ شَرِكَةً

১৫৭২. পরিচ্ছেদ ঃ খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব। বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি কোন জিনিসের দাম করছিলো এমন সময় এক ব্যক্তি তাকে চোখের ইশারায় (অংশীদারিত্বের প্রস্তাব) করলো। এ ঘটনায় উমর (রা.) দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুকূলে অংশীদারিত্বের রায় দিলেন।

٢٣٣٨ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهٖ اُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَالَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهٖ جَدُّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هِشَامٍ اِلَى السُّوْقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ اَشْرِكْنَا فَاِنَّ

www.icsbook.info

النَّبِىَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا اَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِىَ فَيَبْعَثُ بِهَا اِلَى الْمَنْزِلِ

২৩৩৮ আসবাগ ইব্‌ন ফারজ (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তার মা যায়নাব বিনতে হুমাইদ (রা.) একবার তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একে বায়আত করে নিন। তিনি বললেন সে তো ছোট। তখন তিনি তার মাথায় হাত বুলালেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। (একই সনদে) যুহরা ইব্‌ন মা'বাদ (র.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইবন হিশাম (রা.) তাকে নিয়ে বাজারে যেতেন, খাদ্য সামগ্রী খরিদ করতেন। পথে ইব্‌ন উমর (রা.) ও ইব্‌ন যুবায়রের সাথে দেখা হলে তারা তাকে বলতেন (আপনার সাথে ব্যবসায়) আমাদেরও শরীক করে নিন। কেননা নবী ﷺ আপনার জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। এ কথায় তিন তাদের শরীক করে নিতেন। অনেক সময় (লভ্যাংশ হিসাবে) এক উট বোঝাই মাল তিনি ভাগে পেতেন আর তা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

١٥٧٣. بَابُ الشَّرِكَةِ فِى الرَّقِيْقِ

১৫৭৩ পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম বাঁদীতে অংশীদারিত্ব

٢٣٣٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطٰى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلّٰى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ

২৩৩৯ মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (শরীকী) গোলাম থেকে কেউ নিজের অংশ আযাদ করে দিলে সেই গোলামের সম্পূর্ণটা আযাদ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তার কাছে সেই গোলামের মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করে অংশীদারদের তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করা হবে এবং আযাদ কৃত গোলামের পথ ছেড়ে দেওয়া হবে।

٢٣٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا فِىْ عَبْدٍ اُعْتِقَ كُلُّهُ اِن كَانَ لَهُ مَالٌ وَاِلاَّ يُسْتَسْعٰى غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ

www.icsbook.info

২৩৪০ আবূ নু'মান (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ (শরীকী) গোলাম থেকে একটা অংশ আযাদ করে দিলে সম্পূর্ণ গোলামটাই আযাদ হয়ে যাবে। যদি তার কাছে (প্রয়োজনীয়) অর্থ থাকে (তাহলে সেখান থেকে অন্য অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে) অন্যথায় অতিরিক্ত কষ্ট না চাপিয়ে তাকে উপার্জন করতে বলা হবে।

١٥٧٤. بَابُ الْإِشْتِرَاكِ فِى الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى

১৫৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু ও উট শরীক হওয়া এবং হাদী[১] রওয়ানা করার পর কেউ কাউকে শরীক করলে তার বিধান.

٢٣٤١ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذٰلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوْحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ أَقْوَامًا يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا وَاللّٰهِ لَأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لِلّٰهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّيْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ قَالَ وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ وَقَالَ الْآخَرُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ

২৩৪১ আবূ নু'মান (র.).... জাবির ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ ৪ঠা যিলহাজ্জ ভোরে শুধু হজ্জের ইহরাম বেধে মক্কায় এসে পৌছলেন। কিন্তু আমরা মক্কায় এসে পৌছলে তিনি আমাদেরকে হজ্জের ইহরামকে উমরা'র ইহরামে পরিবর্তিত করার আদেশ দিলেন। তখন আমরা হজ্জকে উমরায় পরিবর্তিত করলাম। তিনি আমাদেরকে স্ত্রীদের সাথে সহবাসেরও অনুমতি

---

১. কুরবানীর উদ্দেশ্যে মীনায় আনীত প্রাণী।

www.icsbook.info

দিলেন। এ বিষয়ে কেউ কথা ছড়ালো[১] (অধস্তন রাবী) আতা (র) বলেন, জাবির (রা) বলেছেন[২] আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্ত্রীর সাথে সংগম করে মিনায় যাবে। এ কথা বলে জাবির (রা.) নিজের হাত লজ্জাস্থানের দিকে ইংগিত কর দেখালেন। এ খবর নবী ﷺ-এর কানে পৌঁছলে তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। আমি শুনতে পেয়েছি যে, লোকেরা এটা সেটা বলছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের চেয়ে অধিক পরহেযগার এবং অধিক আল্লাহ্ ভীরু। পরে যা জেনেছি তা আগে ভাগে জানতে পারলে হাদী (হজ্জের কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে আসতাম না। আর সাথে হাদী না থাকলে আমি ও ইহরাম থেকে হালালা হয়ে যেতাম। তখন সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জুসুম (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হুকুম শুধু আমাদের জন্য, না এটা সর্বকালের জন্য। (রাবী আতা র.) বলেন, পরে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) (ইয়ামান থেকে) মক্কায় এলেন দুই রাবীর একজন বলেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুরূপ ইহরাম বাধলাম। অপরজনের মতে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুরূপ ইহরাম বাধলাম। ফলে নবী ﷺ তাকে ইহরাম অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিলেন এবং তাকেও হাদী এর মধ্যে শরীক করে দিলেন।

١٥٧٥. بَابُ مَنْ عَدَّلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُوْرٍ فِى الْقَسْمِ

১৫৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বন্টনকালে দশটি বকরীকে একটা উটের সমান মনে করে।

২৩৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَاَصَبْنَا غَنَمًا وَاِبِلاً فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَاَغْلَوْا بِهَا الْقُدُوْرَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُوْرٍ ثُمَّ اِنَّ بَعِيْرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ اِلاَّ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ نَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ اِعْجَلْ اَوْ اَرِنْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

২৩৪২ মুহাম্মদ (র).... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিহামার অন্তর্গত

---

১. কেননা তাদের ধারণা ছিলো হাজ্জের মাসগুলোতে উমরা শুদ্ধ নয়।

২. অর্থাৎ এ অংশটুকু অপর রাবী তাউস থেকে বর্ণিত নয়।

www.icsbook.info

যুলহুলায়ফা নামক স্থানে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে অবস্থান করছিলাম। সে সময় আমরা (গনীমতের অংশ হিসাবে) কিছু বকরী কিংবা উট পেয়ে গেলাম। সাহাবীগণ (অনুমতির অপেক্ষা না করেই) তাড়াহুড়া করে পাত্রে গোশত চড়িয়ে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে পাত্রগুলো উল্টিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। (বণ্টনকালে) প্রতি দশটি বকরীকে তিনি একটি উটের সমান ধার্য করলেন। ইতিমধ্যে একটি উট পালিয়ে গেলো। সে সময় দলে ঘোড়ার সংখ্যাও ছিল খুব অল্প। তাই একজন তীর ছুঁড়ে সেটাকে আটকালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দেখো, পলায়নপর বন্য জন্তুদের মতো এই গৃহপালিত পশুগুলোর মধ্যেও কোন কোনটা পলায়নপর স্বভাব বিশিষ্ট। কাজেই সেগুলোর মধ্যে যেটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠবে তার সাথে এরূপই করবে। (রাবী আবায়াহ র.) বলেন, আমার দাদা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আশংকা করি; আগামীকাল হয়ত আমরা শত্রুর মুখোমুখি হবো। আমাদের সাথে তো কোন ছুরি নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ধারালো কঞ্চি দিয়ে যবেহ্ করতে পারি? তিনি বললেন, যে রক্ত বের করে দেয় তা দিয়ে, দ্রুত করো। যা আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ্ হয়, তা তোমরা খেতে পারো। তবে তা যেন দাঁত বা নখ না হয়। তোমাদের আমি এর কারণ বলছি, দাঁততো হাড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।

www.icsbook.info

كِتَابُ الرَّهْنِ

অধ্যায় ঃ বন্ধক

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الرَّهْنِ

অধ্যায় ঃ বন্ধক

١٥٧٦. بَابٌ فِى الرَّهْنِ فِى الْحَضَرِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ

১৫৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ আবাসে থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখা। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধক রাখা বৈধ। (২ ঃ ২৮৩)

٢٣٤٣ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِىُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيْرٍ وَمَشَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا اَصْبَحَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ اِلاَّ صَاعٌ وَلاَ اَمْسٰى وَاِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ اَبْيَاتٍ

২৩৪৩ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আমি একবার নবী ﷺ-এর খিদমতে যবের রুটি এবং দুর্গন্ধ যুক্ত চর্বি নিয়ে গেলাম, তখন তাঁকে বলতে শুনলাম, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার পরিজনের কাছে কোন সকাল বা সন্ধায় এক সা' এর অতিরিক্ত (কোন খাদ্য) দ্রব্য থাকে না। (আনাস রা. বলেন) সে সময়ে তারা মোট নয় ঘর (নয় পরিবার) ছিলেন।

١٥٧٧. بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

১৫৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ নিজ বর্ম বন্ধক রাখা

٢٣٤٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيْلَ فِى السَّلَفِ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ

www.icsbook.info

النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

২৩৪৪ মুসাদ্দদ (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জনৈক ইয়াহূদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মিয়াদে খাদ্যশষ্য খরিদ করেন এবং নিজের বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।

١٥٧٨. بَابُ رَهْنِ السِّلَاحِ

১৫৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ অস্ত্র বন্ধক রাখা

٢٣٤٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنَا فَاَتَاهُ فَقَالَ اَرَدْنَا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ ارْهَنُوْنِيْ نِسَاءَكُمْ، قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَاَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُوْنِيْ اَبْنَاءَكُمْ، قَالُوْا كَيْفَ نَرْهَنُكَ اَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ اَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ اَوْ وَسْقَيْنِ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّاْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَعَدَهُ اَنْ يَاْتِيَهُ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ

২৩৪৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কা'আব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিতে পারবে? আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সে তো কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা.) তখন বললেন, আমি। পরে তিনি তার কাছে গিয়ে বললেন, আমরা তোমার কাছে এক ওয়াসাক অথবা বলেছেন দু'ওয়াসাক (খাদ্য) ধার চাচ্ছি। সে বলল, তোমাদের মহিলাদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, তুমি হলে আরবের সেরা সুন্দর ব্যক্তি। তোমার কাছে কিভাবে মহিলাদের বন্ধক রাখতে পারি? সে বলল, তাহলে তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, কিভাবে সন্তানদেরকে তোমার কাছে বন্ধক রাখি। পরে এই বলে তাদের নিন্দা করা হবে যে, দু' এক ওয়াসাকের জন্য তারা বন্ধক ছিল, এটা আমাদের জন্য হবে বিরাট কলংক। তার চেয়ে বরং আমরা তোমার কাছে আমাদের অস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান (র.) اَللَّاْمَةُ শব্দের অর্থ করেছেন অস্ত্র। তারপর তিনি তাকে পরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং (পরে এসে) তাকে হত্যা করলেন এবং নবী ﷺ -এর কাছে এসে সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন।

www.icsbook.info

١٥٧٩. بَابُ الرَّهْنُ مَرْكُوْبٌ وَمَحْلُوْبٌ ، وَقَالَ مُغِيْرَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ

১৫৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ বন্ধক রাখা প্রাণীর উপর আরোহণ করা যায় এবং দুধ দোহন করা যায়। মুগীরা (র.) ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, হারিয়ে যাওয়া প্রাণী যে পাবে সে তার ঘাসের (ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়) খরচ পরিমাণ আরোহণ করতে পারবে, এবং ঘাসের খরচ পরিমাণ দুধ দোহন করতে পারবে। বন্ধকী প্রাণীর ব্যাপারটিও অনুরূপ

٢٣٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ ، يُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا

২৩৪৬ আবূ নুআইম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বন্ধকী প্রাণীর উপর তার খরচ পরিমাণ আরোহণ করা যাবে। তদ্রূপ দুধেল প্রাণী বন্ধক থাকলে (খরচ পরিমাণ) তার দুধ পান করা যাবে।

٢٣٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفْقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

২৩৪৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বাহনের পশু বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে তাতে আরোহণ করা যাবে। তদ্রূপ দুধেল প্রাণী বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে দুধ পান করা যাবে। (মোট কথা) আরোহণকারী এবং দুধ পানকারীকেই খরচ বহন করতে হবে।

١٥٨٠. بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُوْدِ وَغَيْرِهِمْ

১৫৮০. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদী ও অন্যান্যাদের (অমুসলিমের) কাছে বন্ধক রাখা

٢٣٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

২৩৪৮ কুতায়বা (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ইয়াহূদী থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনেছিলেন এবং তার কাছে নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।

www.icsbook.info

١٥٨١. بَابٌ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

১৫৮১. পরিচ্ছেদ ঃ বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতার মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বা অনুরূপ কোন কিছু হলে বাদীর দায়িত্ব সাক্ষী পেশ করা আর বিবাদীর দায়িত্ব কসম করা

٢٣٤٩ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ -

২৩৪৯ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এই ফায়সালা দিয়েছেন যে, (বাদী সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে) কসম করা বিবাদীর কর্তব্য।

٢٣٥٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ أَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ : إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَقَرَأَ إِلٰى عَذَابٌ أَلِيْمٌ ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَحَدَّثْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِيْ بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاهِدَكَ أَوْ يَمِيْنَهُ، قُلْتُ إِلاَّ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ : إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً إِلٰى وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

২৩৫০ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).... আবুদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাস'উদ) (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিথ্যা কসম করে যে ব্যক্তি অর্থ- সম্পদ হস্তগত করে সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে এ অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা (নবী ﷺ -এর) উক্ত বাণী সমর্থন করে আয়াত নাযিল করলেন ঃ "নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে---- মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। (৩ ঃ ৭৭) (রাবী বলেন) পরে আশ'আস ইব্‌ন কায়স (রা.) আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ আবদুর রাহমান (ইব্‌ন

www.icsbook.info

মাসউ'দ) তোমাদের কি হাদীস শুনালেন (রাবী বলেন), আমরা তাকে হাদীসটি শুনালে তিনি বললেন, তিনি নির্ভুল হাদীস শুনিয়েছেন। আমাকে কেন্দ্র করেই তো আয়াতটি নাযিল হযেছিলো। কুয়া (এর মালিকানা) নিয়ে আমার সাথে এক লোকের ঝগড়া চলছিলো। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে বিরোধটি উত্থাপন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমাকে) বললেন, তুমি দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করবে, নতুবা সে হলফ করবে। আমি বললাম, তবে তো সে নির্দ্বিধায় হলফ করে বসবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফ করে অর্থ-সম্পদ হস্তগত করবে, সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে এ অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। তিনি (আশআস) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এর সমর্থনে আয়াত নাযিল করলেন। অতঃপর তিনি (আশআস) এই আয়াত إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ তিলাওয়াত করলেন।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় ঃ গোলাম আযাদ করা

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় ঃ গোলাম আযাদ করা

١٥٨٢. بَابٌ فِى الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ يَتِيْمًا ذَامَقْرَبَةٍ

১৫৮২. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম আযাদ করা ও তার ফযীলত এবং আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীঃ গোলাম আযাদ অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান ইয়াতীম আত্মীয়কে। (৯০ ঃ ১৩-১৫)

٢٣٥١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُس حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْتَقَ امْرَءً مُسْلِمًا اِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ اِلٰى عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلٰى عَبْدٍ لَهُ قَدْ اَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ اٰلَافِ دِرْهَمٍ اَوْ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَعَتَقَهُ

২৩৫১ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ কোন মুসলিম গোলাম আযাদ করলে আল্লাহ্ সেই গোলামের প্রত্যেক অংগের বিনিময়ে তার একেকটি অংগ (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন। সাঈদ ইব্‌ন মারজানা (রা.) বলেন, এ হাদীসটি আমি আলী ইব্‌ন হুসায়নের খিদমতে পেশ করলাম। তখন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) তার এক গোলামের কাছে উঠে গেলেন যার বিনিময়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফার (রা.) তাকে দশ হাজার দিরহাম কিংবা এক হাজার দীনার দিতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন।

١٥٨٣. بَابٌ اَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ

১৫৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম?

www.icsbook.info

٢٣٥٢ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُرَاوِحٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهِ قُلْتُ فَاَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَغْلاَهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لاَخْرَقَ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلٰى نَفْسِكَ

২৩৫২ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র.).... আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বললেন, যে গোলামের মূল্য অধিক এবং যে গোলাম তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ যদি আমি করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহলে কাজের লোককে (তার কাজে) সাহায্য করবে কিংবা বেকারকে কাজ দিবে। আমি (আবারও) বললাম,- এ-ও যদি না পারি? তিনি বললেন, মানুষকে তোমার অনিষ্টতা থেকে মুক্ত রাখবে। বস্তুতঃ এটা তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাদকা।

١٥٨٤. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِى الْكُسُوْفِ وَالْاٰيَاتِ

১৫৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণ ও (আল্লাহ্‌র কুদরতের) বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশকালে গোলাম আযাদ করা মুস্তাহাব

٢٣٥٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ، تَابَعَهُ عَلِىٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ عَنْ هِشَامٍ

২৩৫৩ মূসা ইব্‌ন মাস'উদ (র.).... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী (র.) দরাওয়ারদী (র.) সূত্রে হিশাম (র.) হাদীস বর্ণনায় মূসা ইব্‌ন মাস'উদ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٣٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَثَّامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْكُسُوْفِ بِالْعَتَاقَةِ

www.icsbook.info

২৩৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র.)... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য গ্রহণের সময় আমাদেরকে গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেওয়া হতো।

١٥٨٥. بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

১৫৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ দু' ব্যক্তির মালিকানাধীন গোলাম বা কয়েকজন অংশীদারের বাঁদী আযাদ করা

٢٣٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ

২৩৫৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... সালিমের পিতা (ইব্ন উমর রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'জনের মালিকানাধীন গোলাম আযাদ করে, সে সচ্ছল হলে প্রথমে গোলামের মূল্য নির্ধারণ করা হবে, তারপর আযাদ করবে।

٢٣٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَال يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطٰى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

২৩৫৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করে আর গোলামের মূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকে, তবে তার উপর দায়িত্ব হবে গোলামের ন্যায্যমূল্য নির্ণয় করা। তারপর সে শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করবে এবং গোলামটি তারপক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু (সে পরিমাণ অর্থ) না থাকলে তারপক্ষ থেকে ততটুকুই আযাদ হবে। যতটুকু সে আযাদ করেছে।

٢٣٥٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اِخْتَصَرَهُ

২৩৫৭ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র.).... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

www.icsbook.info

বলেছেন, কেউ কোন (শরীকী) গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করলে ঐ গোলামের সম্পূর্ণটা আযাদ করা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়বে, যদি তার কাছে সেই গোলামের মূল্য পবিমাণ অর্থ থাকে। আর যদি তার কাছে কোন অর্থ না থাকে তাহলে তার দায়িত্ব হবে আযাদ কৃত (গোলামের) ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা এতে আযাদকারীর পক্ষ থেকে ততটুকুই আযাদ হবে, যতটুকু সে আযাদ করেছে। মুসাদ্দাদ (র.) বিশর ইব্ন মুফাদ্দাল (র.) সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ (র.) উক্ত হাদীসটি সংক্ষিপ্ত বর্ণিত আছে।

২৩৫৮ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ اَوْ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ قَالَ نَافِعٌ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ اَيُّوْبُ لاَ اَدْرِيْ اَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ اَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيْثِ

২৩৫৮ আবূ নু'মান (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ কোন (শরীকী) গোলাম থেকে নিজের অংশ[১] বা হিস্সা আযাদ করে দিলে এবং গোলামের ন্যায্যমূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকলে, সেই গোলাম সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে। নাফি' (র.) বলেন, আর সেই পরিমাণ অর্থ না থাকলে যতটুকু সে আযাদ করেছে তারপক্ষ থেকে ততটুকুই আযাদ হবে। রাবী আইউব (র.) বলেন, আমি জানি না, এটা কি নাফি (র.) নিজ থেকে বলেছেন না এটাও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

২৩৫৯ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يُفْتِيْ فِي الْعَبْدِ اَوِ الْاَمَةِ يَكُوْنُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَعْتِقُ اَحَدُهُمْ نَصِيْبَهُ مِنْهُ يَقُوْلُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ اِذَا كَانَ لِلَّذِيْ اَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ اِلَى الشُّرَكَاءِ اَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ يُخْبِرُ بِذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ وَابْنُ اِسْحٰقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا

২৩৫৯ আহমদ ইব্ন মিকদাম (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি শরীকী গোলাম বা বাঁদী সম্পর্কে ফাতওয়া দিতেন যে, শরীকী গোলাম শরীকদের কেউ নিজের অংশ আযাদ করে দিলে তিনি

১. হিন্দুস্তানী ছাপা বুখারী শরীফে মুসাদ্দদ (র)--- পরবর্তী সনদের সাথে তাহ্ওয়ীল হিসাবে ছাপানো হয়েছে। তবে বুখারীর শরাহ আইনীতে উল্লেখ রয়েছে যে, তা এ হাদীসের অপর একটি সনদ মাত্র।

www.icsbook.info

বলতেন, সম্পূর্ণ গোলামটাই আযাদ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। যদি আযাদকারীর কাছে গোলামের মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে, তাহলে সে অর্থ থেকে গোলামের ন্যায্যমূল্য নির্ণয় করা হবে এবং শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য হিস্সা পরিশোধ করা হবে, আর আযাদকৃত গোলাম পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে। বক্তব্যটি ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, এবং লায়ছ, ইব্ন আবূ যি'ব, ইব্ন ইসহাক জওয়াইরিয়া, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (র.) নাফি' (র.)-এর মাধ্যমে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٦ بَابٌ اِذَا اَعْتَقَ نَصِيْبًا فِىْ عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ عَلٰى نَحْوِ الْكِتَابَةِ

১৫৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে চুক্তিবদ্ধ গোলামের মত তাকে অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে উপার্জন করতে বলা হবে।

২৩৬০ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِى النَّضْرُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ عَبْدٍ * ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا اَوْ شَقِيْصًا فِىْ مَمْلُوْكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِىْ مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَاِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاُسْتُسْعِىَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَاَبَانُ وَمُوْسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ اِخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ

২৩৬০ আহমদ ইব্ন আবূ রাজা (র.) ও মুসাদ্দদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ শরীকী গোলাম থেকে নিজের ভাগ বা অংশ (রাবীর দ্বিধা) আযাদ করে দিলে নিজ অর্থ ব্যয়ে সেই গোলামকে রেহাই করা তার উপর কর্তব্য, যদি তার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে। অন্যথায় তার ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং তাকে অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে উপার্জন করতে বলা হবে। হাজ্জাজ ইব্ন হাজ্জাজ, আবান ও মূসা ইব্ন খালাফ (র.) কাতাদা (র.) থেকে হাদীস সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবা (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। হাদীসটি শু'বা (র.) সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٧. بَابُ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ فِى الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ اِلاَّ لِوَجْهِ اللّٰهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِىْ وَالْمُخْطِئِ

www.icsbook.info

১৫৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ ভুলবশত অথবা অনিচ্ছায় গোলাম আযাদ করা ও স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে গোলাম আযাদ করা যায় না। নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে, যা সে নিয়্যত করবে। এবং যে ব্যক্তি অনিচ্ছায় বা ভুলবশত কিছু বলে, তার কোন নিয়্যত থাকে না।

২৩৬১ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ اُمَّتِيْ مَاوَسْوَسَتْ بِهٖ صُدُوْرُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ اَوْتَكَلَّمْ

২৩৬১ হুমায়দী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, (আমার বরকতে) আল্লাহ্ আমার উম্মতের অন্তরে উদিত ওযাসওয়াসা (পাপের ভাব ও চেতনা) মাফ করে দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা কাজে পরিণত করে অথবা মুখে বলে।

২৩৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِاَمْرِئٍ مَّانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ

২৩৬২ মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.).... উমর ইবন্ খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমলসমূহ নিয়্যতের সাথে সম্পৃক্ত। আর মানুষ তাই পাবে, যা সে নিয়্যত করবে। কাজেই কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে থাকলে তার সে হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্য অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার মতলবে; তার হিজরত সে উদ্দেশ্যে বলেই গণ্য হবে।

١٥٨٨. بَابٌ اِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهٖ هُوَ لِلّٰهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْاِشْهَادِ فِى الْعِتْقِ

১৫৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ আযাদ করার নিয়্যতে কোন ব্যক্তি নিজের গোলাম সম্পর্কে 'সে আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট' বলা এবং আযাদ করার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা

২৩৬৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَمَّا اَقْبَلَ يُرِيْدُ الْاِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ

www.icsbook.info

مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَاقْبَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلاَمُكَ قَدْ اَتَاكَ فَقَالَ اَمَا اِنِّيْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُ حُرٌّ قَالَ فَهُوَ حِيْنَ يَقُوْلُ : يَالَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلٰى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

২৩৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছায় আপন গোলামকে সাথে নিয়ে (মদীনায়) আসছিলেন। পথে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। পরে গোলামটি এসে পৌঁছলো। আবূ হুরায়রা (রা.) সে সময় নবী ﷺ -এর খিদমতে বসাছিলেন। নবী ﷺ বললেন, আবূ হুরায়রা! দেখো, তোমার গোলাম এসে গেছে। তখন তিনি বললেন, শুনুন; আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, সে আযাদ। রাবী বলেন, (মদীনায়) পৌঁছে তিনি বলতেনঃ কত দীর্ঘ আর কষ্টদায়কই না ছিলো হিজরতের সে রাত- তবুও তা আমাকে দারুল কুফ্র থেকে মুক্তি দিয়েছে।

٢٣٦٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ فِى الطَّرِيْقِ : يَا لَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلٰى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ ، قَالَ وَاَبَقَ مِنِّيْ غُلاَمٌ لِيْ فِيْ الطَّرِيْقِ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَبَيْنَا اَنَا عِنْدَهُ اِذْ طَلَعَ الْغُلاَمُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَااَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلاَمُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ فَاَعْتَقْتُهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يَقُلْ اَبُوْ كُرَيْبٍ عَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ حُرٌّ

২৩৬৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজীর খিদমতে আগমনকালে আমি পথে পথে (কবিতা) বলতামঃ হিজরতের সে রাত কতনা দীর্ঘ আর কষ্টদায়ক ছিল- তবুও তা আমাকে দারুল কুফ্র থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি বলেন, পথে আমার এক গোলাম পালিয়ে গিয়েছিলো। যখন আমি নবী ﷺ -এর খিদমতে এসে তাঁর (হাতে) বায়আত হলাম। আমি তাঁর খিদমতেই ছিলাম, এ সময় গোলামটি এসে হাযির হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আবূ হুরাযরা! এই যে, তোমার গোলাম! আমি বললাম, সে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ। এই বলে তাকে আযাদ করে দিলাম। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র.) বলেন, আবূ কুরায়ব (র.) আবূ উসামা (র.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে حُرٌّ শব্দটি বলেন নি।

٢٣٦٥ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَاسِيُّ عَنْ

www.icsbook.info

اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمَعَهُ غُلاَمُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْاِسْلاَمَ فَضَلَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَقَالَ اَمَا اِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُ لِلّٰهِ

২৩৬৫ শিহাব ইব্ন আব্বাদ (র.).... কায়স (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর গোলামকে সাথে করে ইসলামের উদ্দেশ্যে (মদীনা) আগমনকালে পথিমধ্যে তারা একে অপরকে হারিয়ে ফেললেন এবং তিনি (আবূ হুরায়রা) বললেন, শুনন! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, সে আল্লাহ্র জন্য।

١٥٨٩. بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّهَا

১৫৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ উম্মু ওয়ালাদ[১] প্রসংগ। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের একটি আলামত এই যে, বাঁদী তার মুনিবকে প্রসব করবে

٢٣٦٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ عُتْبَةَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنْ يَقْبِضَ اِلَيْهِ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ قَالَ عُتْبَةُ اِنَّهُ ابْنِىْ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْفَتْحِ اَخَذَ سَعْدُ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَاَقْبَلَ بِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا ابْنُ اَخِىْ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ ابْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخِىْ ابْنُ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ابْنِ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَاِذَا هُوَ اَشْبَهُ النَّاسِ بِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ مِمَّا رَاٰى مِنْ شَبَهِهٖ بِعُتْبَةَ وَكَانَ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ

২৩৬৬ আবুল ইয়ামান (র.)...... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস আপন ভাই সাদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসকে ওসীয়্যত করেছিলেন, তিনি যেন যাম'আর দাসীর

---

১. শাব্দিক অর্থ সন্তানের মা, পরিভাষায় যে বাঁদী প্রভুর ঔরসজাত সন্তান প্রসব করেছে। ইসলামী ফিক্‌হ্র বিধান মুতাবিক উম্মু ওয়ালাদকে বিক্রি করা যায় না এবং প্রভুর মৃত্যুর পর আপনা আপনি সে আযাদ হয়ে যাবে।

www.icsbook.info

গর্ভজাত পুত্রকে গ্রহণ করেন (কারণ স্বরূপ) উতবা বলেছিলেন; সে আমার (ঔরসজাত) পুত্র। মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় তাশরীফ আনলেন; তখন সা'দ যাম'আর দাসীর পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে আসলেন এবং তার সাথে আব্দ ইব্ন যাম'আকে নিয়ে আসলেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এতো আমার ভাতিজা। আমার ভাই বলেছেন যে, সে তার ছেলে আব্দ ইব্ন যাম'আর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার ভাই, যাম'আর পুত্র। তার শয্যাতেই এ জন্ম নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন যাম'আর দাসীর পুত্রের দিকে তাকালেন। দেখলেন, উতবার সাথেই তার (আদলের) সর্বাধিক মিল। তবু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আব্দ ইব্ন যাম'আ! এ- তোমারই (ভাই), কেননা-এ তার (আবদ ইব্ন যামআর) শয্যাতে জন্ম গ্রহণ করেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন! হে সাওদা বিনতে যামআ! তুমি এ থেকে পর্দা করবে। কেননা তিনি উতবার সাথেই তার (চেহারার) মিল দেখতে পেয়েছিলেন। সাওদা ছিলেন, নবী ﷺ -এর স্ত্রী।

١٥٩٠. بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

১৫৯০ পরিচ্ছেদ ঃ মুদাববার[১] বিক্রি করা

২৩৬৭ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ اَوَّلٍ

২৩৬৭ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের একজন তার এক গোলামকে মুদাব্বাররূপে আযাদ ঘোষণা করল। তখন নবী ﷺ সেই গোলামকে ডেকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিলেন। জাবির (রা.) বলেন, গোলামটি সে বছরই মারা গিয়েছিলো।

١٥٩١. بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

১৫৯১. পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের অভিভাবকত্ব বিক্রি বা দান করা

২৩৬৮ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

---

১. যে গোলামকে তার মালিক নিজের মৃত্যুর পর আযাদ বলে ঘোষণা করেছে, সে গোলামকে মুদাব্বার বলা হয়। হানাফী মাযহাব মতে মুদাব্বারকে বিক্রি করা যাবে না। এর সমর্থনেও হাদীস রয়েছে।

www.icsbook.info

২৩৬৮ আবুল ওয়ালীদ (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ গোলামের অভিভাবকত্ব বিক্রি করতে এবং তা দান করতে নিষেধ করেছেন।

২৩৬৯ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلَاءَ هَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ فَاَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا النَّبِىُّ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ اَعْطَانِىْ كَذَا وَكَذَا مَاثَبَتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

২৩৬৯ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরাকে আমি (আযাদ করার নিয়্যতে) খরিদ করলাম, তখন তার (পূর্বতন) মালিক অভিভাকত্বের শর্তারোপ করলো। প্রসংগটি আমি নবী ﷺ-এর কাছে উথাপন করলাম। তিনি বললেন, তুমি তাকে আযাদ করে দাও। অভিভাবকত্ব সেই লাভ করবে, যে অর্থ ব্যয় করবে। তখন আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। তারপর নবী ﷺ তাকে ডেকে তার স্বামীর ব্যাপারে ইখ্তিয়ার দিলেন। বারীরা (রা.) বললেন, যদি সে আমাকে এতো এতো সম্পদও দেয় তবু আমি তার কাছে থাকবো না। অবশেষে তিনি তার ইখ্তিয়ার প্রয়োগ করলেন।

١٥٩٢ بَابٌ اِذَا اُسِرَ اَخُو الرَّجُلِ اَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادٰى اِذَا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ اَنَسٌ قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَادَيْتُ نَفْسِىْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً وَكَانَ عَلِىٌّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ لَهُ نَصِيْبٌ فِىْ تِلْكَ الْغَنِيْمَةِ الَّتِىْ اَصَابَ مِنْ اَخِيْهِ عَقِيْلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ

১৫৯২. পরিচ্ছেদ ঃ কারো মুশরিক ভাই বা চাচা বন্দী হলে কি তাদের পক্ষ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে? আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আব্বাস (রা.) নবী ﷺ -কে বলেছিলেন, আমি নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ আদায় করছি। এদিকে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) তার ভাই আকীল ও চাচা আব্বাসের মুক্তিপণ বাবত প্রাপ্ত গনীমাতের অংশ পেয়েছিলেন।

২৩৭০ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوْسٰى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْاَنْصَارِ اِسْتَاذَنُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِاِبْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدَعُوْنَ مِنْهُ دِرْهَمًا

www.icsbook.info

২৩৭০ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের বোনপো আব্বাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দিবো। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা তার (মুক্তিপণের) একটি দিরহামও ছাড়তে পারো না।

١٥٩٣. بَابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ

১৫৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক কর্তৃক গোলাম আযাদ করা

٢٣٧١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَعْتَقَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ فَلَمَّا اَسْلَمَ حَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ وَاَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ قَالَ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا يَعْنِىْ اَتَبَرَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَاسَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ

২৩৭১ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র.)....হিশাম (র.) থেকে বর্ণিত, আমার পিতা আমাকে অবগত করলেন যে, হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) জাহিলী যুগে একশ' গোলাম আযাদ করেছিলেন এবং আরোহণের জন্য একশ উট দিয়েছিলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখনও একশ' উট বাহন হিসাবে দান করেন এবং একশ' গোলাম আযাদ করলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জাহেলী যুগে কল্যাণের উদ্দেশ্য যে কাজগুলো আমি করতাম, সেগুলো সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার পিছনের আমলগুলোর কল্যাণেই তো তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো।

١٥٩٤. بَابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيْقًا، فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدٰى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ

১৫৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি আরবী গোলাম-বাঁদীর মালিক হয়ে তা দান করলে বা বিক্রি করলে, বা বাঁদীর সাথে সহবাস করলে বা মুক্তিপণ হিসাবে দিলে এবং সন্তানদের বন্দী

www.icsbook.info

করলে, (তার হুকুম কি হবে)? আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদঃ আল্লাহ্ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক গোলামের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির, যাকে তিনি নিজ থেকে উত্তম রিযিক দান করেছেন এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্র প্রাপ্য, অথচ তাদের অধিকাংশই তা জানে না (১৬ঃ ৭৫)।

٢٣٧٢ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ فَسَأَلُوْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ إِنَّ مَعِيْ مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيْثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْمَالَ وَإِمَّا السَّبْيَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ انْتَظَرَهُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَإِنِّيْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ قَالَ إِنَّا لاَ نَدْرِيْ مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوْا وَأَذِنُوْا فَهٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَادَيْتُ نَفْسِيْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً

২৩৭২ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.).... মারওয়ান ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ -এর খিদমতে হাযির হলে নবী ﷺ দাঁড়ালেন (অভ্যর্থনার জন্য) এরপর তারা অর্থ-সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানালো। তখন তিনি বললেন, তোমরা দেখছো, আমার সাথে আরো, 'সাহাবী আছেন। আর সত্য ভাষণই আমার নিকট প্রিয়। কাজেই, অর্থ-সম্পদ ও বন্দী এ দু'টির যে কোন একটি তোমরা বেছে নাও। বন্দীদের বণ্টনের ব্যাপারে আমি বিলম্বও করেছিলাম। (রাবী বলেন) নবী ﷺ তায়েফ থেকে ফিরে প্রায় দশ রাত তাদেরকে সুযোগ দিয়েছিলেন। যখন প্রতিনিধি দলের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, নবী ﷺ তাদেরকে দু'টির যে কোন একটি ফেরত দিবেন, তখন তারা বলল, তবে আমরা আমাদের বন্দীদেরই পসন্দ করছি। তখন নবী ﷺ সবার

www.icsbook.info

সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ পাকের যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর বললেন, তোমাদের ভাইয়েরা তাওবা করে আমাদের কাছে এসেছে। এমতাবস্থায় আমি তাদেরকে তাদের বন্দীদের ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। কাজেই, তোমাদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে তা পসন্দ করে, তারা যেন তাই করে। আর যারা তাদের নিজেদের হিস্সা পেতে পসন্দ করে। তা এভাবে যে, প্রথম যে 'ফায় আল্লাহ্পাক আমাকে দান করবেন, সেখান থেকে আমি তাদের সে হিস্সা আদায় করে দিবো। সে যেন তা করে। তখন সবাই বললো, আমরা আপনার জন্য সন্তুষ্টচিত্তে তা করতে রাযি আছি। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, তোমাদের মধ্যে কারা সম্মত আর কারা সম্মত নও। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। আর তোমাদের মুখপাত্ররা তোমাদের মতামত আমার কাছে উত্থাপন করুক। তারপর সবাই ফিরে গেলো আর তাদের মুখপাত্ররা তাদের সাথে আলোচনা সেরে নবী ﷺ -কে ফিরে এসে জানালেন যে তারা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি প্রকাশ করেছে। (ইব্ন শিহাব্ যুহরী র. বলেন) হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধ বন্দী সম্পর্কে এতটুকুই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আনাস (রা.) বলেন, আব্বাস (রা.) নবী ﷺ -কে বললেন (বদর যুদ্ধে) আমি (একাই) নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ আদায় করেছি।

٢٣٧٣ حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى نَافِعٍ فَكَتَبَ اِلَىَّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَغَارَ عَلٰى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَاَنْعَامُهُمْ تُسْقٰى ، عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَهُمْ وَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنِى بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِى ذٰلِكَ الْجَيْشِ

২৩৭৩ আলী ইব্ন হাসান ইব্ন শাকীক (র.).... ইব্ন আউন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাফি' (র)-কে পত্রে লিখলাম, তিনি জওয়াবে আমাকে লিখেন যে, বনী মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিত ভাবে অভিযান পরিচালনা করেন। তাদের গবাদি পশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিলো। তিনি তাদের যুদ্ধক্ষমদের হত্যা এবং নাবালকদের বন্দী করেন এবং সেদিনই তিনি জুওয়ায়রিয়া (উম্মুল মু'মিনীন)-কে লাভ করেন। (নাফি' র. বলেন) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) আমাকে এ সম্পর্কিত হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি নিজেও সে সেনাদলে ছিলেন।

٢٣٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ وَهِىَ كَائِنَةٌ

www.icsbook.info

২৩৭৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... ইব্ন মুহায়রিয (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ (রা.)-কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর সাথে আমরা বনী মুস্তালিক যুদ্ধে কিছু আরব যুদ্ধ বন্দী আমাদের হস্তগত হল। তখন আমাদের স্ত্রীদের কথা মনে পড়ে (কেননা) দূর-নিঃসংগ জীবন আমাদের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে পড়েছিল। (সে সময়) আমরা আযল করতে চাইলাম (বাঁদী ব্যবহার করে)। এ সম্পর্কে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এরূপ না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত যাদের জন্ম নির্ধারিত রয়েছে, তারা আসবেই।

٢٣٧٥ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَن عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَ اَزَالُ اُحِبُّ بَنِىْ تَمِيْمٍ وَحَدَّثَنِى ابْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَن اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَن عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَازِلْتُ اُحِبُّ بَنِى تَمِيْمٍ مُنْذُ ثَلاَثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ هُمْ اَشَدُّ اُمَّتِىْ عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَائَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اِسْمٰعِيْلَ

২৩৭৫ যুহায়র ইব্ন হার্‌ব ও ইব্ন সালাম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তিনটি কথা শোনার পর থেকে বনী তামীম গোত্রকে আমি ভালোবেসে আসছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, দাজ্জালের মুকাবিলায় আমার উম্মতের মধ্যে এরাই হবে অধিকতর কঠোর। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার তাদের পক্ষ থেকে সাদকার মাল আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ যে আমার কাওমের সাদকা। 'আয়িশা (রা.)-এর হাতে তাদের এক বন্দিনী ছিল। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, একে আযাদ করে দাও। কেননা সে ইসমাঈলের বংশধর।

١٥٩٥. بَابُ فَضْلِ مَنْ اَدَّبَ جَارِيَتَهَا وَعَلَّمَهَا

১৫৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ আপন বাঁদীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিখানোর ফযীলত

٢٣٧٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَاَحْسَنَ اِلَيْهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ اَجْرَانِ

www.icsbook.info

২৩৭৬ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র.).... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কারো যদি একটি বাঁদী থাকে আর সে তাকে প্রতিপালন করে, তার সাথে ভাল আচরণ করে এবং তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে, তাহলে সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

١٥٩٦. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْعَبِيْدُ اِخْوَانُكُمْ فَاَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ اِلٰى قَوْلِهٖ مُخْتَالاً فَخُوْرًا.

১৫৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর ইরশাদ, তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। কাজেই তোমরা যা খাবে তা থেকে তাদেরও খাওয়াবে। (এ সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তার শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। দাম্ভিক, আত্মগর্বীকে (৪ ঃ ৩৬)।

٢٣٧٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْاَحْدَبُ قَالَ سَمِعْتُ الْمَعْرُوْرَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلٰى غُلاَمِهٖ حُلَّةٌ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّىْ سَابَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّهٖ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ

২৩৭৭ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র.).... মা'রূর ইব্‌ন সুওয়াইদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমি আবূ যার গিফারী (রা.)-এর দেখা পেলাম। তার গায়ে তখন একজোড়া কাপড় আর তার গোলামের গায়েও (অনুরূপ) এক জোড়া কাপড় ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, একবার এক ব্যক্তিকে আমি গালি দিয়েছিলাম। সে নবী ﷺ -এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তার মার প্রতি কটাক্ষ করে তাকে লজ্জা দিলে? তারপর তিনি বললেন, তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন, কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তবে সে যা খায়, তা থেকে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে

www.icsbook.info

যা পরিধান করে, তা থেকে যেন পরিধান করায়। এবং তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য কর না। তোমরা যদি তাদের শক্তির উর্ধ্বে কোন কাজ তাদের দাও তবে তাদের সহযোগিতা কর।

١٥٩٧. بَابُ الْعَبْدُ اِذَا اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

১৫৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম যদি উত্তমরূপে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে আর তার মালিকের হিতাকাংক্ষী হয়

٢٣٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ اِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

২৩৭৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসালামা (র.)....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গোলাম যদি তার মনিবের হিতাকাংক্ষী হয় এবং তার প্রতিপালকের উত্তম রূপে ইবাদত করে, তাহলে তার সাওয়াব হবে দ্বিগুণ।

٢٣٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ اَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَاَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ ، وَاَيُّمَا عَبْدٍ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ فَلَهُ اَجْرَانِ

২৩৭৯ মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.).... আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, লোক তার বাঁদীকে উত্তমরূপে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে আযাদ করে ও বিয়ে করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে। আর যে গোলাম আল্লাহ্র হক আদায় করে এবং মনিবের হকও আদায় করে, সেও দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

٢٣٨٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ اَجْرَانِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ اُمِّىْ لَاَحْبَبْتُ اَنْ اَمُوْتَ وَاَنَا مَمْلُوْكٌ

www.icsbook.info

২৩৮০ বিশর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সৎ ক্রীতদাসের সাওয়াব হবে দ্বিগুণ। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ, হজ্জ এবং আমার মায়ের সেবার মত উত্তম কাজ যদি না থাকত তাহলে ক্রীতদাসরূপে মৃত্যুবরণ করাই আমি পসন্দ করতাম।

٢٣٨١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ نِعْمَ مَا لاَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ

২৩৮১ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কত ভাগ্যবান সে, যে উত্তমরূপে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং নিজ মনিবের হিতাকাংক্ষী হয়।

١٥٩٨. بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيْقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِىْ اَوْ اَمَتِىْ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ وَقَالَ : عَبْدًا مَّمْلُوْكًا ... وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ وَقَالَ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ اُذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ يَعْنِىْ عِنْدَ سَيِّدِكُمْ

১৫৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের উপর নির্যাতন করা এবং আমার গোলাম ও আমার বাঁদী এরূপ বলা অপসন্দনীয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এবং তোমাদের গোলাম বাঁদীদের মধ্যে যারা সৎ.... (২৪ ঃ ৩২) তিনি আরো বলেনঃ অপরের অধিকারভুক্ত এক গোলামের... .(১৬ ঃ ৭৫) তারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল (১২ ঃ ২৫) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, তোমাদের ঈমানদার বাঁদীদের.... (৪ ঃ ২৫) নবী ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তোমরা প্রভুর কাছে আল্লাহ্‌র কথা বলবে, (১২ ঃ ৪২) অর্থাৎ তোমার মালিকের কাছে।

٢٣٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

২৩৮২ মুসাদ্দদ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, গোলাম যদি আপন মনিবের হিতাকাংক্ষী হয়.এবং আপন প্রতিপালকের উত্তম ইবাদাত করে, তাহলে তার সাওয়াব হবে দ্বিগুণ।

www.icsbook.info

২৩৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَن بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَمْلُوْكُ الَّذِىْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّى اِلى سَيِّدِهِ الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ اَجْرَانِ

২৩৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র.)…. আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে গোলাম আপন প্রতিপালকের উত্তম রূপে ইবাদত করে এবং আপন মনিবের যে হক আছে তা আদায় করে, তার কল্যাণ কামনা করে আর তার আনুগত্য করে, সে দিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

২৩৮৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَقُلْ اَحَدُكُمْ اَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اِسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِىْ وَمَوْلاَىَ وَلاَ يَقُلْ اَحَدُكُم عَبْدِى وَاَمَتِىْ وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِىْ وَغُلاَمِىْ

২৩৮৪ মুহাম্মদ (র.)….আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এমন কথা না বলে "তোমার প্রভুকে আহার করাও "তোমার প্রভুকে উযূ করাও "তোমার প্রভুকে পান করাও" আর যেন (গোলাম বাঁদীরা)- এরূপ বলে, "আমার মনিব", আমার অভিভাবক,"তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে "আমার দাস, আমার দাসী। বরং বলবে- 'আমার বালক' 'আমার বালিকা' 'আমার খাদিম।'

২৩৮৫ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ

২৩৮৫ আবূ নু'মান (র.)…. ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ কোন (শরীকী) গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার কাছে সেই গোলামের মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং তার সম্পদ থেকেই সেই গোলাম সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে, অন্যথায় সে যতটুকু আযাদ করেছে ততটুকুই আযাদ হবে।

২৩৮৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَفَمَسْئُوْل عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالاَمِيْرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ

www.icsbook.info

عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

২৩৮৬ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। যেমন- জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিসয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর গোলাম আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

٢٣٨٧ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ

২৩৮৭ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র.).... আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বাঁদী যিনায় লিপ্ত হলে তাকে চাবুক লাগাবে। আবার যিনা করলে আবারও চাবুক লাগাবে। তৃতীয়বার বা চতুর্থবার বলেছেন, একগাছি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে ফেলবে।

١٥٩٩. بَابٌ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

১৫৯৯ পরিচ্ছেদ ঃ খাদিম যখন খাবার পরিবেশন করে

٢٣٨٨ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ

২৩৮৮ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো খাদিম খাবার নিয়ে হাযির হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত।

www.icsbook.info

তাকে সাথে না বসালে দু' এক লোক্‌মা কিংবা দু' এক গ্রাস তাকে দেওয়া উচিত। কেননা সে এর জন্য পরিশ্রম করেছে।

١٦٠٠. بَابُ الْعَبْدُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهٖ وَنَسَبَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَالَ اِلَى السَّيِّدِ

১৬০০. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। নবী ﷺ সম্পদকে মনিবের সাথে সম্পর্কিত করেছেন

২৩৮৯ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ فِيْ اَهْلِهٖ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْمَرْاَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهٖ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، قَالَ فَسَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِيْ مَالِ اَبِيْهِ رَاعٍ وَمَسْئُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

২৩৮৯ আবুল ইয়ামান (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (শাসক) একজন দায়িত্বশীল। কাজেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, আর খাদিম তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী কাজেই সে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর রা.) বলেন,আমি নবী ﷺ থেকে এদের সম্পর্কে (নিশ্চতভাবেই) শুনেছি। তবে আমার ধারণা; নবী ﷺ আরো বলেছেন, আর সন্তান তার পিতার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মোটকথা তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

١٦٠١. بَابٌ اِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

১৬০১. পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না।

২৩৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ قَالَ

www.icsbook.info

وَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ فَلاَنٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهُ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ ابْنُ حَرْبٍ الَّذِىْ قَالَ ابْنُ فُلاَنٍ هُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ابْنُ سَمْعَانَ

২৩৬০ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন লড়াই করবে, তখন সে যেন মুখমণ্ডলে আঘাত করা থেকে বিরত থাকে। আবূ ইসহাক (র.) বলেন, ইব্‌ন হারব (র.) বলেছেন, ইব্‌ন ফুলান কথাটি ইব্‌ন ওয়াহব (র.) বলেছেন এবং ইব্‌ন ফুলান হলেন ইব্‌ন সাম‘আন (র.)।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

অধ্যায় ঃ মুকাতাব

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

অধ্যায় ঃ মুকাতাব[১]

١٦٠٢ بَابُ الْمُكَاتَبِ وَنُجُوْمِهِ فِى كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِى اٰتَاكُمْ وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَوَاجِبٌ عَلَىَّ اِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً اَنْ اُكَاتِبَهُ قَالَ مَااُرَاهُ اِلاَّ وَاجِبًا وَقَالَ عَمْرُو ابْنِ دِيْنَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ تَأثُرُهُ عَنْ اَحَدٍ قَالَ لاَ : ثُمَّ اَخْبَرَنِى اَنَّ مُوْسَى بْنَ اَنَسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ سِيْرِيْنَ سَاَلَ اَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ ، وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ فَاَبٰى فَانْطَلَقَ اِلٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ كَاتِبْهُ فَاَبٰى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُوْ عُمَرُ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا فَكَاتَبَهُ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِنَّ بَرِيْرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِيْنُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ اَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِى خَمْسِ سِنِيْنَ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيْهَا: اَرَاَيْتِ اِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً اَيَبِيْعُكِ اَهْلُكِ فَاُعْتِقَكِ فَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِى فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا لاَ : اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ لَنَا الْوَلاَءُ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

১. মুকাতাব সে গোলামকে বলা হয়, যে তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

www.icsbook.info

اِشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالَ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ

১৬০২. পরিচ্ছেদ ঃ মুকাতাব ও দেয় অর্থের কিস্তি প্রসংগে। প্রতি বছর এক কিস্তি করে আদায় করা। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমাদের এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র লিখতে চাইলে তাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হও, যদি তোমরা ওদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তোমরা ওদের দান করবে। (২৪ ঃ ৩৩) রাওয়াহ (র.) বলেন, ইব্‌ন জুরায়জ (র.) বর্ণনা করেন, আমি 'আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি আমি জানতে পারি যে, তার (গোলামের) অর্থ-সম্পদ রয়েছে, তবে কি তার সাথে কিতাবতের চুক্তি করা আমার জন্য ওয়াজিব হবে? তিনি বললেন, আমি তো ওয়াজিব ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। আমর ইব্‌ন দীনার (র.) বলেন, আমি 'আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ মতামত কি আপনি (পূর্ববর্তী) কারো কাছ থেকে বর্ণনা করছেন? তিনি বললেন না। তারপর 'আতা (র.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মূসা ইব্‌ন আনাস (র) তাকে অবহিত করেছেন যে, আনাস (রা)-এর কাছে তার গোলাম সীরীন মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) হওয়ার আবেদন জানালো। সে বিত্তশালী ছিল। কিন্তু আনাস (রা.) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। সীরীন তখন উমর (রা.) -এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করল। উমর (রা.) (আনাস রা.-কে) বললেন, তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হও। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। উমর (রা.) তখন তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا তোমরা তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। (২৪ ঃ ৩৩) এরপর আনাস (রা.) তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন। লায়স (র.)..... উরওয়া (র.) সূত্রে 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বারীরা (রা.) একবার মুকাতাবাতের সাহায্য চাইতে তাঁর কাছে আসলেন। প্রতিবছর এক 'উকিয়া' করে পাঁচ বছরে পাঁচ 'উকিয়া' তাকে পরিশোধ করতে হবে। তার প্রতি 'আয়িশা (রা.) আগ্রহান্বিত হলেন। তাই তিনি বললেন, যদি আমি এককালীন মূল্য পরিশোধ করে দেই তবে কি তোমার মালিক তোমাকে বিক্রি করবে? তখন আমি তোমাকে আযাদ করে দিব এবং তোমার ওয়ালার অধিকার আমার হবে। বারীরা (রা) তার মালিকের কাছে গিয়ে উক্ত প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু তারা বলল, না; তবে যদি ওয়ালার অধিকার আমাদের হয়। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে গেলাম এবং

www.icsbook.info

বিষয়টি তাঁকে বললাম। (রাবী বলেন) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা, ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করবে। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কি হল, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই! আল্লাহ্র কিতাবে নেই এমন শর্ত কেউ আরোপ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ্র দেওয়া শর্তই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য।

١٦٠٣. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ شُرُوْطِ الْمُكَاتَبِ وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فِيْهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ

১৬০৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুকাতাবের উপর যে সব শর্ত আরোপ করা জায়িয এবং আল্লাহ্র কিতাবে নেই এমন শর্ত আরোপ করা। এ বিষয়ে ইব্ন উমর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

٢٣٩١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِىْ اِلٰى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ ، وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِى فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِاَهْلِهَا فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْتَاعِىْ فَاَعْتِقِى فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ اُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ

২৩৯১ কুতায়বা (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, বারীরা (রা.) একবার তার মুকাতাবাতের ব্যাপারে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন পর্যন্ত তিনি মুকাতাবাতের অর্থ থেকে কিছুই আদায় করেননি। 'আয়িশা (রা.) তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা সম্মত হলে আমি তোমার মুকাতাবাতের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব। আর তোমার ওয়ালার অধিকার আমার হবে। বারীরা (রা.) কথাটি তার মালিকের কাছে পেশ করলেন। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল এবং বলল, তিনি যদি তোমাকে আযাদ করে সাওয়াব পেতে চান, তবে করতে পারেন। ওয়ালা আমাদেরই থাকবে। 'আয়িশা (রা.) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পেশ করলে তিনি বললেন, তুমি খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে, সেই ওয়ালার অধিকারী হবে। (রাবী) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সাহাবীগণের সমাবেশে) দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কি হল, এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা

www.icsbook.info

আল্লাহ্র কিতাবে নেই। যে এমন কোন শর্ত আরোপ করবে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তা তার জন্য প্রযোজ্য হবে না; যদিও সে শতবার শর্তারোপ করে। কেননা আল্লাহ্র দেওয়া শর্তই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য।

২৩৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرَادَتْ عَائِشَةُ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا عَلٰى اَنَّ وَلَاءَ هَا لَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২৩৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) আযাদ করার জন্য জনৈকা বাঁদীকে খরিদ করতে চাইলেন। কিন্তু তার মালিক পক্ষ বলল, এই শর্তে (আমরা সম্মত) যে, ওয়ালা আমাদেরই থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ শর্তারোপ যেন তোমাকে তা খরিদ করতে বিরত না রাখে। কেননা ওয়ালা তারই জন্য, যে আযাদ করবে।

١٦٠٤. بَابُ اِسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

১৬০৪. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের কাছে মুকাতাবের সাহায্য চাওয়া ও যাচনা করা

২৩৯৩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ تْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ اِنِّيْ كَاتَبْتُ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ اُوْقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِيْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَاُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ، فَذَهَبَتْ اِلٰى اَهْلِهَا فَاَبَوْا ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اِنِّيْ قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَنِيْ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَاَيُّمَا شَرْطٍ كَانَ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ اَعْتِقْ يَافُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ، اِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

www.icsbook.info

২৩৯৬ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)....... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা.) এসে বললেন, আমি প্রতি বছর এক উকিয়া করে নয় ওকিয়া আদায় করার শর্তে কিতাবাতের চুক্তি করেছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। 'আয়িশা (রা.) বললেন, তোমার মালিক পক্ষ সম্মত হলে আমি উক্ত পরিমাণ এককালীন দান করে তোমাকে আযাদ করতে পারি এবং তোমার ওয়ালা হবে আমার জন্য। তিনি তার মালিকের কাছে গেলেন, তারা তার এ শর্ত মানতে অস্বীকার করল। তখন তিনি বললেন, বিষয়টি আমি তাদের কাছে উত্থাপন করেছিলাম, কিন্তু ওয়ালা তাদেরই হবে, এ শর্ত ছাড়া তারা মানতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিষয়টি শুনে এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। তখন তিনি বললেন, তাকে নিয়ে নাও এবং আযাদ করে দাও। ওয়ালা তাদের হবে,এ শর্ত মেনে নাও, (এতে কিছু আসে যায় না।) কেননা, যে আযাদ করবে, ওয়ালা তারই হবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণের সমাবেশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা পাঠ করলেন আর বললেন, তোমাদের কিছু লোকের কি হল? এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই। এমন কোন শর্ত, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে; এমনকি সে শর্ত শতবার আরোপ করলেও। কেননা আল্লাহ্‌র হুকুমই যথার্থ এবং আল্লাহ্‌র শর্তই নির্ভরযোগ্য। তোমাদের কিছু লোকের কি হল? তারা এমন কথা বলে যে, হে অমুক! তুমি আযাদ করে দাও, ওয়ালা (অভিভাবত্ব) আমারই থাকবে। অথচ যে আযাদ করবে, সে-ই ওয়ালার অধিকারী হবে।

١٦٠٥. بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ اِذَا رَضِيَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ عَبْدٌ مَابَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَبْدٌ اِنْ عَاشَ وَاِنْ مَاتَ وَاِنْ جَنَى بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

১৬০৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুকাতাবের সম্মতি সাপেক্ষে তাকে বিক্রি করা। 'আয়িশা (রা.) বলেন, ধার্যকৃত অর্থের কিছু অংশও বাকী থাকবে। মুকাতাব গোলামরূপেই গণ্য হবে। যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা.) বলেন, তার যিম্মায় এক দিরহাম অবশিষ্ট থাকলেও। (গোলাম বলে গণ্য হবে।) ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, যতক্ষণ তার যিম্মায় কিছু অংশও অবশিষ্ট থাকবে মুকাতাব গোলামরূপেই গণ্য হবে; সে বেঁচে থাকুক, বা মারা যাক কিংবা কোন ধরনের অপরাধ করুক।

٢٣٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَ تْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَاُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ بَرِيْرَةُ ذٰلِكَ

www.icsbook.info

لِاَهْلِهَا فَقَالُوْا لاَ : اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لَنَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيٰى فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ اَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২৩৯৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আম্‌রা বিনতে আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, বারীরা (রা.) একবার উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মালিক পক্ষ চাইলে আমি তাদের এক সাথেই তোমার মূল্য দিয়ে দিব এবং তোমাকে আযাদ করে দিব। বারীরা (রা.) মালিক পক্ষকে তা বললেন, কিন্তু জবাবে তারা বলল, তোমার ওয়ালা আমাদের থাকবে; এছাড়া আমরা সম্মত নই। (রাবী) মালিক (র.) বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র.) বলেন, আমরা (র.) ধারণা করেন যে, 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তা উত্থাপন করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, তুমি তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করে।

١٦٠٦. بَابٌ اِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ اشْتَرِنِىْ وَاَعْتِقْنِى فَاشْتَرَاهُ لِذٰلِكَ

১৬০৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুকাতাব যদি (কাউকে) বলে, আমাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিন, আর সে যদি ঐ উদ্দেশ্যে তাকে ক্রয় করে

٢٣٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى اَيْمَنُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ كُنْتُ غُلاَمًا لِعُتْبَةَ بْنِ اَبِى لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَرِثَنِى بَنُوْهُ وَاِنَّهُمْ بَاعُوْنِى مِنِ ابْنِ اَبِى عَمْرٍو الْمَخْزُوْمِىِّ فَاَعْتَقَنِى ابْنُ اَبِى عَمْرٍو وَاشْتَرَطَ بَنُوْ عُتْبَةَ الْوَلاَءَ فَقَالَتْ دَخَلَتْ بَرِيْرَةُ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اشْتَرِيْنِى وَاعْتِقِيْنِى، قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ لاَيَبِيْعُنِىْ حَتّٰى يَشْتَرِطُوْا وَلاَئِى فَقَالَتْ لَهَا لاَحَاجَةَ لِى بِذٰلِكَ ، فَسَمِعَ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ بَلَغَهُ فَذَكَرَلِعَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا وَدَعِيْهِمْ يَشْتَرِطُوْا مَاشَاؤُا فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَاَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاِنِ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ

২৩৯৫ আবূ নুআঈম (র.).... আয়মান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমি উতবা ইব্ন আবূ লাহাবের গোলাম ছিলাম। সে মারা গেলে তার ছেলেরা আমার মালিক হল। আর তারা আমাকে ইব্ন আবূ আমর মাখযূমীর নিকট বিক্রি করেন। ইব্ন আবূ

www.icsbook.info

আম্‌র আমাকে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু উতবার ছেলেরা ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। তখন 'আয়িশা (রা.) বললেন, মুকাতাব থাকা অবস্থায় বারীরা (রা.) একবার তার কাছে এসে বললেন, আমাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, তাঁরা ওয়ালার শর্ত আরোপ ব্যতিরিকে আমাকে বিক্রি করবে না। তিনি বললেন, আমার তা প্রয়োজন নেই। নবী ﷺ সে কথা শুনলেন, কিংবা তার কাছে এ সংবাদ পৌছল। তখন তিনি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। আর 'আয়িশা (রা.) বারীরা (রা.)-কে যা বলেছিলেন তাই জানালেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও, আর তাদেরকে যত ইচ্ছা শর্ত আরোপ করতে দাও। পরে 'আয়িশা (রা.) তাকে খরিদ করে আযাদ করে দিলেন এবং তার মালিকপক্ষ ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, ওয়ালা তারই থাকবে, যে আযাদ করে যদিও তার মালিক পক্ষ শত শর্ত আরোপ করে থাকে।

www.icsbook.info

كِتَابُ الْهِبَةِ وَ فَضْلِهَا وَالتَّحْرِيْضِ عَلَيْهَا

অধ্যায় ঃ হিবা ও তার ফযীলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْهِبَةِ وَ فَضْلِهَا وَالتَّحْرِيْضِ عَلَيْهَا

অধ্যায় ঃ হিবা ও তার ফযীলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

٢٣٩٦ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

২৩৯৬ আসিম ইব্‌ন আলী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ। কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনী (প্রদত্ত হাদিয়া) তুচ্ছ মনে না করে, এমন কি তা স্বল্প গোশ্‌ত বিশিষ্ট বকরীর হাঁড় হলেও।

٢٣٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ اُخْتِىْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ اَهِلَّةٍ فِى شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِى اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ يَاخَالَةُ مَاكَانَ يُعِيْشُكُمْ قَالَتِ الْاَسْوَادَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِيْنَا

২৩৯৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ -উওয়াসী (র.)... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার উরওয়া (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, বোনপো। আমরা (মাসের) নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন ঘরেই আগুন জ্বালানো হতো না। (উরওয়া র. বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খালা। আপনারা তা হলে বেঁচে থাকতেন কিভাবে? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর আর পানিই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রাখতো। অবশ্য কয়েক ঘর আনসার পরিবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁদের কিছু

www.icsbook.info

দুধালো উটনী ও বকরী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন।

١٦٠٧. بَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْهِبَةِ

১৬০৭. পরিচ্ছেদ ঃ সামান্য পরিমাণ হিবা করা

٢٣٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ اِلٰى ذِرَاعٍ اَوْ كُرَاعٍ لاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ ذِرَاعٌ اَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

২৩৯৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যদি আমাকে হালাল পশুর পায়া বা হাতা খেতে আহ্বান করা হয়, তবু তা আমি গ্রহণ করব আর যদি আমাকে পায়া বা হাতা হাদিয়া দেওয়া হয়, তবে আমি তা গ্রহণ করব।

١٦٠٨. بَابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ اَصْحَابِهِ شَيْئًا وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ سَهْمًا

১৬০৮. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার সাথীদের কাছে কোন কিছু চায়। আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, নবী ﷺ বললেন, তোমাদের সাথে আমার জন্য এক অংশ রেখো

٢٣٩٩ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَرْسَلَ اِلٰى اِمْرَاَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَكَانَ لَهَا غُلاَمٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِىْ عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا اَعْوَادَ الْمِنْبَرِ، فَاَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا، فَلَمَّا قَضَاهُ اَرْسَلَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ اَرْسِلِىْ بِهِ اِلَىَّ فَجَاءُوْا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ

২৩৯৯ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.).... সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক মুহাজির[১] মহিলার কাছে নবী ﷺ লোক পাঠালেন। তাঁর এক গোলাম ছিল কাঠমিস্ত্রী। তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার গোলামকে

---

১. এটা আসলে রাবী আবূ গাস্সানের ভ্রম। মূলতঃ তিনি ছিলেন আনসারী মহিলা। তবে এও হতে পারে যে, কোন মুহাজির তাকে বিয়ে করেছিলেন (কাসতালানী)।

www.icsbook.info

বল, সে যেন আমাদের জন্য একটা কাঠের মিম্বর বানিয়ে দেয়। তিনি তার গোলামকে নির্দেশ দিলেন। সে গিয়ে এক প্রকার গাছ কেটে এনে মিম্বার তৈরি করল। কাজ শেষ হলে তিনি নবী ﷺ-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, গোলাম তার কাজ শেষ করেছে। তিনি বললেন, সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তখন লোকেরা সেটা নিয়ে এলো। নবী ﷺ সেটা বহন করে সেখানে স্থাপন করলেন, যেখানে তোমরা (এখন) দেখতে পাচ্ছ।

২৪০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِى قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِى مَنْزِلٍ فِى طَرِيْقِ مَكَّةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَازِلٌ اَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَاَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَاَبْصَرُوْا حِمَارًا وَحْشِيًا وَاَنَا مَشْغُوْلٌ اَخْصِفُ نَعْلِى فَلَمْ يُؤْذِنُوْنِى بِهٖ وَاَحَبُّوْا لَوْ اَنِّى اَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُّ فَاَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ اِلَى الْفَرَسِ فَاَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِى السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَاَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهٖ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوْا فِيْهِ يَاْكُلُوْنَهُ ثُمَّ اِنَّهُمْ شَكُّوْا فِى اَكْلِهِمْ اِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَاْتُ الْعَضُدَ مَعِى فَاَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَاَكَلَهَا حَتّٰى نَقَّدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَحَدَّثَنِى بِهٖ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ

২৪০০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আবূ কাতাদা সালামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি মক্কার পথে কোন এক মনযিলে নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীর সংগে বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের অগ্রবর্তী কোন যমীনে অবস্থান করেছিলেন। সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আমি শুধু ইহরাম ছাড়া ছিলাম। তাঁরা একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আমি তখন আমার জুতা মেরামত করছিলাম। তাঁরা আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন নি। অথচ সেটি আমার নযরে পড়ুক তাঁরা তা চাচ্ছিলেন। আমি হঠাৎ সেদিকে তাকালাম, সেটা আমার নযরে পড়লো। তখন আমি উঠে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং জীন লাগিয়ে তাতে সাওয়ার হলাম। কিন্তু চাবুক ও বর্শা নিতে ভুলে গেলাম। তখন তাঁদের বললাম, চাবুক আর বর্শাটা আমাকে তুলে দাও। কিন্তু তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র কসম। গাধা শিকার করার ব্যাপারে আমরা তোমাকে কোন সাহায্যই করব না। আমি তখন রাগ করে নেমে এলাম এবং সে দু'টি তুলে নিয়ে সাওয়ার হলাম। আর গাধাটা আক্রমণ করে যখম

www.icsbook.info

করলাম। এতে সেটি মারা গেল। এরপর সেটাকে নিয়ে আসলাম। (পাকানোর পর) তারা সেই গাধার গোশত খেতে লাগলেন। পরে তাদের মনে ইহরাম অবস্থায় তা খাওয়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। কিছু সময় পর আমরা যাত্রা শুরু করলাম। এক ফাঁকে আমি আমার কাছে গাধার একটি হাতা লুকিয়ে রেখেছিলাম। (পথে) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়ে সেই গোশত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের সাথে সেটার গোশতের কিছু আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। এরপর হাতাখানা তাঁকে দিলে তিনি ইহরাম অবস্থায় তার সবটুকু খেলেন। এ হাদীসটি যায়দ ইব্ন আসলাম (রা.)। 'আতা' ইব্ন ইয়াসার (র.)-এর মাধ্যমে আবূ কাতাদা (রা.) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

١٦٠٩. بَابُ مَنِ اسْتَسْقَى وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اسْقِنِي

১৬০৯. পরিচ্ছেদ ঃ পানি চাওয়া। সাহল (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে পান করাও

٢٤٠١ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ طُوَالَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ أَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي دَارِنَا هٰذِهِ فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا شَاةً لَنَا ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هٰذِهِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُوْبَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنُوْنَ الْأَيْمَنُوْنَ، أَلَا فَيَمِّنُوْا، قَالَ أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ

২৪০১ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এই ঘরে আগমন করেন এবং কিছু পান করতে চাইলেন। আমরা আমাদের একটা বকরীর দুধ দোহন করে তাতে আমাদের এই কুয়ার পানি মিশালাম। তারপর তা সম্মুখে পেশ করলাম। এ সময় আবূ বকর (রা.) ছিলেন তাঁর বামে, উমর (রা.) ছিলেন তাঁর সম্মুখে, আর এক বেদুঈন ছিলেন তাঁর ডানে। তিনি যখন পান শেষ করলেন, তখন উমর (রা.) বললেন, ইনি আবূ বকর (তাঁকে দিন); কিন্তু রাসূল ﷺ বেদুঈনকে তার অবশিষ্ট পানি দান করলেন। এরপর বললেন, ডান দিকের লোকদেরই (অগ্রাধিকার) ডান দিকের লোকদের (অগ্রাধিকার) শোন! ডান দিক থেকেই শুরু করবে। আনাস (রা.) বলেন, এই সুন্নাত। এই সুন্নাত, তিনবার বললেন।

١٦١٠. بَابُ قَبُوْلِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ وَقَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيْدِ

১৬১০. পরিচ্ছেদ ঃ শিকারের গোশ্ত হাদিয়াস্বরূপ গ্রহণ করা। আবূ কাতাদা (রা.) থেকে নবী ﷺ শিকারকৃত পশুর একটি বাহু গ্রহণ করে ছিলেন।

www.icsbook.info

٢٤٠٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَنْفَجْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوْا فَاَدْرَكْتُهَا فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُ بِهَا اَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِوَرِكِهَا اَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيْهِ فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَاَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ قَبِلَهُ

২৪০২ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কার অদূরে) মার্‌রায্ যাহারান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ তাড়া করলাম। লোকেরা সেটার পিছনে ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আমি সেটাকে নাগালে পেয়ে ধরে আবূ তালহা (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি সেটাকে যবেহ্ করে তার পাছা অথবা রাবী বলেন, দু'উরু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে পাঠালেন। শু'বা (র.) বলেন, দু'টি উরুই পাঠিয়ে ছিলেন, এ শব্দের বর্ণনায় কোন সন্দেহ নেই। তখন নবী ﷺ তা গ্রহণ করেছিলেন। রাবী বলেন, আমি শু'বা (র.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি তা খেয়েছিলেন? তিনি বললেন। হ্যাঁ, খেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, নবী ﷺ তা গ্রহণ করেছিলেন।

٢٤٠٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُ اَهْدَى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَاٰى مَا فِيْ وَجْهِهِ قَالَ اَمَا اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلَّا اَنَّا حُرُمٌ

২৪০৩ ইসমাঈল (র.)..... সা'আব ইব্‌ন জাস্‌সামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (সা'আব ইব্‌ন জাস্‌সামা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য একটি বন্য গাধা হাদিয়া পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আবওয়া কিংবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে ছিলেন। তিনি হাদিয়া তাকে ফেরত পাঠালেন। পরে তার মুখমণ্ডলের বিষণ্ণতা লক্ষ্য করে বললেন, শুন! আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি, তা না হলে তোমার হাদিয়া ফেরত দিতাম না।

١٦١١. بَابُ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ

১৬১১. পরিচ্ছেদ ঃ হাদিয়া গ্রহণ করা

٢٤٠٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

www.icsbook.info

اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَتَّبِعُوْنَ اَوْ يَبْتَغُوْنَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪০৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার জন্য 'আয়িশা (রা.)-এর নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। এতে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করত।

٢٤٠٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَهْدَتْ اُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَاَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْاَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الْاَضُبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا اُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪০৫ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র.)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাসের খালা উম্মু হুফায়দ (রা.) একবার নবী ﷺ-এর খিদমতে পনীর, ঘি ও গুইসাপ হাদিয়া পাঠালেন। কিন্তু নবী ﷺ শুধু পনীর ও ঘি খেলেন আর গুইসাপ রুচি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে রেখে দিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দস্তরখানে (গু-সাপ) খাওয়া হয়েছে। যদি তা হারাম হতো তা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দস্তরখানে তা খাওয়া হত না।

٢٤٠٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِيَ بِطَعَامٍ سَاَلَ عَنْهُ اَ هَدِيَّةٌ اَمْ صَدَقَةٌ فَاِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِاَصْحَابِهٖ كُلُوْا وَلَمْ يَاْكُلْ وَاِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهٖ ﷺ فَاَكَلَ مَعَهُمْ

২৪০৬ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে কোন খাবার আনা হলে তিনি জানতে চাইতেন, এটা হাদিয়া, না সাদকা? যদি বলা হতো, সাদকা তা হলে সাহাবীদের তিনি বলতেন, তোমরা খাও। কিন্তু তিনি খেতেন না। আর যদি বলা হতো হাদিয়া। তাহলে তিনিও হাত বাড়তেন এবং তাদের সাথে খাওয়ায় শরীক হতেন।

٢٤٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

www.icsbook.info

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيْلَ تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

২৪০৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর খিদমতে কিছু গোশত আনা হলো এবং বলা হলো যে, এটা আসলে বারীরার কাছে সাদকারূপে এসেছিল। তখন তিনি বললেন, এটা তার জন্য সাদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া।

٢٤٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ وَاَنَّهُمْ اِشْتَرَطُوْا وَلَاءَ هَا فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُهْدِىَ لَهَا لَحْمٌ فَقِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ هٰذَا تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ زَوْجُهَا حُرٌّ اَوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَاَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لَا اَدْرِىْ حُرٌّ اَوْ عَبْدٌ -

২৪০৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারীরা (রা.)-কে (আযাদ করার উদ্দেশ্যে) খরিদ করার ইচ্ছা করলে তার মালিক পক্ষ ওয়ালার শর্তারোপ করল। তখন বিষয়টি নবী ﷺ -এর সামনে আলোচিত হল। নবী ﷺ বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে, সেই ওয়ালা লাভ করবে। 'আয়িশা (রা.)-এর জন্য কিছু গোশত হাদিয়া পাঠানো হল। নবী ﷺ -কে বলা হল যে, এ গোশত বারীরাকে সাদকা করা হয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, এটা তার জন্য সাদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া। তাকে (বারীরাকে তার স্বামীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার) ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হল। (রাবী) আবদুর রাহমান (র.) বলেন, তার স্বামী তখন আযাদ কিংবা গোলাম ছিল? শু'বা (র.) বলেন, পরে আমি আবদুর রহমান (র.)-কে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি জানি না, সে আযাদ ছিল না গোলাম ছিল।

٢٤٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ اَعِنْدَكُمْ شَىْءٌ قَالَتْ لَا: اِلَّا شَىْءٌ بَعَثَتْ بِهٖ اُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِىْ بَعَثْتَ اِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا

www.icsbook.info

২৪০৯ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র.) ..... উম্মু আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না; তবে সে বকরীর কিছু গোশ্‌ত উম্মু আতিয়্যা পাঠিয়েছেন, যা আপনি তাকে সাদকা স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, সাদকা তো যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছে (অর্থাৎ এটা এখন তার মালিকানায়, সুতরাং আমাদের জন্য সেটা সাদকা নয়, হাদিয়া)।

١٦١٢. بَابُ مَنْ اَهْدَى اِلٰى صَاحِبِهٖ وَتَحَرّٰى بَعْضَ نِسَائِهٖ دُوْنَ بَعْضٍ

১৬১২. পরিচ্ছেদ ঃ সংগীকে হাদিয়া দিতে গিয়ে তার কোন স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত দিনে অপেক্ষা করা

٢٤١٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِيْ وَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِنَّ صَوَاحِبِيْ اجْتَمَعْنَ فَذَكَرَتْ لَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهَا

২৪১০ সুলায়মান ইব্ন হার্‌ব (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার বিষয় আমার জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। উম্মু সালামা (রা.) বলেন, আমার সতিনগণ (এ বিষয় নিয়ে আমার ঘরে) একত্রিত হলেন। ফলে উম্মু সালামা (রা.) বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন করলেন, কিন্তু তিনি জওয়াব দিলেন না।

٢٤١١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ نِسَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيْهِ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْاٰخَرُ اُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ قَدْ عَلِمُوْا حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَائِشَةَ فَاِذَا كَانَتْ عِنْدَ اَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيْدُ اَنْ يُهْدِيَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخَّرَهَا حَتّٰى اِذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُهْدِيَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهَا اِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوْتِ نِسَائِهٖ فَكَلَّمَتْهُ اُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَاَلْنَهَا فَقَالَتْ مَاقَالَ لِيْ شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيْهِ قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِيْنَ دَارَ اِلَيْهَا فَلَمْ يَقُلْ

www.icsbook.info

لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِيْ شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيْهِ حَتّٰى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ اِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا لاَ تُؤْذِيْنِي فِي عَائِشَةَ فَاِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَاَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ اِلاَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اَذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلْنَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَقُوْلُ اِنَّ نِسَاءَ كَ يَنْشُدْنَكَ اللّٰهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ يَابُنَيَّةُ : اَلاَ تُحِبِّيْنَ مَااُحِبُّ فَقَالَتْ بَلٰى فَرَجَعَتْ اِلَيْهِنَّ فَاَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ ارْجِعِيْ اِلَيْهِ فَاَبَتْ اَنْ تَرْجِعَ فَاَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَاَتَتْهُ فَاَغْلَظَتْ وَقَالَتْ اِنَّ نِسَائَكَ يَنْشُدْنَكَ اللّٰهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ اَبِي قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتّٰى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتّٰى اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيَنْظُرُ اِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلٰى زَيْنَبَ حَتّٰى اَسْكَتَتْهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى عَائِشَةَ ، وَقَالَ اِنَّهَا بِنْتُ اَبِي بَكْرٍ وَقَالَ اَبُوْ مَرْوَانَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْمَوَالِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ فَاطِمَةُ

২৪১১ ইসমাঈল (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ দু'দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ছিলেন 'আয়িশা, হাফসা, সাফিয়্যা ও সাওদা (রা.), অপর দলে ছিলেন উম্মু সালামা (রা.) সহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ। 'আয়িশা (রা.)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিশেষ ভালোবাসার কথা সাহাবীগণ জানতেন। তাই তাদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু হাদিয়া পাঠাতে চাইলে তা বিলম্বিত করতেন। যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করতেন সেদিন হাদিয়া দানকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে তা পাঠিয়ে দিতেন। উম্মু সালামা (রা.)-এর দল তা নিয়ে আলোচনা করলেন। উম্মু সালামা (রা.)-কে তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (এ বিষয়ে) আপনি আলাপ করুন। তিনি যেন লোকদের বলে দেন যে, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাদিয়া পাঠাতে চান, তারা যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন, যে স্ত্রীর ঘরেই তিনি থাকুননা কেন। উম্মু সালামা (রা.) তাদের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কোন জওয়াব দিলেন না। পরে সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না। তখন তাঁরা তাকে বললেন, আপনি তার সাথে আবার আলাপ করুন।

www.icsbook.info

('আয়িশা) বলেন, যেদিন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তাঁর (উম্মু সালামার) ঘরে গেলেন, সেদিন তিনি আবার তাঁর কাছে আলাপ তুললেন। সেদিনও তিনি তাকে কিছু বললেন না। তারপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমাকে তিনি কিছুই বলেননি। তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, তিনি কোন জওয়াব না দেওয়া পর্যন্ত আপনি বলতে থাকুন। তিনি (নবী ﷺ) তার ঘরে গেলে আবার তিনি তাঁর কাছে সে প্রসংগ তুললেন। এবার তিনি তাকে বললেন, 'আয়িশা (রা)-এর ব্যাপার নিয়ে আমাকে কষ্ট দিও না। মনে রেখো, 'আয়িশা (রা.) ছাড়া আর কোন স্ত্রীর বস্ত্রাচ্ছাদনে থাকা অবস্থায় আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি। ('আয়িশা রা.) বলেন, একথা শুনে তিনি (উম্মু সালামা রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে কষ্ট দেওয়ার (অপরাধ) থেকে আমি আল্লাহ্র কাছে তাওবা করছি। তারপর সকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা.)-কে এনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একথা বলার জন্য পাঠালেন যে, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে আবূ বকর (রা.)-এর কন্যা সম্পর্কে ইনসাফের আবেদন জানাচ্ছেন। (ফাতিমা রা.) তাঁর কাছে বিষয়টি তুলে ধরলেন। তখন তিনি বললেন, প্রিয় কন্যা! আমি যা পসন্দ করি, তাই কি তুমি পসন্দ কর না? তিনি বললেন, অবশ্যই করি। তারপর তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে (আদ্যোপান্ত) অবহিত করলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, তুমি আবার যাও। কিন্তু এবার তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। তখন তারা যায়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে পাঠালেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেন, এবং বললেন, আপনার স্ত্রীগণ! আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে ইব্ন আবূ কুহাফার (আবূ বক্র রা.)-এর কন্যা সম্পর্কে ইনসাফের আবেদন জানাচ্ছেন। এরপর তিনি গলার স্বর উঁচু করলেন। এমনকি 'আয়িশা (রা)-কে জড়িয়েও কিছু বললেন। 'আয়িশা (রা.) সেখানে বসা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আয়িশা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তিনি কিছু বলেন কিনা। (রাবী উরওয়া রা.) বলেন, 'আয়িশা (রা.) যয়নাব (রা.) -এর কথার প্রত্যুত্তি বাদে কথা বলতে শুরু করলেন এবং তাকে চুপ করে দিলেন। 'আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ তখন 'আয়িশা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ হচ্ছে আবূ বকর (রা.)-এর কন্যা। আবূ মারওয়ান গাস্সানী (রা.) হিশাম এর সূত্রে উরওয়া (র.) থেকে বলেন, লোকেরা তাদের হাদিয়াসমূহ নিয়ে 'আয়িশা (রা.)-এর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। অন্য সনদে হিশাম (র.) মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম (র.) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা (রা.) বলেছেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম, এমন সময় ফাতিমা (রা.) অনুমতি চাইলেন।

١٦١٣. بَابُ مَا لاَ يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ

১৬১৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে সব হাদিয়া ফিরিয়ে দিতে নেই

২৪১২ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِىْ طِيْبًا قَالَ كَانَ اَنَسُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَيَرُدُّ الطِّيْبَ قَالَ وَزَعَمَ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ

www.icsbook.info

২৪১২ আবূ মা'মার (র.).... আযরা ইব্ন সাবিত আনসারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন ছুমামা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)-এর কাছে গেলাম, তিনি আমাকে সুগন্ধি দিলেন এবং বললেন আনাস (রা.) কখনো সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি আরো বলেন, আর আনাস (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না

١٦١٤. بَابُ مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً

১৬১৪. পরিচ্ছেদ ঃ যে বস্তু কাছে নেই, তা হিবা করা যিনি জায়িয মনে করেন

٢٤١٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ اَنَّ الْمِسْوَرَ ، بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَ مَرْوَانَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى رَأَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا لَكَ

২৪১৩ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র.).... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) ও মারওয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। তখন তিনি লোকদের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ পাকের যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, তোমার ভাইয়েরা আমাদের কাছে তওবা করে (মুসলমান হয়ে) এসেছে। আমি তাদেরকে ফেরত দিয়ে তাদের যুদ্ধবন্দীদের দেওয়া সংগত মনে করছি। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে করতে চায় তারা যেন তা করে। আর যে নিজের অংশ রেখে দিতে চায়, এভাবে প্রথম যে ফায়[১] আল্লাহ্ আমাদের দান করবেন সেখান থেকে তার হিস্সা আদায় করে দিব। (সে যেন তা করে) তখন সকলেই বললেন, আমরা আপনার সন্তুষ্টির জন্য তা করলাম।

١٦١٥. بَابُ الْمُكَافَاةِ فِى الْهِبَةِ

১৬১৫. পরিচ্ছেদ ঃ হিবার প্রতিদান দেওয়া

٢٤١٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

১. বিনা যুদ্ধে লব্ধ পরিত্যাক্ত শত্রু সম্পত্তি

www.icsbook.info

اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يَذْكُرْ وَكِيْعٌ وَمُحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

২৪১৪ মুসাদ্দাদ (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদিয়া কবূল করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, ওয়াকী' ও মুহাযির (র.) হিশাম তার পিতা সূত্রে 'আয়িশা (রা.) থেকে উল্লেখ করেননি।

١٦١٦. بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ ، وَاِذَا اَعْطٰى بَعْضَ وَلَدِهٖ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتّٰى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْاٰخَرِيْنَ مِثْلَهُ وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِى الْعَطِيَّةِ وَهَلْ لِلْوَالِدِ اَنْ يَرْجِعَ فِىْ عَطِيَّتِهٖ ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهٖ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ يَتَعَدّٰى وَاشْتَرَى النَّبِىُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيْرًا ثُمَّ اَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ اِصْنَعْ بِهٖ مَا شِئْتَ

১৬১৬. পরিচ্ছেদ ঃ সন্তানকে কোন কিছু দান করা। কোন এক সন্তানকে কিছু দান করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না ইনসাফের সাথে অন্য সন্তানদের সমভাবে দান করা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উক্ত পিতার বিরুদ্ধে কারো সাক্ষী দেওয়া চলবে না। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সন্তানদেরকে কিছু দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করো। কিছু দান করে পিতার পক্ষে ফেরত নেওয়া বৈধ কি? পুত্রের সম্পদ থেকে ন্যায় সংগতভাবে পিতা খেতে পারবে, তবে সীমা লংঘন করবে না। নবী ﷺ একবার উমর (রা.)-এর কাছ থেকে একটি উট খরিদ করলেন, পরে ইব্ন উমরকে তা দান করে বললেন, এটা যে কোন কাজে লাগাতে পারো।

٢٤١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هٰذَا غُلاَمًا فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْهُ

২৪১৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).... নু'মান বিন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হলেন এবং বললেন, আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম

www.icsbook.info

দান করেছি। তখন (তিনি) নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না (তা করিনি)? তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফেরত নাও।

١٦١٧. بَابُ الْاِشْهَادِ فِى الْهِبَةِ

১৬১৭. পরিচ্ছেদ ঃ হিবার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা

২৪১৬ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اَعْطَانِى اَبِىْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لاَ اَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّى اَعْطَيْتُ ابْنِىْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَاَمَرَتْنِى اَنْ اُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

২৪১৬ হামীদ ইব্ন উমর (র.)....'আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নু'মান ইব্ন বশীর (রা.)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আম্‌রা বিন্‌ত রাওয়াহা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সাক্ষী রাখা ছাড়া (এ দানে) সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাযির হয়ে আরয করলেন, আমরা বিন্‌তে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। কিন্তু ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে আমাকে বলেছে, আপনাকে সাক্ষী রাখতে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ ধরনের দান করেছ? তিনি (বশীর) বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো। (নু'মান রা.) বলেন, এরপর তিনি ফিরে এসে তার দান প্রত্যাহার করলেন।

١٦١٨. بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لِاِمْرَاَتِهِ وَالْمَرْاَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ جَائِزَةٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لاَ يَرْجِعَانِ وَاسْتَاْذَنَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءَهُ فِى اَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِيْمَنْ قَالَ لِاِمْرَاَتِهِ هَبِىْ لِىْ بَعْضَ صَدَاقِكِ اَوْ كُلَّهُ ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيْهِ ، قَالَ يَرُدُّ اِلَيْهَا اِنْ كَانَ خَلَبَهَا

www.icsbook.info

وَاِنْ كَانَتْ اَعْطَتْهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِى شَىْءٍ مِنْ اَمْرِهِ خَدِيْعَةٌ جَازَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيًا مَرِيْئًا

১৬১৮. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দান করা। ইবরাহীম (র.) বলেছেন, এরূপ দান বৈধ। আর উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) বলেছেন, (এ ধরনের দান পরে) তারা প্রত্যাহার করতে পারবে না। নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের কাছে 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণের অনুমতি চেয়েছিলেন। নবী ﷺ বলেছেন, যে আপন দান ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পুনরায় খায়। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমাকে তোমার মাহরের কিছু অংশ বা সবটকু দান করে দাও। অথচ সে দান করার কিছু (দিন বা সময়) পরেই তাকে তালাক দিয়ে বসে, আর স্ত্রীও তার দান ফেরত দাবী করে তাহলে তাকে তা ফেরত দিতে হবে; যদি প্রতারণার উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকে। আর যদি সে খুশী মনে দান করে থাকে, আর স্বামীর আচরণেও প্রতারণা না থাকে তাহলে বৈধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ পরে যদি তারা তার কিছু অংশ দান করে দেয় তবে স্বাচ্ছন্দে ও তৃপ্তিভরে তা আহার কর। (৪ ঃ ৪)

٢٤١٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِىْ بَيْتِى فَاَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الْاَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَاقَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِى وَهَلْ تَدْرِىْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِىْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ

২৪১৭ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র.).... 'আয়িশা (রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কষ্ট বেড়ে গেল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের কাছে আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তারা তাঁকে সম্মতি দিলেন। তারপর একদিন দু' ব্যক্তির উপর ভর করে বের হলেন, তখন তার উভয় কদম মুবারক মাটি স্পর্শ করছিল। তিনি আব্বাস (রা) ও আরেক ব্যক্তির মাঝে ভর দিয়ে চলছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ (র.) বলেন, 'আয়িশা (রা.) যা বললেন,তা আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর কাছে আরয করলাম, তিনি তখন আমাকে বললেন, জানো, 'আয়িশা (রা) যার নাম উল্লেখ করলেন না, তিনি কে? আমি বললাম, না; (জানি না)। তিনি বললেন, তিনি হলেন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.)।

٢٤١٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ

www.icsbook.info

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِئُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ

২৪১৮ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে তার দান ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে এরপর পুনরায় খায়।

١٦١٩. بَابُ هِبَةِ الْمَرْاَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا اِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ اِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيْهَةً فَاِذَا كَانَتْ سَفِيْهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ

১৬১৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলার জন্য স্বামী থাকা অবস্থায় স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দান করা বা গোলাম আযাদ করা; যদি সে নির্বোধ না হয় তবে জায়িয, আর নির্বোধ হলে জায়িয নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ নির্বোধদের হাতে তোমরা নিজেদের সম্পদ তুলে দিও না। (৪ঃ৫)

٢٤١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِى مَالٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَاَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِى وَ لاَ تُوْعِى فَيُوْعِى عَلَيْكِ

২৪১৯ আবূ 'আসিম (র.).... আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুবায়ের (রা.) আমার কাছে যে ধন-সম্পদ রাখেন, সেগুলো ছাড়া আমার নিজস্ব কোন ধন-সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় আমি কি (তা থেকে) সাদকা করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ সাদকা করতে পার। লুকিয়ে রাখবে না। তাহলে তোমার ক্ষেত্রে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) লুকিয়ে রাখা হবে।

٢٤٢٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنْفِقِى وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِى فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ

২৪২০ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র.).... আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করো, আর হিসাব করতে যেওনা, তাহলে আল্লাহ্ তোমার বেলায় হিসাব করে দিবেন। লুকিয়ে রাখবে না, তবে আল্লাহ্‌ও তোমার বেলায় লুকিয়ে রাখবেন।

www.icsbook.info

٢٤٢١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ اَشَعَرْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي اَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِي قَالَ اَوْ فَعَلْتِ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اَمَا اِنَّكِ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ اَعْتَقَتْ

২৪২১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.)..... মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর অনুমিত না নিয়ে তিনি আপন বাঁদীকে আযাদ করে দিলেন। তারপর তার ঘরে নবী ﷺ -এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি জানেন আমি আমার বাঁদী আযাদ করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি তা করেছ? মায়মূনা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শুনো! তুমি যদি তোমার মামাদেরকে এটা দান করতে তাহলে তোমার জন্য তা অধিক পুণ্যের হত। অন্য সনদে বাকর ইব্ন মুযার (র.)---- কুরায়ব (র.) থেকে বর্ণিত যে, মায়মূনা (রা.) গোলাম আযাদ করেছেন।

٢٤٢٢ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَاَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذٰلِكَ رِضَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪২২ হিব্বান ইব্ন মূসা (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরের ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের মাঝে কুরআর প্রক্রিয়া গ্রহণ করতেন। যার নাম আসতো তিনি তাঁকে নিয়েই সফরে বের হতেন। এছাড়া প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একদিন এক রাত নির্ধারিত করে দিতেন। তবে সাওদা বিনতে যাম'আ (রা.) নিজের অংশের দিন ও রাত নবী ﷺ -এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা.)-কে দান করেছিলেন। এর দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সন্তুষ্টি কামনা করতেন।

١٦٢٠. بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ وَقَالَ بَكْرٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ اَخْوَالِكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ

www.icsbook.info

১৬২০. পরিচ্ছেদ ঃ হাদিয়া দানের ক্ষেত্রে কাকে প্রথমে দিবে? বক্‌র (র.)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) -এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা.) তার এক বাঁদীকে আযাদ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাকে বললেন, তুমি যদি একে তোমার মামাদের কাউকে দিয়ে দিতে তবে তোমার সওয়াব বেশী হত।

২৪২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَالِى اَيِّهِمَا اُهْدِىَ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

২৪২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। এ দু'জনের কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি ইরশাদ করলেন, এ দুয়ের মাঝে যার দরজা তোমার অধিক নিকটবর্তী।

١٦٢١. بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشْوَةً

১৬২১. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কারণে হাদিয়া গ্রহণ না করা। উমর ইব্‌ন আবুল আযীয (র.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে হাদিয়া (প্রকৃতই) হাদিয়া ছিল, কিন্তু আজকাল তা উৎকোচে পরিণত হয়েছে।

২৪২৪ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِىَّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يُخْبِرُ اَنَّهُ اَهْدَى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ فَقَالَ صَعْبٌ فَلَمَّا عَرَفَ فِىْ وَجْهِىْ رَدَّهُ هَدِيَّتِىْ قَالَ لَيْسَ بِنَارَدٌّ عَلَيْكَ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ

২৪২৪ আবুল ইয়ামান (র.)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী সা'আব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা লাইছী (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তিনি একটি বন্য গাধা হাদিয়া দিয়েছিলেন। তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় আবওয়াহ কিংবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাই তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। সা'আব (রা.) বলেন, যখন তিনি

www.icsbook.info

আমার চেহারায় হাদিয়া ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি বললেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি। এ কারণ ব্যতীত তোমার হাদিয়া ফিরিয়ে দেওয়ার কোন কারণ নেই।

২৪২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْاَزْدِ يَقَالُ لَهُ ابْنُ الْاُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِيَ لِيْ قَالَ فَهَلاَّ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ بَيْتِ اُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدٰى لَهُ اَمْ لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لاَ يَاخُذُ اَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰى رَقَبَتِهٖ ، اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا

২৪২৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.)....... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আযদ গোত্রের ইব্‌ন উতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে সাদকা সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের (অর্থাৎ সাদকার মাল) আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে তার বাবার ঘরে কিংবা তার মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না? তখন সে দেখত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কিনা? যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, সাদকার মাল থেকে সামান্য পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে করে কিয়ামতের দিন হাযির হবে। সে মাল যদি উট হয় তাহলে তা তার আওয়াজে, আর যদি গাভী হয় তাহলে হাম্বা হাম্বা রবে আর যদি বকরী হয় তাহলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ রবে (আওয়াজ করতে থাকবে)। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দু'হাত এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি তিন বার বললেন, হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ্ আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ?

١٦٢٢. بَابُ اِذَا وَهَبَ هِبَةً اَو وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ اَنْ تَصِلَ اِلَيْهِ وَ قَالَ عَبِيْدَةُ اِنْ مَاتَ وَ كَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدٰى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهٖ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِّلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِيْ اَهْدٰى وَقَالَ الْحَسَنُ اَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدٰى لَهُ اِذَا قَبَضَهَا الرَّسُوْلُ

১৬২২ পরিচ্ছেদ ঃ হাদিয়া পাঠিয়ে কিংবা পাঠানোর ওয়াদা করে তা পৌঁছানোর আগেই মারা গেলে। আবীদা (র.) বলেন, দানকারী ব্যক্তি হাদিয়া সামগ্রী পৃথক করে হাদিয়া প্রাপকের জীবদ্দশায় মারা গেলে তা হাদিয়া প্রাপকের ওয়ারিসদের হক হবে। (যদি প্রাপক ইতিমধ্যে মারা গিয়ে থাকে) আর পৃথক না করে থাকলে হাদিয়া দাতার ওয়ারিসদের হক

www.icsbook.info

হবে। আর হাসান (র.) বলেছেন, উভয়ের যে কোন একজন মারা গেলে এবং প্রাপক কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি উক্ত হাদিয়া সামগ্রী নিজ অধিকারে নিয়ে নিলে তা প্রাপকের ওয়ারিসদের হক হবে।

٢٤٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتّٰى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ اَوْ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِيْ فَحَثٰى لِيْ ثَلاَثًا

২৪২৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, বাহরাইন থেকে (জিযিয়া লব্ধ) মাল এসে পৌঁছলে তোমাকে আমি এভাবে (অঞ্জলী ভরে) তিন বার দিব, কিন্তু বাহরাইনের মাল আসার পূর্বেই নবী ﷺ-এর ওফাত হল। পরে আবূ বকর (রা.)-এর নির্দেশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা দিল; নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে কারো জন্য কোন প্রতিশ্রুতি থাকলে কিংবা কারো কোন ঋণ থাকলে সে যেন আমার কাছে আসে। এ ঘোষণা শুনে আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে নবী ﷺ (বাহরাইনের সম্পদ এলে কিছু) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন তিনি আমাকে অঞ্জলী ভরে তিনবার দান করলেন।

١٦٢٣. بَابٌ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ عَلٰى بَكْرٍ صَعْبٍ فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ

১৬২৩. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম বা অন্যান্য সামগ্রী কিভাবে অধিকারে আনা যায়। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, আমি এক অবাধ্য উটের উপর সাওয়ার ছিলাম। নবী ﷺ সেটি খরিদ করে বললেন, হে আবদুল্লাহ্! এটি তোমার।

٢٤٢٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَابُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ اُدْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَانَا هٰذَا لَكَ ، قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ

www.icsbook.info

২৪২৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)...... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার কিছু কবা' (পোশাক বিশেষ) বণ্টন করলেন। কিন্তু মাখরামাকে তা থেকে একটিও দিলেন না। মাখরামা (রা.) তখন (ছেলেকে) বললেন, প্রিয় বৎস! আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে নিয়ে চল। (মিসওয়ার রা. বলেন) আমি তার সঙ্গে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, যাও, ভেতরে গিয়ে তাঁকে আমার জন্য আহ্বান জানাও। (মিসওয়ার রা.) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আহ্বান জানালাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর কাছে একটি কবা ছিল। তিনি বললেন, এটা আমি তোমার জন্য হিফাযত করে রেখে দিয়েছিলাম। মাখরামা (রা.) সেটি তাকিয়ে দেখলেন। নবী ﷺ বললেন, মাখরামা খুশী হয়ে গেছে।

١٦٢٤. بَابٌ اِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الْاٰخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ

১৬২৪. পরিচ্ছেদ ঃ হাদিয়া পাঠালে অপরজন গ্রহণ করলাম (একথা) না বলেই যদি তা নিজ অধিকারে নিয়ে নেয়

٢٤٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذٰلِكَ قَالَ وَقَعْتُ بِاَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيْهِ تَمْرٌ اِذْهَبْ فَقَالَ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهٖ قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ مِنَّا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَابَيْنَ لَا بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ

২৪২৮ মুহাম্মদ ইবন মাহবুব (র.)...... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এল এবং বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি? সে বলল, রমাযানে (দিবাভাগে) আমি স্ত্রী সম্ভোগ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোন গোলামের ব্যবস্থা করতে পারবে? সে বলল না, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিমধ্যে জনৈক আনসারী এক আরক খেজুর নিয়ে হাযির হল। আরক হল নির্দিষ্ট মাপের খেজুরপাত্র। তখন তিনি বললেন, যাও, এটা নিয়ে গিয়ে সাদকা করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত কাউকে সাদকা

www.icsbook.info

করে দিব? যিনি আপনাকে সত্যাসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম কংকরময় মরুভূমির মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ মদীনায়) আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কোন ঘর নেই। শেষে তিনি (নবী ﷺ) বললেন, আচ্ছা, যাও এবং তা তোমার পরিবার-পরিজনদের খাওয়াও।

١٦٢٥. بَابٌ اِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلٰى رَجُلٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ هُوَ جَائِزٌ ، وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ اَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ قَالَ جَابِرٌ قُتِلَ اَبِىْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَاَلَ النَّبِىُّ ﷺ غُرَمَاءَهُ اَنْ يَقْبَلُوْا تَمَرَ حَائِطِىْ وَيُحَلِّلُوْا اَبِىْ

১৬২৫. পরিচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তির কাছে প্রাপ্য ঋণ অন্য কে দান করে দেওয়া। শু'বা (র.) হাকাম (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তা জায়িয। হাসান ইব্ন আলী (রা.) তার পাওনা টাকা এক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন। নবী ﷺ বলেছেন, কারো যিম্মায় কোন হক থাকলে তার কর্তব্য সেটা পরিশোধ করে দেওয়া, কিংবা হকদারের নিকট থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া। জাবির (রা.) বলেন, আমার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলেন। তখন নবী ﷺ আমার বাগানের খেজুরের বিনিময়ে তার পিতাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দিতে পাওনাদারদেরকে বললেন

২৪২৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ، ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِىْ حُقُوْقِهِمْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمْتُهُ فَسَاَلَهُمْ اَنْ يَقْبَلُوْا ثَمَرَ حَائِطِىْ وَيُحَلِّلُوْا اَبِىْ فَاَبَوا فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَائِطِىْ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَلٰكِنْ قَالَ سَاَغْدُوْ عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ اَصْبَحَ فَطَافَ فِىْ النَّخْلِ وَدَعَا فِىْ ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوْقَهُمْ وَبَقِىَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَاَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعُمَرَ اسْمَعْ وَهُوَ جَالِسٌ يَا عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ اَلاَّ نَكُوْنُ قَدْ عَلِمْنَا اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

২৪২৯ আবদান (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা শহীদ হলেন। পাওনাদাররা তাদের পাওনা আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করল। তখন

www.icsbook.info

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে হাযির হয়ে তাঁকে এ বিষয়ে বললাম। তখন তিনি তাদেরকে আমার বাগানের খেজুর নিয়ে আমার পিতাকে অব্যাহতি দিতে বললেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বাগান তাদের দিলেন না এবং তাদের ফল কাটতেও দিলেন না। বরং তিনি বললেন, আগামীকাল ভোরে আমি তোমাদের কাছে যাবো। জাবির (রা.) বলেন, পরদিন ভোরে তিনি আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং খেজুর বাগানে ঘুরে ঘুরে ফলের বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর আমি ফল কেটে এনে তাদের পাওনা পরিশোধ করলাম। তারপরও সেই ফলের কিছু অংশ রয়ে গেল। পরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরকে বললেন, শোন হে উমর! তখন তিনিও সেখানে বসা ছিলেন। উমর (রা.) বললেন, আমরা কি আগে থেকেই জানি না যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল? আল্লাহ্র কসম, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রাসূল।

١٦٢٦. بَابُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ، وَقَالَتْ اَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ اَبِىْ عَتِيْقٍ وَرِثْتُ عَنْ اُخْتِىْ عَائِشَةَ بِالْغَابَةِ وَقَدْ اَعْطَانِىْ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ اَلْفٍ فَهُوَ لَكُمَا

১৬২৬. পরিচ্ছেদ ঃ একজন কর্তৃক এক দলকে দান করা। আসমা (রা.) কাসিম ইবন মুহাম্মদ এবং ইব্ন আবূ আতীক (র.)-কে বলেছেন, আমি আমার বোন 'আয়িশা (রা.) -এর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে গাবাহ নামক স্থানে কিছু (সম্পত্তি) পেয়েছি। আর মু'আবিয়া (রা.) আমাকে (এর বিনিময়ে) এক লাখ দিরহাম দিয়েছিলেন। এগুলো তোমাদের দু'জনের।

٢٤٣٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ اِنْ اَذِنْتَ لِىْ اَعْطَيْتُ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ مَاكُنْتُ لِاُوْثِرَ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدًا فَتَلَّهُ فِىْ يَدِهِ

২৪৩০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র.).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে কিছু পানীয় হাযির করা হল। সেখান থেকে কিছু তিনি নিজে পান করলেন। তাঁর ডান পার্শ্বে ছিল এক যুবক আর বাম পার্শ্বে ছিলেন বয়োবৃদ্ধগণ। তখন তিনি যুবককে বললেন, তুমি আমাকে অনুমতি দিলে এদেরকে আমি দিতে পারি। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার (বরকত) থেকে আমার প্রাপ্য হিস্সার ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। তখন তিনি তার হাতে পাত্রটি সজোরে রেখে দিলেন।

www.icsbook.info

١٦٢٧. بَابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوْضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوْضَةِ وَالْمَقْسُوْمَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُوْمَةِ وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَاغَنِمُوْا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُوْمٍ وَقَالَ ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ

১৬২৭. পরিচ্ছেদ ঃ দখলকৃত বা দখল করা হয়নি এবং বণ্টনকৃত বা বণ্টন করা হয়নি এমন সম্পদ দান করা। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হাওয়াযিন গোত্রের নিকট থেকে যে গনীমত লাভ করেছিলেন, তা বণ্টনকৃত না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে তা দান করে দিয়েছিলেন। সাবিত (রা.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে মসজিদে উপস্থিত হলাম, তিনি আমাকে (পূর্বের মূল্য) পরিশোধ করলেন এবং আরো অতিরিক্ত দিলেন।

২৪৩১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعِيْرًا فِىْ سَفَرٍ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شُعْبَةُ اُرَاهُ فَوَزَنَ لِىْ قَالَ فَاَرْجَحَ فَمَازَالَ مِنْهَا شَىْءٌ حَتّٰى اَصَابَهَا اَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ

২৪৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটা উট বিক্রি করলাম। মদীনায় ফিরে এসে তিনি আমাকে বললেন, মসজিদে আস, দু' রাকাআত সালাত আদায় কর। তারপর তিনি (উটের মূল্য) ওযন করে দিলেন রাবী শু'বা (র.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, তারপর তিনি আমাকে ওযন করে (উটের মূল্য) দিলেন এবং বলেন, তিনি ওযনে প্রাপ্যের অধিক দিলেন। হাররা যুদ্ধের সময় সিরিয়াবাসীরা ছিনিয়ে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমার কাছে ঐ মালের কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল।

২৪৩২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اُتِىَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ اَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِىَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللّٰهِ لَا اُوْثِرُ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ اَحَدًا فَتَلَّهُ فِىْ يَدِهِ

২৪৬২ কুতায়বা (র.).... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু পানীয় হাযির করা হল। তখন তাঁর ডানপাশে ছিল এক যুবক আর বামপাশে ছিল কতিপয়

www.icsbook.info

বৃদ্ধ লোক। তিনি যুবককে বললেন, তুমি কি আমাকে এই পানীয় এদের দেওয়ার অনুমতি দিবে? যুবক বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম! আপনার (বরকত) থেকে আমার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। তখন তিনি পান পাত্র তার হাতে সজোরে রেখে দিলেন।

২৪৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَيْنٌ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَقَالَ اشْتَرُوْا لَهُ سِنًّا فَاَعْطُوْهَا اِيَّاهُ فَقَالُوْا اِنَّا لاَ نَجِدُ سِنًّا اِلاَّ سِنًّا هِىَ اَفْضَلُ مِنْ سِنِّهٖ قَالَ فَاشْتَرُوْهَا فَاَعْطُوْهَا اِيَّاهُ فَاِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ اَوْ خَيْرَكُمْ اَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

২৪৩৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন জাবালা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তির কিছু ঋণ পাওনা ছিল। (তাগাদা করতে এসে সে অশোভন আচরণ শুরু করলে) সাহাবীগণ তাকে কিছু করতে চাইলেন। তিনি তাদের বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার আছে। তিনি তাদের আরও বললেন, তাকে এক বছর বয়সী একটি উট খরিদ করে দাও। সাহাবীগণ বললেন, আমরা তো তার দেওয়া এক বছর বয়সী উটের মত পাচ্ছি না, বরং তার চেয়ে ভালো উট পাচ্ছি। তিনি বললেন, তবে তাই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কেননা যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে, সে তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। কিংবা তিনি বলেছেন সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

١٦٢٨. بَابٌ اِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ اَوْ وَهَبَ رَجُلٌ جَمَاعَةً جَازَ

১৬২৮. পরিচ্ছেদ ঃ একদল অপর দলকে অথবা এক ব্যক্তি এক দলকে দান করলে তা জায়িয

২৪৩৪ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِىَ مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْىَ وَاِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اِسْتَاْنَيْتُ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا

www.icsbook.info

تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَايُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ اِنَّا لاَ نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِيْهِ مِمَّنْ لَمْ يَاذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا فَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا مِنْ سَبْىِ هَوَازِنَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَاالاٰخِيْرُ قَوْلُ الزُّهْرِىِّ فَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا

২৪৩৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.).... মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র.) ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পর প্রতিনিধি হিসাবে নবী ﷺ -এর কাছে এল এবং তাদের সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সঙ্গে আরো লোক আছে। আমার নিকট সত্য কথা হল অধিক প্রিয়। তোমরা যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদ এ দুয়ের একটি বেছে নাও। আমি তো তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। (রাবী বলেন) নবী ﷺ তায়েফ থেকে ফিরে প্রায় দশ রাত তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তারেদ কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী ﷺ দু'টির যে কোন একটিই শুধু তাদের ফিরিয়ে দিবেন, তখন তারা বলল, তবে তো আমরা আমাদের বন্দী (স্বজন)-দেরই পসন্দ করব। তারপর তিনি মুসলিমদের সামনে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা করে বললেন, আম্মাবাদ। তোমাদের এই ভায়েরা তাওবা করে আমাদের কাছে এসেছে, আর আমি তাদেরকে তাদের বন্দী (স্বজনদের) ফিরিয়ে দেওয়া সংগত মনে করছি, কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া পসন্দ করে, তারা যেন তা করে। আর যারা নিজেদের হিস্সা পেতে পসন্দ করে এরূপভাবে যে, আল্লাহ্ আমাকে প্রথমে যে, ফায় সম্পদ দান করবেন, তা থেকে তাদের প্রাপ্য অংশ আদায় করে দিব, তারা যেন তা করে। সকলেই তখন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিলাম। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কারা অনুমতি দিলে আর কারা দিলে না, তা-তো আমি বুঝতে পারলাম না। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের নেতারা তোমাদের মতামত আমার কাছে পেশ করবে। তারপর লোকেরা ফিরে গেলো এবং তাদের নেতারা তাদের সাথে আলোচনা করল। পরে তারা নবী ﷺ -এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে জানাল যে, সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছে। হাওয়াযিনের বন্দী সম্পর্কে আমাদের কাছে এতটুকুই পৌঁছেছে। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, এই শেষ অংশটুকু ইমাম যুহরী (র)-এর বক্তব্য।

www.icsbook.info

١٦٢٩. بَابٌ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ وَلَمْ يَصِحَّ

১৬২৯. পরিচ্ছেদ ঃ সংগীদের মাঝে কাউকে হাদিয়া করা হলে সেই এর হকদার। ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, সংগীরাও শরীক থাকবে, কিন্তু তা সহীহ্ নয়

২৪৩৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالُوا لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২৪৩৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)...... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নির্দিষ্ট বয়সের একটি উট ধার নিয়েছিলেন। কিছুদিন পর উটের মালিক এসে তাগাদা দিল। সাহাবীগণও তাকে কি বললেন। তখন নবী ﷺ বললেন, পাওনাদারদের কিছু বলার অধিকার আছে। তারপর তিনি তাকে তার (দেওয়া) উটের চেয়ে উত্তম উট পরিশোধ করলেন এবং বললেন, ভালভাবে ঋণ পরিশোধকারী ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ।

২৪৩৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ عَلٰى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ وَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَقُوْلُ أَبُوْهُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لاَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيْهِ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ لَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ

২৪৩৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.) .... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন এবং তখন তিনি (ইব্ন উমর) উমর (রা.)-এর একটি অবাধ্য উটে সাওয়ার ছিলেন। উটটি বারবার নবী ﷺ-এর আগে যাচ্ছিল। আর তার পিতা উমর (রা.) তাকে বলছিলেন, হে আবদুল্লাহ্! নবী ﷺ -এর আগে আগে চলা কারো জন্য উচিত নয়। তখন নবী ﷺ তাকে (উমর রা.)-কে বললেন,' এটা আমার কাছে বিক্রি কর। উমর (রা.) বললেন, এটাতো আপনার। তখন তিনি সেটা খরিদ করে বললেন, হে আবদুল্লাহ্! এটা (এখন থেকে) তোমার। কাজেই এটা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।।

www.icsbook.info

١٦٣٠. بَابٌ اِذَا وَهَبَ بَعِيْرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا لَنَا عَمْرٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعُمَرَ بِعْنِيْهِ فَبَاعَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ

১৬৩০. পরিচ্ছেদ ঃ উটের পিঠে আরোহী কোন ব্যক্তিকে সেই উটটি দান করা জায়িয। হুমায়দী (র.)..... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম আর আমি (আমার পিতার) একটি অবাধ্য উটের উপর সাওয়ার ছিলাম। তখন নবী ﷺ উমরকে বললেন, এটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তিনি তা বিক্রি করলেন। এরপর নবী ﷺ তাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ্, এটা তোমার

١٦٣١. بَابُ هَدِيَّةِ مَايُكْرَهُ لُبْسُهَا

১৬৩১. পরিচ্ছেদ ঃ এমন কিছু হাদিয়া করা, যা পরিধান করা অপসন্দনীয়

٢٤٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ، ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ فَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ اَكَسَوْتَنِيْهَا وَقُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَا عُمَرُ اَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

২৪৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) মসজিদের দ্বার প্রান্তে একজোড়া রেশমী বস্ত্র (বিক্রি হতে) দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা যদি আপনি খরিদ করে নেন এবং তা জুমআর-দিনে ও প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে পরিধান করতেন। তখন তিনি বললেন, এ তো সে-ই পরিধান করে, আখিরাতে যার কোন হিস্সা নেই। পরে (কোন এক সময়) কিছু রেশমী জোড়া আসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখান থেকে উমর (রা.)-কে এক জোড়া দান করলেন। তখন উমর (রা.) বললেন, আপনি এটা আমাকে পরিধান করতে দিলেন অথচ (কয়েক দিন আগে) রেশমী কাপড় সম্পর্কে আপনি যা বলার বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি তো এটা তোমাকে নিজে পরিধান করার জন্য দেইনি। তখন উমর (রা.) তা মক্কায় বসবাসকারী তার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন।

www.icsbook.info

٢٤٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا فَقَالَ مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَأْمُرْنِيْ فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلاَنٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ

২৪৩৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন ফাতিমার ঘরে গেলেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করে (ফিরে এলে) আলী (রা.) ঘরে এলে তিনি তাকে ঘটনা জানালেন। তিনি আবার নবী ﷺ-এর নিকট বিষয়টি আরয করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তার দরজায় নকশা করা পর্দা ঝুলতে দেখেছি। দুনিয়ার চাকচিক্যের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আলী (রা)-এর কাছে এসে ঘটনা খুলে বললেন। (সব শুনে) ফাতিমা (রা.) বললেন, তিনি আমাকে এ সম্পর্কে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিন। তখন নবী ﷺ বললেন, অমুক পরিবারের অমুকের কাছে এটা পাঠিয়ে দাও; তাদের বেশ প্রয়োজন আছে।

٢٤٣٩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ

২৪৩৯ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র.).... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে একজোড়া রেশমী কাপড় দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম। তাঁর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেয়ে আমি আমার (আত্মীয়া) মহিলাদের মাঝে তা ভাগ করে দিয়ে দিলাম।

١٦٣٢. بَابُ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوْهَا آجَرَ وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سُمٌّ وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ فَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ

১৬৩২. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা। আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম (আ.) (স্ত্রী) সারাকে নিয়ে হিজরত কালে এমন এক জনপদে

www.icsbook.info

উপনীত হলেন, যেখানে ছিল এক বাদশাহ্ অথবা রাবী বলেন প্রতাপশালী শাসক। সে বলল একে (সারাকে) উপহার স্বরূপ হাজিরাকে দিয়ে দাও। নবী ﷺ-কে বিষ মিশানো বকরীর গোশ্‌ত হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো। আবূ হুমাইদ (র.) বলেন, আয়েলার শাসক নবী ﷺ-কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন, প্রতিদানে তিনি তাকে একটি চাদর দিয়েছিলেন আর সেখানকার শাসক হিসাবে তাকে নিয়োগ পত্র লিখে দিয়েছিলেন।

২৪৪٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اِنَّ اُكَيْدِرَ دَوْمَةَ اَهْدَى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ

২৪৪০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.) ..... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একটি রেশমী জুববা হাদিয়া দেওয়া হলো। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহারে নিষেধ করতেন। এতে সাহাবীগণ খুশী হলেন। তখন তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতে সাদ ইব্‌ন মু'আযের রুমালগুলো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট। সাঈদ (র.) কাতাদা (র.) -এর মাধ্যমে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে দুমার উকাইদির নবী (সা)-কে হাদিয়া দিয়েছিলেন।

২৪৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا فَجِيْءَ بِهَا فَقِيْلَ اَلَا تَقْتُلُهَا قَالَ لَا: فَمَازِلْتُ اَعْرِفُهَا فِيْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহাব (র.)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী মহিলা নবী ﷺ-এর খিদমতে বিষ মিশানো বকরী নিয়ে এলো। সেখান থেকে কিছু অংশ তিনি খেলেন এবং (বিষক্রিয়া টের পেয়ে) মহিলাকে হাযির করা হল। তখন বলা হল, আপনি কি একে হত্যার আদেশ দিবেন না? তিনি বললেন, না। আনাস (রা.) বলেন নবী ﷺ -এর (মুখ গহবরের) তালুতে আমি বরাবরই বিষ ক্রিয়ার আলামত দেখতে পেতাম।

২৪৪২ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ

www.icsbook.info

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْعًا اَوْ عَطِيَّةً اَوْ قَالَ اَمْ هِبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ اَنْ يُشْوَى وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا فِى الثَّلاَثِيْنَ وَالْمِائَةِ اِلاَّ قَدْ حَزَّ النَّبِىُّ ﷺ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا اِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهَا اِيَّاهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَالَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَاَكَلُوْا اَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ اَوْ كَمَا قَالَ

২৪৪২ আবূ নু'মান (র.)..... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক সফরে) নবী ﷺ -এর সাথে আমরা একশ' ত্রিশজন লোক ছিলাম। সে সময় নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কারো সাথে কি খাবার আছে? দেখা গেল, এক ব্যক্তির সঙ্গে এক সা' কিংবা তার কমবেশী পরিমাণ খাদ্য (আটা) আছে। সে আটা গোলানো হল। তারপর দীর্ঘ দেহী এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক এক পাল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এল। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন। বিক্রি করবে, না, উপহার দিবে? সে বলল না, বরং বিক্রি করব। নবী ﷺ তার কাছ থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন। সেটাকে যবেহ করা হলো। নবী ﷺ বকরীর কলিজা ভুনা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহ্র কসম! একশ' ত্রিশজনের প্রত্যেককে নবী ﷺ সেই কলিজার কিছু কিছু করে দিলেন। যে উপস্থিত ছিল, তাকে হাতে দিলেন; আর যে অনুপস্থিত ছিলো। তার জন্য তুলে রাখলেন। তারপর দু'টি পাত্রে তিনি গোশত ভাগ করে রাখলেন। সবাই তৃপ্তির সাথে খেলেন। আর উভয় পাত্রে কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম। অথবা রাবী যা বললেন।

١٦٣٣. بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

১৬৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদেরকে হাদিয়া দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদঃ (মুশরিকদের মধ্যে) দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন (৬০ ঃ ৮)

www.icsbook.info

٢٤٤٣ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلٰى رَجُلٍ تُبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ابْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ فَقَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَاَرْسَلَ اِلٰى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ اَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَاقُلْتَ فَقَالَ اِنِّى لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيْعُهَا اَوْتَكْسُوْهَا فَاَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ اِلٰى اَخٍ لَهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ

২৪৪৩ খালিদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (র.)...ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে রেশমী কাপড় বিক্রি করতে দেখে নবী ﷺ-কে বললেন, এ জোড়াটি খরিদ করে নিন। জুমু'আর দিন এবং যখন আপনার খিদমতে কোন প্রতিনিধি দল আসে, তখন তা পরিধান করবেন। তিনি বললেন, এসব তো তারাই পরিধান করে, যাদের আখিরাতে কোন হিস্‌সা নেই। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কয়েক জোড়া রেশমী কাপড় এলো। সেগুলো থেকে একটি জোড়া তিনি উমর (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। তখন উমর (রা.) বলেন, এটা আমি কিভাবে পরিধান করব। অথচ এ সম্পর্কে আপনি যা বলার বলেছেন। এতে তিনি বললেন, এটা তোমাকে আমি পরিধান করার জন্য দেইনি। হয় এটা বিক্রি করে দিবে, নয় কাউকে দিয়ে দিবে। তখন উমর (রা.) সেটা মক্কায় বসবাসকারী তাঁর এক (দুধ) ভাইকে ইসলাম গ্রহণের আগে হাদিয়া পাঠালেন।

٢٤٤٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُ اُمِّيْ قَالَ نَعَمْ صِلِيْ اُمَّكِ

২৪৪৪ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)..... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে ফাতওয়া চেয়ে বললাম তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করবে।

١٦٣٤. بَابٌ لاَ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَرْجِعَ فِيْ هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

১৬৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ দান বা সাদকা করার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া কারো জন্য বৈধ নয়

www.icsbook.info

٢٤٤٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ

২৪৪৫ মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দান করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ ব্যক্তির মতই, যে বমি করে তা আবার খায়।

٢٤٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِيْ يَعُوْدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ

২৪৪৬ আবদুর রহমান ইব্‌ন মুবারক (র.).... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, নিকৃষ্ট উপমা দেওয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয় (তবু বলতে হয়), যে দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে তা আবার খায়।

٢٤٤٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ

২৪৪৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাযা'আ (র.).... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে আমি আমার একটি ঘোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় আরোহণের জন্য দান করলাম। ঘোড়াটি যার কাছে ছিল, সে তার চরম অযত্ন করল। তাই সেটা আমি তার কাছ থেকে কিনে নিতে চাইলাম, আমার ধারণা ছিল যে, সে তা কম দামে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এক দিরহামের বিনিময়েও যদি সে তোমাকে তা দিতে রাযী হয় তবু তুমি তা কিনবে না। কেননা, সাদকা করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে আবার তা খায়।

١٦٣٥. بَابٌ

১৬৩৫. পরিচ্ছেদ

www.icsbook.info

٢٤٤٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ

২৪৪৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত 'তিনি বলেন, ইব্‌ন জুদ'আনের আযাদকৃত গোলাম সুহাইবের সন্তান দু'টি ঘর ও একটি কামরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ব (রা.)-কে দান করেছিলেন বলে দাবী জানান। (মদীনার গভর্নর) মারওয়ান (র.) তখন বললেন, এ ব্যাপারে তোমাদের পক্ষে কে সাক্ষী দিবে? তারা বলল, ইব্‌ন উমর (রা.) (আমাদের হয়ে সাক্ষী দিবেন) মারওয়ান (র.) তখন ইব্‌ন উমর (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এ মর্মে সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ব (রা.)-কে দু'টি ঘর ও একটি কামরা দান করেছিলেন। তাদের স্বপক্ষে ইব্‌ন উমরের সাক্ষী অনুযায়ী মারওয়ান ফায়সালা করলেন।

١٦٣٦. بَابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ اِسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا جَعَلَكُمْ عُمَّارًا

১৬৩৬. পরিচ্ছেদ : উমরা ও রুকবা[১] رُقْبَى عُمْرَى সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ অর্থাৎ বাড়ীটি তাকে (তার জীবনকাল পর্যন্ত) দান করে দিলাম। আল্লাহ্‌র বাণী : তোমাদেরকে তিনি তাতে বসবাস করিয়েছেন (১১ : ৬১)

٢٤٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

২৪৪৯ আবূ নু'আঈম (র.)..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ উমরা (বস্তু) সম্পর্কে ফায়সালা দিয়েছেন যে, যাকে দান করা হয়েছে, সে-ই সেটার মালিক হবে।

٢٤٥٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ

১. উমরা : কাউকে কোন জিনিস দান করার সময় বলা যে, তোমার জীবন পর্যন্ত এটি তোমাকে দিলাম। রুকবা অর্থ এই শর্তে কাউকে বাড়ীতে বসবাস করতে দেওয়া। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যে দীর্ঘায়ু হবে, সে-ই এই বাড়ীর মালিক হবে।

www.icsbook.info

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِىْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ

২৪৫০ হাফস ইব্ন উমর (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, উমরা জায়িয। 'আতা (র.) বলেন, জাবির (রা) আমাকে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস শুনিয়েছেন।

١٦٣٧. بَابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ وَالدَّابَّةَ وَغَيْرَهَا

১৬৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ কারো কাছ থেকে ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কোন কিছু ধার নেওয়া

٢٤٥١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَسًا مِنْ اَبِىْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَارَاَيْنَا مِنْ شَىْءٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

২৪৫১ আদম (র.).... কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, মদীনায় একবার শত্রুর আক্রমণের ভয় ছড়িয়ে পড়ল। নবী ﷺ তখন আবূ তালহা (রা.)-এর কাছ থেকে একটি ঘোড়া ধার নিলেন এবং তাতে সাওয়ার হলেন। ঘোড়াটির নাম ছিল মানূদব। তারপর (মদীনা টহল দিয়ে) ফিরে এসে তিনি বললেন, কিছুই তো দেখতে পেলাম না, তবে এই ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের তরঙ্গের মত পেয়েছি।

١٦٣٨. بَابُ الْاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوْسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

১৬৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ বাসর সজ্জার সময় নব দম্পতির জন্য কোন কিছু ধার করা

٢٤٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ اِرْفَعْ بَصَرَكَ اِلٰى جَارِيَتِى اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّمَا تُزْهٰى اَنْ تَلْبَسَهُ فِى الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِىْ مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا كَانَتِ امْرَاَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِيْنَةِ اِلاَّ اَرْسَلَتْ اِلَىَّ تَسْتَعِيْرُهُ

২৪৫২ আবূ নু'আইম (র.).... আয়মান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশা (রা.)-এর নিকট আমি হাযির হলাম। তাঁর গায়ে তখন পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা কাপড়ের কামিজ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, আমার এ বাঁদীটার দিকে চোখ তুলে একটু তাকাও, ঘরের ভিতরে এটা পরতে সে অপসন্দ

www.icsbook.info

করে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় মদীনার মেয়েদের মধ্যে আমারই শুধু একটি কামিজ ছিল। মদীনায় কোন মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজাতে গেলেই আমার কাছে কাউকে পাঠিয়ে ঐ কামিজটি চেয়ে নিত (সাময়িক ব্যবহারের জন্য)।

١٦٣٩. بَابُ فَضْلِ الْمَنِيْحَةِ

১৬৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ মানীহা[১] অর্থাৎ দুধ পানের জন্য উট বা বকরী দেওয়ার ফযীলত

٢٤٥٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْمَنِيْحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِىُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِىُّ تَغْدُوْ بِاِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِاِنَاءٍ

২৪৫৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মানীহা হিসাবে অধিক দুধেল উটনী ও অধিক দুধেল বকরী কতইনা উত্তম, যা সকালে বিকালে, পাত্র ভর্তি দুধ দেয়।

٢٤٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ وَ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ

২৪৫৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ও ইসমাঈল (র.) হাদীসটি মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি বলেন, সাদকা হিসাবে কতইনা উত্তম (দুধেল উটনী, যা মানীহা হিসাবে দেওয়া হয়)।

٢٤٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِاَيْدِيْهِمْ شَيْئٌ وَكَانَتْ الْاَنْصَارُ اَهْلَ الْاَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْاَنْصَارُ عَلٰى اَنْ يُعْطُوْهُمْ ثِمَارَ اَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوْهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَؤُنَةَ، وَكَانَتْ اُمُّهُ اُمُّ اَنَسٍ اُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ اُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ، فَكَانَتْ اَعْطَتْ اُمُّ اَنَسٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِذَاقًا فَاَعْطَاهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ اُمَّ اَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ اُمَّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ اَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ اِلَى الْاَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِىْ كَانُوْا مَنَحُوْهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى اُمِّهِ عِذَاقَهَا فَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمَّ اَيْمَنَ

---

১. মানীহা' ঐ দুগ্ধবতী জন্তুকে বলা হয় যা কাউকে দুধ পান করার জন্য দেওয়া হয় এবং দুধ পান শেষে মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হয়। (আইনী)

www.icsbook.info

مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ اَخْبَرَنَا اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ

২৪৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় মুহাজিরদের হাতে কোন কিছু ছিল না। অন্য দিকে আনসারগণ ছিলেন জমি ও ভূসম্পত্তির অধিকারী। তাই আনসারগণ এই শর্তে মুহাজিরদের সাথে ভাগাভাগি করে নিলেন যে, প্রতি বছর তারা (মুহাজিররা)-এর উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদের (আনসারদের) দিবেন আর তারা এ কাজে শ্রম দিবে ও দায়দায়িত্ব নিবে। আনাসের মা উম্মু সুলাইম (রা.) ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহার মা। আনাসের মা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (ফল ভোগ করার জন্য) কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়ে ছিলেন। আর নবী ﷺ সেগুলো তাঁর আযাদকৃত বাঁদী উসামা ইব্ন যায়দের মা উম্মু আয়মানকে দান করে দিয়েছিলেন। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, আনাস (রা.) আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ খায়বারে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে লড়াই শেষে মদীনায় ফিরে এলে মুহাজিরগণ আনাসারদেরকে তাদের অস্থায়ী দানের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন; যেগুলো ফল ও ফসল ভোগ করার জন্য তারা মুহাজিরদের দান করেছিলেন। নবী ﷺ ও তাঁর (আনাসের) মাকে তার খেজুর গাছগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু আয়মানকে ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে নিজ বাগানের কিছু অংশ দান করলেন। আহমদ ইব্ন শাবীব (র.) বলেন, আমার পিতা আমাদেরকে ইউনুসের সূত্রে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং- حَائِطِهِ - এর স্থলে- خَالِصِهِ বলেছেন, যার অর্থ নিজ ভূমি থেকে।

٢٤٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلاَهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَامِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ ، قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَادُوْنَ مَنِيْحَةِ الْعَنْزِ، مِنَ رَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَاِمَاطَةِ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً

২৪৫৬ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ প্রিয়) চল্লিশটি স্বভাবের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো দুধ পান করার জন্য কাউকে বকরী দেওয়া। কোন বান্দা যদি সওয়াবের আশায় এবং পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রেখে উক্ত চল্লিশ স্বভাবের যে কোন একটির উপরে আমল করে তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাস্সান (র.) বলেন, দুধেল বকরী মানীহা দেওয়া ছাড়া আর যে কয়টি স্বভাব আমরা গণনা করলাম, সেগুলো হলো সালামের উত্তর দেওয়া, হাঁচি দাঁতার হাঁচির উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা, (চলাচলের) পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ইত্যাদি। কিন্তু আমরা পনেরটি স্বভাবের বেশী গণনা করতে সক্ষম হলাম না।

www.icsbook.info

٢٤٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُوْلُ اَرَضِيْنَ فَقَالُوْا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَن كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ * وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ الْهِجْرَةَ شَاْنُهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ نَعَمْ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

২৪৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কিছু লোকের অতিরিক্ত ভূসম্পত্তি ছিল। তারা পরস্পর পরামর্শ করে ঠিক করলো যে এগুলো আমরা তিন ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক হিসাবে ইজারা দিবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কারো অতিরিক্ত জমি থাকলে হয় সে নিজেই চাষ করবে, কিংবা তার ভাইকে তা (চাষ করতে) দিবে। আর তা না করতে চাইলে তা নিজের কাছেই রেখে দিবে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ (র.).... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী ﷺ -এর কাছে এসে হিজরত সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি তাকে বললেন, থাম! হিজরতের ব্যাপার সুকঠিন। (তার চেয়ে বরং বল) তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি কি এর সাদকা (যাকাত) আদায় করে থাক? সে বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দুধ পানের জন্য এগুলো মানীহা হিসাবে দিয়ে থাকো সে বলল, হ্যাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা! পানি পান করানোর (ঘাটে সমবেত অভাবী লোকদের মাঝে বিতরণের জন্য) উটগুলো দোহন করো কি? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এ যদি হয় তাহলে সাগরের ওপারে হলেও অর্থাৎ তুমি যেখানে থাক আমল করতে থাক। আল্লাহ্ তোমার আমলের প্রতিদানে কম করবেন না।

٢٤٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَعْلَمُهُمْ بِذٰلِكَ يَعْنِيْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلٰى اَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ لِمَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا اِكْتَرَاهَا فُلَانٌ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا اِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَاخُذَ عَلَيْهَا اَجْرًا مَعْلُوْمًا

২৪৫৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার এক জমিতে গেলেন, যার ফসলগুলো আন্দোলিত হচ্ছিল। তিনি জানতে চাইলেন, কার (ফসলের) জমি? লোকেরা বলল, (অমুক ব্যক্তির কাছে থেকে) অমুক ব্যক্তি এটি ইজারা নিয়েছে। তিনি

www.icsbook.info

বললেন, জমিটার নির্দিষ্ট ভাড়া গ্রহণ না করে সে যদি তাকে সাময়িকভাবে তা দিয়ে দিত তবে সেটাই হতো তার জন্য উত্তম।

١٦٤٠. بَابٌ اِذَا قَالَ اَخْدَمْتُكَ هٰذِهِ الْجَارِيَةَ عَلٰى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هٰذِهِ عَارِيَةٌ وَاِنْ قَالَ كَسَوْتُكَ هٰذَا الثَّوْبَ فَهُوَ هِبَةٌ

১৬৪০. পরিচ্ছেদ ঃ প্রচলিত অর্থে কেউ যদি কাউকে বলে এই বাঁদিটি তোমার সেবার জন্য দান করছি, তা হলে তা জায়িয। কোন কোন ফিকাহ্ বিশারদ বলেন, এটা আরিয়ত হবে। তবে কেউ যদি বলে, এ কাপড়টি তোমাকে পরিধান করতে দিলাম, তবে তা হিবা হবে

২৪৫৯ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَاجَرَ اِبْرَاهِيْمُ بِسَارَةَ فَاَعْطَوْهَا اٰجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَ اَشَعَرْتَ اَنَّ اللّٰهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَاَخْدَمَ وَلِيْدَةً وَقَالَ ابْنُ سِيْرِ يْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْدَمَهَا هَاجَرَ

২৪৫৯ আবুল ইয়ামান (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বর্ণিত গ্রন্থ হতে বলেছেন, ইবরাহীম (আ.) (স্ত্রী) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করলেন। (পথে এক জনপদের) লোকেরা সারার উদ্দেশ্যে হাজিরাকে হাদিয়া দিলেন। তিনি ফিরে এসে (ইবরাহীমকে) বললেন, আপনি কি জেনেছেন; কাফিরকে আল্লাহ্ পরাস্ত করেছেন এবং সেবার জন্য একটি বালিকা দান করেছেন। ইবনু সীরীন (র.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে, বর্ণনা করেন, তারপর (সেই কাফির) সারার সেবার উদ্দেশ্যে হাজিরাকে দান করলো।

١٦٤١. بَابٌ اِذَا حَمَلَ رَجُلاً عَلٰى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمْرٰى وَالصَّدَقَةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا

১৬৪১. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ কাউকে আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করলে তা উমরা (عُمْرٰى) ও সাদকা বলেই গণ্য হবে। আর কোন কোন ফিকাহ্ বিশারদ বলেন, দাতা তা ফিরিয়ে নিতে পারে।

২৪৬০ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْاَلُ زَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَرَاَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ

২৪৬০ হুমায়দী (র.)...উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি একটি লোককে আল্লাহ্র পথে বাহন হিসাবে একটি ঘোড়া দিলাম। কিন্তু পরে তা বিক্রি হতে দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, এটা খরিদ করো না এবং সাদকাকৃত মাল ফিরিয়ে নিও না।

www.icsbook.info

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

অধ্যায় ঃ শাহাদাত

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

অধ্যায় ঃ শাহাদাত

١٦٤٢ بَابُ فِى الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِى لِقَوْلِهِ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى يٰاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ .... بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

১৬৪২. পরিচ্ছেদ ঃ বাঁদীকেই প্রমাণ পেশ করতে হবে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রাখবে ----- (২ ঃ ২৮২) এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়;..... আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন। (৪ ঃ ১৩৫)

١٦٤٣. بَابٌ اِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ اَحَدًا فَقَالَ لاَ نَعْلَمُ اِلاَّ خَيْرًا اَوْ مَا عَلِمْتُ اِلاَّ خَيْرًا

১৬৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ যদি কারো সততা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বলে, একে তো ভালো বলেই জানি অথবা বলে যে, -এর সম্পর্কে তো ভালো ছাড়া কিছু জানি না

٢٤٦١ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَاُسَامَةَ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْتَامِرُ هُمَا فِىْ

www.icsbook.info

فِرَاقِ اَهْلِهِ ، فَاَمَّا اُسَامَةُ فَقَالَ : اَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَمُ اِلاَّ خَيْرًا، وَقَالَتْ بَرِيْرَةُ اِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا اَمْرًا اَغْمِصُهُ اَكْثَرَ مِنْ اَنَّهَا حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا، فَتَاتِى الدَّاجِنُ فَتَاكُلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَن يَعْذِرُنِىْ مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِىْ اَذَاهُ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَوَ اللّٰهِ مَاعَلِمْتُ مِنْ اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا

২৪৬১ হাজ্জাজ (র.)..... ইব্‌ন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট 'আয়িশা (রা.)-এর ঘটনা সম্পর্কে উরওয়া, ইব্‌ন মুসায়্যাব, আলকামা,ইব্‌ন ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণিত হাদীসের এক অংশ অন্য অংশের সত্যতা প্রমাণ করে, যা অপবাদকারীরা 'আয়িশা (রা.) সম্পর্কে রটনা করেছিল। এদিকে ওয়াহী অবতরণ বিলম্বিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ও উসামা (রা.)-কে স্বীয় সহধর্মিণীকে পৃথক রাখার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠালেন। উসামা (রা.) তখন বললেন, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই আমরা জানি না। আর বারীরা (রা.) বললেন, তার সম্পর্কে একটি মাত্র কথাই আমি জানি, তা এই যে, অল্প বয়স হওয়ার কারণে পরিবারের লোকদের জন্য আটা খামির করার সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর সেই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করবে; যার জ্বালাতন আমার পারিবারিক ব্যাপারে আমাকে আঘাত হেনেছে? আল্লাহ্‌র কসম আমার সহধর্মিণী সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আর এমন এক ব্যক্তির কথা তারা বলে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না।

١٦٤٤. بَابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِىْ وَاَجَازَةُ عَمْرُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ وَكَذَالِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ وَقَالَ الشَّعْبِىُّ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ السَّمْعُ شَهَادَةٌ وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقُوْلُ لَمْ يُشْهِدُوْنِىْ عَلٰى شَىْءٍ وَلٰكِنْ سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا

১৬৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ অন্তরালে অবস্থানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্যদান। আমর ইব্‌ন হুরায়স (র.) এ ধরনের সাক্ষ্য বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেন, পাপাচারী মিথ্যুক লোকের বিরুদ্ধে এরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। ইমাম শা'বী, ইব্‌ন সীরীন, 'আতা' ও কাতাদা (র.) বলেন, শুনতে পেলেই সাক্ষী হওয়া যায়। হাসান বসরী (র.) বলেন, (এরূপ ক্ষেত্রে সে বলবে) আমাকে এরা সাক্ষী বানায়নি, তবে আমি এরূপ এরূপ শুনেছি।

٢٤٦٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ

www.icsbook.info

عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِىُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِىْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهِ فِىْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ اَوْ زَمْزَمَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ ﷺ هُوَ يَتَّقِى بِجُذُوْعِ النَّخْلِ ، فَقَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ اَىْ صَافِ هٰذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهٰى ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ

২৪৬২ আবুল ইয়ামান (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও উবাই ইব্ন কাআব আনসারী (রা.) সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইব্ন সাইয়াদ থাকত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন (বাগানে) প্রবেশ করলেন, তখন তিনি সতর্কতার সাথে খেজুর শাখার আড়ালে আড়ালে চললেন। তিনি চাচ্ছিলেন, ইব্ন সাইয়াদ তাঁকে দেখে ফেলার আগেই তিনি তার কোন কথা শুনে নিবেন। ইব্ন সাইয়াদ তখন চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শায়িত ছিলো। আর গুন গুন বা (রাবী বলেছেন) গুমগুমভাবে কিছু বলছিল। এ সময় ইব্ন সাইয়াদের মা নবী ﷺ -কে খেজুর শাখার আড়ালে আড়ালে সতর্কতার সাথে আসতে দেখে ইব্ন সাইয়াদকে বলল, হে সাফ! (নামের সংক্ষেপ) এই যে মুহাম্মাদ! তখন ইব্ন সাইয়াদ চুপ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে (তার মা) যদি (কিছু না বলে) তাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিত, তাহলে (তার প্রকৃত অবস্থা আমাদের সামনে) প্রকাশ পেয়ে যেত।

٢٤٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتِ امْرَاَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِىْ فَاَبَتَّ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ فَاِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ لَا حَتّٰى تَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَاَبُوْ بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَ خَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ اَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلَا تَسْمَعُ اِلٰى هٰذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ

২৪৬৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রিফাআ কুরাযীর স্ত্রী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি রিফা'আর স্ত্রী ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে বায়েন তালাক

www.icsbook.info

দিয়ে দিল। পরে আমি আবদুর রহমান ইব্ন যুবাইর কে বিয়ে করলাম। কিন্তু তার সাথে রয়েছে কাপড়ের আঁচলের মত নরম কিছু (অর্থাৎ সে পুরুষত্বহীন) তখন নবী ﷺ বললেন, তবে কি তুমি রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে চাও? না, তা হয় না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আবূ বকর্ (রা) তখন তাঁর কাছে বসা ছিলেন। আর খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন 'আস (রা.) দ্বারপ্রান্তে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ বকর! মহিলা নবী ﷺ-এর দরবারে উচ্চৈঃস্বরে যা বলছে, তা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?

١٦٤٥. بَابٌ اِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ : اَوْ شُهُوْدٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ اٰخَرُوْنَ مَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هٰذَا كَمَا اَخْبَرَ بِلاَلٌ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فِى الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ ، فَاَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلاَلٍ ، كَذٰلِكَ اِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ اَنَّ لِفُلاَنٍ عَلٰى فُلاَنٍ اَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ اٰخَرَانِ بِاَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضٰى بِالزِّيَادَةِ

১৬৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে আর অন্যরা বলে যে, আমরা এ বিষয়ে জানি না সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতার বক্তব্য মুতাবিক ফায়সালা করা হবে। হুমায়দী (র) বলেন এটা ঠিক, যেমন বিলাল (রা) খবর দিয়েছিলেন যে, (মক্কা বিজয়ের দিন) নবী ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে ফযল (রা.) বলেছেন, তিনি (কা'বা অভ্যন্তরে) সালাত আদায় করেন নি। বিলালের সাক্ষ্যকেই লোকেরা গ্রহণ করেছে। তদ্রূপ দু'জন সাক্ষী যদি অমুক অমুকের কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে বলে সাক্ষ্য দেয় আর অন্য দু'জন দেড় হাজার পাবে বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে অধিক পরিমাণের অনুকূলেই ফায়সালা দেওয়া হবে।

٢٤٦٤ حَدَّثَنَا حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِاَبِىْ اِهَابِ ابْنِ عَزِيْزٍ فَاَتَتْهُ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِىْ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا اَعْلَمُ اَنَّكِ اَرْضَعْتِنِىْ وَلاَ اَخْبَرْتِنِىْ فَاَرْسَلَ اِلٰى اٰلِ اَبِىْ اِهَابٍ فَسَاَلَهُمْ فَقَالُوْا مَا عَلِمْنَا اَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

www.icsbook.info

২৪৬৪ হিব্বান (র.).... উকবা ইব্ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবূ ইহাব ইব্ন আযীযের কন্যাকে বিয়ে করলেন। পরে জনৈক মহিলা এসে বলল, আমি তো উকবা এবং যাকে সে বিয়ে করেছে দু'জনকেই দুধ পান করিয়েছি। উকবা (রা.) তাকে বললেন, এটা তো আমার জানা নেই যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন আর আপনিও এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেননি। এরপর আবূ ইহাব পরিবারের কাছে লোক পাঠিয়ে তিনি তাদের কাছে (এ সম্পর্কে) জানতে চাইলেন। তারা বলল, সে আমাদের মেয়েকে দুধ পান করিয়েছে বলে তো আমাদের জানা নেই। তখন তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে সাওয়ার হলেন এবং নবী ﷺ-এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যখন এরূপ বলা হয়েছে তখন এটা (আবূ ইহাবের কন্যাকে বিয়ে করা) কিভাবে সম্ভব? তখন উকবা (রা.) তাকে ত্যাগ করলেন। আর সে অন্য জনকে বিয়ে করল।

١٦٤٦. بَابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُوْلِ ، وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَأَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَمِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

১৬৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী প্রসঙ্গে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তোমাদের ন্যায়পরায়ণ দু'জন লোককে সাক্ষী রাখবে (৬৫ ঃ ২)। (আল্লাহ্র বাণী) সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে। (২ ঃ ২৮২)

٢٤٦٥ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّ اُنَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْيِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ وَاِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْاٰنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ اَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا اَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ اِلَيْنَا مِنْ سَرِيْرَتِهِ شَيْءٌ اَللّٰهُ مُحَاسِبُهُ فِيْ سَرِيْرَتِهِ وَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا سُوْءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ ، وَاِنْ قَالَ اِنَّ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةٌ

২৪৬৫ হাকাম ইব্ন নাফি' (র.).... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় কিছু লোককে ওয়াহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হত। এখন যেহেতু ওয়াহী বন্ধ হয়ে গেছে, সেহেতু এখন আমাদের সামনে তোমাদের যে ধরনের আমল প্রকাশ পাবে, সেগুলোর ভিত্তিতেই আমরা তোমাদের বিচার করবো। কাজেই যে ব্যক্তি আমাদের সামনে ভালো প্রকাশ করবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দান করবো এবং কাছে টানবো, তার অন্তরের বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। আল্লাহ্ই তার অন্তরের বিষয়ে হিসাব নিবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের সামনে মন্দ আমল প্রকাশ করবে, তার প্রতি আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবো না এবং সত্যবাদী বলে গ্রহণও করবো না; যদিও সে বলে যে, তার অন্তর ভাল।

www.icsbook.info

١٦٤٧. بَابُ تَعْدِيْلِ كَمْ يَجُوْزُ

১৬৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ কারো সততা প্রমাণের ক্ষেত্রে ক'জনের সাক্ষ্য প্রয়োজন

٢٤٦٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا اَوْ قَالَ غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَقَالَ وَجَبَتْ، فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ لِهٰذَا وَجَبَتْ وَلِهٰذَا وَجَبَتْ ، قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ

২৪৬৬ সুলাইমান ইব্‌ন হার্‌ব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সম্মুখ দিয়ে এক জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকটি সম্পর্কে সবাই প্রশংসা করছিলেন। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। পরে আরেকটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকেরা তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলো কিংবা বর্ণনাকারী অন্য কোন শব্দ বলেছেন। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তখন বলা হল; ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে আবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তিনি বললেন, মানুষের সাক্ষ্য (গ্রহণযোগ্য) আর মু'মিনগণ হলেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যদাতা।

٢٤٦٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوْتُوْنَ مَوْتًا ذَرِيْعًا فَجَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَاُثْنِيَ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرٰى فَاُثْنِيَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَت ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَاُثْنِيَ شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقُلْتُ مَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ، قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْاَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ

২৪৬৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)..... আবুল আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় আসলাম, সেখানে তখন মহামারী দেখা দিয়েছিল। এতে ব্যাপক হারে লোক মারা যাচ্ছিল। আমি উমর (রা.)-এর কাছে বসাছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা অতিক্রম করলো এবং তার সম্পর্কে ভালো ধরনের মন্তব্য করা হলো। তা শুনে উমর (রা.) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর আরেকটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কেও ভালো মন্তব্য করা হলো। তা শুনে

www.icsbook.info

তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর তৃতীয় জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হলো। এবারও তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে, হে আমীরুল মু'মিনীন? তিনি বললেন, নবী ﷺ যেমন বলেছিলেন, আমিও তেমন বললাম। (তিনি বলেছিলেন) কোন মুসলমান সম্পর্কে চার জন লোক ভালো সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আর তিনজন সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, তিনজন সাক্ষ্য দিলেও। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, দু'জন সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, দু'জন সাক্ষ্য দিলেও। এরপর আমরা একজনের সাক্ষ্য সম্পর্কে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

١٦٤٨. بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ

১৬৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ বংশধারা, সর্ব অবহিত দুধপান ও পূর্বের মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য দান; নবী ﷺ বলেছেন, সুওয়াইবা আমাকে এবং আবূ সালামাকে দুধপান করিয়েছেন এবং এর উপর অটল থাকা।

২৪৬৮ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ أَتَحْتَجِبِيْنَ مِنِّيْ وَأَنَا عَمُّكِ ، فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِيْ بِلَبَنِ أَخِيْ ، فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِيْ لَهُ

২৪৬৮ আদম (র.).... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আফলাহ্ (রা.) আমার সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি না দেওয়ায় তিনি বললেন, আমি তোমার চাচা, অথচ তুমি আমার সাথে পর্দা করছ? আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী, আমার ভাইয়ের দুধ (ভাইয়ের কারণে তার স্তনে হওয়া দুধ) তোমাকে পান করিয়েছে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আফলাহ্ (রা.) ঠিক কথাই বলেছে। তাকে (সাক্ষাতের) অনুমতি দিও।

২৪৬৯ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِيْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

www.icsbook.info

২৪৬৯ মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হামযার কন্যা সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা বংশ সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়, আর সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।

٢٤٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَ هَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَاْذِنُ فِىْ بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَاْذِنُ فِىْ بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ

২৪৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি একজন লোকের আওয়াজ শুনতে পেলেন। সে হাফসা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই যে একজন লোক আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে হাফসার অমুক দুধ চাচা বলে মনে হচ্ছে। তখন 'আয়িশা (রা.) বললেন, আচ্ছা আমার অমুক দুধ চাচা যদি জীবিত থাকত তাহলে সে কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারত? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, পারত। কেননা, জন্মসূত্রে যা হারাম, দুধ পানেও তা হারাম হয়ে যায়।

٢٤٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَعِنْدِىْ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هٰذَا، قُلْتُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ يَا عَائِشَةُ : اُنْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانُ

২৪৭১ মুহাম্মদ বিন কাছীর (র.)... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন আমার কাছে একজন লোক ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে 'আয়িশা! এ কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি বললেন, হে 'আয়িশা! কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাঁচাই করে দেখে নিও। কেননা, ক্ষুধার কারণে (অর্থাৎ শিশু বয়সে শরীআত অনুমোদিত মুদ্দতে) দুধ পানের ফলেই শুধু দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইব্ন মাহদী (র.) সুফিয়ান (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

www.icsbook.info

١٦٤٩. بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِيْ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى: وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ، اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ جَلَدَ عُمَرُ اَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَ نَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيْرَةِ ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ ، وَ قَالَ مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ ، وَاَجَازَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٌ وَ مُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَ عِكْرِمَةُ وَ الزُّهْرِيُّ وَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَ شُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، وَقَالَ اَبُو الزِّنَادِ الْاَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِيْنَةِ اِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهٖ ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ اِذَا اَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ اِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ اُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَاِنِ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُوْدُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ * وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَاِنْ تَابَ ، ثُمَّ قَالَ لاَ يَجُوْزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَاِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُوْدَيْنِ جَازَ ، وَاِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، وَاَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُوْدِ وَالْعَبْدِ وَالْاَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ ، وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ ﷺ الزَّانِيَ سَنَةً، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَلاَمِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتّٰى مَضٰى خَمْسُوْنَ لَيْلَةً

১৬৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারের অপবাদ দাতা, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না। তারাই তো সত্যত্যাগী, তবে যদি এরপর তারা তাওবা করে (২৪ ঃ ৪)। উমর (রা.) আবূ বকর, শিবল ইব্ন মা'বাদ ও নাফি' (র.)-কে মুগীরা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে বেত্রাঘাত করেছিলেন। পরে তাদের তাওবা করিয়ে বলেছিলেন, যারা তাওবা করবে, তাদের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উত্বা, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরিমা, যুহরী, মুহারিব ইব্ন দিসার, শুরাইহ্ ও মু'আবিয়া ইব্ন কুর্‌রা (র.) বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। আবূ যিনাদ (র.) বলেন, মদীনায় আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অপবাদ আরোপকারী নিজের কথা প্রত্যাহার করে আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তিগ্‌ফার করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। শা'বী ও কাতাদা (র.) বলেন, নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে

www.icsbook.info

স্বীকার করলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে, তবে তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে। সাওরী (র.) বলেন, (উপরোক্ত অপরাধগুলোর কারণে) কোন গোলামকে বেত্রাঘাতের পর আযাদ করা হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। হদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা হলে তার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হবে। তবে কোন ফিক্‌াহ্ বিশারদের বক্তব্য হলো, তাওবা করলেও অপবাদকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অথচ তিনি একথাও বলেন যে, দু'জন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়। তবে দু'জন হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষীতে বিয়ে হলে তা বৈধ হবে। কিন্তু দু'জন গোলামের সাক্ষীতে বিয়ে করলে তা বৈধ হবে না। অন্য দিকে রমাযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তিন হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি, গোলাম ও বাঁদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। তার (হাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির) তাওবা সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হওয়া যাবে? ব্যভিচারীকে নবী ﷺ এক বছরের জন্য দেশান্তর করেছেন। এবং নবী ﷺ কাআব ইব্‌ন মালিক ও তার সাথীদ্বয়ের সাথে কথা বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। এ অবস্থায় পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত হয়েছিল।

٢٤٧٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ ح وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَاُتِىَ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُ هَا، قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪৭২ ইসমাঈল (র.) ...... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের সময় জনৈকা মহিলা চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হাযির করা হলো, তারপর তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ জারি করলে তার হাত কাটা হলো। 'আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর খাঁটি তাওবা করল এবং বিয়ে করলো। তারপর সে (মাঝে মাঝে আমার কাছে) আসলে আমি তার প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে পেশ করতাম।

٢٤٧٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ فِيْمَنْ زَنٰى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبِ عَامٍ

২৪৭৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র.)... যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবিবাহিত ব্যভিচারী সম্পর্কে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন।

www.icsbook.info

١٦٥٠. بَابٌ لاَ يَشْهَدَ عَلٰى شَهَادَةِ جَوْرٍ اِذَا أُشْهِدَ

১৬৫০. পরিচ্ছেদ ঃ অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী করা হলেও সাক্ষ্য দিবে না

২৪৭৪ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَتْ أُمِّىْ اَبِىْ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِىْ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَالِىْ فَقَالَتْ لاَ اَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدِىْ وَاَنَا غُلاَمٌ فَاَتٰى بِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِىْ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهٰذَا، قَالَ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأُرَاهُ قَالَ لاَ تُشْهِدْنِىْ عَلٰى جَوْرٍ، وَقَالَ اَبُوْ حَرِيْزٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ لاَ اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ

২৪৭৪ আবদান (র.).... নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাতা আমার পিতাকে তার মালের কিছু অংশ আমাকে দান করতে বললেন। পরে তাকে দেওয়া ভাল মনে করলে আমাকে তা দান করেন। তিনি (আমার মাতা) তখন বললেন, নবী ﷺ-কে সাক্ষী করা ছাড়া আমি রাযী নই। এরপর তিনি (আমার পিতা) আমার হাত ধরে আমাকে নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন, আমি তখন বালক মাত্র। তিনি বললেন, এর মা বিন্‌ত রাওয়াহা এ-কে কিছু দান করার জন্য আমার কাছে আবদার জানিয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে ছাড়া তোমার আর কোন ছেলে আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, আছে। নু'মান (রা.) বলেন, আমার মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী করবেন না। আর আবূ হারীয (র.) ইমাম শা'বী (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমি অন্যায় কাজে সাক্ষী হতে পারি না।

২৪৭৫ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْرُكُمْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ اَدْرِىْ اَذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ بَعْدَ كُمْ قَوْمًا يَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ

২৪৭৫ আদম (র.).... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তারপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর

www.icsbook.info

তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রা.) বলেন, আমি বলতে পারছি না, নবী ﷺ (তাঁর যুগের) পরে দুই যুগের কথা বলছিলেন, না তিন যুগের কথা। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের পর এমন লোকদের আগমন ঘটবে, যারা খিয়ানত করবে, আমানতদারী রক্ষা করবে না। সাক্ষ্য দিতে না ডাকলেও তারা সাক্ষ্য দিবে। তারা মান্নত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে, না। তাদের মধ্যে মেদ বৃদ্ধি পাবে।

২৪৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوْا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ

২৪৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাস'উদ) (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার যুগের লোকেরাই হচ্ছে সর্বোত্তম লোক, এরপর যারা তদের নিকটবর্তী, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী যুগের। এরপরে এমন সব লোক আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেওয়ার আগে কসম করে বসবে। ইবরাহীম (নাখ্‌ঈ) (র.) বলেন, আমাদেরকে সাক্ষ্য দিলে ও অংগীকার করলে মারতেন ।

١٦٥١. بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ، لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ، وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَقَوْلِهِ : وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ، تَلْوُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ

১৬৫১. পরিচ্ছেদ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রসংগে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর (আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না (২৫ ঃ ৭২) এবং সাক্ষ্য গোপন করা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যারা তা গোপন করবে তাদের অন্তর অপরাধী আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা সব জানেন। (২ ঃ ২৮৩) তোমরা সাক্ষ্য প্রদানে কথা ঘুরিয়ে বল

২৪৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيْرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ

www.icsbook.info

النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ * تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَاَبُوْ عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ

২৪৭৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, (সেগুলো হচ্ছে) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। গুনদর, আবূ আমির, বাহ্য ও আবদুস সামাদ (র.) শু'বা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওয়াহাব (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٤٧٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا، قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ * وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

২৪৭৮ মুসাদ্দদ (র.).... আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্গুলো সম্পর্কে অবহিত করবো না? সকলে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবশ্য বলুন। তিনি বললেন, (সে গুলো হচ্ছে) আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখো, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, এ কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন।

١٦٥٢. بَابُ شَهَادَةِ الْاَعْمٰى وَاَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَاِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُوْلِهِ فِىْ التَّاذِيْنِ وَغَيْرِهِ ، وَمَا يُعْرَفُ بِالْاَصْوَاتِ ، وَاَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَالزُّهْرِىُّ وَعَطَاءٌ وَقَالَ الشَّعْبِىُّ : يَجُوْزُ شَهَادَتُهُ اِذَا كَانَ عَاقِلاً ، وَقَالَ الْحَكَمُ : رُبَّ شَىْءٍ تَجُوْزُ فِيْهِ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ : اَرَاَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلٰى شَهَادَةٍ اَكُنْتَ تَرُدُّهُ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اَفْطَرَ ، وَيَسْاَلُ عَنِ الْفَجْرِ، فَاِذَا قِيْلَ لَهُ طَلَعَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : اِسْتَاْذَنْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِىْ ، قَالَتْ ،

www.icsbook.info

سُلَيْمَانُ، اُدْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوْكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَاَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ

১৬৫২. পরিচ্ছেদ ঃ অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান, নিজে বিয়ে করা, কাউকে বিয়ে দেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা, আযান দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাকে গ্রহণ করা আওয়াযে পরিচয় করা। কাসিম, হাসান, ইব্‌ন সীরীন, যুহরী ও আতা (র.) অন্ধের সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন। ইমাম শাবী (র.) বলেন, বুদ্ধিমান হলে তার সাক্ষ্যদান বৈধ। হাকাম (র.) বলেন, অনেক বিষয় আছে, যেখানে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, তুমি কি মনে করো যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে? ইব্‌ন আব্বাস (রা.) (দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার পর) একজন লোক পাঠিয়ে সূর্য ডুবেছে কিনা জেনে নিয়ে ইফতার করতেন। অনুরূপভাবে ফজরের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। ফজর হয়েছে বলা হলে তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করতেন। সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র.) বলেন, একবার আমি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমার আওয়ায চিনতে পেরে বললেন, সুলায়মান না কি, এসো! (তোমার সাথে পর্দার প্রয়োজন নেই। (কেননা) যতক্ষণ (মুকাতাবাতের দেয় অর্থের) সামান্য পরিমাণও বাকি থাকবে। ততক্ষণ তুমি গোলাম[১] সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.) নিকাব পরিহিতা নারীর সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন।

٢٤٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : لَقَدْ اَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً اَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَصَوْتُ عَبَّادٍ هٰذَا، قُلْتُ نَعَمْ : قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا

২৪৭৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন মায়মূন (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক লোককে মসজিদে (কুরআন) পড়তে শুনলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) 'আয়িশা (রা.) থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ

---

১. তিনি মায়মূনা (রা.)-এর মুকাতাব ছিলেন। 'আয়িশা (রা.)-এর মতে নিজের বা পরের কোন গোলামের সাথে পর্দা জরুরী নয়।

www.icsbook.info

আমার ঘরে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করলেন। সে সময় তিনি মসজিদে সালাত রত আববাদের আওয়ায শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে 'আয়িশা! এটা কি আববাদের কণ্ঠস্বর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ আব্বাদকে রহম করুন।

২৪৮০ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اَوْ قَالَ تَسْمَعُوْا اَذَانَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلاً اَعْمٰى لاَيُؤَذِّنُ حَتّٰى يَقُوْلَ لَهُ النَّاسُ اَصْبَحْتَ

২৪৮০ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বিলাল (রা.) রাত থাকতেই আযান[১] দিয়ে থাকে। সুতরাং ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা.) আযান দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার। অথবা তিনি বলেন, ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের আযান শোনা পর্যন্ত। ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা.) অন্ধ ছিলেন, ফলে ভোর হয়ে যাচ্ছে, লোকেরা একথা তাকে না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

২৪৮১ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا اِلَيْهِ عَسٰى اَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا فَقَامَ اَبِىْ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيْهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ : خَبَاتُ هٰذَا لَكَ، خَبَاْتُ هٰذَا لَكَ

২৪৮১ যিয়াদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.)...মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু 'কাবা' (পোশাক বিশেষ) আসল। আমার পিতা মাখ রামা (রা.) তা শুনে আমাকে বললেন, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। সেখান থেকে তিনি আমাদের কিছু দিতেও পারেন। আমার পিতা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললেন, নবী ﷺ তার কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন। নবী ﷺ তখন একটি 'কাবা' সাথে করে বেরিয়ে এলেন, তিনি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি এটা তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি এটা তোমার জন্য লুকিয়ে রেখে ছিলাম।

---

১. এটা ছিলো তাহাজ্জুদের আযান। ফজর উদয় হলে ইব্‌ন উম্মু মাকতুম (রা.) দ্বিতীয়বার আযান দিতেন।

www.icsbook.info

١٦٥٣. بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

১৬৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সাক্ষ্যদান। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যদি দু'জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক (কে সাক্ষী নিয়োগ করো।) (২ ঃ ২৮২)

٢٤٨٢ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنَا بَلٰى : قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا

২৪৮২ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (রা.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলাদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা (উপস্থিত মহিলারা) বলল, তাতো অবশ্যই অর্ধেক। তিনি বলেন, এটা মহিলার জ্ঞানের ক্রটির কারণেই।

١٦٥٤. بَابُ شَهَادَةِ الْاِمَاءِ وَالْعَبِيْدِ، وَقَالَ اَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ اِذَا كَانَ عَدْلاً ، وَاَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَ زُرَارَةُ بْنُ اَوْفَى، وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ اِلاَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ، وَاَجَازَهُ الْحَسَنُ وَاِبْرَاهِيْمُ فِى الشَّىْءِ التَّافِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُوْ عَبِيْدٍ وَاِمَاءٍ

১৬৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম ও বাঁদীর সাক্ষ্য। আনাস (রা.) বলেন, গোলাম নির্ভরযোগ্য হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। শুরাইহ্ ও যুরারা ইব্‌ন আওফাও তা অনুমোদন করেছেন। ইব্‌ন সীরীন (র.) বলেন, গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, তবে মনীবের ব্যাপারে নয়। অপরদিকে হাসান (বসরী) (র.) ও ইব্‌রাহীম (নাখঈ) (র.) সাধারণ বিষয়ে তা অনুমোদন করেছেন, আর শুরাইহ (র.) বলেন, তোমরা সবাই তো (আল্লাহ্‌র) দাস ও দাসীরই সন্তান

٢٤٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ح وَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ ابْنُ الْحَارِثِ اَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ اُمَّ يَحْيٰى بِنْتَ اَبِىْ اِهَابٍ

www.icsbook.info

قَالَ فَجَاءَتْ اَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ اَنْ قَدْ اَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا

২৪৮৩ আবূ আসিম (র.) ও আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)... উকবা ইব্ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উম্মু ইয়াহ্ইয়া বিন্ত আবূ ইহাবকে বিয়ে করলেন। তিনি বলেন, তখন কালো বর্ণের এক দাসী এসে বলল, আমি তো তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছি। সে কথা আমি নবী ﷺ -এর কাছে উত্থাপন করলে তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি সরে গেলাম। পরে এসে বিষয়টি (আবার) তার কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি তখন বললেন, (এ বিয়ে হতে পারে) কি ভাবে? সে তো দাবী করছে যে, তোমাদের দু'জনকেই সে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি তাকে (উকবাকে) তার (উম্মু ইহাবের) সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করতে বললেন।

١٦٥٥ . بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

১৬৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ দুগ্ধদায়িনীর সাক্ষ্য

٢٤٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً فَجَاءَتْ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَاَتَيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ دَعْهَا عَنْكَ اَوْ نَحْوَهُ

২৪৮৪ আবূ আসিম (র.).... উকবা ইব্ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলাকে আমি বিয়ে করলাম। কিন্তু আরেক মহিলা এসে বলল, আমি তো তোমাদের দু'জনকে দুগ্ধপান করিয়েছি, তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে (বিষয়টি) উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এমন কথা যখন বলা হয়েছে তখন আর তা (বিয়ে) কিভাবে সম্ভব? তাকে তুমি পরিত্যাগ কর। অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বললেন।

١٦٥٦. بَابُ تَعْدِيْلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

১৬৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ এক মহিলা অপর মহিলার সততা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান

٢٤٨٥ حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَ اَفْهَمَنِىْ بَعْضَهُ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ وَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ

www.icsbook.info

النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّأَهَا اللّٰهُ مِنْهُ ، قَالَ الزُّهْرِىُّ وَ كُلُّهُمْ حَدَّثَنِىْ طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا وَبَعْضُهُمْ اَوْعٰى مِنْ بَعْضٍ وَاَثْبَتُ لَهٗ اِقْتِصَاصًا ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِىْ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَائِشَةَ وَ بَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، زَعَمُوْا اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ اَزْوَاجِهٖ ، فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهٗ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِىْ غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِىْ فَخَرَجْتُ مَعَهٗ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَاَنَا اُحْمَلُ فِىْ هَوْدَجٍ وَ اُنْزَلُ فِيْهِ ، فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهٖ تِلْكَ وَقَفَلَ وَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ ، اٰذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ ، فَقُمْتُ حِيْنَ اٰذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ ، فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِى ، اَقْبَلْتُ اِلَى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِىْ ، فَاِذَا عِقْدٌ لِىْ مِنْ جَزْعِ اَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِىْ فَحَبَسَنِىْ اِبْتِغَاؤُهٗ ، فَاَقْبَلَ الَّذِيْنَ يُرَحِّلُوْنَ لِىْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِىْ فَرَحَّلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِىَ الَّذِىْ كُنْتُ اَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنِّىْ فِيْهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ اِذْ ذَالِكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، وَاِنَّمَا يَاكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ، حِيْنَ رَفَعُوْهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوْهُ ، كُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوْا فَوَجَدْتُ عِقْدِىْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيْهِ اَحَدٌ ، فَاَمَّمْتُ مَنْزِلِىَ الَّذِىْ كُنْتُ بِهٖ ، فَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِىْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَىَّ ، فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِىْ عَيْنَاىَ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِىُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِىُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ ، فَاَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِىْ ، فَرَاٰى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ فَاَتَانِىْ ، وَكَانَ يَرَانِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهٖ حِيْنَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهٗ فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُبِى الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا مُعَرِّسِيْنَ فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِىْ تَوَلَّى الْاِفْكَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ مِنْ

www.icsbook.info

قَوْلِ اَصْحَابِ الْاِفْكِ، وَيُرِيْبُنِىْ فِىْ وَجَعِىْ اَنِّى لاَ اَرَى مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِىْ كُنْتُ
اَرَى مِنْهُ حِيْنَ اَمْرَضُ ، اِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ لاَ اَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ
ذٰلِكَ حَتّٰى نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا لاَنَخْرُجُ اِلاَّ لَيْلاً اِلٰى لَيْلٍ،
وَ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تُتَّخَذَ الْكُنُفُ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا، وَاَمْرُنَا اَمْرُ الْعَرَبِ الْاَوَّلِ فِى الْبَرِيَّةِ اَوْ فِى
التَّنَزُّهِ فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ اَبِى رُهْمٍ نَمْشِى فَعَثَرَتْ فِى مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ
مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ اَتَسُبِّيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهُ اَلَمْ تَسْمَعِى
مَا قَالُوْا، فَاَخْبَرَتْنِى بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى مَرَضِى ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰى
بَيْتِى ، دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ ، فَقُلْتُ اِئْذَنْ لِى اٰتِ اَبَوَىَّ
قَالَتْ وَاَنَا حِيْنَئِذٍ اُرِيْدُ اَنْ اَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا فَاَذِنَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ
اَبَوَىَّ ، فَقُلْتُ لِاُمِّى مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِى عَلٰى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَ اللّٰهِ
لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَاَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ اِلاَّ اَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهٰذَا، قَالَتْ فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَا لِى
دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ اَصْبَحْتُ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنَ
زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِى فِرَاقِ اَهْلِهِ فَاَمَّا اُسَامَةُ فَاَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِى
يَعْلَمُ فِىْ نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ ، فَقَالَ اُسَامَةُ اَهْلُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَلاَ نَعْلَمُ وَاللّٰهِ اِلاَّ خَيْرًا ،
وَاَمَّا عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ
وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ يَا بَرِيْرَةُ هَلْ رَاَيْتِ فِيْهَا شَيْئًا
يُرِيْبُكِ ، فَقَالَتْ بَرِيْرَةُ : لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنْ رَاَيْتُ مِنْهَا اَمْرًا اَغْمِصُهُ عَلَيْهَا اَكْثَرَ
مِنْ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِيْنِ فَتَاتِى الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
مِنْ يَوْمِهِ ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ ابْنِ سَلُوْلَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعْذِرُنِى
مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِى اَذَاهُ فِى اَهْلِىْ ، فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَا

www.icsbook.info

عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلٰى اَهْلِى اِلاَّ مَعِىْ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْذِرُكَ مِنْهُ اِنْ كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، وَاِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيْهِ اَمْرَكَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلٰكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ ، فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ ، وَاللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ ، فَثَارَ الْحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتّٰى هَمُّوْا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ يَوْمِى لاَ يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ فَاَصْبَحَ عِنْدِى اَبَوَاىَ قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَ يَوْمًا حَتّٰى اَظُنُّ مَنْ اَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِىْ ، قَالَتْ فَبَيْنَاهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِى وَاَنَا اَبْكِىْ اِذَا اسْتَأْذَنَتْ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِىْ مَعِىْ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِى مِنْ يَوْمِ قِيْلَ لِىْ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لاَ يُوْحٰى اِلَيْهِ فِىْ شَاْنِى شَىْءٌ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ فَاِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِىْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَاِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللّٰهُ وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِى اللّٰهَ وَتُوْبِى اِلَيْهِ فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِى حَتّٰى مَا اُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لِاَبِى اَجِبْ عَنِّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِى مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لِاُمِّى اَجِيْبِى عَنِّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِى مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لاَ اَقْرَاُ كَثِيْرًا مِنَ الْقُرْاٰنِ، فَقُلْتُ اِنِّى وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَ وَقَرَ فِى اَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّى بَرِيْئَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّى لَبَرِيْئَةٌ لاَ تُصَدِّقُنِّى بِذٰلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّى بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّى، وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ لِى وَلَكُمْ مَثَلاً اِلاَّ اَبَا يُوْسُفَ اِذْ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلٰى فِرَاشِىْ ، وَاَنَا اَرْجُوْ اَنْ يُبَرِّئَنِى اللّٰهُ وَلٰكِنْ

www.icsbook.info

وَاللّٰهِ مَا ظَنَنْتُ اَنْ يُنْزِلَ فِى شَاْنِى وَحْيًا وَلاَنَا اَحْقَرُ فِى نَفْسِىْ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْقُرْاٰنِ فِى اَمْرِى وَلٰكِنِّى كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّوْمِ رُؤْيَا تُبَرِّئُنِى فَوَ اللّٰهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ حَتّٰى اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِى يَوْمٍ شَاتٍ ، فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ اَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَنْ قَالَ لِىْ يَا عَائِشَةُ احْمَدِى اللّٰهَ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللّٰهُ فَقَالَتْ لِىْ اُمِّى قُوْمِى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَاَقُوْمُ اِلَيْهِ، وَلاَ اَحْمَدُ اِلاَّ اللّٰهَ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ اْلاٰيَاتِ، فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِى بَرَاءَتِى قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللّٰهِ لاَ اُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلاَ يَأْتَلِ اُوْلُوْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ، فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ: بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّى لَاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ فَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ الَّذِى كَانَ يُجْرِى عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْاَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ اَمْرِى، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتِ مَا رَاَيْتِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحْمِى سَمْعِىْ وَبَصَرِى وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا اِلاَّ خَيْرًا قَالَتْ وَهِىَ الَّتِى تُسَامِيْنِى فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ * حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ * قَالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ مِثْلَهُ

২৪৮৮ আবূ রাবী' সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ (র.).... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মিথ্যা অপবাদকারীরা যখন তাঁর সম্পর্কে অপবাদ রটনা করল এবং আল্লাহ্ তা থেকে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন। রাবীগণ বলেন, 'আয়িশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে স্বীয় সহধর্মিণীদের মধ্যে কুর'আ ঢালার মাধ্যমে সফর সংগিণী নির্বাচন করতেন। তাঁদের মধ্যে যার নাম বেরিয়ে আসত তাকেই তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি আমাদের মধ্যে কুর'আ ঢাললেন, তাতে আমার নাম বেরিয়ে এলো। তাই আমি তাঁর সঙ্গে (সফরে) বের হলাম। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদার ভিতরে সাওয়ারীতে উঠানো

www.icsbook.info

হতো, আবার হাওদার ভিতরে (থাকা অবস্থায়) নামানো হতো। এভাবেই আমরা সফর করতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ যুদ্ধ শেষ করে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমরা মদীনার কাছে পৌঁছে গেলাম তখন এক রাতে তিনি (কাফেলাকে) মনযিল ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেন। উক্ত ঘোষণা দেওয়ার সময় আমি উঠে সেনাদলকে অতিক্রম করে গেলাম এবং নিজের প্রয়োজন সেরে হাওদায় ফিরে এলাম। তখন বুকে হাত দিয়ে দেখি আযফার দেশীয় সাদা কালো পাথরের তৈরি আমার একটা মালা ছিড়ে পড়ে গেছে। তখন আমি আমার মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম, এবং সন্ধান কার্য আমাকে দেরী করিয়ে দিলো। ওদিকে যারা আমার হাওদা উঠিয়ে দিতো তারা তা উঠিয়ে যে উটে আমি সওয়ার হতাম, তার পিঠে রেখে দিলো। তাদের ধারণা ছিলো যে, আমি হাওদাতেই আছি। তখনকার মেয়েরা হালকা পাতলা হতো, মোটা সোটা হতো না। কেননা খুব সামান্য খাবার তারা খেতে পেতো। তাই হাওদায় উঠতে গিয়ে তার ভার তাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হলো না। তদুপরি সে সময় আমি অল্প বয়স্ক কিশোরী ছিলাম এবং তখন তারা হাওদা উঠিয়ে উট হাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেলো। এদিকে সেনাদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার মালা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের জায়গায় ফিরে এসে দেখি, সেখানে কেউ নেই। তখন আমি আমার জায়গায় এসে বসে থাকাই মনস্থ করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে না পেয়ে আবার এখানে তারা ফিরে আসবে। বসে থাকা অবস্থায় আমার দু' চোখে ঘুম নেমে এলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইব্‌ন মুআত্তাল, যিনি প্রথমে সুলামী এবং পরে যাকওয়ানী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, সেনা দলের পিছনে (পরিদর্শক হিসাবে) থেকে গিয়েছিলেন। সকালের দিকে আমার অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষের অবয়ব দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। পর্দার বিধান নাযিলের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। যে সময় তিনি উট বসাচ্ছিলেন, সে সময় তার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' শব্দে আমি জেগে গেলাম। তিনি উটেরসামনের পা চেপে ধরলে আমি তাতে সওয়ার হলাম। আর তিনি আমাকে নিয়ে সাওয়ারী হাঁকিয়ে চললেন। সেনাদল ঠিক দুপুরে যখন অবতরণ করে বিশ্রাম করছিল, তখন আমরা সেনাদলে পৌঁছলাম। সে সময় যারা ধ্বংস হওয়ার, তারা ধ্বংস হল। অপবাদ রটনায় যে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সে হলো (মুনাফিকের সরদার) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুল। আমরা মদীনায় উপনীত হলাম এবং আমি এসেই একমাস অসুস্থতায় ভোগলাম। এদিকে কিছু লোক অপবাদ রটনাকারীদের রটনা নিয়ে চর্চা করতে থাকল। আমার অসুস্থার সময় এ বিষয়টি আমাকে সন্দিহান করে তুললো যে, নবী ﷺ-এর তরফ থেকে সেই স্নেহ আমি অনুভব করছিলাম না, যা আমার অসুস্থতার সময় সচরাচর আমি অনুভব করতাম। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলতেন কেমন আছ? আমি সে বিষয়ের কিছুই জানতাম না। শেষ পর্যন্ত খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। (একরাতে) আমি ও উম্মু মিসতাহ্ প্রয়োজন সারার উদ্দেশ্যে ময়দানে বের হলাম। । আমরা রাতেই শুধু সে দিকে যেতাম। এ আমাদের ঘরগুলোর নিকটবর্তী স্থানে পায়খানা বানানোর আগের নিয়ম। জংগলে কিংবা দূরবর্তী স্থানে প্রয়োজন সারার ব্যাঁপারে আমাদের অবস্থাটা প্রথম যুগের

www.icsbook.info

আরবদের মতই ছিলো। যাই হোক, আমি এবং উম্মু মিসতাহ বিন্ত আবূ রূহম হেঁটে চলছিলাম। ইত্যবসরে সে তার চাদরে পা জড়িয়ে হোঁচট খেলো এবং (পড়ে গিয়ে) বললো মিসতাহ এর জন্য দুর্ভোগ। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বলেছ। বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছে, এমন এক লোককে তুমি অভিশাপ দিচ্ছ! সে বলল, হে সরলমনা! (তোমার সম্পর্কে) যে সব কথা তারা উঠিয়েছে, তা কি তুমি শুনোনি? এরপর অপবাদ রটনাকারীদের সব রটনা সম্পর্কে সে আমাকে অবহিত করলো। তখন আমার রোগের উপর রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলো। আমি ঘরে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো? আমি বললাম, আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি ('আয়িশা রা.) বলেন,আমি তখন তাদের (পিতা-মাতার) কাছ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গেলাম। তারপর আমি মাকে বললাম, লোকেরা কি বলাবলি করে? তিনি বললেন, বেটি! ব্যাপারটাকে নিজের জন্য হালকাভাবেই গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম! এমন সুন্দরী নারী খুব কমই আছে, যাকে তার স্বামী ভালোবাসে আর তার একাধিক সতীনও আছে; অথচ ওরা তাকে উত্ত্যক্ত করে না। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! লোকেরা সত্যি তবে এসব কথা রটিয়েছে? তিনি ('আয়িশা) বলেন, ভোর পর্যন্ত সে রাত আমার এমনভাবে কেটে গেলো যে, চোখের পানি আমার বন্ধ হল না এবং ঘুমের একটু পরশও পেলাম না। এভাবে ভোর হল। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়াহীর বিলম্ব দেখে আপন স্ত্রীকে বর্জনের ব্যাপারে ইব্ন আবূ তালিব ও উসামা ইব্ন যায়দকে ডেকে পাঠালেন। যাই হোক; উসামা পরিবারের জন্য তাঁর (নবী ﷺ-এর) ভালোবাসার প্রতি লক্ষ্য করে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম (তাঁর সম্পর্কে) ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমরা জানি না, আর আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিছুতেই আল্লাহ্ আপনার পথ সংকীর্ণ করেন নি। তাঁকে ছাড়া আরো অনেক মহিলা আছে। আপনি না হয় বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করুন সে আপনাকে সত্য কথা বলবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন (বাঁদী) বারীরাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। হে বারীরা! তুমি কি তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছ? বারীরা বলল, আপনাকে যিনি সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, না, তেমন কিছু দেখিনি, এই একটি অবস্থায়ই দেখেছি যে, তিনি অল্পবয়স্কা কিশোরী। আর তাই আটা-খামীর করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। সে দিনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মসজিদে) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় জিজ্ঞাস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে লোক আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে? আল্লাহ্র কসম, আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আর এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমি জানি না আর সে তো আমার সাথে ছাড়া আমার ঘরে কখনও প্রবেশ করত না। তখন সা'দ (ইব্ন মু'আয রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমি তার প্রতিকার করবো। যদি সে আউস গোত্রের কেউ হয়ে থাকে, তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিব; আর যদি সে আমাদের খায্‌রাজ

www.icsbook.info

গোত্রীয় ভাইদের কেউ হয়, তাহলে আপনি তার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিবেন, আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব। খাযরাজ গোত্রপতি সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.) তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। এর আগে তিনি ভালো লোকই ছিলেন। আসলে গোত্রপ্রীতি তাকে পেয়ে বসেছিলো। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না, সে শক্তি তোমার নেই। তখনি উসায়িদ ইব্‌নুল হুযাইর (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করে ছাড়ব। আসলে তুমি একজন মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছ। এরপর আউস ও খায্‌রাজ উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে থাকা অবস্থায়ই তারা (লড়াইয়ে) উদ্যত হল। তখন তিনি নেমে তাদের চুপ করালেন। এতে সবাই শান্ত হল আর তিনিও নীরবতা অবলম্বন করলেন। 'আয়িশা (রা.) বলেন, সেদিন সারাক্ষণ আমি কাঁদলাম, চোখের পানি আমার শুকালনা এবং ঘুমের সামান্য পরশও পেলাম না। আমার পিতা-মাতা আমার পাশে পাশেই থাকলেন। পুরো রাত দিন আমি কেঁদেই কাটালাম। আমার মনে হল, কান্না বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। তিনি ('আয়িশা) বলেন, তারা (পিতা-মাতা) উভয়ে আমার কাছেই বসা ছিলেন, আর আমি কাঁদছিলাম। ইতিমধ্যে এক আনসারী মহিলা ভিতরে আসার অনুমতি চাইল। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার সংগে বসে কাঁদতে শুরু করল। আমরা এ অবস্থায় থাকতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রবেশ করে (আমার কাছে) বসলেন, অথচ যে দিন থেকে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে। সেদিন থেকে তিনি আমার কাছে বসেননি। এর মধ্যে একমাস কেটে গিয়েছিল। অথচ আমার সম্পর্কে তার কাছে কোন ওয়াহী নাযিল হল না। তিনি ('আয়িশা) বলেন, এরপর হামদ ও সানা পাঠ করে তিনি বললেন, হে 'আয়িশা! তোমার সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমার কাছে পৌঁছেছে। তুমি নির্দোষ হলে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে জড়িয়ে গিয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা ও ইসতিগ্‌ফার কর। কেননা, বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ্ তাওবা কবূল করেন। তিনি যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এক বিন্দু অশ্রুও আমি অনুভব করলাম না। আমার পিতাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার তরফ থেকে জওয়াব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি বুঝে উঠতে পারি না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কি বলব? এরপর আমার (মা-কে) বললাম, আমার তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথার জওয়াব দিন। তিনিও বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝি উঠতে পারি না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কি বলব? আমি তখন অল্প বয়স্কা কিশোরী! কুরআনও খুব বেশী পড়িনি। তবুও আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমার জানতে বাকী নেই যে, লোকেরা যা রটাচ্ছে, তা আপনারা শুনতে পেয়েছেন এবং আপনাদের মনে তা বসে গেছে, ফলে আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি নিষ্পাপ আর আল্লাহ্ জানেন, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ, তবু আপনারা আমার সে কথা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদের কাছে কোন বিষয়

www.icsbook.info

আমি স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ্ জানেন আমি নিষ্পাপ তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহ্র কসম, ইউসুফ (আ.)-এর পিতার ঘটনা ছাড়া আমি আপনাদের জন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। যখন তিনি বলেছিলেন, পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার জন্য শ্রেয়। আর তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যকারী। এরপর আমি আমার বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করে নিলাম। এটা আমি অবশ্যই আশা করছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! এ আমি ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে কোন ওয়াহী নাযিল হবে। কুরআনে আমার ব্যাপারে কোন কথা বলা হবে, এ বিষয়ে আমি নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না। তবে আমি আশা করছিলাম যে, নিদ্রায় আল্লাহ্র রাসূল এমন কোন স্বপ্ন দেখবেন, যা আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! তিনি তাঁর আসন ছেড়ে তখনও উঠে যাননি এবং ঘরের কেউ বেরিয়েও যায়নি, এরই মধ্যে তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হওয়া শুরু হয়ে গেল এবং (ওয়াহী নাযিলের সময়) তিনি যে রূপ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন, সে রূপ অবস্থার সম্মুখীন হন। এমনকি সে মুহূর্তে শীতের দিনেও তার শরীর থেকে মুক্তার ন্যায় ফোটা ফোটা ঘাম ঝরে পড়তো। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ওয়াহীর সে অবস্থা কেটে গেল, তখন তিনি হাঁসছিলেন। আর প্রথম যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করলেন তা ছিল এই যে, আমাকে বললেন, হে 'আয়িশা! আল্লাহ্র প্রশংসা করো। কেননা, তিনি তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। আমার মাতা তখন আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাও। (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর) আমি বললাম, না, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর কাছে যাবো না এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রশংসাও করব না। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, إِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ الْآيَاتِ যখন আমার সাফাই সম্পর্কে নাযিল হল তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! নিকটাত্মীয়তার কারণে মিসতাহ্ ইব্ন উসাস্াার জন্য তিনি যা খরচ করতেন, 'আয়িশা (রা.) সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলার পর মিসতার জন্য আমি আর কখনও খরচ করবো না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوْا إِلَى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তোমাদের মধ্যে যারা নিয়ামতপ্রাপ্ত ও স্বচ্ছল, তারা যেন দান না করার কসম না করে.... আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। তখন আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ্র কসম। আমি অবশ্যই চাই আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। এরপর তিনি মিসতাহ্-কে যা দিতেন, তা পুনরায় দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়নাব বিন্তে জাহাশকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বললেন, হে যায়নাব! ('আয়িশা সম্পর্কে) তুমি কি জান? তুমি কি দেখছো? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আমার কান, আমি আমার চোখের হিফাজত করতে চাই। আল্লাহ্র কসম তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমি জানি না। 'আয়িশা (রা.) বলেন, অথচ তিনিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু পরহেযগারীর কারণে আল্লাহ্ তাঁর হিফাযত করেছেন। আবূ রাবী' (র.)... 'আয়িশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফুলাইহ্ (র.).... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

www.icsbook.info

١٦٥٧. بَابٌ اِذَا زَكّٰى رَجُلٌ رَجُلاً كَفَاهُ وَقَالَ اَبُوْ جَمِيْلَةَ وَجَدْتُ مَنْبُوْذًا فَلَمَّا رَآنِىْ عُمَرُ قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ اَبْؤُسًا كَاَنَّهُ يَتَّهِمُنِى قَالَ عَرِيْفِى اِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ كَذٰلِكَ اِذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ

১৬৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ কারো নির্দোষ প্রমাণের জন্য একজনের সাক্ষীই যথেষ্ট। আবূ জামিলা (র.) বলেন, আমি একটা ছেলে কুড়িয়ে পেলাম। উমর (রা.) আমাকে দেখে বললেন, ছেলেটির হয়ত অনিষ্ট হতে পারে। মনে হয় তিনি আমাকে সন্দেহ করছিলেন। আমার এক পরিচিত লোক বল্ল, তিনি একজন সৎলোক। উমর (রা.) বললেন, এরূপই হয়ে থাকে। নিয়ে যাও এবং এর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার (বায়তুল মালের)

٢٤٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا اَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ اُزَكِّى عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا اِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ

২৪৮৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র.)... আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সামনে· এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে, তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। তিনি একথা কয়েকবার বললেন, এরপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি তার (মুসলমান) ভাইয়ের প্রশংসা করতেই চায় তাহলে তার (এভাবে) বলা উচিত, অমুককে আমি এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহ্ই তার সম্পর্কে অধিক জানেন। আর আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ না করে আমি কারো সাফাই পেশ করি না। তার সম্পর্কে ভালো কিছু জানা থাকলে বলবে, আমি তাকে এরূপ এরূপ মনে করি।

١٦٥٨. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاِطْنَابِ فِى الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

১৬৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন অপসন্দীয়। যা জানে সে যেন তাই বলে।

٢٤٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِىْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِىْ مَدْحِهِ ، فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ

www.icsbook.info

২৪৮৭ মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র.)... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেংগে ফেললে।

١٦٥٩. بَابُ بُلُوْغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا الْاٰيَةَ وَقَالَ مُغِيْرَةُ اِحْتَلَمْتُ وَاَنَا ابْنُ ثِنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً وَبُلُوْغُ النِّسَاءِ فِى الْحَيْضِ لِقَوْلِهٖ عَزَّ وَجَلَّ : وَاللَّائِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ مِنْ صَالِحٍ اَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ سَنَةً

১৬৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ বাচ্চাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং তাদের সাক্ষ্যদান। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি চায় (২৪ ঃ ৫৯) মুগীরা (র.) বলেন, বারো বছর বয়সে আমি সাবালক হয়েছি। আর মেয়েরা সাবালেগা হয় হায়িয হলে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের যে সব মেয়েরা ঋতুস্রাবের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে----- সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত (৬৫ঃ৪)। হাসান ইব্ন সালিহ্ (র.) বলেন, আমাদের এক প্রতিবেশীকে একুশ বছর বয়সেই আমি নানী হতে দেখেছি।

٢٤٨٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِىْ ثُمَّ عَرَضَنِىْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَاَجَازَنِىْ قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ خَلِيْفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَكَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنْ يَفْرِضُوْا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

২৪৮৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তাকে (ইব্ন উমরকে) পেশ করলেন, তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক। (ইব্ন উমর বলেন) তখন তিনি আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধে তিনি আমাকে পেশ করলেন এবং অনুমতি দিলেন। তখন আমি পনের বছরের যুবক। নাফি' (র.) বলেন, আমি খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে গিয়ে এ হাদীস শুনালাম। (হাদীস শুনে) তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে প্রাপ্ত

www.icsbook.info

ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমারেখা। এরপর তিনি তাঁর গভর্নরদেরকে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন যে, (সেনাবাহিনীতে) যাদের বয়স পনেরতে উপনীত হয়েছে তাদের জন্য যেন ভাতা নির্ধারণ করেন।

٢٤٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

২৪৮৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর জুমু'আ দিবসের গোসল কর্তব্য।

١٦٦٠. بَابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِيْنِ

১৬৬০. পরিচ্ছেদ ঃ শপথ করানোর পূর্বে বিচারক কর্তৃক বাদীকে জিজ্ঞাসা করা যে, তোমার কি কোন প্রমাণ আছে?

٢٤٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ اَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِيْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

২৪৯০ মুহাম্মদ (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাস'উদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করবে, (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে আল্লাহ্ তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। রাবী বলেন, তখন আশআস ইব্ন কায়স (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম। এ বর্ণনা আমার ব্যাপারেই। একখণ্ড জমি নিয়ে (জনৈক) ইয়াহূদী ব্যক্তির সাথে আমার বিবাদ ছিল। সে আমাকে অস্বীকার করলে আমি তাকে নবী ﷺ -এর কাছে হাযির করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার কি কোন প্রমাণ আছে! আসআস (রা.) বলেন, আমি বললাম, না (কোন প্রমাণ নেই।) তখন

www.icsbook.info

তিনি (উক্ত ইয়াহূদীকে) বললেন, তুমি কসম কর। আশআস (রা.) বলেন, (একথা শুনে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে তো সে (মিথ্যা) কসম করে আমার সম্পদ আত্মসাত করে ফেলবে। আশআস (রা.) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে .....(৩ ঃ ৭৭)।

١٦٦١. بَابُ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِى الْاَمْوَالِ وَالْحُدُوْدِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَلَّمَنِىْ اَبُوْ الزِّنَادِ فِىْ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَ يَمِيْنِ الْمُدَّعِىْ فَقُلْتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى قُلْتُ : اِذَا كَانَ يُكْتَفٰى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِيْنِ الْمُدَّعِىْ فَمَايُحْتَاجُ اَنْ تُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى مَاكَانَ يُصْنَعُ بِذِكْرِ هٰذِهِ الْاُخْرٰى

১৬৬১. পরিচ্ছেদ ঃ অর্থ- সম্পদ ও হদ্দ এর (শরীআত নির্ধারিত দণ্ডসমূহ)-এর বেলায় বিবাদীর কসম করা। নবী ﷺ বলেছেন, তোমার দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে কিংবা তার (বিবাদির) কসম করতে হবে। কুতায়বা (র.) বলেন, সুফিয়ান (র.) ইব্‌ন শুবরুমা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ যিনাদ (র.) সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং বাঁদীর কসমের ব্যাপারে আমার সাথে আলোচনা করলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী, তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে (২ ঃ ২৮২) আমি বললাম, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য আর বাঁদীর কসম যথেষ্ট হলে এক মহিলা অপর মহিলাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কি প্রয়োজন আছে? এই অপর মহিলাটির স্মরণ করাতে কি কাজ হবে?

٢٤٩١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

২৪৯১ আবূ নু'আইম (র.).... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাকে লিখে জানিয়েছেন, নবী ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন যে, বিবাদীকে কসম করতে হবে।

www.icsbook.info

١٦٦٢. بَابٌ

১৬৬২. পরিচ্ছেদ ঃ

٢٤٩٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً، لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى قَوْلِهٖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ثُمَّ اِنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِىَّ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِىْ شَىْءٍ فَاخْتَصَمْنَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُ اِذًا يَحْلِفَ وَلاَ يُبَالِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ ثُمَّ اقْتَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ

২৪৯২ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.)... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাস'উদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে এমন (মিথ্যা) কসম করে, যা দ্বারা মাল প্রাপ্ত হয়।[১] সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র সংগে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বর্ণনার সমর্থনে আয়াত নাযিল করেনঃ যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে..... তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৩ ঃ ৭৭) এরপর আশআস ইব্ন কায়স (রা.) আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ আবদুর রাহমান (র.) তোমাদের কি হাদীস শুনিয়েছেন আমরা তাঁর বর্ণিত হাদীসটি তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন, তিনি (ইব্ন মাসউদ) ঠিকই বলেছেন। আমার ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। কিছু একটা নিয়ে আমার সাথে এক (ইয়াহূদী) ব্যক্তির বিবাদ ছিল। আমরা উভয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আমাদের বিবাদ উত্থাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমার দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে অথবা তার (বিবাদীর) কসম করতে হবে। তখন আমি বললাম, তবে তো সে মিথ্যা কসম করতে কোন দ্বিধা করবে না। তখন নবী ﷺ বললেন, কেউ যদি এমন কসম করে, যার দ্বারা মাল প্রাপ্ত হয় এবং সে যদি উক্ত ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হয়, তা হলে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায়, আল্লাহ্ তার উপরে অসন্তুষ্ট। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ বর্ণনার সমর্থনে আয়াত নাযিল করেন। একথা বলে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বাঁদীকে দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে। এক সাক্ষী পেশ করে আরেক সাক্ষীর পরিবর্তে কসম করলে চলবে না। সে ক্ষেত্রে এবং বিবাদী কসম করলে এবং সে আলোকেই ফায়সালা হবে। এমতের ভিত্তি হলো আলোচ্য আয়াত।

www.icsbook.info

١٦٦٣. بَابٌ اِذَا ادَّعٰى اَوْ قَذَفَ فَلَهُ اَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَ يَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

১৬৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ কোন দাবী করলে কিংবা (কারো প্রতি) কোন মিথ্যা আরোপ করলে তাকেই প্রমাণ করতে হবে এবং প্রমাণ সন্ধানের জন্য বের হতে হবে।

٢٤٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيِّنَةَ اَوْ حَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَاٰى اَحَدُنَا عَلٰى امْرَاَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ اللِّعَانِ

২৪৯৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হিলাল ইব্ন উমাইয়া নবী। ﷺ -এর কাছে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শারীক ইব্ন সাহমা এর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ করলে নবী ﷺ বললেন, হয় তুমি প্রমাণ (সাক্ষী) পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে (বেত্রাঘাতের) দণ্ড আপতিত হবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাদের কেউ কি আপন স্ত্রীর উপর অপর কোন পুরুষকে দেখে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ছুটে যাবে? কিন্তু নবী ﷺ একই কথা (বার বার) বলতে থাকলেন, হয় প্রমাণ পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে বেত্রাঘাতের দণ্ড আপতিত হবে। তারপর তিনি লি'আন (لعان) সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

١٦٦٤. بَابُ الْيَمِيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

১৬৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ আসরের পর কসম করা

٢٤٩٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيْقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِلدُّنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفٰى لَهُ وَ اِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ اَعْطٰى بِهِ كَذَا وَكَذَا فَاَخَذَهَا

২৪৯৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

www.icsbook.info

বলেছেন, তিন শ্রেণীর ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না এবং (করুণার দৃষ্টিতে) তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের পাপ মোচন করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি সে, যার কাছে অতিরিক্ত পানি রয়েছে রাস্তার পাশে, আর সে পানি থেকে মুসাফিরকে বঞ্চিত রাখে। আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি সে, যে কারো আনুগত্যের বায়আত করে এবং একমাত্র দুনিয়ার গরযেই সে তা করে। ফলে চাহিদা মাফিক তাকে দিলে সে অনুগত থাকে, আর না দিলে অনুগত থাকে না। আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি সে-যে আসরের পর কারো সাথে পণ্য নিয়ে দামদর করে এবং আল্লাহ্র নামে মিথ্যা হলফ করে বলে যে, সে ক্রয় করতে এত মূল্য দিয়েছে আর তা শুনে ক্রেতা তা কিনে নেয়।

١٦٦٥ بَابٌ يُحْلَفُ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ وَلاَ يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ اِلٰى غَيْرِهِ قَضٰى مَرْوَانُ بِالْيَمِيْنِ عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ اَحْلِفُ لَهُ مَكَانِيْ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَاَبٰى اَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ وَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُوْنَ مَكَانٍ

১৬৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ যে স্থানে বিবাদীর উপর হলফ ওয়াজিব হয়েছে, সেখানেই তাকে হলফ করানো হবে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়া হবে না। মারওয়ান (র.) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.)-কে মিম্বরে গিয়ে হলফ করার নির্দেশ দিলে তিনি বললেন, আমি আমার জায়গায় থেকেই হলফ করব। এরপর তিনি হলফ করলেন কিন্তু মিম্বরে গিয়ে হলফ করতে অস্বীকার করলেন। মারওয়ান তার এ আচরণে বিস্ময়বোধ করলেন। নবী ﷺ বলেছেন, (বাঁদীকে বলেছেন) তোমাকে দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে। নতুবা বিবাদী হলফ করবে। এক্ষেত্রে কোন জায়গা নির্ধারণ করা হয়নি।

٢٤٩٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

২৪৯৫ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... ইব্ন মাস'উদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে (মিথ্যা) কসম করবে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবে এমন অবস্থায় যে আল্লাহ্ তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকবেন।

١٦٦٦. بَابٌ اِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِى الْيَمِيْنِ

১৬৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ কতিপয় লোকজন কে কার আগে হলফ করবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করা

www.icsbook.info

٢٤٩٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَرَضَ عَلٰى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ فَاَسْرَعُوْا فَاَمَرَ اَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِى الْيَمِيْنِ اَيُّهُمْ يَحْلِفُ

২৪৯৬ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদল লোককে নবী ﷺ হলফ করতে বললেন। তখন (কে কার আগে হলফ করবে এ নিয়ে) তাড়াহুড়া শুরু করে দিল। তখন তিনি কে (আগে) হলফ করবে, তা নির্ধারণের জন্য তাদের নামে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

١٦٦٧. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى: اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً

১৬৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে (৩ ঃ৭৭)।

٢٤٩٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَ نَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ اَبُوْ اِسْمٰعِيْلَ السَّكْسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اَعْطٰى بِهَا مَالَمْ يُعْطِهَا فَنَزَلَتْ: اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ اَوْفٰى : النَّاجِشُ اٰكِلُ الرِّبَا خَائِنٌ

২৪৯৭ ইসহাক (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক তার মালপত্র বাজারে এনে এবং হলফ করে বলল যে, এগুলো (খরিদ বাবদ) সে এত দিয়েছে, অথচ সে তত দেয়নি। তখন আয়াত নাযিল হলো ঃ যারা নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজের শপথ বিক্রি করে......। ইব্‌ন আবূ আওফা (রা.) বলেন, (দাম চড়ানোর মতলবে) যে ধোঁকা দেয়, সে মূলতঃ সূদখোর ও খিয়ানত কারী।

٢٤٩٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ اَوْ قَالَ اَخِيْهِ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِىْ

www.icsbook.info

الْقُرْاٰنِ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً الْاٰيَةَ فَلَقِيَنِى الْاَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فِىَّ اُنْزِلَتْ

২৪৯৮ বিশর ইব্ন খালিদ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো অথবা তার ভাইয়ের অর্থ আত্মসাতের মতলবে মিথ্যা হলফ করবে, সে (কিয়ামতে) মহান আল্লাহ্র দেখা পাবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত হাদীসের সমর্থনে কুরআনে এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً হতে عَذَابٌ اَلِيْمٌ পর্যন্ত। যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই (৩ ঃ ৭৭)। আর আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি (করুণার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদেরকে (পাপ থেকে) বিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। পরে আশআস (রা.) আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) আজ তোমাদের কি হাদীস শুনিয়েছেন? আমি বললাম, এই এই (হাদীস শুনিয়েছেন) তিনি বললেন, আমার ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

١٦٦٨. بَابٌ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ اِحْسَانًا وَّ تَوْفِيْقًا يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ، يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ، فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا يُقَالُ بِاللّٰهِ وَتَاللّٰهِ وَوَ اللّٰهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللّٰهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَلاَ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللّٰهِ

১৬৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ কিভাবে হলফ নেওয়া হবে? মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তারপর তারা আপনার নিকট এসে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাই না (৪ ঃ ৬২)।
তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত (৯ ঃ ৫৬)।
তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্র শপথ করে (৯ ঃ ৬২)।
তারা উভয়ে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য (৫ ঃ ১০৭)। কসম করার জন্য ব্যবহৃত হয় بِاللّٰهِ – تَاللّٰهِ و ও وَاللّٰهِ নবী (সা.) বলেন, আর যে ব্যক্তি আসরের পর আল্লাহ্র নামে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো নামে শপথ করা যাবে না।

www.icsbook.info

২৪৯৯ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُهُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا اِلاَّ اَنْ تَطَوَّ عَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكٰوةَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ

২৪৯৯ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... তালহা ইব্ন উবাদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে ইসলাম (এর করণীয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। সে বলল, আমার উপর আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই। তবে নফল হিসাবে পড়তে পার। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আর রমাযান মাসের সিয়াম। সে জিজ্ঞাসা করল, আমার উপর এ ছাড়া আরও কি ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই। তবে নফল হিসাবে (সিয়াম) পালন করতে পার। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যাকাতের কথাও বললেন; সে জানতে চাইল, আমার উপর এ ছাড়া আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই; তবে নফল হিসাবে (সাদকা) করতে পার। তারপর লোকটি এই বলে প্রস্থান করল, আল্লাহ্র কসম! এতে আমি কোন কম-বেশী করব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সত্য বলে থাকলে সে সফল হয়ে গেল।

২৫০০ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ

২৫০০ মূসা ইবন ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কারও হলফ করতে হলে সে যেন আল্লাহ্র নামেই হলফ করে, নতুবা চুপ করে থাকে।

١٦٦٨. بَابُ مَنْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِيْنِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَقَالَ طَاؤُسٌ وَاِبْرَاهِيْمُ وَشُرَيْحٌ اَلْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ اَحَقُّ مِنَ الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ

www.icsbook.info

১৬৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ (বিবাদী) হলফ করার পর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রমাণ উপস্থিত করার ব্যাপারে অপরের চেয়ে বেশী বাকপটু। তাউস, ইবরাহীম ও শুরাইহ (র.) বলেন, মিথ্যা হলফের চেয়ে সত্য সাক্ষ্য অগ্রাধিকারযোগ্য।

٢٥٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا

২৫০১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার কাছে মামলা-মোকাদ্দমা নিয়ে আস। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রতিপক্ষের তুলনায় প্রমাণ (সাক্ষী) পেশ করার ব্যাপারে অধিক বাকপটু। তবে যেনে রেখ, বাকপটুতার কারণে যার অনুকূলে আমি তার ভাইয়ের প্রাপ্য হক ফায়সালা করে দেই, তার জন্য আসলে আমি জাহান্নামের অংশ নির্ধারণ করে দেই। কাজেই, সে যেন তা গ্রহণ না করে।

١٦٧٠. بَابُ مَنْ اَمَرَ بِاِنْجَازِ الْوَعْدِ وَ فَعَلَهُ الْحَسَنُ، وَ ذَكَرَ اِسْمٰعِيْلَ بِاَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ قَضَى ابْنُ الْاَشْوَعَ بِالْوَعْدِ وَذَكَرَ ذٰلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَ قَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ وَ عَدَنِيْ فَوَفَى لِيْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَاَيْتُ اِسْحٰقَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيْثِ ابْنِ اَشْوَعَ

১৬৭০. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াদা পূরণ করার নির্দেশ দান। হাসান বসরী (র.) এরূপ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈল (আ.)-এর উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন যে, তিনি ওয়াদা পূরণে একনিষ্ঠ ছিলেন। (কূফার কাযী) ইব্ন আশওয়া (র.) ওয়াদা পূরণের রায় ঘোষণা করেছেন। সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ-কে তাঁর এক জামাতা সম্পর্কে বলতে শুনেছি, "সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করেছে।" আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন,

www.icsbook.info

ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমকে আমি ইব্‌ন আশওয়া (র.) -এর হাদীস প্রমাণরূপে পেশ করতে দেখেছি।

২৫০২ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سُفْيَانَ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَاَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُم فَزَعَمْتَ اَنَّهُ اَمَرَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ قَالَ وَهٰذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ

২৫০২ ইবরাহীম ইবন হামযা (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (রোম সম্রাট) হেরাক্লিয়াস তাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি (নবী ﷺ) তোমাদের কি কি আদেশ করেন? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদেরকে সালাতের, সত্যবাদিতার, পবিত্রতার, ওয়াদা পূরণের ও আমানত আদায়ের আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, এটাই (অবশ্যই) নবীগণের সিফাত (গুণাবলী)।

২৫০৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ

২৫০৩ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি–বলতে গেলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে (তাতে) খিয়ানত কর, আর ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

২৫০৪ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ جَاءَ اَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ دَيْنٌ اَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَاتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُعْطِيَنِىْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِىْ يَدِىْ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ

www.icsbook.info

২৫০৪ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা.)-এর কাছে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নিয়োগকৃত বাহরাইনের শাসক) 'আলা ইব্ন হাযরামীর পক্ষ থেকে মালপত্র এসে পৌঁছল। তখন আবূ বকর (রা.) ঘোষণা করলেন, নবী ﷺ-এর যিম্মায় কারো কোন ঋণ (পাওনা) থাকলে কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা থাকলে সে যেন আমাদের কাছে এসে তা নিয়ে যায়। জাবির (রা.) বলেন, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এরূপ, এরূপ এবং এরূপ দান করার ওয়াদা করেছিলেন। জাবির (রা.) তার দু'হাত তিনবার ছড়িয়ে দেখালেন। জাবির (রা.) বলেন, তখন তিনি (আবূ বকর) (রা.) আমার দু'হাতে গুণে গুণে পাঁচ শ' দিলেন, আবার পাঁচ শ' দিলেন, আবার পাঁচ শ' দিলেন।

٢٥٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمِ الْاَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلَنِيْ يَهُوْدِيٌّ مِنْ اَهْلِ الْحِيْرَةِ اَيَّ الْاَجَلَيْنِ قَضٰى مُوْسٰى قُلْتُ لاَ اَدْرِيْ حَتّٰى اَقْدَمَ عَلٰى حَبْرِ الْعَرَبِ فَاَسْاَلَهُ، فَقَدِمْتُ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضٰى اَكْثَرَ هُمَا وَاَطْيَبَهُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ فَعَلَ

২৫০৫ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহীম (র.).... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হীরাতের জনৈক ইয়াহূদী আমাকে প্রশ্ন করল, দুই মুদ্দতের কোনটি মূসা (আ.) পূর্ণ করেছিলেন? আমি বললাম, আরবের কোন জ্ঞানীর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা না করে আমি বলতে পারব না। পরে ইব্ন আব্বাসের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মূসা (আ.) দীর্ঘতর ও উত্তম সময় সীমাই পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যা বলেন, তা করেন।

١٦٧١. بَابٌ لاَ يُسْاَلُ اَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَ غَيْرِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ اَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ الْاٰيَةَ

১৬৭১. পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষী ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুশরিকদের কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। ইমাম শা'বী (র.) বলেন, এক ধর্মাবলম্বীর সাক্ষ্য অন্য ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ তাই আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক করেছি। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা আহলি কিতাবদের সত্যবাদীও মনে করো না আবার মিথ্যাবাদীও মনে করো না। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

www.icsbook.info

বরং তোমরা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে ২ : ৩৬।

٢٥٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ وكِتَابُكُمُ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلٰى نَبِيِّهِ اَحْدَثُ الْاَخْبَارِ بِاللّٰهِ تَقْرَؤُنَهُ لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللّٰهُ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوْا مَاكَتَبَ اللّٰهُ وَغَيَّرُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوْا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْابِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً اَفَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلُكُم عَنِ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ

২৫০৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ! কি করে তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট জিজ্ঞাসা কর? অথচ আল্লাহ্ তাঁর নবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহ্ সম্পর্কিত নবতর তথ্য সম্বলিত, যা তোমরা তিলাওয়াত করছ এবং যার মধ্যে মিথ্যার কোন সংমিশ্রণ নেই। তদুপরি আল্লাহ্ তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহ্ যা লিখে দিয়েছিলেন, তা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করে তা দিয়ে তুচ্ছ মূল্যের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। তোমাদেরকে প্রদত্ত মহাজ্ঞান কি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে তোমাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারে না ? আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের একজনকেও আমি কখনো তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে দেখিনি।

١٦٧٢. بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلاَتِ وَقَوْلِهِ : اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلاَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِقْتَرَعُوْا فَجَرَتِ الْاَقْلاَمُ مَعَ الْجِرْيَةِ وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ وَقَوْلِهِ فَسَاهَمَ اَقْرَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ يَعْنِيْ مِنَ الْمَسْهُوْمِيْنَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ فَاَسْرَعُوْا فَاَمَرَ اَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ اَيُّهُمْ يَحْلِفُ

১৬৭২. পরিচ্ছেদ : জটিল বিষয়ে কুর'আর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ্‌র বাণী : যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে? (৬ : ৪৪) ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, তারা (কলম নিক্ষেপের মাধ্যমে)

www.icsbook.info

কুর'আর ব্যবস্থা করল, তখন তাদের সবার কলম স্রোতের সাথে ভেসে গেল। শুধু যাকারিয়ার কলম স্রোতের মুখেও ভেসে রইল। তাই তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখে দিলেন। (ইউনুস আ সম্পর্কে) আল্লাহ্ তাআলা বাণী ঃ فَسَاهَمَ এর অর্থ হলো اَقْرَعَ কুরআ নিক্ষেপ করল। আর فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ এরপর তিনি পরাভুত হলেন। (৩৭ ঃ ১৪১)। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী ﷺ একদল লোককে হলফ করার নির্দেশ দিলেন। তারা কে আগে হলফ করবে তাই নিয়ে তাড়াহুড়া শুরু করল। তখন কুর'আর মাধ্যমে কে হলফ করবে তা নির্ধারণের নির্দেশ দিলেন।

٢٥٠٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى الشَّعْبِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِى اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّوْنَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِى اَعْلَاهَا فَتَاَذَّوْابِهِ فَاَخَذَ فَاْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِىَ وَلَا بُدَّلِىْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ اِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ

২৫০৭ উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র.)..... নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা এবং তা লংঘনকারী ব্যক্তির উপমা হল সেই যাত্রীদল, যারা কুর'আর মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। ফলে কারো স্থান হল এর নীচতলায় আর কারও হল উপরতলায়। যারা নীচতলায় ছিল তারা পানি নিয়ে উপ'র তালা লোকদের কাছ দিয়ে আসত। এতে তারা বিরক্তি প্রকাশ করল। তখন এক লোক কুড়াল নিয়ে নৌযানের নীচের অংশে ফুটো করতে লেগে গেল। এ দেখে উপর তলার লোকজন তাকে এসে জিজ্ঞাসা করল তোমার হয়েছে কি? সে বলল, আমাদের কারণে তোমরা কষ্ট পেয়েছ। অথচ আমারও পানি প্রয়োজন আছে। এ মুহূর্তে তারা যদি এর দু'হাত চেপে ধরে তাহলে তাকে যেমন রক্ষা করা হল তেমনি নিজেদেরও রক্ষা হল। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তবে তাকে ধ্বংস করা হল এবং নিজেদেরও ধ্বংস করা হল।

٢٥٠٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ اُمَّ الْعَلَاءِ اِمْرَاَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبِىَّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِىْ

www.icsbook.info

السُّكْنٰى حِيْنَ اَقْرَعَتِ الْاَنْصَارُ سُكْنٰى الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ اُمُّ الْعَلَاءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فَاشْتَكٰى فَمَرَّضْنَاهُ حَتّٰى اِذَا تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِيْ ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ فَقُلْتُ لَا اَدْرِيْ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللّٰهِ الْيَقِيْنُ وَاِنِّي لَاَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَا اُزَكِّيْ اَحَدًا بَعْدَهُ اَبَدًا وَاَحْزَنَنِيْ ذٰلِكَ قَالَتْ فَنِمْتُ فَاُرِيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِيْ فَجِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ

২৫০৮ আবুল ইয়ামান (র.)....উম্মুল আলা (রা.) নাম্নী একজন আনসারী মহিলা যিনি নবী ﷺ-এর (হাতে) বায়আত হয়েছিলেন, তিনি বলেন, মুহাজিরদের বাসস্থান দানের জন্য আনসারগণ যখন কুর'আ নিক্ষেপ করলেন, তখন তাদের ভাগে উসমান ইব্ন মাযউনের জন্য বাসস্থান দান নির্ধারিত হল। উম্মুল আলা (রা.) বলেন, সেই থেকে উসমান ইব্ন মাযউন (রা.) আমাদের এখানে বসবাস করতে থাকেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করলাম। পরে তিনি যখন মারা গেলেন এবং আমরা তাকে কাফন পরালাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এখানে আসলেন। আমি (উসমান ইব্ন মাযউনকে লক্ষ্য করে) বললাম, হে আবূ সায়িব! তোমার প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। তোমার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্ তোমাকে অবশ্য মর্যাদা দান করেছেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমাকে কে জানাল যে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দান করেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমি জানি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্র কসম। উসমানের কাছে তো মৃত্যু এসে গেছে, আমি তো তার জন্য কল্যাণের আশা করি। আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহ্র রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না তার সাথে কি আচরণ করা হবে। তিনি (উম্মুল আলা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, একথার পরে কখনো আমি কাউকে পূত-পবিত্র বর্ণনা করি না। সে কথা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। তিনি বলেন, পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, উসমান (ইব্ন মাযউন রা.)-এর জন্য একটা প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে সে খবর জানালাম। তিনি বলেন, সেটা হচ্ছে তার নেক আমল।

٢٥٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ

www.icsbook.info

بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَءَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَهَا غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ رِضَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৫০৯ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের ইরাদা করলে তাঁর স্ত্রীদের মাঝে কুর'আ নিক্ষেপ করতেন, যার নাম বের হত। তাকে সাথে নিয়েই তিনি সফরে বের হতেন। আর তিনি স্ত্রীদের প্রত্যেকের জন্যই দিন রাত বণ্টন করতেন। তবে সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা.) তাঁর ভাগের দিনরাত নবী ﷺ -এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা)-কে দান করে দিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করেছিলেন।

٢٥١٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

২৫১০ ইসমাঈল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আযান ও প্রথম কাতারের মর্যাদা মানুষ যদি জানত আর (প্রতিযোগিতার কারণে) কুর'আ নিক্ষেপ ছাড়া সে সুযোগ তারা না পেত, তাহলে কুর'আ নিক্ষেপ করত, তেমনি আগেভাগে জামা'আতে শরীক হওয়ার মর্যাদা যদি তারা জানত তাহলে তারা সেদিকে ছুটে যেত। অনুরূপভাবে ঈশা ও ফজরের জামা'আতে শরীক হওয়ার মর্যাদা যদি তারা জানত তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা তাতে হাযির হত।

ইফাবা—২০০২-২০০৩—প্র/৬৭৫৯(উ)—৭,২৫০